সাধন-সঙ্গীত।

প্রথম ভাগ।

হরি-সাধন-গীতি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা বিদ্যাবিনোদ আর, এ, এস্
কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
প্রিণ্টার—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

[আর্য্য ধর্ম্মার্থে সমর্পিত] মূল্য এক ১৲ টাকা।

নিবেদন।

সাধক ভক্তগণের হৃদয়-উদ্যানে স্বতঃ-প্রস্ফুটিত ভক্তি-সুবাসিত গীতি-কুসুম কতকটি সংগ্রহ করিয়া এই "সাধন-সঙ্গীত"-মাল্য গ্রথিত ও প্রকাশিত হইল। সাধন বিষয়ক ভক্তিরসপূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন সংগ্রহ করতঃ এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া ক্রমে সংগ্রহ করিতে যাইয়া দেখা যায়, উহা সম্যক্ সংগ্রহ করা সমুদ্র সদৃশ এক সুবৃহৎ ব্যাপার। বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য প্রথম ভাগে হরি-সাধন বিষয়ক সম্প্রতি সাড়ে সাত শত সংখ্যক সংগীত ও সংকীর্ত্তন সংগৃহীত হইয়া এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় ভাগে গুরুগৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ-সাধন বিষয়ক এবং তৃতীয় ভাগে শক্তি-সাধন বিষয়ক গীতি প্রকাশের বাসনা করিয়াছি। শ্রীভগবানের শুভাশীর্ব্বাদে ও সহৃদয় গ্রাহকগণের অনুগ্রহ হইলে ক্রমে সর্ব্ববিধ সাধন-সঙ্গীত অধিক সংখ্যক সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া সাধক ভক্তগণের শ্রীকর-কমলে অর্পণ করিতে ইচ্ছা রহিল।

বহু গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে উপাসনা উপযোগী সংগীত কিছু কিছু করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। সকল গ্রন্থের নাম দেওয়া সহজ-সাধ্য ও সম্ভবপর নহে। তবে রচয়িতার নাম

সূচীপত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন সংগীত এবং কতক আধুনিক সংগীতের রচয়িতার নাম জানিতে না পারায় লিখিত হয় নাই। রচয়িতার নাম উল্লেখে কোনটিতে ভুলও থাকিতে পারে। কোন কোন গ্রন্থের সংগীতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত সংগীত উঠিয়া থাকিবে। এই প্রথম সংগ্রহে ও মুদ্রণে ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটী থাকিবারই সম্ভাবনা। আমি এ কার্য্যে অযোগ্য ; তথাপি প্রাণের আবেগে এই বৃহৎ ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করিয়া সকলের কৃপা-দৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। যে সাধক ও ভক্তগণের রচিত সঙ্গীত দ্বারা এই গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমি সেই সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। এই গ্রন্থের আয় ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত বটে। কেহ ইহা গ্রহণ করিলে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মেরও যথাসাধ্য সহায়তা করিলেন বলিয়া স্বীকৃত হইবে। নিবেদন ইতি।

জিন্দাবাহার, ঢাকা
১৩৪১ সন, ২৮শে আষাঢ়।

চিরবিনীত—
শ্রীপূর্ণ চন্দ্র সাহা

সূচীপত্র

* মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে যতীন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

* দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুকরণে রচিত।

নিম্নলিখিত সংগীত কয়েকটী সূচীপত্রে যথাস্থানে ভুলক্রমে সন্নিবেশিত হয় নাই :—

———

সাধন-সঙ্গীত।

প্রথম ভাগ।

হরি-সাধন গীতি।

প্রথম অধ্যায়।

বন্দনা, আবাহন ও মহিমা-গীতি।

মূলতান—একতালা।

জয় জগ ব্রহ্ম, পরমানন্দ সচ্চিদানন্দ তারণ হে!
তুমি গুণাকর, শশী দিবাকর, ধরণীপতি মুরহর হে॥
তুমি আকাশ, তুমি অনিল, তুমি হে বহ্নি, তুমি অনল,
স্থাবর জঙ্গম, তুমি হে জল, পশু পক্ষ নরনারী হে॥
অনাদি ঈশ্বর, ব্যাপী চরাচর, কভু আঁধার, কভু দিবাকর,
প্রণমহ ঈশ পরাৎপর, তুমি নিরাকার সাকার হে॥

দেশমিশ্র—একতালা।

জয় জয় যদুকুলপতি, অগতির গতি।
বিশ্ব-মন্দিরে, প্রহরে প্রহরে, প্রকৃতি করে তোমার আরতি।
তারকার দীপ জ্বালি অগণন, করে ধরে' ফিরে দেবাঙ্গনাগণ,
তোমার মন্দির করে প্রদক্ষিণ, অহরহ দিবা-রাতি।
ছয় ঋতু ল'য়ে কুসুমের ডালি, পদে দেয় তা'রা অঞ্জলি অঞ্জলি,
বিহগগণ করে অবিরাম, তোমার যশোগীতি।
বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র, যোগী ঋষি মুনি উচ্চারে' মন্ত্র,
করে আনন্দে, বহুবিধ ছন্দে, তোমার হে স্তব স্তুতি।

বৃন্দাবনী ভঁয়রো—ঠুংরী।

জয় ভব-বন্ধন-মোচন-কারণ, জগত-জীবন শ্রীহরি।
অনাথ-বান্ধব, শ্রীনাথ কেশব, যাদব মাধব মুরারি।
শ্রীনন্দ-নন্দন, ত্রিলোক-বন্দন, গিরি-গোবর্দ্ধনধারী,
ভব-ভয়-ভঞ্জন, নিত্য-নিরঞ্জন, ভকত-রঞ্জনকারী।
অনন্ত-শয়ন, কৃতান্ত-দমন, ভ্রান্তজন-ভ্রান্তিহারী,
আগম নিগম তন্ত্রে, যোগযন্ত্র যোগমন্ত্র,
বেদান্তে তোমার অন্ত না হেরি।
আপদে বিপদে, যে মজে রাম-পদে, সম্পদ পদে পদে তা'রি,
(আছি) শত অপরাধে, অপরাধী পদে, রাখিও শ্রীপদে কৃপা করি।

বাগেশ্রী—চৌতাল।

জয় জয় হরি, মুকুন্দ মুরারি, অনন্ত অব্যয় ঈশ্বর।
জয় ভূলোক পালক, গোলোক-আলোক, জয় জয় সৃষ্টিধর॥
অনন্ত তোমার কর্ম্ম-খেলা, অনন্ত তোমার অপূর্ব্ব লীলা,
তুমি লীলাময় অপার মহিমা, অনন্ত করুণাসাগর।
দাও দাসে রাঙ্গা চরণ-যুগল, কর কৃপা দীনে কমল-লোচন,
গোলোক আসনে তুমি নারায়ণ, মধুর মূরতি সুন্দর।

মুলতান—ঠুংরী।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।
তব গুণ কথনে, স্মরণে মননে, ভব-ভয় পাপ হরে॥
গায় ঋষিগণ তন্নাম অবিরাম, হে প্রাণেশ প্রাণারাম,
অনুদিন যোগ ভরে॥
কিবা প্রেমঘন রূপ নিরঞ্জন, যোগী তপোধনে ধ্যান ধরে,
সুধাগন্ধে অন্ধ, ভক্ত অলিবৃন্দ, পদারবিন্দে বাস করে;
যে পদ সেবনে, দর্শনে স্পর্শনে, মহাপাতকী তরে॥

জয় মাধব, জয় মাধব, জয় শঙ্কটহারী।
মানস-রঞ্জন, ত্রিতাপ-ভঞ্জন, শমন-গঞ্জন মুরারি॥
ভকত-জীবন, ত্রিলোক-পালন, জয় মঙ্গলকারী।
পাপ-বিনাশন, শ্রীমধুসূদন, জয় জগ-মনোহারী॥

জয় নারায়ণ, জয় জীব-জীবন,
জয় মধুসূদন মুরারে!
জয় ত্রিলোক-পাবন, অনাদি কারণ,
অনাথ-নাথ হরে!
জয় জলধর শ্যাম, ধনুর্ধর রাম,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম;—
জয় মদনমোহন, নয়ন শোভন,
করুণা কর আমারে।

জয় নারায়ণ, ভয়চয়-ভঞ্জন,
পীতবাস বনমালী।
অসুর-বিনাশন, সত্য সনাতন,
অতুল প্রতুল বলশালী॥
পুরট মুকুটধর, সঙ্কট ঘটহর,
প্রস্ফুট-পঙ্কজধারী।
পাদপদ্ম তব, যাচ হি ভবধব,
তারহ দেব মুরারি॥

জয় জয় দেব হরে, দেব দেব হরে।
হরি লক্ষিত রক্ষিত দেব নরে।
জয় দেব হরে—জয় দেব হরে॥

ভুক।

জয় নারায়ণ বিঘ্ন-বিনাশন।

জয় মুরারি কেশব বিশ্বম্ভর বামন।

জয় কালীয়-দমন, বিরাট ভীষণ, দেবকী নন্দন, দনুজ-দলন;
জয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ, কংস-নিপাত, মধুসূদন।
জয় গোবিন্দ রমেশ, কৃষ্ণ হৃষিকেশ, নটেন্দ্র সুরেশ, সমর মোহন;
জয় যজ্ঞেশ গোপাল, মুকুন্দ নৃপাল, ব্রহ্ম সুরপাল, পীত-বসন।
জয় গিরি-চক্রধারী, বিপিন-বিহারী, শার্ঙ্গপাণি হরি, খগবাহন;
জয় শ্রীনন্দ-সুত, যশোদা-সুত, পরম পূত, হাস্য বদন।
জয় বসুদেব-জায়, ত্রিভঙ্গ কায়, অদ্ভুত-মায়, জগৎ-রচন;
জয় কল্কি হলধর, নবরস-সাগর, বুদ্ধ অবতার, লক্ষ্মী-রমণ;
জয় কৌস্তুভ-ভূষণ, শঙ্খ-ধারণ, পূতনা-ঘাতন, কেশী মর্দ্দন;
জয় শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী-প্রকাশ, পূর' অভিলাষ বাচি চরণ।
জয় স্থির-পদ্মাসন, গরুড়-কেতন, বিশ্ব-বিমোহন, গদা-ধারণ;
রোগ শোক ঘোর, নাশ কর মোর, করি করযোড়, মাগি চরণ।

জয় মুরারি, ভূভারহারী, নিত্য নবলীলা নবরূপধারী,
জয় জগদীশ হরে!
মীন কূর্ম্ম বরাহ রূপ ধর, নৃসিংহ বামন রাম ক্ষত্রহর,
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম, হলধর বলরাম,
হিংসা-বারণ নারায়ণ, কল্কী কলুষ-নাশকারী,
জয় জগদীশ হরে।

বিভাস—একতালা।

জয় যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর, জগজ্জন-জগৎ-পালন।
হৃষিকেশ হরি, রাস-বিহারী, রমানাথ রাধামোহন।
হরি! বিশ্বম্ভর, বংশীধর, শ্রীধর গিরি-ধারণ;
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ, দীননাথ দীনশরণ।
ত্রিলোক-পালক বালক বেশেতে বসুদেব দুঃখনাশন;
তুমি নরকান্তকারী, নরকান্তি ধরি, (কর) নরলোকে জন্মগ্রহণ॥
ভকত-বৎসল ভব-তারণ, ভানুজ-ভয়-ভঞ্জন;
তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি, গোকুলচন্দ্র গোপীমোহন।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ব্রহ্ম সনাতন, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-চরণ;
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র, চরণেতে লয় শরণ॥
হরি! মুকুন্দ মুরারী, হে মনোহারী, হরে বৈকুণ্ঠ বামন;
তুমি দূর্ব্বাদল শ্যাম, রূপ অনুপম, রামরূপে নাশ রাবণ।
ওহে শ্রীনিবাস, হৃদে কর বাস, বাসনা—পদে নিবেদন;
সদা শ্মশানেতে বাস, করে' কৃত্তিবাস, করেন তব নাম কীর্ত্তন।
হরি! দামোদর দ্বারিকানাথ দৈত্য-কুল-নাশন;
তুমি হর হর-হৃদি-নিধি নিরবধি, বিধি করেন পদ সেবন।
মুনি-শিরোমণি, তুমি চিন্তামণি, নারদাদি মুনির ধ্যানের ধন;
হের করুণা-কটাক্ষে, অকিঞ্চন পক্ষে, কর রক্ষে ভব-বন্ধন।
দান ধ্যান ব্রত, তপ জপ যত, তীর্থক্ষেত্র পর্য্যটন;
(হয়) কেবল পরিশ্রম, সবি মনের ভ্রম, নাম তুল্য নয় কদাচন।
আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি, ভবে ভ্রমি সদা সর্ব্বক্ষণ;
রেখো কমলাকান্তে, অন্তে পদ প্রান্তে, মনেতে এই আকিঞ্চন।

ঝিঁঝিট—একতালা।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস দানব ঘাতন ।
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জ-কানন-রঞ্জন ।
জয় কেশী-মর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ মোহন ;
জয় গোপ-বালক, বৎস-পালক, পূতনা-বক-নাশন ।
জয় গোপ-বল্লভ, ভক্ত সল্লভ, দেব দুর্লভ-বন্দন ;
জয় বেণু-বাদক, কুঞ্জ-নাটক, পদ্ম-নন্দক মণ্ডন ।
জয় শান্ত-কালিয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন ;
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদী-ভয়-ভঞ্জন ।
জয় দেবকীসুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্কর-স্তুত, বামন ;
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয় জীবন ।

সুরট—যৎ।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন ।
জপে গুণ যতনে, যোগীন্দ্র আদি যোগিগণ ।
যজ্ঞেশ্বর যাদব জয় যশোদা-নন্দন,
যদু-কুলোদ্ভব জলদ-বরণ জন-রঞ্জন ।
ওহে জীবের জীব-আত্মারূপ, ত্বং হি যজ্ঞ, তুমি জপ,
যন্ত্রী জগদ্‌যন্ত্র যম-যন্ত্রণা নিবারণ ;
জগৎ-আরাধ্য জগদাদ্য জগন্মোহন,
জঘন্য দাশরথীরে তারহে জগত্তারণ !

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জগদ্বন্ধু বন্ধু সংসারে।
কলুষ-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী কুরু করুণা কংসারে!
যদি হে গতিহীন জনে, তার' তা'রে ত্বস্তারে;
তবে ত্বন্মাহাত্ম্য গুণ বিস্তার হে মুরারে!
ছ'জন কুজন সঙ্গে, ভ্রমণ সদা কুপ্রসঙ্গে,
মগ্ন সংসার-তরঙ্গে, আসি ফিরে' বারে বারে;
ক্রিয়াবিহীন কুমতিলীন, দাশরথি দাসেরে;
দেহি মাং চরণে স্থান, শমন-শাসন-সংহারে!

ভৈরব—চৌতাল।

জৈ মাধব মুকুন্দ মুরারি মধুসূদন
মদনমোহন মনোরঞ্জন মনভাবন।
জগতপতি জগন্নাথ জগজীবন
জগবন্দন জগপাবন জগ প্রগটাবন।
কৃষ্ণ কেশব করুণানাথ কংসারি
কংস-কাল কালী নাগ নাথন কাম-জনাবন
বৈকুণ্ঠনাথ বিহারী বদ্রীবামন বিষ্ণুবল্লভ
বারাহ বিঠল বৈজুবাহরে প্রাণ জীবাবন।

(জয়) কালীয়-গঞ্জন, সজ্জন-রঞ্জন,
শকট-ভঞ্জন দেব মুরারি।
(জয়) দুঃখ-নিবারণ, বিষ্ণু নারায়ণ,
কংশ-বিদারণ, তারণ-কারী॥
(জয়) ত্রিলোক-পোষণ, গোলোক-ভূষণ,
কুলোক-শাসন, প্রাণ-বিহারী!
(জয়) দানব-নাশন, মানব-তোষণ,
দৈবত-রক্ষণ, ভূভার-হারী॥

জয় শকট-ভঞ্জন কৃষ্ণ নীলাঞ্জন,
দুর্জ্জন-গঞ্জন, সজ্জন-রঞ্জন,
জয় জয় দেব হরে!
জয় ক্ষীরোদ-সাগর- শায়ী দয়াকর,
দুর্গতি দুঃখহর, নূপুর গুঞ্জন।
জয় জয় দেব হরে!

নমঃ সুরগণ-ভয়হারী হরি।
দৈত্য-বিনাশন বরাহরূপধারী॥
জগজন-পালন ধরাভার-হারী,
রঞ্জন-চিত দুঃখভঞ্জন শমন-গঞ্জনকারী,
মঙ্গল-আলয় মঙ্গলাচারী;
জয় জয় জয় প্রেমময় মুরারি॥

নমঃ নারায়ণ, দীনতারণ পতিতপাবন কারণ।
প্রেম-বিলাসকারী, হৃদ্বিহারী, নয়ন-বিমোহন॥
নমঃ জনার্দ্দন করুণা আধার॥
পুরুষোত্তম, শমন-দম, ভকত-হৃদয়-হার,
মনোমোহন শ্যাম প্রেমধার;
কলুষ-আধার নাশ, প্রেমানন্দ প্রকাশ,
ভগবান জগৎপ্রাণ, রিপুকুল-দমন,
প্রেমলীলা খেলায় সতত মগন;
নমঃ জনার্দ্দন করুণা-আধার॥

জয় জয় কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ॥
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
স্রুখই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী বিলম্বিত গলে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্কার ততই রসাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
তাপিতে করুণা করি তার' গোবিন্দ॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তুমি হে অনাদি আদি, সব সৃজন-কারণ।
তোমার আজ্ঞায় উঠে, আকাশে শশী তপন।
তোমার কৃপায় হয়, তোমার ইচ্ছায় লয়,
তুমি বিশ্ব বিশ্বময়, সকার অকারণ।

ভৈরবী—ঠেপ্‌কা।

কালীয়-মর্দ্দন, কংস নিসূদন, কেশীমথন কংসারে!
খগপতি বাহন, খেচর পালন, খিন্ন খল বলহারে!
গোকুল গোলোক-চন্দ্র গদাধর, গরুড়-বাহন গিরিধারে!
ঘন ঘন ঘুঙ্‌ঘুর ঘোষক ঘনতনু, ঘোর তিমির সংহারে!
চঞ্চল চম্পক চারু চটুল চল, চীর চতুর্ভুজ চৈত্তহরে!
ছদ্ম বামন ছিন্ন রাবণ, ছলিত বলি-বল সৌরে!
জগজন জীবন, জৈন জনার্দ্দন, জলদ জলজ রুচি চৌরে!
ত্রিভুবন তারক,তাপ নিবারক, তরুণ তনুজিত তোয়ধরে!
দৈত্যদল-বল-দলন দুঃখহর দুরিত দাহক দেব হরে!
নূতন নীরদ নীল কলেবর, নন্দ-নন্দন নরকারে!
পতিত-পাবন পরম কারণ, পীত পটু পটধারে!
বল্লব বালক বিপিন বিহারক, বংশীবট তটতীরে!
ভুবন-ভূষণ ভকতি-ভাজন, ভীরু ভবভয় তারে!
মদনমোহন মনসি-মোহন, মঞ্জু মধু-মুর-মানহরে!

ইমন বাহার—আড়াঠেকা।

হে জন-রঞ্জন, বিভু নিরঞ্জন, দীন অকিঞ্চন, ভব-ভয়-মোচন!

নির্ব্বিকার নিরাকার, নিরাধার সারাৎসার,

নিত্যানন্দ। নন্দাগার, লীলাচল নিত্যধন।

মহিমা তোমার, বেদে অগোচর, ভূচর খেচর, রচনা তোমার,

দিবাকর নিশাকর রত্নাকর, বৈশ্বানর নর সুরাদি পবন।

সৃজন-কারণ সৃজন-পালন, সৃজন-স্থাপন সৃজন-নিধন,

সৃজন-রঞ্জন সৃজন-মোহন, শ্রীধর শ্রীপতি শ্রীচৈতন্য।

মৎস্য কচ্ছ নৃসিংহ বরাহ, বামন রূপেতে বলিরে ছলহ,

ভৃগুরাম রাম শ্যামল বিগ্রহ, (হ'বে) কল্কিরূপেতে শ্বেতাশ্ববাহন।

কভু নিরাকার, কখন সাকার, সাকারেতে কভু জন্ময়ে বিকার,

জ্যোতির্ম্ময় বিভু, কভু জলাকার,

শক্তি সঞ্চারে বহু অবতার, বটপত্রে কভু করহে শয়ন।

এক অদ্বিতীয়, নাহিক দ্বিতীয়, একের সৃজন, চরাচর-ময়,

দশ অবতার দেবাদি বিগ্রহ, সর্ব্বেশ্বর বিভু সর্ব্ব-শক্তিমান্।

ব্রহ্ম ধ্যান হয় অতীব দুর্লভ, গৃহাশ্রমে থাকি না হয় সম্ভব,

অতএব সূক্ষ্ম করেছেন উদ্ভব, অর্চ্চন মনন ধ্যান কীর্ত্তন।

ত্যজ মোহ সব যে ভাবে যে ভাব, পূরিবে সাধকের মনোবাঞ্ছা সব,

সূর্য্য গণদেব শিবানী শিব, রত্নাকরে যথা নদ-নদী মিলন।

ভক্ত-জীবন ভক্ত-প্রাণ, ভক্তি ভাবেতে যে করে স্মরণ,

ভক্তি-বশ প্রভু সদা সর্ব্বক্ষণ, ভক্তাধীন বিভু ভগবান।

ত্বমেব নির্গুণ, গুণাতীত পুনঃ, জ্ঞানের অগোচর, তাঁহার গুণ;

গুণ-গানে মগ্ন ত্রিজগত জন, কহে দীন-হীন পন্নগাশন।

বেহাগ—একতালা।

হে হরি সুন্দর!
কত রূপ, কত শোভা একাধারে ধর!
তোমার অপার রূপের ছটায়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে শোভায়,
কোটি রবি শশী চরণে লুটায় (চরণ) পরশে তা'রা কি সুন্দর!
কত তারা হাসে নীরব আকাশে, কি সুন্দর বেশে নব উষা আসে,
হ'য়ে সুবাসিত তোমারি সুবাসে, কি সুন্দর ফুল ফোটে কাননে;
পাখীর পাখায়, তরু লতিকায়, স্থাবর জঙ্গম আকাশের গায়,
আহা! কি বিচিত্র, এঁকেছ হে চিত্র, ওহে মহা চিত্রকর!
হে অনন্ত হাসি অনন্ত বসন্ত, অনন্ত জ্যোছনা, সৌরভ অনন্ত,
তোমার হাসিতে হাসিছে জগৎ, মার কোলে শিশু সে হাসি হাসে;
পুণ্যবতী সতী-বদনে যে জ্যোতি,
তোমারি সে জ্যোতি, হে জ্যোতির জ্যোতি,
তোমারি শোভায় কিবা শোভাময়, ভকত-হৃদয়-কন্দর।

নন্দ-কুলানন্দ সদা সদানন্দ সুখবর্দ্ধন।
মুকুন্দ মুরারী, শ্রীমাধব হরি, মধু-কৈটভ-মর্দ্দন।
নব নটবর বংশীবট-চারী, তপন-তনয়া-তটবিহারী,
গোপবালক-বেশধারী, শেষশায়ী জনার্দ্দন।
নিত্য-গোপাল নবনী-লোলুপ, নিত্যনিধি নিখিল-ভূপ,
কমলা-হৃদিকমল-মধুপ, কেশব কমলনাভ;—
অধরে অধরে মোহন মুরলী, মরি কি মধুর ভাব,
চঞ্চল চিকুরে শোভে শিখিচূড়া, ক্ষীণ কটিতটে পীত ধটী পরা,
সুর-অর্চ্চিত পদে নূপুর ঘেরা, চর্চ্চিত শীত চন্দন।

করি দয়াময়, ভীত-জন-অভয়,
সঙ্কট-খণ্ডন কৃষ্ণ মুরারে!
নীল-জলদ-তনু, জ্যোতি অযুত ভানু,
কণ্ঠ শোভিত মোতিম হারে।
পীত বসন-ছটা, ভালে তিলক-ঘটা,
মোহন আস্যে হাস্য উগারে।
বঙ্কিম-লোচন, কৌস্তুভ-লাঞ্ছন,
নূপুর রুণুঝুনু বাজে সুধারে॥

শ্যামল তনু-ধর, নীল-জলদবর,
বঙ্কিম-লোচন, ভঙ্গিম-ঠাম!
সুচিকণ কেশ, মোহন বেশ,
রূপ অশেষ, প্রাণ-আরাম!
পীত-বসন-ছটা, শ্বেত-তিলক-ঘটা,
নধর অধর জনু লোহিত বিম্ব;—
সুমধুর বাঁশরী, অধরহি বাজত,
কণ্ঠহি দোলত, মোতিম-দাম!

বিভাস—ঠুংরী (বা কাওয়ালী)।

নীলাঞ্জন নীল কান্ত রতন, ভবভয়-ভঞ্জন কারণ রে।
পরম পুরুষ পরমেশ উত্তম, করুণাতীত মহিমা অসীম,
শঙ্কর জানেন কিঞ্চিত কিঞ্চিত, সুরধুনী উদ্ভব চরণে রে।

দশাবতারের স্তব।

মালব—রূপক (মতান্তরে খাম্বাজ—কাওয়ালী)।

প্রলয় পয়োধিজলে   ধৃতবানসি বেদম,
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্ ;
কেশব ধৃতমীনশরীর—   জয় জগদীশ হরে! ১

ক্ষীতিরতিবিপুলতরে,   তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে,
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ;
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর—   জয় জগদীশ হরে! ২

বসতি দশনশিখরে,   ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ;
কেশব ধৃত শূকর রূপ,—   জয় জগদীশ হরে! ৩

তব করকমলবরে   নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গম ;
কেশব ধৃতনরহরিরূপ,—   জয় জগদীশ হরে! ৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিত জনপাবন ;
কেশব ধৃতবামনরূপ,   জয়জগদীশ হরে! ৫

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে,   জগদপগত পাপম্.
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ;
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ—   জয় জগদীশ হরে! ৬

বিতরসি দিক্ষু রণে,   দিক্‌পতিকমনীয়ম্,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ;

কেশব ধৃত রঘুপতিরূপ,— জয় জগদীশ হরে। ৭

বহসি বপুষি বিশদে, বসনং জলদাভম্,
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভম্;
কেশব ধৃত হলধররূপ,—জয় জগদীশ হরে।

নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্;
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর—জয় জগদীশ হরে! ৮

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে, কলয়সি করবালম্,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্;
কেশব ধৃত কল্কি শরীর,—জয় জগদীশ হরে! ৯

শ্রীজয়দেব কবে রিদমুদিতমুদারম্,
শৃণুমে সুখদং শুভদং ভবসারম্;
কেশব ধৃত দশবিধরূপ,—জয় জগদীশ হরে!

কালেংড়া—খেমটা।

ক্ষীরোদ-সিন্ধুনীরে নীরদ-মাধুরী।
নীলজলে নীল তনু, নীল লহরী।
ফুল্ল বনফুল-দল দুল্‌ছে চারু গলে,
চঞ্চলা জলদা যেন জলদের কোলে;
পীত ধড়া, বাঁকা চূড়া, কি শোভা নেহারি!

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মাধব মুরলীধারী, মধুরিপু মনোহারী, শমন-শাসনকারী।
বিনোদ বিহারী হরি, মাধব রাসবিহারী,
গোবিন্দ হে গিরিধারী, নিরাশ্রয় রক্ষাকারী।
যোগীজন-রঞ্জন, বিপদ-ভয়-ভঞ্জন,
কমলাপতি বামন, সৃজন-পালনকারী।
দয়াময় দানবারি, কনক কিরীটি হারী,
বামন বলির দ্বারী, দারিদ্র্য-দমনকারী।

ইমন-কল্যাণ—ঢিমাতেতালা।

হরে মুরারে, মধু-কৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ, মুকুন্দ শৌরে।
কলির পীড়নে,নির্জ্জিত জীবগণে, পরম ঔষধি এ ঘোর সংসারে।
যে ভাবে যে ভাবে, সে ভাবে তাহারে, তার হে কৃপাময় এঘোর
সংসারে,
প্রেম-নবঘন তুমি হে শ্রীমাধব, উছলিছ সদা আনন্দ-নীরে।
উচ্চ পুচ্ছ-চূড়া শিরে শিখিপাখা, পরাৎপর গুরু পরম সখা,
অন্তে শুনি যেন 'গঙ্গানারায়ণ রাম' নাম প্রাণ ভরে।

ভজন—ঠুংরী।

হরে মুরারি, হরে মুরারি, মধু-কৈটভারি।
জয় মধুর মাধুরী, মুকুন্দ মুরারি, মানস-মোহনকারী।
জয় জগত-জীবন, জীবন-রঞ্জন, ভবেশ-ভাবনাহারী
জয় চিন্ময় চেতন, অচিন্ত্য কারণ, সচ্চিত-আনন্দ-কারী
জয় পরেশ-রতন, পুরুষ প্রধান, প্রেম-পুণ্য পুঞ্জকারী
জয় মহোত পণ্ডিত, রণে রণজিত, অসীম শকতিধারী
জয় পাণ্ডব-বান্ধব, রাধিকা-বল্লভ, ভূভার-হরণকারী।

ছায়ানট—যৎ।

নারায়ণ নাগর নরোত্তম, লক্ষ্মীকান্ত নরসিংহ নটবর।
দারুণ দুর্জ্জন দর্প-নিবারণ, দেবকীনন্দন দয়াসিন্ধু দামোদর।
হে হে বামন, বিশ্বজন পালন, বরাহ-মূর্ত্তিধর বসুধা উদ্ধারণ,
বসুদেব বনমালী বারিধি-বন্ধন, বৈকুণ্ঠনাথ হে বিরাট বিশ্বম্ভর॥
হে পীতাম্বর পৃথিবীর প্রতিপালক, সংহারক ত্বং পরমেশ্বর,
পদ্মপলাশলোচন, পুরুষোত্তম, পাদপদ্মে রাখ আমি অতি পামর।

হে শ্রীমধুসূদন! হরি বংশীবদন,
কংস-নিধনকারী, গোবর্দ্ধনধারী, নন্দ-নন্দন।
হরি হে তব মহিমা, বেদ-পুরাণে অসীমা,
দুর্ম্মতির হৃদে গরিমা, বর্ণিতে গুণ॥

কানড়া (দরবারী)—চৌতাল।

হো নর নারায়ণ, তোম পর গোপতি নন্দন,
গিধিরর ধর পর ধারণ।
জগন্নাথ জগদীশ, জগত-গুরু ভকত-বৎসল,
হিত-কারণ, হে মাধব, জগজন-হিত-কারণ।
পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সুরপতি পত ধরাপত,
আনন্দ কৌন্দ, তুম্বা প্রসাদান্বিত নিতহি সঞ্চরণ,
তানসেন হোয়ে গুণী গাওয়ে।

— — —

কোথায় হে দয়াল হরি! বিপদ-হরণ।
পুরাণ পুরুষোত্তম লক্ষ্মীকান্ত সনাতন।
বরণ জলদ ঘটা, হৃদয়ে কৌস্তুভ-ছটা,
বনমালা আভরণ, দেহ মোরে চরণ।
নারদ এ বীণার তানে, মোহিত যে গুণ-গানে,
সনকাদি ঋষিগণে করিছে বন্দন।
ডাকি তোমা দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর,
কৃপাকর গদাধর, অন্তে দিও শ্রীচরণ।

ডাকি নারায়ণে; অচিন্ত্য অব্যক্ত অনাদি কারণ।
সৃজন-পালন, রুক্মিণী-মোহন, চিরানন্দময় সত্য সনাতন॥
তুমি অন্ত আদি অনন্ত জ্ঞান, অতুল্য রতন তোমার চরণ,
কাতর হইয়ে তোমারে ডাকিছে,—তার হে পতিত-পাবন॥

ভয়রে—চৌতাল।

তুঁহি ব্রহ্মা, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি রুদ্র, তুঁহি শক্তি,
তুঁহি গণেশ তুঁহি সুর।
তুঁহি জল, তুঁহি থল, তুঁহি পৃথ্বী, তুঁহি অনল,
তুঁহি পবন, তুঁহি আকাশ, তুঁহি অধুর, তুঁহি পুর।
তুঁহি শৈল, তুঁহি আগবেল, তুঁহি রোয়ত তুঁহি হাসত,
তুঁহি উঠত তুঁহি বৈঠত, চলত তুঁহি দূর;
তানসেনকে প্রভু, একহি অনেক হোয়ত,
জগমে ব্যাপ রহত হুজুর।

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

বিভু পরাৎপর, অখিল ঈশ্বর, এই চরাচর তোমারি-সৃজন।
তুমি জগৎকর্ত্তা, বিধির বিধাতা, মোক্ষদাতা পিতা, নিত্য নিরঞ্জন।
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ অতীত, নির্গুণ হে বিভু তুমি গুণাতীত,
গুণ-গানে তব জগৎ মোহিত, নিত্য পদার্থ সত্য সনাতন।
মহিমা অপার, জ্ঞানের অগোচর, ভূচর খেচর রচনা তোমার,
শশধর নিশাকর রত্নাকর, বৈশ্বানর নর সুরাদি পবন।
সৃজন লয় তোমারি আদেশে, পুনরায় হয় আঁখির নিমিষে,
পুনরায় তা'য় কালেতে গ্রাসে, তথাচ মনুজে ভাবে না কখন।
কহে খগরায়, হের দিন যায়, এ দীনের সে দিনে করোহে উপায়,
দীনবন্ধু বলে' ডাকি উভরায়, দুর্দ্দিনের ভার তাঁহারে অর্পণ।

জয়জয়ন্তি—একতালা।

শমন-ভবন দমনকারী, হে হে বিভু প্রভু শ্রীহরি,
ভক্তজীবন ভক্ত-প্রাণ, ভক্তাধীন ভব-কাণ্ডারী।
ভ্রমেতে ভুলায়ে ভবেতে আনি, ভব-জলে ফেলে কর টানাটানি,
ভেসে উঠে খাই নাকানি-চোপানি, ভয়ে ভীত চিত ভূভারহারি!
ভ্রমে ভোলা মন, প্রভু ভগবান, ভজন সাধন ভক্তিবিহীন,
ভূতময় পঞ্চ প্রপঞ্চ জীবন, আশা ভরসা দুরাশা ভারি।
ভুবন-বিখ্যাত ভুবনমোহন, ভূদেব ভূধর ভূভার-হরণ,
ভব-পারাবারে নাহি কোন জন, ভগবান বিনে ভবের কাণ্ডারী।
ভদ্রাভদ্র কর দণ্ডে দণ্ডে, ভিষক ভেষজ তুমি ব্রহ্মাণ্ডে,
ভবে ভেলা দেহ খগ পাষণ্ডে, ভূলোকে গোলোকে ভ্রমিতে ভেরী।

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

তুঁহি ব্রহ্ম, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি শেষ তুঁহি মহেশ,
তুঁহি আদ তুঁহি নাদ, তুঁহি অনাদ, তুঁহি গণেশ।
তুঁহি স্থল মরুত ব্যোম, তুঁহি আকার যম সোম,
তুঁহি ওকার তুঁহি মকার, নিরংকার তুঁহি ধনেশ।
তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ, তুঁহি হৃদীশ তুঁহি কোরাণ,
তুঁহি ধ্যান তুঁহি জ্ঞান, তুঁহি ভুবনেশ ;—
তানসেন কহে বয়ান তুঁহি দিন তুঁহি অয়ন,
ত্রাহি ঘরি পল ছণ, তুঁহি বরুণ তুঁহি দিনেশ।

জয়জয়ন্তী—যৎ।

তুমি যজ্ঞেশ্বর হরি, অখিল-তারণ।
বিভু বিশ্ব সনাতন, ভকত-জীবন।
সংসার সাগর-কূলে তোমারি মহিমা,
সাক্ষ্য দিয়া বিতরিছে অতুল সাধন!
বাহিরে তোমার ভাব, বিশ্ব শোভে তা'য়,
অতুল শোভায় তুমি অন্তর শোভন।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর, ধর অসহায়ে,
রাখ পদাশ্রয়ে হরি! এই অকিঞ্চনে;
মিনতি সুমতি দেহ, ভকতি জীবনে,
তার'—তার'—তার' হরি! অনাথ-শরণ।
মোহে মুগ্ধ হ'য়ে মোরা, সংসার-পাথারে,
শঙ্কট গণিছি সদা তোমা অদর্শনে;
দয়াময়! দয়া কর, দয়ার সাগর,
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি হরি, চরম কারণ।
আমরা মিনতি করি, যুকতি-বিহীন,
জানি তুমি জনার্দ্দন, জগত-জীবন;
সেবকে প্রসন্ন হও সেবিলে তোমায় হে,
সাধকে তোমায় কহে ভকত-জীবন,
ভব জলধিতে তুমি তারণ কারণ,
প্রণমি তব চরণে হরি! করুণা কারণ।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদর, বিভু জগৎ ঈশ্বর,
ভূচর খেচর নর, সৃজন তোমার।
কিবা কৌশল তোমার, জ্ঞান মন অগোচর,
সৃজন পালন লয়, কটাক্ষেতে কর।
তুমি তন্ত্রী, তুমি তন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র,
তব নাম মহামন্ত্র, লয়ে তরে নর।
তুমি বিভু ইচ্ছাময়, ইচ্ছাতে সকলি হয়,
তব ইচ্ছায় হয় লয়; এই চরাচর।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড' পরে, কার সাধ্য কে কি করে,
তুমি কর্ত্তা এ সংসারে, কহে খগবর।

খাম্বাজ—কেদারা।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পুরুষোত্তম পরমানন্দ।
নন্দকে নন্দ, আনন্দকন্দ, যশোদানন্দ শ্রীগোবিন্দ।
করুণাময় কমল-নয়ন, কৃপাসিন্ধু সর্ব্বচৈন,
পুরাণকর্ত্তা কিশোর, গুণনিধান গোকুলচন্দ্র।
মধুসূদন মদনমোহন, মুরলীধর সর্ব্বমোহন,
মেঘশ্যাম মূরত বীণা গাবত মন গুণ আনন্দ;
দীননাথ দুঃখভঞ্জন, ভক্ত-বচ্ছল জগবন্দন,
জগজীবন জগন্নাথ, কাটত দুঃখ কন্দ ধন্দ।

সিন্ধুমিশ্র—টুংরী।

ত্বমেব নির্গুণ নিত্য নিরঞ্জন, ভুবন সৃজন কারণ।
সর্ব্ব আদি কর্ত্তা, বিধির বিধাতা, মোক্ষদাতা পিতা সর্ব্বজন।
এই চরাচর, ভূচর খেচর, কীট পশু নর, সৃজন তোমার,
হে জগৎ ঈশ্বর, ত্বংহি পরাৎপর, জ্ঞানের অগোচর, ধ্যান-ধন।
ত্বংহি মূলাধার, নির্ব্বিকার, জগতের আধার, সর্ব্ব-গুণধর,
ত্বংহি বৈশ্বানর, ত্বংহি রত্নাকর, সর্ব্বেশ্বর বিভু পতিত-পাবন।
ত্বমেব দিবাকর, ত্বমেব নিশাকর, সর্ব্ব শক্তিধর, সর্ব্বত্র বিহর,
তোমার আজ্ঞায়, সৃজন লয় হয়, ভবভয় হয় ক্ষয়, মরণ-পারণ।
ত্বমেব অকার, ত্বমেব উকার, ত্বমেব মকার, ব্রহ্ম পরাৎপর,
সর্ব্বাশ্রয় চিন্ময়, অব্যক্ত বেদান্তে কয়, ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ।
ত্বংহি স্থল জল, ত্বমেব অনিল, ত্বং তলাতল, সপ্ত পাতাল,
ত্বংহি জগৎপতে, নমোস্তে নমোস্তে, কহে খগপতে দীনহীন।

ভৈরব—চৌতাল।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নায়ক পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীধর মহারাজ।
কৃপাসিন্ধু ভক্তপাল সুখকর কৃপাল গবির নিবাজ।
অহবিনতি বন্দন লিজে তেরো অন্ত নহী তুঁ অনন্ত পঁহু
তোহে বাঁধু ভুজ পরজারে দুখ ভাজ।
বৈজু প্রভু আদি অলখ অগোচর নিরঞ্জন নিরঙ্কার ভক্তকাজ
কোটি কোটি রূপ ধরে সন্তান শিরতাজ।

আলাইয়া—খং।

প্রভুজী তু মেরে প্রাণ-আধারে।
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দনা অনেক বার জাউঁ বারে।
উঠত বয়ঠত, সোঅত জাগত, যে মন তুঝেহি চিতারে।
সুখ দুখ সবরে মন্ কি বিরথা, তুঝহি আগে সারে।
তু মেরি ওট বল, বুদ্ধি ধন তুমহি, তুম হমরা পরিবারে,
যো তুম করো, সোই ভলা হমরা,
পেখ্ নানক সুখ হরি-চরণারে।

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর, তেরো চরণ'পরে শির নোয়ে।
সেবক জনাকে সেব সেব পর, প্রেমী জনাকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাকে বেদন বেদন, সুখী জনাকে আনন্দ এ।
বনাঁ বনাঁমে শাঁবল শাঁবল, গিরি গিরিমে উন্নিত উন্নিত,
সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল, সাগর সাগর গম্ভীর এ।
চৌদ্দ সুরয বরে নিরমল দীপ, তেরা জগ-মন্দির উজাড় এ।

হে মুকুন্দ মুরারি!
মুনি-মনোহারি, মোহন বংশীধারি,
মধুবন-বিহারি, মদ-মাৎসর্য্য-হারি!
মর্ত্তে মত্ততা সম্পদে, মজালাম না মাধব-পদে,
মূঢ়-মতি মুগ্ধ মদে, মধুসূদন মোচনকারি!

খট ভৈরবী—একতালা।

তুমি বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি।

অপার স্নেহ-গুণে, জগদ্বাসী জনে, কতই ভালবাস আহা মরি মরি।

অপরূপ তব রচনা কৌশল, নানা রসযুত অবনী মণ্ডল,

আমাদের জন্য করেছ কেবল, নিজে সর্ব্বত্যাগী পর-উপকারী।

সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ, দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিশ্রাম,

ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান, উঠে প্রেম ভক্তি পাষাণ ভেদ করি।

বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে, বিচিত্র জগত সৃজন করিলে,

গুরু হ'য়ে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে, ভবার্ণবে নিজে হইলে কাণ্ডারী।

মুলতান—খেমটা।

হরি! কে জানে হে তব চরণেরই গুণ?

ভাবিলে অভয় পদ, বিপদ ভঞ্জন।

একবার চরণ ঘেমেছিল, (তাতে) দ্রবময়ী গঙ্গা হ'ল,

জীর্ণ কাষ্ঠের তরি, হইল কাঞ্চন।

অহল্যা গৌতম জায়া, পেয়ে তব পদছায়া,

পাষাণী মানবী দেহ করিল ধারণ।

ও চরণ পাবার আশে, মহাযোগী কৃত্তিবাসে,

গৃহ ত্যজি' করেন তিনি শ্মশানে ভ্রমণ,

কোথা হে দ্বারকা-নাথ! দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ!

বাউলের সুর—একতালা।

এত ভালবাস, থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধর্‌তে নারি. দু'টি হাত বাড়ালে।
ছিলাম যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায়রে;
তখন আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে।
আবার যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম, মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম. হায়রে;
মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়, তুমি ক্ষীর করে' যে দিলে!
দিলে বন্ধু বান্ধব দারা সুত, এ সব কৌশল তোমারি ত, হায়রে;
ও নাথ! ধন ধান্য সহায় সম্পদ, পেলাম তোমার দয়াবলে।
তোমার দয়ায় সকল পেলাম, কিন্তু একদিন না দেখিলাম, হায়রে;
তুমি কোথায় থাক কেন এসে, আমি কাঁদলে কর কোলে।
আমি কাঁদ্‌লে ব'সে হতাশ হ'য়ে, চোক্ষের জল দেও মুছাইয়ে, হায়রে;
আবার কথা কয়ে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দেও ব'লে।
দেখা নাহি দিবে আমায়, ইচ্ছা যদি আছে তোমার, হায়রে;
ও নাথ! তবে কেন শাকের ক্ষেত, তুমি দেখালে কাঙ্গালে।

খট ভৈরবী—পোস্ত।

হরি কাণ্ডারী যেমন আর কে এমন আছে নেয়ে;
ভবে পার করেন হরি, রাঙ্গা চরণ দিয়ে।
তরণীর এম্‌নি গুণ, নাস্তি পাল নাস্তি গুণ,
পার করেন নিজগুণে নির্গুণেরে সদয় হয়ে।

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল।

দিজে দিদার হোবে করায় মনকু তুম্‌হো জগৎকে আধার।
অলথ জ্যোৎ নিরঙ্কার রচো অখিল সরদার,
ভক্তি মুক্তি দাতা তুম্‌হো মধুসূদন মুরার।
তিহাঁরি জগৎ অপারম্পরে, একহি অনেক হোয়ে ব্যাপো সংসার,
তুহি ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরার।
তুঁহি আদি তুঁহি অন্ত তুঁহি সব জন ভর পূর রহো
তানসেনকে প্রভু নিরঞ্জন নিরবিকার।

ভৈরব—চৌতাল।

মোহন সৃষ্টিকে আধার তনকোঁ অব রাখলীজিয়ে গোপাল।
নৈন প্রাণ সুখ দিজিয়ে তনত দুখ দূর কীজিয়ে,
এতনী মিনতি মেরি শুন্‌ লিজিয়ে হাল।
পতিতপাবন করুণাসিন্ধু দীন দুঃখ ভঞ্জন,
অনেকরূপ লীলাধারী ভক্ত-বছল যুগে যুগে ভয়ে কৃপাল।
মদনমোহন মধুসূদন মুরার গজসুদামা দ্রৌপদী সহায়কারী
তানসেন-প্রভু ভক্ত প্রতিপাল।

ঝুম্ খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর তব শরণাই আয়ো।
উতর গয়া মেরে মনকা সন্শা, যব তেরা দরশন পায়ো।
অনবোলত মেরি বিরথা জানি আপনা নাম জপায়ো।
বাঁহ পকড় কড় লানে জন অপনে গর্হ অন্ধকূপতে মায়ো।
দুখ নাটে সুখ সহজ সমায়ে আনন্দে আনন্দ গুণ গায়ো
কহো নানক হরি বন্ধন কাটে বিছুরত আন মিলায়ো।

ভজন।

প্রভু মেরা অবগুণ চিতন ধরো, সমদর্শী হৈ নাম তুম্হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ, এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নহি হোয়, দুহু এক কাঞ্চন করো।
এক নদী এক লহর বহত মিলি নীর ভয়ো,
যব্ মিলে তব্ এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো।
এক মায়া এক ব্রহ্ম কহত সুর দাস ঝগরো;
অজ্ঞান্ সে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

ভৈরব—চৌতাল।

পলক দরীয়াব তুঁ করতার মেরি তুম মুশকল কর আশান।
যেই যেই তক আবৈ মন বাঞ্ছিত ফল পাবৈ
তেরিকু দরত কোউন জানে আন?
সব ঘট পূরণ পুর রহতুঁ,
জীব জন্তু পশু পক্ষী সুর নর মুনি মন ধ্যান।
বৈজু প্রভু এক ছিন্নমে নিহাল করে রাইকুঁ, পর্ব্বত
পর্ব্বত কুঁরাই করতা অকরতা ভগবান।

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল।

তেরোহি ধ্যান ধরত, ব্রহ্মা শিব ব্যাস বল্মীক,
নারদ মুনি সনকাদক শেষ সুরেশ শুক রটত, রহত নিশি বাসর।
চন্দ্র সূরয আওরে তারাগণ, ধরণী মেরু পবন পানি,
পশু পচ্ছী জল স্থলকে ঘন দামিনী, আউরে নারী নর।
দীননাথ দীনবন্ধু, দীনকো দয়াল প্রভু,
ভরণ পোখণ বিশ্বম্ভর, সচ্চিত সর্ব্বাধার;
গোপালকে প্রভু, মাধব মধুসূদন,
তুঁহি রাম তুঁহি কৃষ্ণ তুঁহি কর্‌তা সর্ব্ব উপর।

ভৈরব—চৌতাল।

(প্যারে) তুঁহি ব্রহ্মা তুঁহি বিষ্ণু তুঁহি রুদ্র তুঁহি শিব
(তুঁহি) শক্তি তুঁহি সূরজ তুঁহি গণেশ।
জলস্থল পবন পানী তুঁহি তেজ তুঁহি আকাশ
তুঁহি অগ্নি তুঁহি জ্যোতি তুঁহি সুরেশ।
তুঁহি উচ তুঁহি নীচ, তুঁহি হৈ সবহীনকে বীচ
তুঁহি চন্দ তুঁহি দিনেশ।
তুঁহি এক তুঁহি অনেক, গুরু চেলা তুঁহি অলেখ,
বৈজু বাবরো তুঁহি সরদার, তুঁহিতে কটত কলেশ।

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল

তুঁহি আদ অন্ত, তুঁহি জল স্থল, তুঁহি গুরু তুঁহি চেলা।
তুঁহি সপ্ত দ্বীপাওয়ারে, নওয়া খণ্ড দণ্ড জ্যোতি,
ছাওয়ে রহে হো, চৌদা ভুবন, আওয়ে পাঁচুয়া স্থান,
তুঁহি ন বেলা তুঁহি ন বেলা।
তুঁহি ভরণ পোখণ, সকল জীব জন্তুকো,
তুঁহি সর্ব্ব শশউড়্‌ষন, পবন পানি নিশোয়াস;
তুঁহি আলোক তুঁহি আলবেলা।

চন্দন-চর্চ্চিত, নীল কলেবর, পীতবসন বনমালী।
মণিময় কুণ্ডল, ঝলমল মণ্ডিত, গণ্ডযুগ স্মিতশালী॥
চন্দ্রক চারু, ময়ূর শিখণ্ডক, মণ্ডল বলয়িত কেশম্।
প্রচুর পুরন্দর ধনুরণু রঞ্জিত, মেদুর মুদির সুবেশম্॥
শ্যামল মৃদুল কলেবর, মণ্ডলমধিপত গৌর দুকূলম্।
নীল নলিনমিব পীত পরাগ, পটলভর বলয়িত মূলম্॥

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা।

তব রূপ অনুপম বর্ণিতে কেহ না জানে।
ত্রিজগত বিমোহিত তোমার বাঁশীর গানে।
সংসারে সৃজন করি, খেলিতেছ বংশাধারি,
মায়া কে বুঝিবে হরি, অন্ত নাহি সে বিধানে।
তব নাম গোপেশ্বর, যেন ভাবে নিরন্তর,
এই ভিক্ষা যাচি প্রভু, তোমার রাঙ্গা চরণে।

সুরট—কাওয়ালী।

কে জানে হরি হে! তোমার কাণ্ড?
কারে দাও হে বন, কা'রে সিংহাসন,
তোমার মহামায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড।
কারে কাঁদাও কা'রে হাসাও, কা'রে রাজতক্তে বসাও,
কা'রে কর প্রেম-বিচ্ছেদে দণ্ড;—
তব গুণে মরে যাই, তোমায় বলি তাই,—
যেন অন্তকালে রসিকচন্দ্রের আশা হয় না পণ্ড।

খাম্বাজ—একতালা।

সকল স্থানে থাক, চর্ম্মচক্ষে থাক না।
কত দিগ্ দিগন্তরে গিয়ে, তোমার দেখা মেলে না।
ভাবি স্থানান্তরে গেলে, তোমার দেখা যদি মেলে,
খুঁজ্তে গেলাম তীর্থে চলে, তথায় দেখা হ'ল না;
হ'লে চর্ম্মচক্ষে দেখা, তবে হয় বক্ষে রাখা,
কর তুমি রক্ষে সখা! দুঃখের জ্বালা থাকে না।
যদি এ চক্ষু তোমার শূল, কিম্বা চোকের হয় ভুল,
নাই তো তব অপ্রতুল, জ্ঞান-আঁখি তো দিলে না,
সে আঁখি নিমেষ হীন, অহরহ দরশন,
ক'রে দেয় আনন্দ ঘন, মন ভ্রমণ করে না।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি বুঝিবে জীবে তব লীলার কৌশল ?
ওহে নিত্য নিরমল ! মহামোহ-মন্ত্র পানে জগত বিহ্বল।
শ্রুতি স্মৃতি মীমাংসায়,　চতুর্ব্বেদে বিধাতায়,
অন্ত নাহি পায় যার, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল।
অঙ্কুশ আঘাত করি,　মানুষে চালায় করী,
বিষধর করে ধরি খেলে মালদল ;
দিবাকর নিশাকর,　ভূলোক আলোক-কর,
রাহু ভয়ে থরথর, কম্পিত দুর্ব্বল।
দেব দানব মানব,　আর জীবজন্তু সব,
ভবে উদ্ভব পতনে, এক বিন্দু জল ;
তোমার লীলার লেশ,　যোগে না পেয়ে উদ্দেশ,
দারুময় হৃষিকেশ, মহেশ পাগল।

(ওগো) কে তুমি আমার, বল ?
অযাচিত ভাবে, ফের পাছে পাছে, বিপদেতে আগে চল।
ডাকিনা তোমারে তবু তুমি আস,　চাইনা তোমারে তবু ভালবাস,
জেনেছি গো মম, হৃদয় আকাশ, তোমারি আভায় আলো।
কভু স্বামী, কভু সখারূপ ধরে',　মা হ'য়ে কখন আস স্নেহ-ভরে,
তোমা ধনে ধনী, নয় গো যে জন, তা'র জনম বিফলে গেল।

অং:—একতালা।

কি দিব তুলনা, জগতে মেলে না, তোমারি তুলনা তুমি হে হরি !
আছেন নাভি-পদ্মে বিধি, তোমার গুণ-নিধি,
তুমি বিধির বিধি সর্ব্বোপরি।
ভজে' তোমার পদদ্বয়, মৃত্যুকে করেন জয়, মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি ;
ঐ চরণে জাহ্নবী, পাষাণ মানবী, স্বর্ণময় হ'ল কাষ্ঠতরি।
অহে তোমার অভয় পায়, জীবে মুক্তিপায়, ভবের উপায় পারের তরী;
বলির বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথে পদ, দিলে ইন্দ্রপদ স্বর্গোপরি।
দীনের দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু, ত্রাণ কর ভবসিন্ধু-বারি ;—
হ'লে পূর্ণ অবতার, হরিতে ভূভার, রাবণ বধিলে রামরূপ ধরি।

অহং:—একতালা।

তোমার কে বুঝিবে ভাব, ভব পরাভব, মুকুন্দ মাধব, মধুসূদন !
হরি কে পায় তব অন্ত, অনন্ত বায় ক্লান্ত,
তুমি হে নিতান্ত কৃতান্ত-দলন।
করলে ক্ষীর উদ্ধার, তুমি গদাধর, সৃজিয়ে সংসার, কর হে পালন ;
তোমার ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী, গোলোকবিহারী,
হলে বনচারী কমললোচন !
কিবা বরণ উজ্জ্বল, জিনি নীলোৎপল, অনিল নীলকণ্ঠভূষণ ;
অসার সংসারে, আসা বারে বারে, ঘুচাও একেবারে, বারিদ-বরণ !
আমার পঞ্চত্ব সময়, দীন-দয়াময় ! দিও হে অভয়, অভয় চরণ।

যজ্ঞপতি যজ্ঞেশ্বর, ভক্তাধীন দামোদর,
পরাৎপর বিশ্বম্ভর ভূভার-হারী।
অব্যয় করুণাসিন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু,
সত্য সনাতন দৈত্য-সংহারী।
কেয়ূর-কুণ্ডলবান্, কিরীটী কৃপা-নিধান,
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত শ্রীচরণ ধারী।
অচিন্ত্য অচ্যুতানন্দ, রামনাথ লক্ষ্মীকান্ত,
গোপাল শ্রীনন্দলাল বৃন্দাবন-চারী।
কালিন্দী-কূল-নিবাসী, কদম্ব-কোল-নিবাসী,
তুলসী-দল-প্রয়াসী, নিকুঞ্জ-বিহারী।
বরাহ বামন মীন কূর্ম্ম নরসিংহ
ভার্গব গৌতম রাম কল্কিরূপ ধারী।

হরি! তুমি আমায় আপন ভাব, পর ভাবি আমি তোমায়।
হরি! তোমার দয়া না হইলে, দীনহীনে কে তরায়?
তব নামগুণে, কত দেবগণে, অনায়াসে মোক্ষ পায়;
কর মোরে দয়া, দাও পদছায়া, শ্রীচরণে স্থান দাওহে আমায়।
করিতে ভজনা, মনেতে বাসনা, ভুলায়ে রেখেছ মোহমায়ায়;
আমার হৃদয় মাঝারে, ভক্তির আধারে,
বাঁধ্‌লাম না তোমায় প্রেম-মায়ায়।

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,

তারকামণ্ডল কনক মোতি।

ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে,

সকল বনরাই ফুটন্ত জ্যোতি।

ক্যায়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি,

অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।

সহংস তব নয়ন, নন নয়ন হ্যায় তোহেক,

সহংস মূরতি নন এক তোহি ;

সহংস পদ বিমল নন এক পদ গন্ধ,

বিন্ সহংস তব গন্ধ এব্ চলিত চলিত মাহি।

সব্ মে জ্যোত্ত জ্যোতহি সোই,

তিস্‌কে চান্‌নে সর্ব্বমে চান্‌নে হোই,

গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো

যো তিস্ ভাবে আরতি হোই।

হরিচরণ-কমল-মকরন্দ শোভিত মন,

অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা,

কৃপাজল দেও নানক সারঙ্গ কো

হো যায়ে তেরে নাম বাসা।

সুর ঝিঁঝিট—একতালা।

মধুমর্দ্দন, দীনশরণ, দুর্ম্মদ দনুজারি।
করুণা-সাগর, ভৃগুবর-চরণ-চিহ্নধারি!
দেহি মে পদ পতিতপাবন, নীল-নভো-নিভ নিখিল-কারণ,
বজ্রাঙ্কুশ-ধ্বজ-শোভন কৌস্তুভ বলিহারী।
দিব্যধামনিবাসী-সেব্য, অভ্যুদয় সাধন-লভ্য,
সর্ব্বহৃদি-ভাবয়িতব্য, দুর্ব্বল-দুঃখহারি!
পরিব্রাজক পতিত অতি, তুমি তো পতিত জনের গতি,
চারু-চরণে শরণাগতি, ভক্তির ভিখারী।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

(জয় হর মঙ্গল দশরথ রাম—সুর)।

শ্রীকৃষ্ণ কেশব কংসারি,
বাসুদেব হরি বংশীধারী ;
শিশুপাল-নাশন শুভকারী,
গোপীজন-মোহন মুরারি।
অর্জ্জুন-সারথি চক্রধারী,
দুর্জ্জন-দমন ত্রাসহারী ;
জয় জয় কেশব কংসারি,
নমো নমো মাধব ভয়হারী।

তুমি একজন হৃদয়ের ধন, দীনবন্ধু দয়াল হরি!
(আমি) মন-প্রাণ সব তোমায় দিয়ে হইলাম তোমারি।
এ সংসার অকূল পাথার দেখে ভয়ে মরি;
তুমি বিপদ-বারণ দীন-শরণ অকূল-কাণ্ডারী।
দাও অভয় অভয়-দাতা, তুমি গুরু, তুমি ত্রাতা,
তুমি বন্ধু, তুমিই আশ্রয়;—
বিনে তব দয়া নাথ! কেমনে বা তরি,
নিজগুণে দীন জনে দাও চরণ-তরী।
তুমি ধন, তুমি জন, তুমি মন, তুমি প্রাণ,
তুমি আমার জীবন-সহায়,
নিজ-জন জেনে আমি হ'য়েছি তোমারি;
ভালবেসে লও কোলে হৃদয়-বিহারী।
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি সাধন ভজন,
তুমি আমার পরাণের পরাণ;
হৃদি মাঝে নিশিদিন বিহর হে হরি!—
প্রেমানন্দে হ'য়ে মগন তোমারে নেহারি।
ভুলায়ে রেখোনা ভবে, ভাবে ভাবে ভাবাও ভবে,
ভাব-নিধি হৃদয়-বল্লভ!
সুখে বা দুঃখেতে রাখ, যা ইচ্ছে তোমারি;
তুমি আমার আমি তোমার সকলি তোমারি।

মনোহর-সাই—জলদ একতালা।

তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়!
তুমি অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি হে
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয়; —
ঝরে সুধাজল, ধরে সুধাফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি, সর্ব্ব-শকতি মূল হে,
তাহে, শৃঙ্খলা কি বিপুল হে;
যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয়;
নাহি ক্রমভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয়।
তুমি, প্রেমের চির-নিবাস হে,
তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম পশে হে,
তাই, মধু মমতায়, বিটপী লতায়, মিশি' প্রেম-কথা কয়;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেম-জয়।

যে জন তোমাতে সঁপে হে প্রাণ;
তার তরে ভাব সদা ভকতির ভগবান!
বিপদ আপদ তার লও শিরে আপনার,
ক্রোড়ে ধরি রাখ তারে কর নব প্রাণ দান।
ভকতিতে ধরা পড় বিশ্বাসে নিগড় পর,
মঙ্গল অঞ্চল ঢাকি কর তারে বলীয়ান।

বাউলের সুর—একতালা।

তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে ?
করুণা কে আর কর্‌তে পারে ?
হ'য়ে জগতের জননী, করুণা-রূপিণী,
আছ এই বিশ্ব-কোলে করে ;
কিবা ধন ধান্যে ভরা, এই বসুন্ধরা,
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে (কত যতন ক'রে)।
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল-বিধাতা,
আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;
কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা,
বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে (তুমি মায়ের মত)।
আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ;
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণ ভরে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপ-সাগরে (চিরদিনের তরে)।

ঠাকুর ! ম্যারাসা নাম তুহারা,
প্রভুজি, ম্যারাসা নাম তুহারা।
পবিত্র লিয়ে কর আপনা সকল করত নমস্কারা।
জাত বুরণকো পুছে নাহি যাচত চরণায় বারা,
সাধুসঙ্গ নানক বুধ নাই হরিকীর্ত্তন জীয়া ধারা।

সে যে প্রেম-ভিখারী, প্রেমের হরি, প্রেমে বাঁধা রয়।
প্রেমের হাওয়ায়, ভাসিয়ে বেড়ায়, প্রেমে কথা কয়।
তা'রি রবি, তা'রি শশী, দিচ্ছে আলো দিবানিশি,
পাতার কোলে ফুলের হাসি, হেসে কথা কয়।
তা'রি প্রেমে আকুল হয়ে, তরঙ্গিনী যায় গো বয়ে,
তা'রি প্রেমের সৌরভ নিয়ে, মৃদুল সমীর বয়।

দেশ মল্লার—খয়রা।

কৃষ্ণ অনুরাগ কি মধুর!
ইথে নাই আত্ম-পর, নাহি ব্যবধান, নাহি প্রাবল্য রিপুর।
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, প্রাপ্ত হয় আত্ম-বিস্মৃতি,
যুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণে প্রীতি, থাকে অনুক্ষণ;—
সিঞ্চিয়া নয়ন-বারি বৃদ্ধি করে প্রেমাঙ্কুর।

ভজন—মৃত্যতাল।

ক্যা সুধা হ্যয় নাম মে তেরে, এয় মেরে প্রীতম্ প্যারে।
মেরা চিত্ত-চকোর হোয় মাতওয়ারা, যব্ তব্ নাম-সুধা পান করে।
অমৃত-সরোবর নাম হ্যয় তেরা, ভুক্ পেয়াস দুঃখ হরে,
মেরে প্রাণ তনমন পুলকসে পূরে, সব কছু হরে হরে।
নাম তেহারো পরশ-রতন, লোহে কো কাঞ্চন করে,
প্রভু পর্শন হোতে শ্রবণমে নাম, পলকমে পাতকী তরে।

পূরবী মিশ্র—কাওয়ালী।

হরি, প্রেম-গগনে চির-রাকা।
চির-প্রসন্ন কি মাধুরী-মাখা!
সুপ্ত জগতে, চির-জাগ্রত প্রহরী,
বরষিছ চির-করুণামৃত লহরী,—
(মম) অন্ধ আঁখি, মোহে ঢাকা।
সাধু ভকত জন পিয়ে মকরন্দ,
এ হরি, মম মন-গতি অতি মন্দ,
উড়ে' যেতে নাইক পাখা।

বেহাগ—একতালা।

তুমি, অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ, দয়াল ভয়াল, হরি হে!
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি, আমি কেন ভেবে মরি হে।
কিরূপে এসেছি,কেমনে বা যাব,তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব?
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব, এই শুধু মনে করি হে।
না রাখি জটিল স্যায়ের বারতা, বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা, তাই আমি হৃদে ধরি হে;
তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়, ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভ'রে যায়, তাই দেখি প্রাণ ভরি' হে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা।

রাগ-বিজয়ী—দ্রুত ত্রিতালী।

কুরুমে করুণা জগদানন্দ যশোদানন্দ-নন্দনং।
পীতবসনং পরমাত্মন মাধব ভব-ভয়-বারণং॥
বৃন্দাবন ধন, রাধারঞ্জন, কালাচাঁদ কাল-বরণং,
বঙ্কিম সুঠাম, শ্যাম—কলুষ-নাশনং।
আদ্যাশক্তি রাধা মূরতি আঁকা, শোভে শিরদেশে ময়ুর-পাখা,
বঙ্কিম-নয়ন চলন বাঁকা, গোপাঙ্গনা-প্রাণমন-মোহনং।
অনাথ-নাথ পতিতপাবন, অগতির গতি দীনশরণ,
প্রণতি চরণে ভূতভাবন, অখিল নিখিল জন বন্দনং।
সংসার সাগরে ঘোর তরঙ্গে, ভাসি আতঙ্কে কেহ নাহি সঙ্গে,
দীনে রসিক তার' রস-রঙ্গে, কৃপাসিন্ধু জীব-শিব-সদনং।
ত্বং হি যদুমণি ভূপ ভূপাল, ত্বং হি ননীচোরা ব্রজগোপাল,
দয়ার ঠাকুর গোপাল-পাল, দর্পহারী হরি মধুসূদনং।
হরি হে! হরিতে ভূভার-ভার, আসি মহীতে পাপী তাপী তার,
আমি যে একেলা কর উদ্ধার, পদাম্বুজ-রজ ভয়ভঞ্জনং।
গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র গিরিধারী, জগদীশ্বর মুকুন্দ মুরারি,
যজ্ঞেশ্বর গোপিনী-মনোহারী, মুরলী-বাদন কেশীমর্দ্দনং।

জয়জয়ন্তি—একতালা।

কেশব নাশয় মে মনোবিষয়াভিলাষং।
কলুষ মোচয় ছেদয় মম মরণপাশং॥
সুমতি সঙ্গতি-হীন, নিরত কুকৃতি-লীন,
ক্ষীণ মলিন সুদীন দুরাশং;
সদয় তব মধুসূদন, মম হৃদয় উদয়,
দেহি নিজ-জন-সহবাসং॥

কি আর জানাব হরি! তুমি তো জান সকলি।
গোপনে রাখিনা কেন হৃদয়ের কথাগুলি।
তুমি হে অন্তরযামী, সর্ব্বজীবে আছ তুমি,
অন্তর দেখিয়া দাও, যেই ধন চাহি আমি।

সিন্ধু—একতালা।

হরি! আমার এই অভিলাষ কররে পূরণ।
শিরোষে প্রণাম,শ্রুতি গুণের শ্রবণে;
আঁখি তব রূপ সদা করে দরশন।
তবাঙ্ঘ্রি কমলে কর, থাকে যেন নিরন্তর,
রসনা শ্রীকৃষ্ণ নাম করয়ে রটন।
শেষে প্রভু লয় কালে, তোমার পদ-সলিলে,
অকিঞ্চন হরি বলে' ত্যজে এ জীবন।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বাজাও বিবেক-বংশী হরি হে! নিশ্বাস-পবনে।
ভুলাও মোহন সুরে মনোবৃত্তি-সখিগণে॥
ভক্তি-যমুনা-কূলে, প্রীতি-কদম্বমূলে,
বিহর আনন্দে সদা হৃদয়-রাধিকা সনে॥
নব নব বেশ ধরি,' ওহে রসময় হরি,
দেখাও রূপ-মাধুরী, নিত্য চিত্ত-বৃন্দাবনে
নানা রসে কর কেলি, ভক্তবৃন্দ সনে মেলি,
সুধা-রবে মুরলী বাজাও প্রাণ-কুঞ্জবনে॥
যে ধ্বনি ক'রে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্য অচেতন,
ঈশা মুষা শাক্য জ'ন্ আদি যত দেবগণে॥

বেহাগ—আড়া।

বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ নিরুপম কি রূপ সুন্দর।
নবাভ্র-বরণ, প্রত্যঙ্গ রত্ন ভূষণ,
শিরে শিখিপুচ্ছ বনমালী পীতাম্বর-ধর।
এরূপ হৃদ্ পদ্মাসনে, স্থাপিয়ে যতনে অকিঞ্চনে,
বাঞ্ছে মুদি' আঁখি দেখি নিরন্তর।
শ্রীনাথ প্রসাদে যদি, এ সৌভাগ্য ঘটান বিধি,
তবে ভব-জলধি সম্প্রতি না হয় দুস্তর।

মিশ্র সাহানা।

হরি হে, তুমি আমার সকল হ'বে কবে!
আমার মনের মাঝে, ভবের কাজে, মালীক হয়ে র'বে, কবে?
সকল সুখে সকল দুঃখে, তোমার চরণ ধর্‌ব বুকে,
কণ্ঠ আমার সকল কথায়, তোমার কথাই ক'বে।
কিন্‌ব যাহা ভবের হাটে, আন্‌ব তোমার চরণ-বাটে,
তোমার কাছে হে মহাজন, সবই বাঁধা র'বে,—কবে?
স্বার্থ-প্রাচীর করে' খাড়া, গড়্‌ব যবে আপন কারা,
বজ্র হ'য়ে, তুমি তারে, ভাঙ্‌বে ভীষণ রবে।
পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই, তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই,
জগতে সকল, আপন হ'তে আপন হ'বে,—কবে?
ফির্‌ব যখন সন্ধ্যাবেলা, সাঙ্গ ক'রে ভবের খেলা,
জননী হ'য়ে আমায়, কোল বাড়া'য়ে ল'বে।

নয়নে কখন দেখিনি তোমারে, নাম শুনে শুধু মজেছি।
আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল, সকলি ত পায় স'পেছি।
ছিল বুক ভরা বিষয়-বাসনা, কত ছিল নাথ! ভোগেরি কামনা,
কত করে' দূরে ফেলে সে সব, তোমারি আসন পেতেছি।
ভকতি-কুসুমে মালাটি গাঁথিয়ে, প্রণতি-চন্দন তা'য় মাথাইয়ে,
(আমার) ভগ্নকুটীর দুয়ারে দাঁড়ায়ে, কত দিন হ'তে রয়েছি

বড় সাধ মনে,　　দেখিব নয়নে,
নামে কিম্বা কাজে তুমি দয়াল হরি!
এ অধম হ'তে,　　দেখিবে জগতে,
দয়াল নামের বড়াই, ওহে ও শ্রীহরি!
দেখিবে দেখিব দেখিব এবারে, কিসে বলে সবে দয়াল তোমারে,
দয়া আছে বলে'　তাই কি দয়াল বলে,
কিম্বা দয়া আছে বলে' খোষামোদ করে।
দীনবন্ধু নাম তোমার জগতে, আমা সম দীন নাহি ত্রিজগতে,
যদি নাম সত্য হয়,　তার' হে আমায়,
দেহ দেহ দীনে অভয় পদ-তরী।
রিপুগণে সদা করিছে পীড়ন, বিষয়-আগুনে জ্বলি অনুক্ষণ,
পাপের প্রহারে,　　হৃদয় বিদরে,
(দেখে) কি করিয়ে ভুলে রইলে দয়াল হরি!
সাধন ভজন করে' পাইলে তোমায়,
সেই কিহে দয়াল নামের পরিচয়;
তা'রা সাধন-গুণে,　　পাইবে চরণ,
সাধন-হীনে তার' দেখি কেমন দয়াল হরি!
পাপ-ধূলি মেখে ধাইছি কুপথে,
কোলে তুলে নাও মুছায়ে নিজ হাতে;
প্রেমের শৃঙ্খলে,　　বাঁধিয়ে আমারে,
ধরে' রাখ তবে ব'লব দয়াল হরি।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সাধ মনে হরি-ধনে নয়নে নয়নে রাখি।
করি নাম গান, প্রেমসুধা পান, (হরি) চরণামৃত অঙ্গেমাখি।
পূজি তাঁর পদ দিয়ে প্রাণমন, যোগানন্দ-রসে হইয়ে মগন,
তাঁহারি সেবায়, তাঁহারি কথায়, দিবানিশি ভুলে থাকি।
(হরি দরশনে, হরি সংকীর্ত্তনে, মননে—চিন্তনে)।
লীলারস-রঙ্গে মাতি' হৃদয়-নিকুঞ্জবনে,
নাচি গাই হাসি খেলি মিলে প্রাণসখা সনে;
দেখি অবিরাম, মর্ত্ত্যে স্বর্গধাম, কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি।
(সব রিপুগণে)।

ঝিঁঝিট ভাঙ্গা—একতালা।

কর দয়া কর, হে দয়া-আকর, দয়া কর দীন জনে।
দুষ্ট দলন, শিষ্ট পালন, কর তুমি নিজ গুণে—
(ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ভব)।
হরিহে, ভব সংসার আগারে, বদ্ধ কারাগারে,
কোথা পতিত-পাবন,
দিয়ে কৃপা-কণা, এই দীন জনা, উদ্ধার হে নিরঞ্জন;—
শুনেছি আমি, শ্রবণে স্বামি, তুমিহে দীননাথ,
ত্রাহিমে ভব, কৃপাতে তব, আমি বিহীন-সাথ;
বাঁচাও সাধন-বিহীন কিরণে—
(ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং ভব)।

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

আর কারে ডাকি, তোমা ছাড়ি যা'ব কা'র দ্বার ?
তুমি আঁধারেরি আলো, জীবন আধার ।
সুখদ প্রভাত কালে,　　হৃদয়ে না দেখা দিলে,
তুমি বিনে এ সংসারে, বল কে আছে আমার ?
মন-প্রাণ ধন-জন,　　সকলি তুমি হে প্রাণ,
রাখিলে ভবেতে থাকি, তুমি বিনে কে আছে আর ?
ভক্ত-বৎসল তুমি,　　জীবন-আধার তুমি,
তোমা ছাড়া কোথা আমি, সকলি আঁধার ;
হে বিভু বিশ্ব সনাতন,　　তুমি জ্ঞান ধন জন,
পরাৎপর সবে বলে, তুমি মম প্রাণাধার ।

বেহাগ—কাওয়ালী ।

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমারি রসাল নন্দনে ।
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল, তোমারি করুণা-চন্দনে ।
কবে, তোমাতে হ'য়ে যাব, 'আমার আমি' হারা,
তোমারি নাম নিতে, নয়নে ব'বে ধারা ;
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হ'বে প্রাণ বিপুল পুলক স্পন্দনে ।
কবে, ভবের সুখদুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিবগো, হরি হরি বলিয়া ;
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, কাহারো আকুল ক্রন্দনে ।

আলেয়া জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

কবে তব দরশনে হে প্রেমময় হরি !
উথলিবে হৃদিমাঝে, চিদানন্দ লহরী।
তনু হ'বে রোমাঞ্চিত, প্রাণমন পুলকিত, (ভাববশে বিবশ হ'য়ে)
নয়নে বহিবে বারি (ও রূপ-মাধুরী হেরি)।
তোমার প্রেম মূরতি, নিরমল মুখ-জ্যোতি,
নিরখিব প্রাণ ভরি ; (ভাবে প্রেমে মগ্ন হয়ে)
সব সাধ মিটাইব স্পর্শ আলিঙ্গন করি।

সুরট—তেতালা।

কাতর অন্তরে ডাকিহে শ্রীহরি, ভক্তি স্তুতি তব জানি না।
দয়া করি তার হে নিজগুণে ভবের কাণ্ডারী !
তব ইচ্ছাতে প্রভু বিশ্ব সৃজন হয়, কভু পলকে হয় লয়,
সকল প্রাণীতে তব দয়া সমভাব,
অধম গোপেশে কেন তরে না মুরারি ?

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

আমায় তাঁর কথা কহিয়ে।
কে দিবে প্রাণ শীতল করিয়ে ?
যাঁর প্রেমসিন্ধু জলে, নিভৃত মরম তলে,
মগ্ন-গিরি হ'য়ে আছি সাঁতার ভুলিয়ে।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি, এমনি আমার মনে লাগে।
নামটি শুনে আমার মনে, রূপটি গো তাঁর কেন জাগে?
ধরবো তাঁ'রে খুঁজে খুঁজে, রাখ্‌বো সাধে প্রাণের মাঝে,
পূজ্‌বো তাঁরে, ভজ্‌বো তাঁরে, মজ্‌বো তাঁরি অনুরাগে।

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালী।

যদি, প্রলোভন-মাঝে ফেলে রাখ;
তবে, বিশ্ববিজয়ি-রিপুহারি-রূপে, হরি!
দুর্ব্বল এ হৃদয়ে জাগ।
যদি, অবিরাম গরজিবে স্বার্থ-সিন্ধু ভব,
নিষ্ফল কলরব-মাঝে ডুবিয়া রব,
তবে, শান্তি-নিলয়, চির-শান্ত মূরতি ধরি,'
ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক।
যদি, লুকায়ে রাখিবে তোমা, অলীকতাময় ধরা,
ঢাকিবে মোহ-মেঘ, কান্তি তিমির-হরা,
যদি, আঁধারে না পাই পথ সত্য-সূর্য্য রূপে
পথ হারা হ'তে দিওনাক।
আশার ছলনে যদি, হেরি মায়া-মরীচিকা,
নয়ন মোহিয়া পাপ, শেষে আনে বিভীষিকা,
তবে, ভীতি-হরণ, যেন অভয়-বচন-সুধা
বিতরি' এ বিপদে ডাক।

ইমনি—ত্রিতালী।

সুনীল আকাশ পানে ফিরালে নয়ন।
কি যেন কাহারে হেরি আপন আপন।
তড়িত জড়িত করে, কি যেন মধুর স্বরে,
দিবানিশি একভাবে, করে আবাহন।
পৃথিবীর ভালবাসা, স্নেহমাখা প্রেমতৃষা,
সকলি তাঁহার করে, রয়েছে অর্পণ।
সাধ হয় সদা মনে, যাই ওই নিরঞ্জনে,
যতনে হৃদয়ে রাখি, জুড়াই জীবন।

আমার যদি কেউ থাকে হরি! তুমি হে আমার।
তোমার যদি 'তুমি' থাকে, তবে আমি হে তোমার।
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটী, এ পৃথিবী তার একটী,
আমি তার একটী কুটী, (বল তবে) নয় কিহে তোমার?
অসীম যে মহাসিন্ধু, আমি তার একটী বিন্দু,
সিন্ধুর বিন্দু বিন্দুর সিন্ধু, (আমি জানি) এই তো বিচার।
তোমাতে ব্রহ্মাণ্ড থাকে, সাজান সব থাকেথাকে,
আছে সব তাকেতোকে, (এসব) বুঝে উঠা ভার।
কেবা এমন বুদ্ধিমন্ত, কে করিবে তোমার অন্ত,
ব্রহ্মা-শিব হেরে গেছেন, তুমি তাদের বুদ্ধির পার।

ধানশী।

তাতল সৈকতে,　　　　বারি-বিন্দু সম,
সুত মিত-রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি মন,　　　　তাহে সমপিনু,
অব মঝু হ'ব কোন কাজে ?
মাধব ! হাম পরিণাম নিরাশা ;—
তুঁহু জগ-তারণ,　　　　দীন দয়াময়,
অতএ তোহারি বিশোয়াসা।
আধ জনম হাম,　　　　নিঁদে গোঙায়নু,
জরা শিশু কত দিন গেলা ;
নিধুবনে রমণী-　　　　রস-রঙ্গে মাতনু,
তোহে ভজব কোন বেলা ?
কত চতুরানন,　　　　মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা ;
তোহে জনমি পুন,　　　　তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা।
ভণয়ে 'বিদ্যাপতি',　　　　শেষ শমন-ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা ;
আদি অনাদিক,　　　　নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা।

———

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

সংসারে থাকিয়ে পালিব ধর্ম্ম লইয়ে তোমার শরণ।
(হরি !) স্বার্থ নাশিয়ে হইব বৈরাগী, বিবাগী হব না কখন।
আছে সর্ব্বস্থানে তব অধিষ্ঠান, অন্তরে বাহিরে তুমি বর্ত্তমান,
প্রকৃতি ভিতরে, হেরিব তোমারে, কি কাজ তীর্থ-ভ্রমণ ?
চতুর্ব্বিধ আশ্রম শাস্ত্রেতে কয়, গার্হস্থ্য আশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়,
হয়ে দাসদাসী, তব গৃহবাসী, পূজিব তোমার চরণ।
দিয়াছ দুর্ল্লভ এ মানব দেহ, যার রক্ষা হেতু এই বাস-গেহ,
সে গেহে সে দেহে হয় প্রভু তব বিবিধ যোগানুষ্ঠান ;
জ্ঞানযোগে হবে আত্মায় আদেশ, ভক্তিযোগে হৃদে শক্তির প্রবেশ,
কর্ম্মযোগে অঙ্গে হইবে প্রকাশ, পরসেবা-ব্রতপালন।
তুমি হবে মম আঁখির অঞ্জন, তুমি হবে মম হৃদয় ভূষণ,
তুমি হবে মম কার্য্যের কারণ, আমার আমিত্ব বিসর্জ্জন ;
সংসার হইবে পুণ্যের আলয়, মোহ পাপ ব্যাধি হইবে বিলয়,
আনন্দে ভাসিব, আনন্দে করিব, তোমার গুণ কীর্ত্তন।

এস প্রাণ-সখা আমার, (হরি !) মোহন মুরলীধারী।
খেলিব প্রেমের খেলা, প্রাণ ভরি'।
যুগল চরণে, সাজা'ব যতনে, (হরি !) কুসুম-রতন-রাজি ;—
নাচিব নেহারি ও রূপ-মাধুরী ;
দিব করতালী, প্রাণ খুলি' বলি' 'হরি হরি' ॥

(মধুকানের সুর)

আমি আর কা'রে ডাকিব, কা'র চরণে শরণ লব ?
দীনে দয়া কে করিবে, তুমি বই দীন-বান্ধব !
দিনে দিনে দিন গত, নিকট দিনমণি-সুত,
এখনো মায়াভিভূত, কিরূপেতে ত্রাণ পা'ব ?
যে দিন জীবন ফুরাইবে, 'পরিব্রাজক' আর না র'বে,
সেই দিনে স্থান দিতে হ'বে, অভয় চরণে তব।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

ওহে গুণধাম, ঘনশ্যাম, বুঝিলাম নিশ্চয়।
　　পেলেম পরিচয় ;—
বধেছ কংস ভূপালে, 　দন্তবক্র শিশুপালে,
　(গোপালের খেলা গোপাল জানে)
　(খেলা বুঝলে এত কাঁদ্‌ব কেন ?)
কেন বা রহিবে ভবে ভক্তের পরিচয়।
যা' কর তা' কর তোমার শোভা পায়,
কিন্তু এই নিবেদন করি, হরি ! রাঙ্গা পায় ;
যে যখন বাহু তুলে, 　কাঁদ্‌বে "কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !" বলে,
(তা'র সে সময়ে কৃপা করো) (যেন নিদয় হয়ে থেকো না হে)
　দুর্ম্মতি সুমতি হউক, দিও পদাশ্রয়।

ঝিঁঝিট—খয়রা।

কর হৃদয় মাঝে অধিষ্ঠান, হরি ! হৃদি-রঞ্জন।
তোমায় মনের মতন, করিয়ে যতন,
রাখ্‌ব হৃদে হৃদয়-রতন !
মাখিয়ে প্রেমের ফুল পীরিতি-চন্দনে,
'হরি হরি' বীজমন্ত্রে দিব ও চরণে ;
(বড় সাধ যে ছিল,—অনেক দিন হ'তে)
কবে হ'বে মম হেন দিন, পা'ব তব দরশন।
নয়নের জল-বিন্দু মন-সূত দিয়ে,
রাখিয়াছি মালা গেঁথে তোমার লাগিয়ে,
(কবে সাজিয়ে দিব, বিধুবদন পানে চেয়ে চেয়ে)
কবে নূপুর হইয়ে তোমার, বেড়িয়ে র'ব চরণ।
ধরম-করম-হীন আমি অভাজন,
অনাথের বন্ধু তুমি পতিত-পাবন ;
(একবার চাইতে হবে, দীন-হীনের পানে)
তোমার দয়ার ভিখারী হ'য়ে, রয়েছি পরাণ-ধন !—
(দীনহীনের পানে একবার চাইতে হবে, অভাজন পানে)।
[হরি ! চরণে শরণ, লয় যেই জন, তারে না ত্যজিতে হয় ;
অভাজন ব'লে, ফেলে দিবে ঠেলে, 'দয়াল' নামের তা মরম নয়।
তাই যদি হ'বে, 'পতিতপাবন' তবে, কেন বা লইলে নাম ;
অপথ-কুপথগামী, যে হই সে হই আমি, তারণ তোমার কাম।
তোমারি আদেশে, ভ্রমি এই দেশে, পাপ-পুণ্য নাহি জানি ;

যা করাও তুমি, তাই করি আমি, আমি দাস প্রভু তুমি, হে।
আমি ক্ষুদ্র নদী তু'মহে জলধি, তুমি ভিন্ন গতি নাই;
তাই সে তোমাতে, চাইছে মিলিতে, দয়া ক'রে দাও ঠাঁই, হে।
হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব, লইয়ে তোমার নাম;
হরি হরি ব'লে, তব প্রেম-জলে, শীতল করিব প্রাণ, হে।
(কেবল বল্‌ব হরি, কেবল বল্‌ব হরি,
ভব পারি দিব, হায়! ডঙ্কা মেরে)।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

চৈতন্য থাকিতে প্রভু, করি নিবেদন;
অন্ত কালে এ কাঙ্গালে দিও দরশন।
আজীবন প্রতিক্ষণ, স্নেহে করিছ পালন,
ভুলোনা—ভুলোনা প্রভু, ভুলোনা তখন।
কণ্ঠ যবে রুদ্ধ হ'বে, নিশ্বাস ঘন বহিবে,
ঊর্দ্ধ টান হ'বে, নেত্রে র'বে স্পন্দন;
হে ভবসিন্ধু-তারণ, কৃপা করে শ্রীচরণ,
এ দাসের বক্ষে তখন করিও স্থাপন।
আত্মীয় স্বজন সবে, শোকার্ত্ত গম্ভীর রবে,
যখন তোমার নাম করাবে শ্রবণ;
সে সময়ে অন্তর্য্যামি, সম্মুখে দাঁড়া'ও তুমি,
নিরখি ও পদ যেন যায় এ জীবন।

দয়া কর দীননাথ! দীন হীন জনে।
দুঃখহর দামোদর কৃপাকণা দানে।
তুমি কৃষ্ণ জগদিষ্ট পাপতাপ-ভঞ্জন ;
দিব্য কান্তি, সর্ব্ব শান্তি, ভক্ত-মনোরঞ্জন।
বিপদভঞ্জন মধুসূদন পতিতপাবন হরি ;
পাতকী উদ্ধার কর দিয়ে চরণ-তরি।
প্রাণে মায়া নাই হে হরি! কাঁদিনা তাই ভেবে ;
অকলঙ্ক নামে তোমার কলঙ্ক রহিবে।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

হরি! অন্তে যেন পাই দরশন।
পতিতপাবন, ইহকাল তো গেল হে, ভার করিতে বহন।
অনলে জলে জঙ্গলে, অচলে তলে ভূতলে,
যখন যে ভাবে যে স্থলে, হোক্ হে মরণ।
আসিছে বিপদ ভারি, জানা'তে যদি না পারি,
স্বগুণে ভব-কাণ্ডারী দিও হে শরণ;—
আত্মীয় স্বজন যারা, জানিহে ত্যজিবে তা'রা,
হইনে যেন তোমা হারা, এই নিবেদন।

চাই না মিলনে হরি।
জনমে জনমে, বহে যেন আঁখি, তোমারি বিরহ-বারি।
আসা যাওয়া মম রেখো এই ভবে, মিলনে ত নাথ সকলি ফুরা'বে,
হরি হরি বলে, ডাকা নাহি হ'বে, রেখ চিরদাস করি।
ঘুরে ফিরে আমি আসিব যাইব, নাচিব গাইব শুনিব শুনা'ব,
নামের তুফানে, ভাসব ভাসা'ব, এ সাধ হৃদয়ে ধরি।
কোন্ খানে তব নাই আনাগোনা,
নাই কোথা তুমি তাওহে জানি না ;
যেথানে থাকি না, সেথানে থাক না, তবু হে তুমি আমারি।

ভৈরবী - তেতালা।

দীনবন্ধু হে! আমি সেই দিনে হে, দেখ্‌ব কেমন বন্ধু তুমি।
কে পার করিবে হে আমারে, শমন রাজার দ্বারে,
যে দিন গিয়ে বন্ধনে পড়িব আমি।
যদি তুমি হে মাধব, হও দীন-বান্ধব,
হ'তে হ'বে সেদিন অগ্রগামী ; (একবার সেই দিনে হে)
যদি না দাঁড়াও ওহে শমন-দমন,
শমন যা' করবে তা' জান হে অন্তর্য্যামি !
হরি তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ,
শঠের প্রেমে পাছে না হবে প্রেমী ;
(কিন্তু ও দীননাথ !) তুমি নির্ব্বিকার নির্ম্মল নিত্য বস্তু,
তোমার শঠ ও সরল সমান, সংসার স্বামি !

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

হরি ! এই করো চরমে আমায়।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে ডাকি হে তোমায়।
করুণা-নিকরাকর, যদি কৃপা অঙ্গীকার কর,
যা ইচ্ছা তা করতে পার, নব জলধর-কায় !
পাপে ভারী তনুর তরি, ভবসিন্ধু গভীর বারি,
ওহে ও নাথ ! ডুবে মরি, আমায় রেখো রাঙ্গা পায়।
দীন কৃষ্ণকান্ত ভণে, ঐ দুঃখ আমার মনে,
ভাবি জীবনান্ত দিনে, আমার কি হবে উপায় ?

মল্লার (মতান্তরে মুলতান)—একতালা।

হরি ! আমি অতি দীন, করি নিবেদন, স্মরণ হয় যেন মরণে।
আমার মনে এই ভয়, কখন কি হয়, কৃতান্ত যাতনা যখনে।
সদা প্রকোপিত, তিমিরারি-সুত, চাহে আঘূর্ণিত নয়নে ;
অবিরত দূত, করে যাতায়াত, নিয়ত বন্ধন কারণে।
সদা দারা-ধন, করিতে পালন, ধন উপার্জ্জন কারণে ;
বল না এমন, করেছি ভ্রমণ, তোমারি যুগল চরণে।
নাহি কিছু বল, চরম সম্বল, বিষয় প্রবল এখানে ;
ধরণী শয়ন, হইবে যখন, হেরো সকরুণ নয়নে।
কৃপা-পারাবার, তুমি বিনে আর, কে আমার এই ভুবনে ;
দীন কৃষ্ণকান্তের ভার, কে নিবে হে আর, যা কর তোমার স্বগুণে।

ঝিঁঝিট—একতালা।

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু! কৃপা-বিন্দু বিতর।
হৃদি-বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণমন সনে বিহর।
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি, অথবা যে দিকে ফিরা'ব আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি, তব রূপ মনোহর।
এই কর হরি দীন-দয়াময়, তুমি আমি যেন দু'টী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর!
ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি, যেন ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতি,
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি, জীব নদী—তুমি সাগর।

ভৈরবী—একতালা।

দীনের গতি, দেহ হে সম্প্রতি, ওহে দীনবন্ধু দীননাথ!
তোমার নাম দিনপতি-সুত-ভয়হারী হরি,
তাই কর তারণ আশ্রয় দীনাশ্রিত।
দিনে দিনে দিন গত, দীনের উপায় দেখি না ত,
তাহে বিষয়-বিষে রত নাথ! অবিরত পতিত এ পাপচিত।
ওহে পাপতাপ-ভয়-দূরকারী, ভক্তি-গুণে মুক্তি হয় সবারি,
ভক্তিহীন জনে নিজ গুণে, এ গ্রহগুণে কৃপা করি;
নীরদ-বরণ করি নিবেদন, নিদানে দিও হে ও রাঙ্গাচরণ,
কলুষনাশন ও কালবরণ, নামগানে দিন হয় যেন গত।

মনোহরশাই মিশ্রিত বাউলের সুর—লোফা।

দেশে দেশে খুঁজিয়া বেড়াই, যদি তা'র দেখা পাই—দেখা পাই।
(কোন্ খানে আছে প্রাণের চাঁদ)।
যা'র রূপ নয়নে মাখা, যে মুরতি চিতে আঁকা, প্রাণ তা'রে চায়;
বল্‌রে কোন্ খানে তাহারে পা'ব,
কোন্ পথে যাই,—কোন্ পথে যাই ?
যে করেছে মন চুরি, দেশে দেশে তা'রে ঢুরি, আঁখি দেখা চায়;
নয়ন-মণি বিনে দিবা-রাতি, কাঁদিয়া গোয়াই—কাঁদিয়া গোয়াই।
বলে' দে এ কাঙ্গালে, পাবরে কোথা গেলে, হৃদয় চাঁদ আমার;
তা'রে নয়ন ভরি, বারেক হেরি, অন্য সাধ নাই—অন্য সাধ নাই

হরি ! আমি অতি অভাজন হে, না জানি ভজন-সাধন।
দয়া করে তব দাসে দাওহে রাঙ্গা শ্রীচরণ।
ছয়জন দস্যু জুটে, (হরি !) দেহ-তরি নিল লুটে,
ম'লাম ভূতের বেগার খেটে, (হ'ল) আসা যাওয়া অকারণ।
সংসার গারদে পড়ে, ডাকি তোমায় বারে বারে,
দিয়ে চরণ অধমেরে, পূর্ণ কর আকিঞ্চন।
অনিত্য এদেহ তরি, কখন জানি ডুবে মরি,
তুমি অকূলের কাণ্ডারী, পার করহে এখন।
আসিয়ে শমন-দূত, ভয় দেখায় অবিরত,
হয়ে সদয়, হে দয়াময়, রক্ষা কর ভীতজন।
অধম জানকী দাসে, রেখো তব পদ পাশে,
যা'বার কালে, হরি বলে, যায় যেন এজীবন।

নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝা, সইতে নারি বোঝার ভার।
সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে, (আমি) নয়নে দেখি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া, সেই যে হাতে মোহন-বাঁশী,
সেই মূরতি দেখবো বলে, পরাণ আমার অভিলাষী ;
বাঁকা হ'যে দাঁড়াও শ্যাম ! আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার,
এস আমার হৃদয়-মানিক, বেদ-বেদান্তে কাজ কি আমার ?

গতিহীনে দেহি পদ গোবিন্দ !
চাহে মানস-ভৃঙ্গ, পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানানন্দ,
ওহে নন্দনন্দন নিত্যানন্দ।
আমি অকৃতি দুষ্কৃতি-পূরিত দেহ—দেহ নিষ্কৃতি, এই ভব-বন্ধ ;
যেন অন্তিম কালে সে, দুরন্ত কাল এসে,
কুমতি ব'লে নাহি করে দ্বন্দ্ব ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

দীননাথ ! হের অনাথ এ দীনে।
বারেক করুণা কর, রাখ পদে স্থান দানে।
বিতর হে কৃপাবিন্দু, পার কর ভবসিন্ধু,
দেখ্‌ব তুমি কেমন বন্ধু, শমন রাজার ভবনে।
জগবন্ধু ! তোমা বিনে, বন্ধু নাই আর ত্রিভুবনে,
দেখা যা'বে সেই দিনে, যে দিন পড়িব শাসনে।

বেহাগ—একতালা।

আমি হে তোমারি, কৃপার ভিখারী, থাকিতে চাই হরি! চিরদিন।
না জানি ভজন, না জানি সাধন, ভক্তিহীন পাপেতে মলিন।
তোমার করুণা, কা'রেও ছাড়েনা, পাপীর প্রতি নহে উদাসীন;
তাই চিদাকাশে, আশার বিশ্বাসে, উদয় করে দাও হে শুভদিন।
তোমার কৃপায় লভিয়ে নয়ন, দেখিব হে প্রভু তব প্রেমানন,
মধুর বচন, করিয়ে শ্রবণ, সুখে দুঃখে রব আজ্ঞাধীন।
তোমা বিনে বল কে আছে সম্বল, কে ঘুচাতে পারে নয়নের জল,
আছি সব সয়ে, তোমার লাগিয়ে, হ'য়ে অকিঞ্চন দীনহীন।

আলাইয়া—একতালা।

চরমে চরণ দানে হইও না কৃপণ,
পতিতে রাখিও পদে, পতিতপাবন!
এ মতি-মাতঙ্গ মত্ত, জ্ঞানাঙ্কুশ করি ব্যর্থ,
নিয়ত কলুষারণ্যে করে বিচরণ;
ছিঁড়িয়ে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম শৃঙ্খল-বন্ধন।
তাই ডাকি সকরুণে, পাব ও পদ কেমনে,
মন যদি পাদপদ্মে না নিল শরণ;
নিজগুণে কর দয়া পাতকীতারণ!

সুরট মল্লার—একতালা। ৮

কত দিনে হ'বে প্রেমের সঞ্চার।
হ'য়ে পূর্ণ-কাম, বল্‌ব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।
কবে হ'বে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যা'ব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন, হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যা'বে লোচন আঁধার।
কবে পরশ-মণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার।
কবে যা'বে আমার ধরম করম, কবে যা'বে জাতি কুলের ভরম,
কবে যা'বে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।
মাখি' সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত পদধূলি, কাঁধে নিয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেম-বারি, দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-যমুনার।
প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসি'ব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতা'ব, হরি-পদে নিত্য করিব বিহার।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল বা তেওরা।

দেহি হরি! শরণ মুজে, তুহারি পঙ্কজ পদদ্বয়ম্।
মুহি দীন নরাধম, তুঁহি দীন দয়াময়।
গয়াসুর চরণ চিহ্ন, পিতৃলোক তারণ জন্য,
তেরা সুবর্ণ ভুবন ধন্য, সুরধনী কি শোহে পায়।
তুলসী দাস ও পদ আশ, কোই পাওয়ে কোই নিরাশ,
ও পদ আশ যো সন্ন্যাস, সকটে মিলাওয়ে।

দেশ—কাওয়ালী।

কবে হ'ব হরি-ধনে ধনী ?
করিব খনন হৃদ্-রত্নখনি,
নিরখিব তা'র মাঝে হরিপ্রেম-চিন্তামণি।
হরি-প্রেমাঞ্জনে নিত্য রঞ্জিয়া নয়ন,
হেরব হরিবর্ণ-মাখা গৃহ চিত্ত ধন ;
হরি-মুখ ছবি আঁকা আত্মীয় স্বজন,
হরিপ্রেম হেমময় নিরখিব ধরণী।
হরিরত্নে বিমণ্ডিত বসন ভূষণ,
যান আসন শয্যায় সুসজ্জিত হরি-ধন,
দেয়ালে কপাটে বিভূষিত শ্রীহরি-রতন,
যতনে হরি-রতনে সাজা'ব সংসার-বিপণি।
মহাজনগণ সঙ্গে করি যোগসাধন,
বাণিজ্য করিব হরি-প্রেম মূলধন ;
যোগ ভক্তি প্রেম আদি করি ধন উপার্জ্জন,
পাপ তাপ ভয় শোকে তৃণ তুল্য মনে গণি'।

কল্যাণ—তেওরা।

হে অগম্য অগোচর, অনাদ নাদ অগাধ সম্পূরণ রচাও।
তুঁহি জল, তুঁহি থল, তুঁহি প্রবল,
তুঁহি জ্ঞান, তুহি ধ্যান, অতীত কথাও।

বিভাস—খেমটা।

পার কর হরি এবার, হে কর্ণধার ভবার্ণবে।
অতি দীন জনে নিজগুণে, দীননাথ! তারিতে হ'বে।
ওহে ভকত-বৎসল হরি! ভক্তি যে জন না জানিবে,
(দীননাথ—নাথ হে!)
হে অগতির গতি, তা'র কি গতি, হবে না, কি পড়ে র'বে?
ঐ চরণ তরীর ভাড়া হরি! ভক্তি যে জন তোমায় দিবে,
সেতো আপন জোরে যাবেই তরে' তোমার গুণ কি আছে তবে?
ওহে ধনীর মাথায় ধরলে ছাতা, দীন দয়াময় কে বলিবে,
আমি ভক্তি-ধনে নই হে ধনী, নাম শুনে এসেছি এবে।
ওহে পতিতপাবন, পতিত যে জন, ভক্তি তাহে না সম্ভবে,
দেখ্‌ব দেখি, তা বলে' কি, পায়ের গুণ কি ভেসে যা'বে?

মূলতানী—আড়াঠেকা।

কোথাহে অনাথ-নাথ শ্রীমধুসূদন!
তব দয়া জানিহে অখিলের সার-ধন; তাহে বঞ্চিত এ জন।
নাই কাছে আপন কেহ মোরহে এখন,
'রিপু'গণ তাহে সদা করে পীড়ন।
আকুল চিত তাই নাথ, তব কৃপা তরে,
চরণে অভাজনে কর দেব! ধারণ।
তোমার দয়া বিনা কেমনে বিভো!
হেন বিপদে আজি সখা! প্রাণ করি ধারণ?

ঝিঁঝিট—লোপাঝাঁপ।

কাতর 'তোমার' দাসে বিতর করুণা-কণা।
(হরি ! পতিতপাবন নাম ধরেছ যদি)
আসি হৃদয় মাঝে উদয় হওহে, নিদয় হয়ে আর থেকনা।
অহমতি খল কুমতি, কুকার্য্য সাধিতে মতি,
ভুলে ইষ্ট অনুমতি, অনিষ্ট ভাবনা ;
কিন্তু ওহে নন্দকুমার ! আছে এই ভরসা আমার,
খল কালীয় পদ তোমার পেয়েছে জানে জগজ্জনা,
(এতো কালীয় সর্প দমন নয়হে)
(তা'র শমন দমন করেছ হরি)
তবে খল বলিয়ে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে কেন দাও যাতনা ?

ললিত—আড়াঠেকা।

কোথায় ভগবান, হওহে কৃপাবান,
বিপদেতে প্রাণ যায় যে আমার।
পাপে হ'লাম ভারী, উপায় কি করি,
বুঝি প্রাণে মরি, দেখ হে একবার।
কি [illegible]না নাথ ! তুমি সদয় হ'লে, প্রহ্লাদে রাখিলে জ্বলন্ত অনলে,
ম[illegible] তুমি, ধ্রুবেরে রক্ষিলে, সকল বিপদে করিলে উদ্ধার।
কি কু[illegible]ণে আমি আসিলাম ধরা, বিপক্ষ হাসিল মিথ্যা দেহ ধরা,
সতত ভাসিছে দু'আখি আমার, বিশ্ব দৃশ্য সব হেরি অন্ধকার।

কাফি—মধ্যমান।

(হে) মাধব ভব-কাণ্ডারী।
তুমি দীনশরণ দেব দুরিতহারী।
দুস্তর ভব ঘোর অন্ধকার, তুমি তিমির-হারী; (দীননাথ !)
তুমি দীপ্ত দিনকর, দীন-দয়াময়, দিনকরসুত-ভয়হারী।
তুমি প্রেমের সাগর, ভুবন ভাসাতে পার, অনন্ত উৎস-প্রসারী;
ত্রিতাপে তাপিত শুষ্ক হৃদয়-মরু যাচিছে করুণা তোমারি।
তুমি জগ-জীবনাধার, নিদাঘ-জলধর, দগ্ধ ধরাতল শীতলকারী;
অনন্যগতি মতি, তৃষিত চাতক অতি,
(শুধু) একবিন্দু কৃপাবারি ভিখারী।
প্রদোষ গগন ঘন ঘেরিল আঁধারে, সম্মুখে সিন্ধু নেহারি;
উপায় না দেখি আর, ডাকিতেছি বারেবার,
ভব-পারাবার ভার তোমারি।

মুলতান—একতালা।

আমি পাপের ছলনে, মরি বুঝি প্রাণে, কোথা দয়াময় হরি হে !
এ মহা যাতনা, সহিতে পারি না, দেহ চরণ-তরি হে !
পাষাণ সমান আমার পরাণ, তুমি প্রাণারাম দয়ার নিধান,
প্রেম-রস দিয়ে সিক্ত কর প্রাণ, শুষ্ক ক্ষেত্রে সিঞ্চ বারি হে।
ষড় রিপু হ'ল প্রচণ্ড প্রবল, তাই আজি মোর চোখে বহে জল,
রিপুর ছলনে যাই রসাতল, তাই তোমারে স্মরি হে !

মূলতান—একতালা।

হরি! আমার মানস-সন্তাপ নাশিতে, যদি তোমার অতি দুঃখ হয়।
যা' হয় আমার হ'বে, কেন দুঃখ পা'বে, সুখে থাক তুমি সুখময়!
অন্তরে অনন্ত সন্তাপ-সন্ততি, অনন্ত-সমাজে হইল বসতি,
আমার আর নাইক গতি, ব্রজজন-পতি, তুমি কি দিবে পদাশ্রয়?
ফেলে আমায় একা বন্ধু-হীন দেশে, দীনবন্ধু তুমি কোথায় আছ বসে,
আমি তোমারি উদ্দেশে, যা'ব কোন্ দেশে, কে বলিবে পথের পরিচয়?
পড়েছি বিপাকে, নিজ কর্ম্মপাকে, তুমি বিনে অন্যে কে খণ্ডিবে তাকে,
আমার মরম-বেদনা নিবেদি' তোমাকে, তুষানলে জ্বলে এ হৃদয়।
তুমি হে অপার, করুণা-পারাবার, আমি ভক্তিহীন জঘন্য দুরাচার,
কৃষ্ণকান্ত বলে গতি কি হ'বে আমার, আমি ভবে অতি নিরাশ্রয়।

মূলতান—একতালা।

কুরু করুণা দীনে, এই হীনজনে, ও দীননাথ হরি!
পাপে কাতর প্রাণ, হ'ল উচাটন,
(হরি হে করুণাময় ;) উপায় নাহিক হেরি।
ঘোর তিমিরে, পাপ-বিকারে, তোমা বিনা ডাকি কারে,
দাওহে দেখা, আছি ভবে একা, নয়ন বাঁকা মুরারে!—
সংসার-পাথার, কিসে হ'ব বল পার?—
তোমার করুণা-তরি, আশ্রয় করি,
(হরি হে দীনতারণ!) আছি তোমার নামে পড়ি'।

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা।

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে, না হয় মরণে।
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকী-তারণ তরীতে, তাপিত আতুরে তুলে' না লবে গো;
হ'য়ে, পথের ধুলায় অন্ধ,   এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে, পারে ব'সে, 'পার কর' ব'লে, পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি, হে তৃষাহারি !
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি ;
তুমি, আপনা হইতেও হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ তার
একি, সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে, প্রভু, মরমে।

সংসার-গারদে হরি ! দিতেছ কত যাতনা।
চোখ বাঁধা বলদের মত আর আমায় ঘুরাইও না।
(আমায়) কত অপরাধে,   রেখেছ ম্যাদে,
(আমার) কর্ম্ম কি শেষ হ'ল না ;
আমি যাই যাই করি,   যাইতে না পারি,
(দিলে) কামিনী-কাঞ্চন বাসনা।
'আমার আমার' করি, ডাকি অনিবার,
'আমি' কি তাই চিন্‌লাম না ;
(হরি !) তোমার মত কে আছে আমার,
জেনে কি তা' জান না ?

ওহে নারায়ণ, বিপদ-ভঞ্জন.
দাসের প্রতি সদয় হওহে একবার।
(প্রভু) না জানি ভজন, সাধিতে সাধন,
তব শ্রীচরণ করেছি হে সার।
ব্রহ্মা আদি দেব নাহি পায় ধ্যানে,
গঙ্গা ভাগীরথী জন্মে যে চরণে ;
ঐ চরণ দিয়ে করহে নিস্তার।

মূলতান—আড়াঠেকা।

তা'র দীনে নিজগুণে-শ্রীমধুসূদন!
শুনেছি ত্রিভঙ্গ! তুমি, পতিতপাবন।
আমি অতি দুষ্কৃতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
গতিহীনে দেহি গতি দুর্গতিহরণ!
তুমি ত্রিলোক-তারণ, ভবভয়-নিবারণ,
দারিদ্র্য-দুঃখ-ভঞ্জন, শমন-দমন।

কোথা হরি, ব্যথাহারী, হর ব্যথা এ সময়।
দয়াল হ'য়ে ভীতের প্রতি হয়ো নাহে নির্দ্দয়।
অভয় চরণ তব,　　দেখাও মোরে হে মাধব,
তা' হ'লে জীবন পা'ব, ঘুচে যা'বে মরণ-ভয়।
পাইয়ে করুণা তব,　　বেঁচেছে প্রহ্লাদ ধ্রুব,
তব ভক্ত 'এই দাসে' দয়া কর দয়াময়!

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

আমি কত আশা করে', তোমারি দুয়ারে, ভিকারীর বেশে এসেছি।
খোল দ্বার খোল, তোল মুখ তোল, দেখ দেখ কত কেঁদেছি।
কি আছে আমার জাননা কি তুমি,
　　পথেপথে কেন কেঁদে বেড়াই আমি,
যা' ছিল আমার, সকলি এবার, বুঝিবা হারা'তে বসেছি।

মিশ্র—কাওয়ালী।

দেখা দেওহে, রাখিব অতি যতনে, হৃদি মাঝারে।
তুমি মম জীবন,　　তুমি মম ভূষণ,
তুমি নয়নঞ্জন, বিতর কৃপা পরমেশ!
সম্পদ বিপদে সঙ্গের সঙ্গী, ভবার্ণবে কাণ্ডারী এক তুমি হে;
জগজ্জন তাই ডাকে হরি হরি,
জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ, তোমা বিহনে নাহি ত্রাণ হে।

কি বলে' ডাকিব ডাকিতে জানি না,
কি বলে' ডাকিলে পাইবে শুনিতে।
আমি, ডাকিবার মত ডাকিতাম যদি,
দেখা দিতে তুমি হাসিতে হাসিতে।
ডাকিবার মত যে তোমারে ডাকে,
তারে তুমি দেখা দিয়ে থাক ডেকে,
আমি, ডাকিতে জানিনা, তা' বলে কি হরি!
পা'বনা তোমার শ্রীপদ হেরিতে?
কি বলে' ডাকিলে শুনিবারে পাও,
প্রাণে প্রাণে আমায় ডাকিতে শিখাও,
আমি, তাই বলে' ডাকি, ওহে কমলাখি,
যা' বলে' আমারে শিখা'বে ডাকিতে।
অন্তে যবে দীন মুদিবে নয়ন, পায় যেন তোমারে হে দীনশরণ,
দীনে, দাও দেখা দাও, বাসনা পূরাও,
হৃদয়-বিহারী বিহর হৃদেতে ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

এস হৃদয়-মাঝারে।
আমি কাতরে ডাকি বারে বারে।
জানি না ত কিছু ভজন সাধনা, কেমনে তোমায় করি আরাধনা,
বোঝ যদি ব্যথা, বেঁধনা বেঁধনা, কঠিন সংসারে।

ঘোর বিপাকে,　　ডাকি তোমাকে,
বিপদ্‌হারী মধুসূদন!
(তোমার) অভয় চরণ,　ভীতের শরণ,
জীবন-কারণ মরণ-বারণ।
কর হে করুণা দীনে, কে তারে তোমা বিনে,
বাঁচাও ঘোর কুদিনে, দয়াময় নারায়ণ!

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

যাচি হে হরি!　ও পদ-রাজীবে তব।
দেহি সুগতি সুমতি, দৈবী সুখ-সম্পদ সব।
দেহ বিমল ভকতি জ্ঞান মুকতি, বৈরাগ্য বিবেক স্থায় সুকৃতি,
খণ্ডি' পাপচয়, নাশ কাল-ভয়, পার কর দীনে মোহময় ভব।

মূলতান—ঝাঁপতাল।

আর,　কাহারো কাছে, যা'বনা আমি, তোমারি কাছে র'ব হে
আর,　কাহারো সাথে, ক'বনা কথা, তোমারি সাথে, ক'ব হে!
ঐ,　অভয় পদ্ হৃদয়ে ধরি, ভুলিব দুঃখ সব হে;
হেসে,　তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভার, হৃদয়ে তুলি', ল'ব হে!
তব,　করুণামৃত-পানে, হ'বে কঠিন চিত্ত দ্রব হে;
আমি,　পাইব তব, আশীষ-ভরা, জীবন অভিনব হে!

একবার দেখা দেও, দেখে যাও, বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন !
(আমার) আশা মনে, আঁখি ভরে', হেরিব ঐ চারু চরণ।
না, বুঝি নাই আমি, আর ডাকিব না, ব্যথা দিতে প্রাণে বাজে,
তোমার আসিতে যাইতে, কত ব্যথা বাজে, যুগল পদ-পঙ্কজে ;
(কিন্তু রইতে নারি) (আমার আকুলি-বিকুলি করে প্রাণ হেনাথ .
মরমের কথা, শ্রীচরণে নাথ, নিবেদি রাখিও মনে,
ভব-কারাগারে রইল দাস তোমার, দেখো তা'রে নিশিদিনে ;
মোহে অন্ধ হয়েছি আমি, থাকিতে যুগল আঁখি,
(একবারও) ভাবিনি হৃদয়ে তোমার দয়া অহৈতুকী ;
ভাবিনি কখন, জীবের জীবন, প্রবল জোয়ার ধারা,
ভাটা হ'লে কূলভরা ভরা জল, কোথা হ'য় যায় হারা ;
(আমি কোথায় এলাম) (আমি কোথায় এলাম, কোথায় যাব)
(কি করেছি, কি হইব) (কেবল ভাবি কি নীরবে বসি')
(করি বিষয়-চিন্তা দিবা-নিশি) ।
মন ! তুমি হ'ও না বিমন, ডাক গোলোক চাঁদে,
বাঁধা যদি পড় পাছে বিষয় বিষম ফাঁদে,
কর তুমি যুক্তকর, বল কেঁদে কেঁদে,
কাঙ্গালের মত যেন যমে না নেয় বেঁধে ;
জগত বলে ডাক তাঁরে, যেন ভবের ভারে না যায় জীবন।

———

ভৈরবী—একতালা।

কোথা আছ গিরিধারী !
হরি দয়াময়, দেহ পদাশ্রয়, কত জ্বালা স'ব, বিপদের কাণ্ডারী !
অখিলের পতি, হে গোলোকপতি, তব নামে জীবে ভবে পায় গতি,
তবে এ দুর্গতি, কেন পাপ-মতি, সহে লক্ষ্মীপতি মুকুন্দ মুরারি।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যদি, মরমে লুকায়ে র'বে, হৃদয়ে শুকায়ে যা'বে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?
তব, চরণ শরণ তরে, এত ব্যাকুলতা ভরে,
কেন ধাই যদি নাহি মিলেগো ?
পাপা তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া কবে,
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো ?
যদি, মধুর সান্ত্বনা ভরে, তুমি না মুছা'বে করে,
কেন ভাসি নয়ন সলিলে গো ?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো ;
ওগো, সকলি কি অর্থহীন, শূন্য শূন্যে হবে লীন ?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো ?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সপিলে গো ?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন ত্রিভুবন-পতি,
'পতিতপাবন' নাম নিলে গো ?

কীর্ত্তনের সুর—একতাল।।

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে।
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম ব'সে,
(ওহে আমায় কি পার কর্‌বে নাহে ?) (আমি অধম বলে)
যা'রা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে'।
শুনি কড়ি নাই যা'র, তুমি তা'রেও কর পার,
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দিন-ভিখারী, নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে।
যা'দের পরের সম্বল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল আপন বলে হে)
(আমি সাধন-হীন তাই রলেম পড়ি হে)
তা'রা নিজ-বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে।
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(তাই দয়াময় বলে' ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধম-তারণ বলে' ডাকি হে)
কাঙ্গাল কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল, সাতার পাথারে।

বরাড়ী—ঝাম্প।

মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়।
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,
যব্ তুহুঁ করবি বিচার;
তুঁহু জগন্নাথ, জগত কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার।
কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গে;
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু;
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু!

ধানশী।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু,
মেলি পরিজনে খায়;
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই,
করম সঙ্গে চলি' যায়।

এ হরি বন্দো! তুয়া পদ নায় ;—
তুয়া পদ পরি হরি, পাপ-পয়োনিধি,
পার হ'ব কোন উপায় ?
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতিময় মেলি ;
অমৃত তাজি' কিয়ে, হলাহল পিয়নু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি
ভণহু বিদ্যাপতি, সেহ মনে গুণি,
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে ;
সাঝক বেরি, সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পদ লাজে।

মজিতে শকতি দাও, তব প্রেমে একেবারে ভাবে মেতে যাই।
জীবনবল্লভ! আমার তোমা ছাড়া আপন কেহ নাই।
তুমি মম প্রাণ, হে প্রাণবল্লভ, সাধন ভজন তুমি আমার সব,
জীবনে মরণে, যেন প্রাণে প্রাণে তোমার দেখা পাই।
তোমারে দেখিব অন্তরে বাহিরে, প্রাণ মন দিব সকলি তোমারে,
দেখা দাও দেখা দাও, যেন শয়নে স্বপনে দেখা পাই।
ভালবাস যদি হে দীনশরণ, নিশিদিন দীনে দিও দরশন,
তোমারি প্রেমেতে যেন 'আমার আমি' নাথ! ভুলে যাই॥

সুরট মল্লার—একতালা।

কবে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হ'ব ?
কৃষ্ণনাম মুখে, উচ্চারিতে কবে, (আমি) প্রেম-নীরে ভেসে যা'ব ?
সকল কামনা কৃষ্ণ পদে দিয়ে, বিচরিব সদা কৃষ্ণ-গুণ গেয়ে ;
(কবে) কেবল কৃষ্ণনাম, সঙ্গে সাথী ল'য়ে,
আশা-পথ চেয়ে র'ব (ব্রজের পথে চ'লে যা'ব) ?
কবে, ডাকিলে বিহঙ্গ জিজ্ঞাসিব তা'রে,
ওরে, দেখেছ কি যেতে মম চিত্চোরে ;
ত্রিভঙ্গ সে কালা, আছে বাঁশী করে, বলিতে মূরছা পা'ব ;
ধুলি-ধুসরিত, দীনহীন বেশে, কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদে ফির্ব দেশেদেশে,
কবে, আঁখিজলে ছার মান যা'বে ভেসে,হায় ! কবে কুলে কালি দিব ?

সুরমল্লার—কাওয়ালী ট।

মের তো, উন্‌কে দরশ পিয়াসী।
যিন্‌কো ঋষি মুনি ধ্যান করত হ্যাঁয়, যোগী যোগ অভ্যাসী।
যিন্‌কে কহত হ্যাঁয় অজর অশোকী, আশ্রয় যিন্‌কো হ্যায় ত্রিলোকী,
ও না জনমে, ও না মরে, অকাল পুরুষ অবিনাশী।
অভেদ অচ্ছেদ অনন্ত অবর্ণ, হ্যাঁয় অক্ষর আউর অনাদি ;
অচল অমূরত আউর অনুপম, প্রভু পূরণ সর্ব্ব-নিবাসী।
অতুল বল যাঁকো অটলরাজ, সৃষ্টি সকল হ্যাঁয় দাসী ;
অমি চান্দ যিন্‌সে প্রকাশত রবি শশী বায়ু অগ্নি প্রকাশী।

খাম্বাজ (মিশ্র)—একতালা।

জুড়াইতেচাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসেযাই ?
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই, সদা ভাবিগো তাই
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর,
অধীর—অধীর, যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই!
জানিনা কেনবা এসেছি কোথায়, কেন বা এসেছি কেবা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারি দিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই!
কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল!
প্রবাহের বারি, রহিতে না পারি, যাই যাই কোথা, কূল কি নাই ?
কর হে চেতন, কে আছে চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন,
যে আছ চেতন ঘুমাও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নাথ! কেন কর ছলনা।
দিওনা বেদনা আর সহে না।
তুমি ভব অন্তকারী, অনন্ত গুণ বিস্তারি,
অধমের অন্তরেতে দিওনাকো যন্ত্রণা।

রাগিণী—ঝংলা। ৮

অমল ধবল পালে লেগেছে মধুর হাওয়া।
দেখি নাই—কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে কোন্ সুদূরের ধন ;
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায়, এই কিনারায়, সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝড়িছে ঝরঝর জল গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ;
ওগো কাণ্ডারী কে গো তুমি, কা'র হাসি কান্নার ধন
ভেবে মরে মোর মন,
কোন্ সুরে আজি বাঁধিবে যন্ত্র, কি মন্ত্র হ'বে গাওয়া।

———

ললিত—আড়াঠেকা।

কোথা হরি দয়াময় অনাথ-জন-জীবন !
দেখা দিয়ে অসময়ে তোষ এ 'দাসের' মন।
তব নাম দীনবন্ধু, তুমি হে করুণাসিন্ধু,
দেহ মোরে কৃপাবিন্দু, বিপদে হই মোচন।
কাতরে করুণা কর 'দাসের' বিপদ হর,
দেখা দেহ পীতাম্বর, হে বংশীবদন ;—
'সপিলাম প্রাণমন' তোমারে নীরদবরণ,
অনলে নতুবা প্রাণ, করিব হে বিসর্জ্জন।

ললিত—আড়াঠেকা।

কোথা হে কমলাকান্ত কলুষ-নাশন হরি!
বিপদে রাঙ্গা পদে রাখ কাল-ভয়-হারী।
তুমি কালান্তের কাল, জানি তোমায় চিরকাল,
এ দাসের যেন কাল, হয়ো না হে কালহারী!
ও কালবরণ ভেবে, কালি হ'লাম নিশি-দিবে,
কালে তনু মিশাইবে, এবে এ কামনা করি।

ললিত—আড়াঠেকা।

জানি হে জানি হে হরি! তুমি বিপদ-কাণ্ডারী।
তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি?
যত আছে চরাচর, সকলি তোমার কর,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি হর, ঐ চরণে আজ্ঞাকারী।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি মিনতি স্তুতি,
তোমার চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি!

অগতির গতি, কমলাপতি, দুর্গতি হর' হরি হে!
অকূল পাথর, না জানি সাঁতার, দেহ চরণ-তরী হে।
পাপ ভীষণ, তাপ শোষণ, দাপ বিষম করে,
আকুল হয়েছি ডরে;—
দুখময় ভবে, কি হ'বে—কি হ'বে, হে হরি দুখহারী হে।

ভজন—একতালা।

কোথা আছ সখা,　　দীনে দাও হে দেখা,
কাতরে তোমায়, ডাকি বার বার।
পড়িয়া বিপদে,　　কাঁদি হে বিষাদে,
অনাথ জন চাহে, শরণ তোমার।
অকূল পাথারে,　　পড়েছি সাঁতারে,
কূল নাহি পাই, না জানি সাঁতার।
তুমি দয়াময়,　　পাতকী আশ্রয়,
চাহ মুখ পানে, স্নেহের আধার!

খট্—ভৈরবী।

যখন যে ভাবে প্রভু রাখ যা'রে, তখন সে ভাবে কালাতিপাত করে।
সুখদুঃখদাতা,　　তুমি জগৎপিতা,
মাতা ধাতা, তোমায় কে জানিতে পারে?
কখন কা'কে করাও প্রাসাদ আরোহণ, দিয়ে অসংখ্য রজত কাঞ্চন,
অকিঞ্চন-নাথ! তার আকিঞ্চন, সুখের অবকাশ না রাখ অন্তরে।
আবার কা'কেও কর দীনাতিদীন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি চিরদিন,
মনে মনে গণে সেই সুখের দিন, ঝরঝর নয়ন-বারি ধারা পড়ে।
ভিক্ষায় যদি না হয় উদর পোষণ, চিন্তাগুণে করে শরীর ধারণ,
কখন মিলে আসন, কভু ধরাসন, তুমি উপেখিলে কে রাখে তা'রে?
নীল-চিন্তামণি অনন্ত স্বরূপে, বিহর—কে তোমায় জানিবে কিরূপে,
এককালে ডুবাইলে ভব—কূপে, কান্ত কয় বেদনা কত দিবে আর?

খট্—কাওয়ালী।

আমার ভরসা হরি।
এ ভব-জলধি-জলে যাঁহার চরণ তরি;
তরাইতে ভক্তবৃন্দ আপনি হন কাণ্ডারী।
কটাক্ষে করুণা দানে, কল্পতরু সে মুরারি,
দীনবন্ধু গুণসিন্ধু প্রেমসিন্ধু কালবারী;
রসিকের দুঃখ অন্তকারী, শঙ্খ চক্র গদা সরোরুহ-রাজ ধারী।

খট—আড়াখেমটা।

হরি! মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দেও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়।
কালশশী বাজায়ে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী কর্‌লে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকুলে ভাসি;—
ওহে হৃদ্বিহারী কোথায় হরি! পিপাসী প্রাণ তোমার চায়।

দেবকী-নন্দন, কংস-নিসূদন, কৌস্তভ-ভূষণ মুরারে!
বিপন্ন-পাল, গোপাল, প্রজাপাল, কৃপাল হরে!
বরদ প্রাণদ শারদ-নীরদ, হৃদয়-দরদহারী অভয়দ,
বিপদ-সাগরে তরণী তব পদ, হরিহে—হরিহে—
এ ঘোর শঙ্কটে, এস হে নিকটে, করপুটে ডাকি তোমারে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা ।

হরি ! ধরি তোমার পায় ।
পড়ে আছি ভব-দায়, না দেখি উপায় ।
আমার কুপথে মন সদাই ফিরে, কুচিন্তা করি অন্তরে,
ফিরাতে পারি না তা'রে, প'ড়েছি ঘোর দায় ।
আমার ছ'জনা করেছে মত্ত, পাইনে আমি সার তত্ত্ব,
অসত্যেরে ভাবি সত্য কেবল আপ্ত ভাবি তায় ।
হরি ! তব কৃপা হয় যারে, অসাধ্য সাধিতে পারে,
সেই তো এই সংসারে, সার ধন পায় ।
আমি নাহি জানি ভজন-সাধন, তোমা ধনে কর্‌বো পূজন,
তব দত্ত প্রাণধন, আমি সঁপিলাম তোমায় ।
অনিত্য সংসার-বাসনা, তোমা বিনা নাই আপনা,
আত্ম পর যায় না চিনা, এ ভবধামে ;—
হরি ! তব কৃপা হলে, চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে,
নিজগুণে জানাও প্রভো, এই অধম জনায় ।

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

কোথায় রহিলে দয়াময়, দুঃখের সময়ে ।
এ বিপদে মধুসূদন ! দেখা দেও হে আসিয়ে ।
প্রাণ সঁপে হে তোমায়, অনুতাপে প্রাণ যায়,
ভেবে ভেবে দেখ মন কালি হ'লো কালিয়ে !

হরি! আমি অতি দীন, পাপেতে মলিন, কি হ'বে উপায় বল না?
বল আর কোথা যা'ব, কা'রে বা ডাকিব, কেবা জানে মনোবেদনা।
আমার বিষয় বাসনা বড়ই প্রবল, কি করি উপায় নাহি সাধন-বল,
আমায় জেনে দীনহীন, ভজন-বিহীন, যেন হরি নিদয় হ'ওনা।
সংসার-সাগরে পড়েছি এবার, আর বাঁচিবার আশা করি না;
যদি দাও চরণ-তরী, নিজে কৃপা করি, তবে বুঝি ডুবে মরি না।
রিপু ছয়জনে লইয়ে আমারে, কোথা যা'বে তাতো জানি না,
দীন এই ভিক্ষা চায়, যথা তথা যায়, মন যেন তোমায় ভোলে না॥

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

হওহে সদয় দীনে দীনতারণ!
পাপমতি মূঢ়মতি উপায়-বিহীন।

তুমি হে করুণাময় বিদিত ভুবনে,
কৃপা করি দয়াময় তব নিজ-গুণে;
করুণা নয়নে, হের অভাজনে,
নতুবা পদে আজি ত্যজিব জীবন।

তোমার মহিমা দেব! বিখ্যাত ত্রিলোকে,
সৃজন প্রলয় কর তুমি হে পলকে;
অকৃতি বালকে, তার এ বিপাকে,
ও রাঙ্গা চরণে রাখ, লয়েছি শরণ।

গৌড়-সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

কেন প্রভু দীন জনে হইলে নিদয় ?
না দিলে ভকতি হরি, কি দিয়ে তুষি তোমায় ?
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বলে, তনু-তরী সাজাইলে,
পাপ-পুণ্য দু'টা, সুজলে সাগর ;—
মোহ-পাল আশা-পবনে, ছটা দাঁড়ীর মিলনে,
ডুবালে পাপ-সলিলে পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়।

তোমারি মতন, এমন আপন, ভুবন মাঝারে নাই আমার।
প্রাণনাথ! প্রাণনাথ! তুমি আমার, আমিও তোমার।
অন্তরে বাহিরে আছ নিরন্তর, ভুলিয়া তোমারে করেছি অন্তর,
দেখা দাও—দেখা দাও, আর থেক'না অন্তরে প্রেমাধার!
ভালবাসা দিয়ে পূরাও মন-আশা, ঘুচে যা'ক মনের বিষয়-পিপাসা,
নাশ হে দুরাশা, তোমায় ভালবেসে জুড়াক প্রাণ আমার।
দিবানিশি নাথ আছ আশেপাশে, প্রাণেপ্রাণে আমায় কত ভালবেসে,
ছাড়িয়ে থাকনা, (ওগো) তবু ভালবাসা বুঝিনা তোমার।
দিয়েছ শকতি বলিতে করিতে, থাইতে ঘুমাতে উঠিতে জাগিতে,
দেখিতে শুনিতে, তোমা বিনা বল আর নাই আমার।
দীনবন্ধু হরি, দীন-জন-ত্রাতা, তোমা বিনা কে আর জানে মনোব্যথা
যা'করাও তাই করি, (ওহে) তুমি হরি! সর্ব্ব মূলাধার।

দীনশরণ! ভাবে রাখ দীন জনে হে।
কে আর জানিবে মরম বেদনা, আর কারে বলি তোমা বিনে হে।
কুসঙ্গে মগন হ'য়ে হে হরি, বৃথা কাজে দিন ফুরা'ল হে;
হ'লনা সাধনা, গেল না বাসনা, (বড়ই) ভাবনা হ'ল মরমে হে।
সংসার ঘোরে, মায়া মোহে পড়ে' দিবানিশি হিয়া জ্বলিছে হে;
নিতাইতে আশা, ডাকি হে দু'বেলা, হরি হরি বলে' বদনে হে।
লও মম ভার ভূভার-হরণ, মন প্রাণ তোমায় সঁপিনু হে;
হ'ওনা কাতর কলঙ্ক রটিবে, (তোমার) অধমতারণ নামে হে।
(আমার) যা আছে প্রাণে প্রাণরমণ, সকলি ত তুমি জানিছ হে;
হ'লনা পূরণ মনের বাসনা (আমায়) করোনা বঞ্চনা চরণে হে।
তুমি নাম ধরিয়াছ পাতকি-তারণ, ওহে ওহে দীনদয়াল হে;
আমা সম পাপী পাবেনা ভুবনে, ফিরে চাও কৃপা-নয়নে হে।

রামকেলী—কাওয়ালী।

আর যে এ দেহে প্রাণ রয় না।
প্রাণ রয় না,—আর সয় না।
তবু কি হে দয়াময়! দয়া তব হয় না?
কোথা হরি গুণধাম, নব দুর্বাদল শ্যাম,
পূর্ণ কর মনস্কাম, আর জ্বালা সয় না।
শুনেছি নাথ! হরিনামে, জীব তরে পরিণামে,
তবে কেন সেই নামে, 'দাসের' ভয় যায় না?

বল আর কত দিন এম্‌নি করে' তোমায় দেখিবনা প্রাণ ভ'রে!
থাকিয়া থাকিয়া, তোমারে দেখিয়া, মনের সাধ মেটে না;
(তাই) দাও দরশন, হে মনোমোহন, বাহিরে হৃদয় মাঝারে।
পরের মতন, থাকিব ক'দিন, আসিয়া তোমার সংসারে,
ওহে প্রাণনাথ, কর আত্মসাৎ, রাখহ আপন ক'রে।
আপন ভেবেছি, প্রাণ স'পেছি, তোমার হয়েছি দেখনা;
তোমার মতন এমন আপন, নাহিক ত্রিজগৎ মাঝারে।
অন্ধের মতন, সারাটি জীবন, ঘুরে ঘুরে মরি বাহিরে;
ওহে প্রাণগোবিন্দ, দাও প্রেমানন্দ, ডুবিব আনন্দ-নীরে।
সকল ভুলিব, তোমারে ডাকিব, সেদিন পাইব কবে;
কাহার বারণ, আর না শুনিব, রাখিব হৃদয় মাঝারে।

আর কবে দেখা দিবে, ওহে হরি প্রেমময়!
আজি কালি করি, দিবস গণিয়া, আমি রয়েছি আশার আশায়।
জীবনের জীবন তুমি, তবে কেন হরি ;—
মায়াতে ভুলায়ে, আছ হে লুকায়ে, তিলেক দেখা না দাও আমায়।
এত পেয়েও সাধ মেটেনা আশা পূরিলনা ;—
হ'ল আসা যাওয়া সার, ভজিয়ে অসার,
বিফল জনম এই ধরায়।
হৃদি-কুঞ্জবনে হরি! আসন পাতিয়ে ;—
রেখেছি যতনে, তোমারি কারণে, বারেক আসিয়ে হও উদয়।

তুমি দীনবন্ধু, তুমি দয়াসিন্ধু, ভবসিন্ধু মাঝে তুমিই সহায়।
তব দয়াবিনে, এ তিন ভুবনে, ভবনে বিজনে নাই অন্য সহায়।
যে বলে তোমায় নিঠুর নিদয়, সেই জানে তব মহিমা-নিচয়,
প্রতিক্ষণ যা'তে, বাঁচে বিশ্বময়, জীবগণ যা'তে বিপাক হারায়।
দয়া-বলে প্রতি পলে পলে, তব জীবন পালন হয় ভূমণ্ডলে,
বিনে তব দয়া, বাসনা ভব-মায়া, যে ভাবে বিভোর আছে জীবচয়।
দূর কর আমার এ মোহ-মায়া, দাও দীনে ঐ অভয় পদ-ছায়া,
শুদ্ধ হ'ক মোর এই পাপ-কায়া, তোমারি দয়ায় ওহে দয়াময়!
পাইলে তোমারে দেখি প্রাণভরে, অন্তরে বাহিরে আকারে প্রকারে,
বলব উচ্চৈঃস্বরে, সীব দ্বারে দ্বারে, জয় জয় জয় হরি প্রেমময়।

বাউলের সুর—গড়খেমটা।

কোথা হরি বিপদভঞ্জন!—
বিপদে পড়িয়ে ডাকি, একবার এসে দেও হে দরশন।
আমি না জানি ভজন, আমার মত অপরাধী কে আছে এমন,
ভরসা করেছি বড়, হে দয়াময়, নাম শুনি' পতিতপাবন।
এই ভবে জন্ম নিয়ে না ভজিলাম তোমার শ্রীচরণ,
কর্ম্মদোষে দেশ বিদেশে, মিছা আশায় করেছি ভ্রমণ;
এখন ঘিরিল শমন, এ বিপদে রাখ পদে, এই নিবেদন, (দয়াময়!)
তুমি বিনে কে আর আছে, হে দয়াময়, আমার দুঃখ করে নিবারণ।
জন্ম মৃত্যু বারে বারে, এ সংসারে, যন্ত্রণা অপার,
দয়া করে' এবার মোরে, দুঃখের সাগরে কর পার;

আমি কা'রে দিব ভার, কে আর করিবে আমার এত উপকার,
তোমাকে প্রাণ সপে' দিলাম, হে দয়াময়, হরি ! তুমি যা' কর এখন।
এই নিবেদন করি এখন, পতিতপাবন ! চরণে তোমার,
ভবের আশা হয় যেন পূরণ, পুনর্জ্জন্ম চাইনা ভবে আর ;
তুমি হয়ে কর্ণধার, অকূল তরঙ্গ মাঝে কর মোরে পার, (দয়াময় !)
রামসুন্দরের এই বাসনা, হে দয়াময়, মনোবাঞ্ছা হ'বে কি পূরণ ?

কি ভাবের খেলা হরি ! খেল্‌ছ সদা আমার সনে ?
কভু ভাবে কভু অভাবে, কভু ভাবাও ধন-জনে।
পুত্র মিত্র ধনে মিলাবে যতনে, যতন করিছ কভু ভাবি মনে,
আবার ভাবি মনে, এ সব প্রলোভনে, ভুলায়ে ভুলাবে ঐ পরম-ধনে,
চাই না ভুলিতে, চাই না ভুগিতে, চাই হে ভাবেতে রাখ নিশিদিনে।
ভুলাইতে যদি চাওহে এ দীনে, না ভুলিয়ে দীনে থাকিবে কেমনে,
তোমার মায়ার খেলা, কেউ কি কখন, নিজগুণে কাটাতে পারে ?
যদি তব প্রেমে, বাঁধ নিজগুণে, তবে মায়া গুণে কাটাই স্বগুণে।
দিওনা দিওনা বিষয়-ভাবনা, করোনা করোনা ভাবেতে বঞ্চনা,
করি এ বাসনা, মনের বাসনা, পূরাইবে আশা প্রাণের হরি !—
দেখিব খেলিব, খেলা না ছাড়িয়া, পাইলেও সেই মুকতি ধনে।
পুত্র মিত্র শত্রু কলত্র বান্ধবে, হে ভববান্ধব ! ভাবাও তোমার ভাবে,
সবাতে তোমার, রূপ নিরখিয়ে, অনুপম প্রেম পাইব প্রাণে,
থাকেনা ভাবনা, অপার কামনা, আসিলে ভাবনা তোমারি সনে॥

নিদয় হয়ে দীনে দীনবন্ধু। দীন-দয়াময় নাম খোয়া'ও না।
(আমি) তোমা বৈ আর জানি না (ওহে দীনবন্ধু)।
(আমি) ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানিনা,তুমি ধর্ম্ম,তুমি কর্ম্ম,তুমি সাধনা ;
আমার ভজন পূজন, হে দীনশরণ!—
তোমার অভয় চরণ—দেখো দিতে বঞ্চিত করোনা।
ওহে বিশ্বরূপ, বিষয় বিষ স্বরূপ,
(তা'তে) কেবল অভাব, নাই কোন ভাব, স্বভাবে বিরূপ ;
আশা—তোমার ভাবে র'ব এ ভবে ;—
ওহে দীন-শরণ! দীনে আশায় নিরাশ করো না।
ওহে দানবারি কালিয়-দমন,
কাল-ভুজঙ্গের মুখের গরল তাও রাখ্‌লে না ;
আমার মুখে গরল, অন্তরে গরল হে,—
দেহ গরল-মাখা—তবে কেন চরণ পাব না ?

বারোঁয়া—খং।

পড়ে বিপত্তি-সাগরে ডাকি তোমারে।
ওহে জগবন্ধু রক্ষাং কুরু 'আজি এ দাসেরে'।
একবার দেখা দাও হে তুমি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী,
অনন্তরূপ অন্তর্য্যামী, 'দাসের অন্তরে'।
ত্বৎপদে সপেছি প্রাণ, রাখ প্রাণ রাখ মান,
অভয় পদ-প্রান্তে স্থান, দেও দাশরথিরে।

আড়াঠেকা।

চরণ দাও শ্রীহরি—বঙ্কবিহারী।
নির্ধনের ধন তুমি, ভব-নদীর কাণ্ডারী।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দয়া কর আমায়, এই বাসনা করি।
বামন রূপেতে তুমি বলি উদ্ধারিলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দুই পদ দিলে;
আর একপদ নাভি হ'তে বহির্গত করি,
বিন্ধ্যা-বলি উদ্ধারিলে তা'র মাথে ধরি'।
রামকৃষ্ণের পদতলে পড়িল অক্রূর,
পুষ্পাঞ্জলি করি' স্তব করেন সুমধুর;
যে চরণে জন্ম নিলেন গঙ্গা গোদাবরী,
সিন্ধু সরস্বতী আর যমুনা কাবেরী।
নরসিংহ রূপ তোমার অসুর নাশিতে,
বলিয়ে করিলে কৃপা বামন রূপেতে;
বেদ উদ্ধারিলে তুমি মৎস্য রূপ ধরি,
কচ্ছ রূপে ধরা পৃষ্ঠে করিলে মুরারি।

দীনের আশা কর পূরণ।
(ওহে) দীন-দয়াময় দীন-শরণ!
বড় আশা মনে আছে, হে দীন-শরণ,
দিবানিশি তোমার ভাবে রহিব মগন;

(আশা পূর্ণ কর—প্রাণে প্রাণে ভাব দিয়ে)
বিষয়-বাসনা বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছি অনুক্ষণ।
ভাবিতে পারিনে নাথ, তব ভালবাসা,
অহর্নিশি আসে মনে কতই দুরাশা;
(আর আশা নাই—সাধন ভজন করি এমন)
বৃথা ধন-জনের ভালবাসায়, হ'তেছি পাপে মলিন।
ভুলায়ে রেখোনা হরি, মায়াময় সংসারে,
ঘুরে' ঘুরে' জনম গেল পরকে আপন করে';
(সাধন হ'ল না—দিনে দিনে দিন গত হ'ল)
তুমি আপন গুণে এ নির্গুণে, আপন করে' দাও প্রেমধন।
যেমন করে' ভালবাসি অসার সংসারে,
তেমন করে' কবে ভালবাসিব তোমারে;
(আশা পূর্ণ হ'বে—প্রাণে প্রাণে তোমায় ভালবেসে)
(আমি) ডুবে' প্রেমসিন্ধু-নীরে জুড়া'ব পরাণ মন।

ইমন—তেতালা।

দয়াময়! নিজ-গুণে তার' হে আমায়।
ভকতি জানিনা তব, জনম যে বৃথায় যায়।
শুনেছি পুরাণে তুমি দীন জনে কৃপা করি',
ভবার্ণব হ'তে তা'রে দিয়ে তার' পদ-তরি;
সে আশাতে গোপেশ্বর যাচে করযোড় করি,
অন্তিম কালেতে যেন, হরি বলে' প্রাণ যায়।

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী।

হরিহে!　কর বা না কর ভবে পার।
বড় ভরসা করিয়ে তোমার, নাম নিয়ে দিয়েছি সাঁতার।
ব'য়ে গেল সুখের রবি হ'য়ে এল অন্ধকার,
মায়া-মোহ কুবাতাসে উথলিল পারাবার;
গগন ছাইল মেঘে,　বজর ছুটিছে বেগে,
অভাগারে করিতে সংহার।
এত সাধের দেহ-তরি হ'য়ে গেল চুরমার,
ভাসা'য়ে অকূল জলে পালা'ল মন-কর্ণধার;
(কত) পাপীতাপী ভরা ভ'রে,　চলেছে সাগর পারে,
অভাজনে মনে নাই তোমার।

আমি, আপনার জন, খুঁজি অনুখণ, তোমারে খুঁজিতে চাই না।
সকল কাজের পাইহে সময়, তোমারে ডাকিতে পাই না।
সদা ছুটোছুটি, শুধু হুটোহুটি, বাঁকাচূড়া পথে গায়ে মাখি মাটি,
পরে ল'তে বুকে, ছুটে যাই সুখে, তোমার কাছেতে যাই না।
সতত আমারে, আছ কোলে করে, বিপদে আপদে আলোকে আঁধারে
যত ডাক কাছে, সরে যাই পাছে, তোমার দিকেতে ধাই না;
তবু ক্ষম মোরে, রাখ স্নেহে ঘিরে, করুণার সীমা পাই না।

ইমন-ভূপালী—একতালা।

("তোমার কথা হেথা কেহত কহে না"—সুর)

আমি, সকল কাজের পাইহে সময়, তোমারে ডাকিতে পাইনে।
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন, তব সঙ্গ-সুখ চাইনে।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন, তোমার কাছেতো যাইনে;
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই, তব প্রেমামৃত খাইনে।
আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে, তোমার মহিমা গাইনে;
আমি, বাহিরের দু'টো আঁখি মেলে চাই, জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে।
আমি, কা'র তরে দেই আপনা বিলায়ে, ও পদতলে বিকাইনে;
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা, মনেরে শুধু শিখাইনে!

মিশ্র বেহাগ—যৎ।

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয়?
তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে রয়?
করিতে এ ধূলা খেলা, অবসান হ'ল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়ে লাভে মূলে, মরণের সিন্ধু-কোলে,
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়!
জীবনে কখন আমি, জানিনে হৃদয়-স্বামি!—
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময়?

ও দিন গেল হে দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু কর পার।
তরাও ভব-বারি বংশীধারি, (দয়াময়!)
হ'য়ে দেহ-তরীর কর্ণধার।
যেন গুটিপোকার প্রায়,　　বদ্ধ হ'য়েছি মায়ায়,
গেলনা ভ্রম, নিকটে যম, কখন লয়ে যায়;
তুমি অধমতারণ পতিতপাবন,
ও তাই ভরসা আছে আমার।
মহাপাতকী বলে'　　যেন যেওনা ভুলে,
ভবের কূলে একা ফেলে, অন্তিম কালে;
হরি! তোমা বিনে ভবার্ণবে, (ও দয়াময়!)
বল কে লবে হে দীনের ভার?

ব্যথার ব্যথী হরি! কে আছে আমার, বেদনা জানা'ব কা'রে?
(আমার) ধরম-করম ভজন-পূজন, সকলি গিয়াছে দূরে।
ধূলা-খেলা ছলে বন্ধুগণ সনে, হাসিতে খেলিতে আন্ আলাপনে,
দিন ব'য়ে গেল, কিছুই না হ'ল, (এখন) ভাবনা হ'ল বড় অন্তরে।
উঠিয়া প্রভাতে মনে করি আমি, ভাবিব তোমারে ওহে অন্তর্য্যামি,
(কিন্তু) যত বাড়ে বেলা, তত হয় জ্বালা, সকলি ভুলায় সংসারে।
ক্রমে গেল বেলা ওহে বনমালী, তেমি করে' এসে বাজাও হে মুরলী,
(যদি) দেখা নাহি দিবে, বল কেন তবে, আশাতে ভুলালে আমারে?

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান।

এম্‌নি কি যা'বে দিন ? (দীনবন্ধু হে !)
দিনে দিনে দিন ফুরালো হ'য়ে চির-পরাধীন।
বাল্যে মিছা খেলার অধীন, যৌবনে বিষয়ের অধীন,
সংসার মায়ার অধীন, রইলাম যে হে চিরদিন।
বিষয়েতে হ'য়ে মত্ত, হারাইলাম পরমার্থ,
না বুঝিলাম আত্মতত্ত্ব, বৃথা হ'ল তনু ক্ষীণ।
পরিব্রাজকের মিনতি, দেহি দেহ বিবেক সুমতি,
অভয় পদে যেন মতি, থাকে দীনের নিশিদিন।

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী, আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে, নয়নের নীরে, পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় কি করি কি করি, কখন আসিবে কাল বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি হরি, হরি বিনে কেহ নাই হে।
নয়নের জল হ'বে না বিফল, তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল, বেঁচে আছি শুধু তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তব আঁখিতারা, তোমার ভক্ত কভু হয়না পথহারা,
প্রাণ তোমায় চাহে তুমি ধ্রুবতারা, আর কা'র পানে চাই হে।

ঝিঁ ঝিঁট—জলদ তেতালা।

সদা মনাগুণে আমার দহিছে জীবন।
দারুণ হুতাশন,　　না হয় নিবারণ,
যেমন বাড়বানল, জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
দেহ দগ্ধ নিরন্তর,　　ব্যথিত সদা অন্তর,
কে করিবে দুঃখান্তর, ভাবি তাই এখন।
কোথা ওহে সর্ব্বময়,　　এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
দেহে কেন প্রাণ রয়, না করে গমন?

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিপাকে পড়িয়ে হরি! যা'ব কা'র দ্বার?
অসহায় অন্ধকারে, কে করে নিস্তার?
তুমি পিতা তুমি মাতা,　　তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারি আশ্রিত আমি, তুমি ভরসা আমার।
মোহময় পাপ নাশি'　　বিরাজ হৃদয়ে আসি,
আঁধার জগতে দীপ, তুমি হে সবার।
অন্তরে বাহিরে যা'র,　　ভ্রমে রিপু দুর্নিবার,
কোথায় নিষ্কৃতি শান্তি, দুঃখ তা'য় অনিবার;
যাচি নাথ পদাশ্রয়,　　ত্রাহি ত্রাহি দয়াময়,
সংসার-সঙ্কটে বিভু, তোমারি চরণ সার।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হে গোবিন্দ! রাখ মোহে; ব্যর্থ জনম যায় হে।
পাপপুঞ্জ নিত্য নিত্য, বেরিছে আমায় হে।
জীর্ণ শীর্ণ দেহ হৈল, কাল নিকট তাহে।
ভক্তি-ভজন-হীন দাস, তায়' ঘোর দাহে।
দীননাথ দয়া ব্যতীত, আর নাহি উপায় হে।
দূর করহে দুষ্প্রবৃত্তি, ভৃত্য এই চায় হে!
কাতরে নিবেদি' নাথ! রাখ যুগল পায় হে।

—

হরি। তোমাতে আমাতে, শুধু মুখের কথাতে,
হ'বে কি গো পরিচয়?
আমার ষোল আনা প্রাণ, সংসারেতে টান,
(শুধু) লোক-দেখানো ডাকি, 'কোথা দয়াময়!'
তুমি ধান্য ধন, রমণী কাঞ্চন, যশ মান প্রাণ শুধু চায়;—
আমি হেলায় বলি "হরি, আমি হে তোমারি",
আমায় লোকে যা'তে সাধু কয়।
স্বার্থে ভরা মন, ভিন্ন পর আপন,
ভাবি জীবন যেন কভু যাবার নয়;—
ডাকতে হয় তাই ডাকি, (আবার) বিষয় নিয়ে থাকি,
ফাঁকি দিলে কি তোমায় জানা যায়?

—

খট ভৈরবী—যৎ।

সংসার-বিপদার্ণবে কে তারিবে ভেবে মরি।
তারক-ব্রহ্ম হৃদে সদা, বারেক না স্মরণ করি।
চিন্ময় সে স্বপ্রকাশ, অজ্ঞান-তিমির নাশ,
করে মুক্ত ভবপাশ, তবু তা'রে জান্‌তে নারি।
স্বয়ং প্রভু অনাময়, দয়াময় দেন অভয়,
সে নামে বিপদ জয়, হয় তবু তা' নাহি করি;
অন্তরাত্মা যে জন নাবিক, কর্ণধার ভবের ভাবিক,
ভার দিলাম না ধিক্ প্রাণে ধিক্, দিলে দিতেন কৃপা তরি॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস, গন্ধ—পঞ্চ বিষয় বশ,
থাকে যে ইন্দ্রিয় দশ, ভাবি একা কিবা করি;
অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত, না জানিলাম নিজ তত্ত্ব,
হারাইলাম পরমার্থ, ভ্রম-বশে সদা ফিরি।
পরের করি বিচারনা, স্বকার্যে নাই বিবেচনা,
মশাল্‌চি চিরকাল কাণা, পরকে পথ দেখা'তে পারি;
নিজে ভুলে আপন পথ, গোলোক-ধাঁধায় পতিত,
ভব-পারে যেতে চিত, কার্যে তাহা নাহি করি।
সকলে সে পার করে, তা'রে পার কেউনা করে,
একা থাকে একেশ্বরে, গত শত হয় হরি;
এমন নেয়ে ঘরে পেয়ে, না দেখিলাম তারে চেয়ে,
মায়াতে মোহিত হ'য়ে, ভবে আসা-যাওয়া করি।

খট ভৈরবী—একতালা।

যদি রাখেন মান, আমার ভগবান,
সেই পঞ্চাননের দুরারাধ্য।
বল কে জানে তাঁহারে, বিশ্ব বিভু কয় যাঁরে,
কালে করেন লয় তিনি পরম পুরুষ পরমারাধ্য।
যাঁর কৃপাবলোকনে সৃষ্টি এ ব্রহ্মাণ্ড,
লোমকূপে যাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড;
করাঙ্গুলে ধরাধর সপ্ত খণ্ড, কে জানে যে কাণ্ড, কার বা সাধ্য?
কাল-বলে কালে না বলিলাম হরি,
চরম কালে কালের হস্তে কিসে তরি,
এ কাল-রোগের উপায় শ্রীহরি,
হরি বিনে নাই আর নিদানে বৈদ্য।

টোরী ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

এবার পার কর পতিতে।
ওহে পতিতপাবন দয়াল হরি, পাপে তনু হ'ল ভারী,
আমি ডুবে মরি ভবাব্ধিতে।
অগাধ গভীর, এই ভব-নীর, কত মকর কুম্ভীর, আছে তা'তে;
এমন সাধ্য আছে কা'র, হ'তে পারে পার,
বিনা কর্ণধার সহায়েতে।
অনিল কুসঙ্গ, করে কত রঙ্গ, তরঙ্গ বাড়ালে তা'তে;

(আবার) অসত্য আবর্ত, হ'য়েছে প্রবৃত্ত,
আমার সামর্থ্য নাই পারে যেতে।
করে অবহেলা, নাহি বাঁধি ভেলা, জপ-মালা ছিল বিষয়েতে ;
দংশে বিষম বিশাল, কালরূপ ব্যাল, ঘটালে জঞ্জাল সময়েতে।
হরি হরি হরি, মরি মরি মরি, কত অপরাধ করি চরণেতে,
আমার ঘুচাও অপরাধ, পূরাও মন-সাধ,
রমানাথ! এ দীন রমানাথে।

ভৈরবী—একতালা।

হরি! জানিত, নাহি অজানিত হে! জান তুমি অন্তর্য্যামী
কত জন্ম গেল ব'য়ে, মর্ম্ম বেদন পেয়ে,
স্বকর্ম্ম দোষে ভুগিলাম আমি।
আমায়, কাযের উপর ভার দিওনা এবার,
যা কর, কর আপনি তুমি ;
জানি ধর্ম্মের যে গতি, (দীননাথ!) নাহি তা'তে মতি,
অধর্ম্মের প্রতি মতি অনুগামী।
হরি! না ছাড়ি ভাব অহং, শুভ কাযে সোহং,
তখন স্বয়ং ভাবি কর্ম্ম-স্বামী ;
হ'লে কুমতিতে মাত, এমনি শঠমতি,
তখন তোমার প্রতি দুষি হে আমি।

খট্ ভৈরবী—একতালা।

যা' ইচ্ছা তাই দিবে, কেবা 'নবেবিবে, এই ভবে তুমি করুণা-নিধান।
দুঃখ-পাষাণের সারাংশ উঠায়ে, করেছ আমার এ হৃদি নির্ম্মাণ।
শিলা-সম যদি এ হৃদয় হ'ত, তবে দিলে যত এতই কি স'ত,
তবে কি শতধা বিদীর্ণ না হ'ত, তবে কি যেত না যাতনায় এ প্রাণ?
শুনেছি তোমার নাই শত্রুমিত্র, তুমি সবার মিত্র, সবাই তোমার মিত্র,
কেবল একা আমি হ'য়েছি অমিত্র, পাত্র বুঝে মাত্র করেছ এ দান।
এখন দশ দিক্ হেরি অন্ধকার, আমার বলি কার, কে আছে আমার,
তুমি ফেলে গেলে দেখে দুরাচার, তবে ভব-কূপে কে করিবে ত্রাণ?
'কান্ত' বলে নিবেদি' হে কমলাখি, এ বাকী জনমে আর হ'বে নাকি,
যখন যে ভাবে রেখে হও সুখী, ভুলি যেন না, নাথ! চরণ দু'খানি।

পূরবী—একতালা।

তোমার, নয়নের আড়াল হ'তে চাই আমি,
তোমারি ভবনে করি' বাস;
তোমারি তো আমি খাই পরি, তবু তোমারেই করি পরিহাস!
তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভকতি, তুমিই দিয়েছ ইচ্ছা-শকতি,
তবু, তোমারে জানিনে, চরণ চাহিনে, নাহিক তোমাতে অভিলাষ।
করিনে তোমার আজ্ঞা পালন, মানিনে তোমার মঙ্গল শাসন,
তোমার, সেবা নাহি করি, তবু কেন হরি,
লোকে বলে মোরে 'হরিদাস'!

দেশ মল্লার—ঝাঁপতাল।

হরি! তোমা বিনে কেমনে এ ভবে জীবন ধরি?
সংসার-জলধি মাঝে তুমি হে তরি।
তোমারে যখন পাই, আধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয়-তাপ সব পাশরি।

দেশ মল্লার—ঢিমা তেতলা।

ঐ ভয়ে ভাবি ভবে বিপদ।
তব শ্রীপদ, অখিল সম্পদ,
আছে মায়াতে আবৃত করে' ভুলায় নিজ মনোমদ।
হয়ে নূতন কলেবর-যুতা, নূতন মাতা নূতন পিতা,
নূতন দারা পুত্র সুতা, নূতন নূতন হয় আদর;
পুরাতন পরে হলে, ছেড়ে যায় পুন সেই কলেবর,
এরূপ যাতায়াত, করি প্রণিপাত,
হরি! আর ভবে আসিতে হ'লে না ভুলি যেন ঐ পদ।
হরি! শুভ কাযে নাহি মতি, অশুভে হয় মনপ্রীতি,
গতি কর, সে মতি কর হরণ;
ওহে, জনমেরি যত কথা, মনে যেন থাকে গাথা,
পুন ভুলিতে না হয় কখন;
যদি জাতিস্মর, কর অতঃপর,
তবে ভুলিব না ভবঘোরে ভগবান তব পদ!

মল্লার (মতান্তরে মূলতান)—একতালা।

ভব-ভয়হারী, না ভেবে সে হরি,
কি ভাবে কি ভেবে, দিন গেল হে এবার।
তা'রে যেভাবে যে ভাবে, সেভাবে সে পা'বে,
সে বিনে কে পা'বে, চরণ তাহার?
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি তা'রে যে জন ভাবে,
স্বজন বলে সে জনারে সেই ভাবে,
সে ভাবনা ভেবে এ ভাবনা যা'বে,
নিত্য-ধামে যা'বে সঙ্গী হ'য়ে তা'র।
ভক্তিভাবে তারে সতত যে ভাবে,
সে বিনে কে তাঁর প্রিয়ভক্ত হ'বে,
(ওমন!) রলি না সে ভাবে, রলি কা'র ভাবে,
এভাবে কি যা'বে মায়ার বিকার?
কি কথা বলিয়ে এলি মন ভবে,
ভুলে গেলি সব রলিয়ে গৌরবে,
ভব-জলনিধি জলে রলি ডুবে,
সে বিনে কে কর্ব্বে তোমারে নিস্তার?
মানব জনম গেলরে এ ভাবে, নীল চিন্তামণির চরণ কিসে পাবে,
কান্ত বলে মন! দেখনা কি ভেবে,
সে বিনে কে হ'বে ভবে কর্ণধার?

সুরট মল্লার—একতালা।

হরি! তোমারে পাব কেমনে?
যেতেছে সময়, ওহে দয়াময়, দয়া কর দীন জনে।
ভুলেছিনু যবে ভবের খেলায়, হারাইনু কত সুদিন হেলায়,
বুঝি নাই প্রভু, চলিবে না কভু, তোমার চরণ বিনে;
বুঝাইলে হরি! বুঝালে এবার, সবাকার হতে তুমি আপনার,
তোমারে পাইলে সরস সংসার, বিরস তোমা বিহনে।
তাপিত চিত্তে এ মিনতি করি, লুকাইয়ে আর থাকিওনা হরি,
দেখিলে তো তুমি. তোমারে পাশরি, কাটাই দিন কেমনে;
কাটহে আমার স্বার্থের পাশ তব প্রিয় কাজে কর মোরে দাস,
সাধ এ জীবনে তব অভিলাষ, হয়ষে কিম্বা বেদনে।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

অবিদ্যা-ঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার।
অহমিতি মমেতি নাদ, গর্জ্জয়ে বারম্বার।
ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতি ক্ষণ দণ্ড,
শশংকা করকা বর্ষে, মোহ বারিধার।
পড়িয়া দুর্যোগে হরি, অন্ধবৎ সদা ফিরি,
হেরি কদাচিৎ যদা, তড়িত সঞ্চার;—
দুঃখাশনিতে মূর্চ্ছিত, কভু ভ্রমে মোহান্বিত,
অকিঞ্চনে এ যাতনা (কৃষ্ণ!) দিওনা বারবার।

মল্লার (মতান্তরে মূলতান)—একতালা।

আমার কথায় আমায় করিবে করুণা,
এমন কথা কিবা আছেহে আমার ?
তোমার কথায় যদি করহে করুণা,
করুণা-নিদান! মহিমা তোমার।
যে কথা বলিলে হইবে সদয়, এমন কথা আমার না হয় উদয়,
বৃথা কথা গাথা সাধুকথা নয়, সে কথা উদয় হ'য়েছে আমার।
তব নাম-গুণে কভু না হয় রুচি, আপামর কোথা আছেহে অশুচি,
আমা দরশনে শুচি হয় অশুচি, শুচি কর যদি রুচি হয় তোমার।
তোমার মহিমা স্বরূপ বর্ণিতে, যে পারে বর্ণিতে সে পারে বর্ণিতে,
আমি কি বর্ণিব, পারি কি বর্ণিতে, কলুষ-বহ্নিতে দহে অনিবার।
পতিতপাবন দীন-দৈন্যহারী, সুযশঃ প্রকাশ ত্রিভুবন ভরি,
কান্ত কহে তব কৃপা অধিকারী, ডোবে ভবে তরি বিনে কর্ণধার।

খাম্বাজ—একতালা।

মন যে আমার দুল্‌ছে হরি!
কিসে এ দোলা নিবারণ করি ?
হেরে ভব-নদীর তুফান, দুল্‌তেছে নাথ! তনু-তরি;
এখন খেয়া ঘাটেতে ভাব্‌ছি বসে, এস হে পারের কাণ্ডারী!
দীন পূর্ণচন্দ্র কহে, বস ভক্তির হাল্‌টি ধরি',
অনায়াসে পারে গিয়ে হ'বে নিত্য-সুখের অধিকারী।

মল্লার (মতান্তরে মুলতান)—একতালা।

আমি যদি ডুবে,　　মরি হরি! তবে,
　　ইথে কিবা ক্ষতি আছে হে তোমার ?
যে তোমাকে ভাবে, সেই যদি ডোবে,
　　ইথে হ'বে তোমার কুযশঃ প্রচার।
হয়েছি হে আমি কলুষভাজন,　　আমা' পরে দণ্ডস্বরূপ প্রয়োজন,
আমাকে দণ্ডিতে কর আয়োজন,　পাষণ্ড দণ্ডিতে তব অবতার।
তব নামাভাসে পাপরাশি খণ্ডে,　　গ্রহণ করি নাই এই পাপতুণ্ডে,
ওহে দণ্ডধর ! ধর এই মুণ্ডে, ইথে খণ্ডে যদি কলুষ আমার।
করি ওহে কত কদর্য্য আচার, রাখি নাই নামের মর্য্যাদা তোমার,
ভুবনপাবন, নাম-গুণগান, করি নাই কখন, না গণিয়ে সার।
নাম চিন্তামণি অসীম মহিমা, অনন্ত অন্তরে দিতে নারে সীমা,
কান্ত বলে তা'র দেহের এই সীমা, বিফলে জনম গেল হে এবার।

ছায়ানট—কাওয়ালী।

গোবিন্দ গুণধাম ! কে জানে তোমার মায়া ?
হর—হর হরারাধ্য হরি ! ধন-জন-মায়া ;
　　দীনহীন ভ্রান্ত পামরে দেহ পদ-ছায়া।
দারাদি তনয় কেহ নয় এ গিছে প্রণয়,
দীনে রক্ষ তুমি মোক্ষধাম হে, শ্যাম হে,—
শিবের সম্পদ পদ,　　প্রদানে হর বিপদ,
নিরাশ্রয়ে নিরাপদ, কর হে নীরদ-কায়া।

মল্লার—খং।

কেমনে ভবনদী হ'ব পার ?
ভবে তোমারি ভরসা কেবল, ওহে নিত্য-নির্ব্বিকার।
সম্বল নাহিক হেরি, কেমনে ভবে তরি,
বিনা তোমার চরণ তরি, পার নাহি আমার ;
জানি হে গোকুল-ইন্দু, দীনহীনের তুমি বন্ধু,
পার কর ভব-সিন্ধু, হ'য়ে ভবের কর্ণধার।
পড়েছি হরি ! অকূলে, তাই ডাকি তোমায় আকুলে,
কৃপা করি লওহে কূলে, ওহে কর্ণধার !—
বেণী বলে ওহে হরি, ভাসিয়ে তোমার নামের তরি,
পারে যেন যেতে পারি, হরি ব'লে অনিবার।

সিন্ধু—তেতালা।

মিছে দিন গেল হায়, ভাবি না কেন তোমায়,
হে জগদীশ্বর, হে করুণাময় !
মন যে মূঢ় অতি, ভুলিয়াছে সে সুমতি,
কুমতি দিয়েছে তাই কভু পথ ছাড়ে না।
তব পদে, পদে পদে, কত অপরাধ করি,
তবু তুমি নিজগুণে দয়া বিতরিছ হরি !
তাই অধীন যাচে তব করুণা কণা।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

হরি ! বঞ্চিত বাঞ্ছিত পদে, এর বেশী কি মনোবেদন।
কিঞ্চিত কৃপা করি কর, সঞ্চিত ধনে বিতরণ।
রেখেছ সঞ্চিত করে, সেই তো বিপদ কারণ ;
তবে কেন এ বিপদে না দেহ ভবতারণ ?—
কোন্ কালে দিবে, যদি না দিলে হে এখন ?
হরি ! কত জন্মার্জ্জিত পাপে, দহিতেছে মনস্তাপে,
তপন-তনয়-তাপে, তাপিত দারুণ ;
থরহরি কাঁপি আর, শিহরিল কলেবর,
অন্তকে কি ক'ব অন্তে, তুমি যদি না কৃপা কর ;
মুরহর ! দূর কর দুরিত কুরীত মন।
হরি ! অকৃতি সন্তানে ধন, মা বাপে কে করে দান,
কৃতি হ'লে তা'র প্রতি না করে তেমন ;
আমি তো অতি কুনীত, জান তো নই অজানিত,
এত তব হিত নীত, দিতে তব শ্রীচরণ।

সিন্ধু কাফি—চৌতাল।

কঠিন দুঃখ পায়ো, ও মোহন প্যারে, তেহারে দরশন বিনা,
হরি পল ছণ, দিন রয়ন পরতন হি চয়ন।
মেরে গুণ নয়ন চিত ধরিয়ে,
তুম প্রবীণ প্রভু জগতারণ, দাতা সুখ দিন।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

হরি! তোমায় ভালবাসি কই? আমার প্রেম কই?
কেবল লোক-দেখানো ভালবাসা, মুখে হরি হরি কই।
যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেম-পাশে,
আমি যদি বাসিতাম ভাল, জানতাম না আর তোমা বই।
আমার এ যে অশ্রুবিন্দু, তা'তে প্রেম নাইকো একবিন্দু,
আমি সংসার-পীড়নে কেঁদে, লোকের কাছে প্রেমিক হই।
এই মম নিবেদন, শুন হে শ্রীমধুসূদন,
তোমার ভাবে বিভোর রাখ, (যেন) আমার আমি ভুলে রই।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

এ ভব-সংসারে ওহে হরি!
আমার রহেনা রহেনা তনু-তরি।
তরঙ্গ তুফানে, শঙ্কিত প্রাণে,
আমার শঙ্কটে রাখ দীন-কাণ্ডারী।
সভয়ে কাতরে ডাকিহে তোমারে,
বুঝি ডুবিবে তরণী পাপে ভারী।
ভব পারাবার, অতি সুদুস্তর,
তব শ্রীপদ-তরি বিনা কিসে তরি'।
পরিব্রাজকেরে, বল আর কে তারে,
কৃপাসিন্ধু হ'তে দাও বিন্দু বারি।

সিন্ধু—খাম্বাজ।

কোথা আছ হরি, বিপদ-কাণ্ডারী, বিপদ-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন।
পড়েছি বিপদে, রাখহে শ্রীপদে, অনায়াসে তরি' এ ভব-বন্ধন।
কৃতান্ত-ভয়ে ভীত সদা,　　কর হে আমারে নিশ্চিন্ত সর্ব্বথা,
যেন তব নাম গেয়ে, বেড়াই যেথা সেথা,
পূরাও বাসনা দাও নিত্যধন।
সংসার-যাতনা কত যে সব,　　শ্রীচরণ সাথে দাও হে মাধব,
(হে কেশব—হে যাদব !)
এই মন-আশা করোনা নিরাশা, বহুজন্মের পিপাসা মিটাও এখন।

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী।

আর, কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার !
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?
তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জল-ধার।
কঠিন বন্ধুর পথ,　　পদে পদে বাধা শত,
অচল হইয়া প্রভু, পড়ে বারবার।
নীরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু, হ'য়ে যাব পার ?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা,—
করুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার।

কাফি—ঝাঁপতাল।

হৃদি-কমলমে হরি ! কর বিহারো,
করুণা-নয়নসে অধমকো নেহারো।
তুঝ্ দরশন বিনু সব অন্ধকার, দেখাও প্রসন্ন-মুখ বারম্বার।
আয় মেরে স্বামী, অন্তরযামী দর্শন-পিয়াসা নিবারো ;
হর্ লেও তন্ মন্ প্রাণ জীবনকো, কর্ লে সকল অধিকার।

আলাইয়া ঝিঁঝিট— কাওয়ালী।

ওহে, এ দীনে কি দীনবন্ধু ভুলিলে ?
আমার আর কে আছে ;—
আমি আশাসূত্র ধরি করে, আছি তোমার দ্বারে পড়ে,
বল কোথা যাই তুমি ত্যজিলে ?
জনম হইতে আমি নিরাশ্রয়,—
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিক শূন্যময়,
কে আমায় আমার বলে তুলে লয়, কার মুখ পানে চাব দয়াময় ;
আমার বল কি সম্বল আছে, দাঁড়াইব কার কাছে,
(আমায়) কে রাখিবে তুমি নাহি রাখিলে ?
হৃদয়ের জ্বালা আর তো সহে না,—
যাতনায় বুঝি হায়, দেহে প্রাণ রহে না,
নয়নের ধারা আর তো ধরে না, কেমনে জানাব দুঃখ জানি না ;
আমি এই মাত্র জানি সার, দুর্গতি না রহে কার,
দুখার্ণবে পড়ে তোমায় ডাকিলে।

আলেয়া বিভাস—রূপক।

দিন গেল দীনবন্ধু! নাই সময় নাশ' ভব-ভয়।
এই অধম পাতকী জনে, স্থান দিও শ্রীচরণে, নিজগুণে হে;
তোমার যে গুণে 'গুণমণি' সবাই কয়।
শমন-ভয়ে ডরি, ডাকি তোমায় হরি,
তুমি কাঙ্গাল ব'লে, রাখ বিপদ কালে;
আমি শুনেছি সাধুমুখে, যে তোমায় একবার ডাকে,
বিপদ বিপাকে,—তুমি অম্নি তা'কে নাকি দেও অভয়।
হরি-নামের গুণে, গেল কত জনে,
ভবসিন্ধু পারে, যেন গোষ্পদ তরে:
আমি অকৃতি অভাজন, নাহি জানি সাধন,
অধমতারণ, আমি শুনেছি নামের গুণে মুক্তি হয়।
একবার কৃপা করি, দিয়া চরণ-তরি,
ভবসিন্ধু বারি, পার কর হরি;
পরিব্রাজকের তুমিই কেবল, ভবপারের সম্বল,
ভক্ত-বৎসল হে,—তুমি কাঙ্গালের কাণ্ডারী দীন-দয়াময়।

ঝিঁঝিঁট ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

কৃষ্ণ যে চাহে না, প্রাণে তা' বুঝে না,
'হা কৃষ্ণ!—হা কৃষ্ণ!' ব'লে ধায় কৃষ্ণ-পানে।
মান অপমান পরিহরি, বলে কোথায় শ্রীহরি,
তোমা বিনা হা হা করি, অন্য জনে নাহি জানে।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

আমি যদি তা'র হ'তাম, সে কি আমার হ'ত না ?
তবে কি সে মনে আমার, এমন মিশে যেত না ?
আমি দণ্ড নিশি দিনে, (তা'রে) কখনও করি না মনে,
তবে সে আমার হ'বে কেনে, আমি জেনেও তা'জানি না।
যে হ'বে তা'র, সে হ'বে তা'র, আছে তো প্রতিজ্ঞা তা'র,
তা'র হ'লাম না গেলাম এবার, এমন দিন আর হ'বে না।
সে যদি আমার হ'ত, তবে কি লুকায়ে র'ত,
আমার হৃদয় মাঝে উদয় হ'ত, এ যাতনা কি যেতনা ?
কান্ত কয় এদিন গেল, প্রাণান্ত সময় হ'ল,
এ বড় খেদ মনে র'ল, এবার কিছুই হ'ল না।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

হরি, কোন যুগে আমি তোমারি হ'লাম না, তবে কৃপা হ'বে কিগুণে ?
ভ্রান্ত হ'য়ে বলি, শোন বনমালি, ইথেই অপরাধী চরণে।
যে করেছে তোমায় আত্মসমর্পণ, হরি তা'রি তুমি তোমারি সে জন,
তার ভজন পূজন, তোমার শ্রীচরণ, তোমাকে কে পাবে সে বিনে ?
দীনহীনের কথা বাতুলের প্রায়, কেবল কথায় কেবা তোমা পায়,
বিনে মনাসক্তি ঐ রাঙ্গা পায়, কে পেয়েছে তোমায় ভুবনে ?
বামন যেমন চাঁদ ধরে আশা, বাতুলের প্রায় তোমা পেতে আশা,
একি মিটিবার আশা, কেবলি দুরাশা, নাহিক ভরসা জীবনে।

যারা পায় তব চরণারবিন্দ, মকরন্দ গন্ধে সতত আনন্দ,
যার নাই সে সম্বন্ধ, তা'রি কপাল মন্দ, থাকিবে সে কর্ম্মবন্ধনে।
অনন্ত করুণাকর চিন্তামণি, শুক নারদাদি বলে এই শুনি,
কৃষ্ণকান্ত বলে সরে না আর বাণী, জানা'লাম মাত্র সন্ধানে।

বেলাবলী—কাওয়ালী।

মুরহর! কর গতি এ দীনে।
অধীনে, দীনহীনে ;—
কি দিয়ে পূজিব হরি, উপচার নাহি হেরি,
তোমারি চরণ সাধনে ; লও পঞ্চভূত দেহ তব অর্চ্চনে।
পূজা করিতে কেশব, ষোড়শোপচার সব,
কতলোকে দেয় মাধব! যতনে ;
বল, আমি তা কেমনে দিব, জান তো হে বাসুদেব,
বিভব নাহি সেবি' পদ কেমনে, গো—
তাই ভেবে স্থির করেছি গো মনে,
লও যা দিয়েছ দরিদ্রের ধন, সাধনে।
আমার এ মৃৎকায়, তব বক্ষে যেন হে যায়,
সলিল যায় অর্ঘ্য জলে চরণে ;
হরি! যে আছে মম দহন, ধূপ দীপে আবাহন,
প্রভঞ্জন যায় চামর ব্যজনে ;
যায় মম ব্যোম তোমারি অঙ্গনে, এরূপে পঞ্চত্ব হ'লে ভাবি নে।

বেহাগ—যৎ।

পাপানল লাগিল রে এ দেহ-কাননে ক্রমে করিছে দাহন।
কি দেখরে নয়ন, রসনা! বলনা সদা শ্রীমধুসূদন।
নামগুণে তবে হ'বে বিপদ ভঞ্জন,
হরিনাম-বারি বিনে ইহা না হয় নিবারণ;
কলত্রাদি ধন, হিত নাহরে আপন,
স্নেহযোগে এ অনল প্রবল কারণ।
যদি এ সঙ্কটে বাঞ্ছা কর পরিত্রাণ,
অকিঞ্চন প্রতিক্ষণ ধ্যায় গোবিন্দ-চরণ।

বাউলের সুর—একতালা।

আমি যে ডুবে মরবো তাই কি হে ভাবি?
ভাবি কি, তোমার পতিতপাবন নামটী ডুবে, তাই শুধু ভাবি।
তোমার নামে কত পাপী উদ্ধার হয়,—
আমি পাপী দেখে তোমার মনে লাগে ভয়;
তুমি যা'র দিকে চাও, তারেই তরাও,
হ'লে আমারে নিদয় ভারী।
হরি! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন,—
কোন্ খানেতে বিরাজ কর, পাইনা দরশন;
জগাই মাধাইকে তরাইলে হেলে,
কেবল আমাকে দিলে ফাকি!

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

তোমা বই কেউ নাই দয়াল হরি !
পার কর ভবসিন্ধু, দীনবন্ধু, দিয়ে অভয় চরণ-তরি।
তুমি জীবন-কর্ত্তা, তারণ-কর্ত্তা, দীনের কর্ত্তা দীন-কাণ্ডারী।
ন বন্ধু ন মাতা-পিতে, তোমা বই কেউ নাই জগতে,
পার কর কটাক্ষেতে কৃপা দৃষ্টি করি ;
শুন হে কাঙ্গালের কথা, প্রভো ! ঘুচাও আমার মনের ব্যথা,
তুমি হে পিতামাতা, তার' আমায় দয়া করি।
সহায় নাই, সম্পত্তি বিনে, আমি কি দিব পারের দক্ষিণে,
ভাব্‌ছি তাই মনে মনে, কি হ'বে কি করি ;
দাঁড়া'য়ে রয়েছি কূলে, (প্রভো) লওহে আমায় নায়ে তুলে,
পারে যাই অবহেলে, গেয়ে তোমার নামের সারি।

বাউলের সুর—ঝপ্‌কি।

মনের বাসনা পূরণ হইবে কবে আর ?
সহিতে না পারি জ্বালা, জ্বলে অনিবার।
সুখের লাগি আমি করিলাম সংসার ;
বিচ্ছেদ করিল আসি, মনের বিকার।
আশান্বিত হ'য়ে গেলাম যে বৃক্ষের মূলে ;
ছায়া দান করিল না, ভাসিলাম অকূলে।

আশ্বাসিত হয়ে গেলাম, ছায়া পাবার আসে ;
পত্র ছেদি রৌদ্র লাগে আপন কর্ম্ম-দোষে।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—পঞ্চজন ;
অনুকূল প্রতিকূল না ভাবি এখন।
মান অপমান যত, সকলি ছাড়িয়া ;
সর্ব্বস্ব তোমাতে আমি দিলাম সমর্পিয়া।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর, ইচ্ছাময় তুমি ;
শত দুঃখে ও চরণ না ছাড়িব আমি।

বাউলের সুর—গড়খেম্‌টা।

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি।
আমি দশের চ'খে ধূলো দিয়ে, কিনা ভাবি, আর কিনা করি।
সে সব কথা বলি যদি, আমায় ঘৃণা করে লোকে,
বস্‌তে দেয়না এক বিছানায়, বলে "ত্যাগ করিলাম তোকে" ;
তাই, পাপ করে' হাত ধুয়ে ফেলে, আমি সাধুর পোষাক পরি,
আর সবাই বলে লোকটা ভাল, ওর মুখে সদাই হরি।
যেমন পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোণে রাখি,
অমনি, চম্‌কে উঠে দেখি, পাশে জ্বল্‌ছে তোমার আঁখি ;
তখন লাজে ভয়ে ক‌াপ্‌তে কাপ্‌তে চরণ-তলে পড়ি,
বলি বমাল ধরা পড়ে গেছি, এখন যা' করহে হরি !

ঝিঁঝিট- খয়রা।

দিন গেল, দীন-দয়াল হরি, কোথায় লুকা'লে।
আমি দীনহীন কাঙ্গালে ডাকি, প'ড়ে অকূলে।
একবার নবজলধর রূপে দাঁড়াও হৃদ্‌কমলে;
(হরি হে, কাঙ্গালের হরি !)
তোমার রাঙ্গা চরণ পাখালিব নয়নের জলে।
তোমার নাম জানিনে, ধাম জানিনে, প্রেম জানিনে মূলে;
ব'সে হৃদ্‌কমলে, দাওহে ব'লে, ডাকিব কি বলে।
ভক্ত জনের মুক্তি ফলে, আপন ভক্তি-বলে;
হরি! পতিতপাবন বলি তারে, অভক্ত তরা'লে।
ধন চাহিনে, মান চাহিনে, নাম-সুধারস পেলে,
আমার প্রাণ চায় হরি, ভেসে ফিরি, তোমার প্রেম-সলিলে।

সুরট (জংলা)—খেমটা।

ওহে বিপদবারী মধুসূদন! বিপদ ভারী হে!
আমি বাঁধার উপর আর বাঁধনি, সইতে নারি হে!
একে কর্ম্ম-ডুরি গলায় বেঁধে, টেনে আন্‌লে ভব-গারদে,
আবার মায়া-শিকল হস্তে পদে, সংসারেরি হে!
দুঃখ দিতে আর হরিতে তুমি, তোমায় তাই ডাকিহে জগৎ-স্বামী,
বল কা'র কাছে যাই নইলে আমি, কারে স্মরি হে!
বন্ধনে যে দুঃখ কত, হরি! তুমি সব জান ত,
ওহে ভুলেছ কি ধ্রুব আদির ভক্তি-ডুরি হে?

পাণ্ডবের বন্ধনেতে, তোমার সুখ ছিলনা খেতে শুতে,
আমার এ দুঃখ যায়, যদি তোমায়, বাঁধতে পারি হে।
দুর্জ্জনেরে ভয় না কর, এখন ভক্তি-শিকল পায়ে পর,
দেখ্‌ব শ্রীপদ-গারদে কেমনে তর, গোপালেরি হে।

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর।

দেখা যদি না দিবে ডাকিতে কেন শিখালে ?
আমরা অকৃতি অতি পাপ-তাপে মরি জ্বলে।
কি বলে ডাকিতে হবে, জানায়ে দেহ তবে,
যাহাতে প্রকাশিবে হৃদয়-শতদলে।
পিতা মাতা যাহা, বলিছেন বলি তাহা,
কেবল কেঁদে মরি হরি হরি বলে'।
অধমের গতি কি হবে হে দয়াময় !—
যত পাই যন্ত্রণা, ভাবি আর ডাক্‌বো না,
না ডাকিলে কিন্তু প্রাণ যে বাঁচে না ;
কেন হে ছলনা, করে দাও যন্ত্রণা,
মনে করিলে কি ভাল করিতে পার না ?—
তুমি দয়াময়, বলে ধরাময়, দয়া-রস দিতে কৃপণ হ'লে,
আশার সুসার, কর সারাৎসার, অধম তরিবে বল কি বলে ?

খট্—একতালা।

আমার মত যদি কোন জনকে কখন
করুণা করেছ শুনিতাম শ্রবণে।
যা' হউক, তা' হ'লে. কিঞ্চিৎ কৃপা-লেশ
পাওয়ার ভরসা হইত সেই নিদর্শনে।
কোন যুগে আমার মত কোন জন,
ভব-পাশ হ'তে কর নাই মোচন,
কি বলিব হে পদ্মপলাশ-লোচন,
আমার বন্ধন ছেদন করিবে কেনে?
এ বিষয় এককালে তিলাঞ্জলি,
দিয়ে আছি তবু লজ্জা খেয়ে বলি,
তোমাকে না বলে' আর কা'রে বলি,
চির-দোষী তোমার যুগল চরণে।
হয় নাই, হ'বে না আর তোমাতে সম্বন্ধ,
কখনও যা'বে না এ ভব-নির্ব্বন্ধ,
যেরূপ কারাগারে রেখেছ গোবিন্দ,
এমন ভাগ্যবান্ আর কে আছে ভুবনে?
নিরুপম তুমি ভুবন-বিদিত, আমিও একাংশে তুলনা রহিত
তাই বুঝে যা' হয় কর হিতাহিত,
কৃষ্ণকান্ত কর স্মরণ কি হইবে মরণে?

খট্—একতালা।

অপার সংসার, ঘোর পারাবার, কি গভীর নীর, বহে শতধার।
অতি ভয়ঙ্কর, এ মায়া-সমীর, তরঙ্গ দুস্তর, উঠে অনিবার।
তাহে অবিরত কি তরঙ্গ-মালা, উপায় কি করি জীর্ণ দেহ ভেলা,
মিছে আশায় বসে কাটা'লাম বেলা, এ সময় পালাইল কর্ণধার।
অনুমান এই পাপাঙ্গ-বাতাসে, কাণ্ডারী লুকায়ে র'ল অন্য দেশে,
পালায়ে যে যায় সেকি আসে শেষে,
আপন কর্ম্মদোষে ডুবিলাম এবার।
কে করিবে দয়া এমন পামরে, যদি কেহ আসে দেখে যায় ফিরে,
স্পর্শ থাক দূরে, দেখে না পাপীরে, তবে বা কিরূপে পাইব নিস্তার?
কুবিষয় পথে হয়ে অনাসক্তি, তোমার শ্রীচরণে যে করে আসক্তি,
সে তোমায় পায়, করে' শুদ্ধা ভক্তি,
কান্ত বলে পেতে কি শক্তি আমার?

বাহার— তিওট।

কাতরে ডাকি তোমারে।
কোথায় হে হরি করুণা-সাগর, পড়েছি অকূল পাথরে।
ওহে ত্রিলোক-কাণ্ডারী, তরাতে ভববারি, একমাত্র তুমি সংসারে,
বিনে ঐ চরণ-তরি, উপায় নাহি হেরি, যাইতে অপার ভবপারে।
ভজন বিহীন, না জানি সাধন, অধমের দশা হরি কি হবে,
নিজগুণে দয়াময়, দিয়ে পদাশ্রয়, বিপদে রাখ দীন পামরে;
তোমায় পতিতপাবন বলে সংসারে।

বাহার—একতালা।

দীননাথ! এ কেমন হে, দীনের প্রতি চাইলে না!
দীন হীন ক্ষীণ, আমি পরাধীন, সদা ভাবি দিনের ভাবনা।
কবে দীনবন্ধু, তব কৃপা-সিন্ধু, বারি এক বিন্দু পা'ব প্রার্থনা,
দীন হীন জীবে, কবে দিন দিবে, দনুজারি হরি! বল না?
গত সে সুদিন, আগত কুদিন, সে দিনে এ দীনে ভুলো না;
দুর্দ্দিনের ভার, দরিদ্রের আর, কে ল'বে দয়াময় বিনা?
মুর-অরি হরি, তুমি দনুজারি, দুষ্ট-দমনকারী, কেলেসোনা;
কংস ধ্বংশ করি, উগ্রসেনে হরি, কৈলে দণ্ডধারী স্থাপনা।
দরিদ্রের ধন, ত্যজি দুর্য্যোধন, বিদুরের পুরা'লে কামনা;
কহে দীন খগ, হ'বে কি এভাগ্য, করিব বৈরাগ্য সাধনা?

ললিত-বিভাস—একতালা।

এইমাত্র খেদ, আজন্ম বিচ্ছেদ, রৈল দীন-সখা, তোমায় আমায়।
গর্ভে যতক্ষণ, ততক্ষণ মিলন, ভূমিষ্ঠ হইয়ে হারা'লাম তোমায়।
যা'ব কোথা আমি এনু কোথা হ'তে,
এ কথা জানিতে, না পারি কিছুতে,
গেলে কোন্ পথে, মিলিব তোমাতে,
হেন চেষ্টা বিভু! নাহি হয়, হায়!
ভবে সুখভোগী যাহার কৃপায়, জানিতে তাহারে ইচ্ছা নাহি যায়,
যেন মন্ত্রমুগ্ধ, মহামায়ায় শুদ্ধ, ছেদিবারে মায়া না পাই উপায়।
ঘুরি ফিরি আসি বেড়ি বত্ম চক্রে, চড়িয়াছি যেন কুলালের চক্রে,
চক্রধারি! যদি নাশ এই চক্রে, নৈলে উমেশের আসা-যাওয়া দায়।

ললিত-বিভাস—একতালা।

নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন।
দেখ্‌লাম জেগে, ভীষণ মেঘে, আমার আকাশ সমাকীর্ণ;
আর কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে, তরী জীর্ণ ?
(আমি) ডুব্‌লাম হরি তুমি থাক্‌তে, দয়াময় পার্‌লেনা রাখ্‌তে,
তবু, একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখিহে অবতীর্ণ;
দেহ মনের কোনও কোণে, নাইক তোমার কোন চিহ্ন;
এমনি হ'য়ে, গেছি ব'য়ে, ভাব্‌তে যে প্রাণ হয় বিদীর্ণ।
(এই) মলিন মনের অন্তরালে, দেখা দিও অন্তকালে,
একবার তোমায় দেখে মরি, এই বাসনা কর পূর্ণ;
সময় থাক্‌তে, তোমায় ডাক্‌তে, হয়নি মতি, মতিচ্ছন্ন;
তাই কি ঠেলে, দিবে ফেলে, মহাপাপী, ঘোর বিপন্ন !

বসন্ত-বাহার—মধ্যমান।

না কর, আর কর কৃপা, জপিতে ছাড়্‌ব না।
হরি ! তোমারি নাম লইয়ে, করিব জল্পনা।
আমার কর্ম্ম আমি করি, মুখে ডাকি হরি হরি,
যা হ'বার হউক আমারি, নাহি সুখ-কামনা।
তুমি আর কি ধন দিবে, যা' ভাগ্যে থাকে তা' হ'বে,
বিধির লিখন কে খণ্ডাবে, বৃথা সে কল্পনা।

পিলু বাহার—খং।

চরণে শরণ লৈনু রাখ প্রভো, দীনে।
অগতির গতি তুমি, জানিলাম এক্ষণে।
পরিণাম, না বুঝ্‌লাম, মজিলাম অজ্ঞানে,
হায় নাথ, পাপ কত, করিয়াছি জীবনে ;
ক্ষমার নিধান তুমি, ক্ষমা কর স্বগুণে।

ভৈরবী—একতালা।

কাঁদ্‌ছে যা'রা, যাও সে পাড়া, গেলে জান্‌তে পাবে।
এ পাড়ায় থাকিলে কি ফল হ'বে ?
এ পাড়ায় যা'দের বাস, তা'রা হয়েছে মায়ার দাস,
জাতি-কুল-মান-বিদ্যা-মদে করে অহঙ্কার প্রকাশ ;
বলে 'আমার মত গুণী মানী ধনী আর কে হ'বে ভবে ?'
ভক্তের স্বতন্ত্র লক্ষণ, করে হরিনাম সংকীর্ত্তন,
স্তম্ভ কম্প রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ভূষণ ;
পড়ে হরি বলে' নয়ন-বারি, কৃষ্ণপ্রেম অনুভবে।
সুখে দুখে সমভাব, অতি নির্ম্মল স্বভাব,
সেই পাড়াতে গেলে হ'বে প্রেম-রত্ন লাভ ;
সেই পাড়ায় গিয়ে রসিক জনার অনুগত হ'তে হ'বে।

প্রার্থনার পরিশিষ্ট।

(সান্ত্বনা ও আশ্বাস)

ললিত-বিভাস—একতালা।

দীনে দিয়ে দিন, দীননাথ করিলে দুঃখের অন্ত।
নিজগুণে এ নির্গুণে, দিলে পদে স্থান নিতান্ত।
মহিমা যে মহীমাঝে আছে ব্যক্ত গুণ অনন্ত ;
ভক্তে রাখ্‌তে হে বিশ্বরূপ! ধর কি রূপ অনন্ত?
শুন হে ভব-বৈভব, ত্যজিয়া সব বৈভব,
করেছি বৈভব তব চরণ একান্ত।
কুমতি দাশরথি বিষয়-বিষ পানে ভ্রান্ত ;
নাই তা'র উপায়, রেখো ও পায়, যদি কৃপা কর কালান্ত!

নব ভাবে ভরিল জীবন।
ঘুচিল আঁধার ঘোর, আলোকিত মন।
লৌকিক সুখ যত, হয়ে গেল ভস্মীভূত,
অলৌকিক সুখ-সিন্ধু দিল দরশন ;
হরি-পদ ধরি তাহে দি'গে সন্তরণ।

নিদয় দয়িত কভু নয়। দয়াময় সবে তাঁরে কয়।
নিত্য নিজ-জনে ব্যথা দেন, ফিরে কোলে তুলে নেন,
বিরহ মিলনে হয় লয়, যাঁর ধন তা'রি হ'য়ে রয়।

হরি এসে কাছে, দাঁড়িয়ে আছে, ভিজে গেছে তিলক রেখা—
(ভানু-তাপে ঘাম ঝ'রে, ভিজে গেছে তিলক রেখা)।
হরি কি যেন কি চায়, তাই অমন চায়, আশা-ভরা নয়ন বাঁকা।
দয়াল হরি কেঁদে বলে,　হৃদয় খুলে ভক্তি দিলে,
মুক্তি দেবে, কোলে নেবে, হৃদয়-মাঝে দেবে দেখা।
(দয়াল হরি দয়ার সাগর, ভবের সাগর করবে পার ;
ভয় কিরে মন! হ'স্ নে কাতর, আপনি হরি কর্ণধার।)
হরি হরি ব'লে,　ডাক্ বাহুতুলে
দেখ্ বুকে হরিনামের লেখা ; (ভবের ও পার যা'বে দেখা)
হরির কাছে যা'বি,　হরির চরণ পা'বি ,
নরক নিয়ে যম থাক্‌বে একা।

কাঁদলে পরে দয়া করে দয়াল হরি।
কেঁদেছিস্ তাই পেয়েছিস্ চরণ-তরি!
হরির কাছে যে জন কাঁদে,　হরিকে সেই তো বাঁধে,
হরি আপ্‌নি পড়েন ফাঁদে, দেখ্‌তে পেলে নয়ন-বারি।
চা'স্ যদি তা'র চরণ দু'টি,　ভুলিস্ নে মন কান্নাকাটি,
একটি দিনো রে ;—
হৃদয় মাঝে রাজে হরি,　অশ্রু ঢাল হৃদয় 'পরি,
ভিজ্‌লে হৃদয় হরির হৃদয় ভিজ্‌বে, হরি হ'বে তোরি।

আমার মত পাপী যা'রা আয়রে ত্বরায় ছুটে হেথা।
পাপ তাপ সব ঘুচে যা'বে, মুছে যা'বে প্রাণের ব্যথা।
হরিনামের প্রেম-পারাবার বইছে কানে কান,
ভক্তি-লহর হেলে দুলে, গাইছে নামের গান ;
আয় ভেসে যাই, নামগুণ গাই, জয় শ্রীহরি মুক্তিদাতা।

এত কাছে কাছে, হৃদয়ের মাঝে, রয়েছ হে তুমি হরি!
(কিন্তু) মনে ভাবি আমি, কত দূরে তুমি,
রয়েছ আমায় পাশরি (আমি পাপী বলে')।
(যেমন) ছায়া-বাজীকরে, কত খেলা করে,
আড়ালে লুকায়ে থেকে ; (পাছে কেহ দেখ্‌তে পায়)
(তেম্‌নি) আমাদের লয়ে, লীলা-মত্ত হয়ে,
তুমি রেখেছ তোমারে ঢেকে (পাছে ধরে ফেলি)।
(যেমন) কি ফুল ফুটেছে, কোন্ বন মাঝে,
না জেনেও অলি ধায় (ফুলগন্ধে মত্ত হয়ে) ;
তেম্‌নি না বুঝে না জেনে, তোমারি সন্ধানে,
আমার প্রাণ কোথা যেতে চায় (ঘরে রইতে নারে)।
(নিজ) নাভিগন্ধে মত্ত, মৃগ ইতস্ততঃ,
ছুটে গন্ধ অন্বেষণে ; (কোথা গন্ধ না জেনে)
(তেম্‌নি) তোমায় বুকে ধরে, আকুল তোমা তরে,
আমি ছুটে বেড়াই ভব-বনে (কোথায় আছ বলে)।

(যেমন) আলোক-সাগরে,　অন্ধ স্নান ক'রে,
আলো কেমন বুঝ্‌তে নারে (কত অনুমান করে, তবু) ;
(তেম্‌নি) তোমাতে বাঁচিয়া,　তোমাতে ডুবিয়া,
তবু বুঝ্‌তে নারি হে তোমারে (ওহে কেমন তুমি)।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

হরি হে, এই কি তুমি সেই আমার হৃদয়বিহারী !
যা'রে পা'বার তরে,—
যা'রে পাবার তরে, ঘু'রে ঘু'রে, ধরি ধরি আর ধরতে নারি।
কে জানে এই আকুল প্রাণে,　কে জানে এই দু'নয়নে,
কে জানে এই আঁখি-নীরে আছ, হে হরি ;
তোমায় হৃদে ধ'রে—
তোমায় হৃদে ধ'রে, পরশ ক'রে, কৈ কৈ ব'লে কেঁদে মরি !
জানি কি এই মলিন পথে,　জানি কি মোর সাথে সাথে,
জানি কি এই হাটে মাঠে আছ, হে হরি ;
জানি কি রূপ-সাগরে,—
জানি কি রূপ-সাগরে অরূপ রতন, আছ নানা রূপ ধরি'।
'আমি' 'আমি' ক'রে বেড়াই, তাই তোমারে দেখ্‌তে না পাই,
দিলে আমার 'আমি'র মোহ আর সাঙ্গ করি ;
আজ আমি তোমায়,—
আজ আমি তোমায় হ'লেম হারা, আর কি তোমায় হারা'তে পারি !

বাউলের সুর।

আর কি হরি! পার তুমি লুকিয়ে থাকিতে?
হৃদ্-কমলে তোমায় হরি! পেয়েছি দেখিতে।
এত দিন মোহিত ছিলাম তোমার মায়াতে;
নিগূঢ় আবদ্ধ ছিলাম, মায়া-রজ্জুতে।
তাইতে হরি! পারি নাই তোমায় ডাকিতে;
মায়া-পাশ কেটেছি এবার তোমার কৃপাতে।
ভুলেছিলাম হরি! তোমার ছলেতে;
এতদিন পারিনি হরি! তোমায় জানিতে!
এখন মূল মন্ত্র পারি হরি! তোমায় ডাকিতে;
আর তুমি পার না আমায় ভুলা'য়ে রাখিতে।
বিপদেতে পারি তোমায় স্মরণ করিতে;
সর্ব্বদা ডাকিতেছি তোমায় অন্তর যোগেতে!
এবার বেঁধেছি তোমায় ভক্তি-ডোরেতে;
নিদান কালে হ'বে তোমায় বস্তে কোলেতে
অভক্ত বলে' পার্'ব না আমায় ঠেলিতে;
কৃপা ক'রে' হ'বে তোমায় যমকে তাড়া'তে
তোমার দূত লয়ে যা'বে গোলোক ধামেতে;
নতুবা কলঙ্ক হ'বে, তোমার নামেতে।

খাম্বাজ—একতালা।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন, আর কিছু ভাল লাগেনা।
ভুবন স্বপন, সম হয় জ্ঞান, থাকে না অন্য ভাবনা।
দারা সুতা সুত বন্ধু পরিবার, সব ভুলে যাই একি চমৎকার,
কে আমি কে তুমি, থাকে নাকো কিছু জ্ঞান ;—
ডুবে যায় মন প্রাণ, ভাবেতে হই অজ্ঞান,
তখন এ ঘটে কি ঘটে জানি না।
তব রূপরাশি দেখিতে দেখিতে, উদাস অন্তর উন্মত্ত প্রেমেতে,
নিমেষে নিমেষে, নব নব দেখি রূপ,
অমিয় রসের কূপ, আহা একি অপরূপ,
দেখে আঁখি কোন মতে ফিরে না।
আনন্দে আনন্দ বাড়ে প্রতিক্ষণে, দশেন্দ্রিয় থাকে শূন্যেতে মগনে,
রিপুচয়, পরাজয়, সকলি আনন্দময়,
অনুভব মাত্র রয়, আর সব পায় লয়,
যেন জীবনে জীবন থাকে না।

(ভগবৎ উক্তি)

ভক্ত বই মোরে ভক্তি-ডোরে, অনন্ত-জগতে কে বাঁধিতে পারে,
ভক্তাধীন আমি, ভক্তেরি তরে, যন্ত্র-পুতলী হইয়ে আছি।
ভক্ত সঙ্গ ছাড়া থাকিতে নারি, ভক্তের আমি, ভক্ত আমারি,
ভক্ত হারাইলে ঝরে আঁখি-বারি, ভক্ত পেলে কোলে ভরেয়ে বাঁচি।

ঝংলা—একতালা।

ভক্তাধীন চিরদিন আমি এ তিন সংসারে।
ভক্তের দ্বারে আছি বাঁধা, তা' কি জাননা, ভক্ত দিলে বাঁধা,
যত্নে ধারণ করি মস্তক উপরে।
হই ভক্ত অনুরক্ত, চারি বেদে আছে ব্যক্ত,
ভক্তগণে স্থান দি' গোলোক উপরে।
ভক্তে দিতে পারি, প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিপরি,
দেখ ভক্ত-পদ রাখি হৃদয়ে ধরে'।
দেখ নামটি মোর অনন্ত, কে পায় আমার অন্ত,
রই অনন্তরূপে জীবের অন্তরে;
আমি ভক্তের রিপু, নাশিলাম হিরণ্য-কশিপু,
প্রহ্লাদে রাখিলাম, নরসিংহ রূপ ধরে'।

কানাড়া পরজ—আদ্ধা।

যা'বনা আর, যা'বনা আর, তোদেরে ছেড়ে।
শুনিলে রোদন, মানে কি পরাণ, হৃদি কেমন করে:
সদা মোর কাঁদে প্রাণ ভক্তের তরে।
আমি লুকিয়ে থাকি, তবু সকলি দেখি,
হরি ব'লে প্রেমে ডাকিলে, প্রেমে কোল দেই তা'রে।
আমি হ'লাম তোদের দাস, তোরা পূরা অভিলাষ,
শুধু প্রেমের কাঙ্গাল আমি বাঁধিলে প্রেম-ডোরে।

সুরট মল্লার—খয়্‌টা।

আমি পবিত্রাত্মা হরি এসেছি দ্বারে।
হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দে ওহে আমারে।
না দিলে প্রেম ষোল আনা, কিছুতেই আর মন উঠেনা,
সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌নে আমারে।
যে দেয় প্রেম ক'রে ওজন, সে ত প্রেমিক নয় কখন,
সংসারের প্রেমিক সে জন থাকে সংসারে।
প্রেম কর রাধা ভাবে, অসম্ভব সম্ভব হ'বে,
বিহরিব যুগল রূপে তোমার অন্তরে।

বাউলের সুর—একতালা।

ভক্তিভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কই ?
ওরে, যে ডাকে আমারে, আমি তা'র হ'য়ে রই।
যে জন বিশ্বাস ক'রে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তা'র এ সংসারে, বল আমি বই ?
আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।
দারা সুত ধন প্রাণ, যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার মাথায় ক'রে' বই ;—
ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হ'ল শমনজয়ী।

তৃতীয় অধ্যায়!

উদ্বোধন ও উপদেশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সিন্ধু—একতালা।

জাগরে, উঠরে, জাগ জাগ সবে ভাই (রে) !
মোহ-পাপ ছিন্ন করি' হরি নাম গাই (রে)
সুখ-দুঃখ ভয়-ভাবনা, আশা নিরাশা কল্পনা,
স্বপন সমান—এই আছে, এই নাই (রে)।
জরা ব্যাধি মৃত্যুগ্রাসে, প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
আয়ুক্ষয়, দেহ লয়, হতেছে সদাই ;
অসার বিশ্ব সংসার, হরিনাম মাত্র সার,
হরি হরি বলে' চল ভব-পারে যাই (রে)
পাপ তাপে শোকে রোগে, আত্মীয় বন্ধু বিয়োগে,
তেজেও ভাঙ্গে না রে ঘুম, একিরে বালাই
তোমাদের পায়ে ধরি, কাতরে মিনতি করি
বল ভাই ! হরি, হরি বিনা গতি নাই (রে

———

ললিত—আড়াঠেকা।

জাগরে নিদ্রিত জীব, ঘুমাইবে আরও কত!
চেতন হ'য়ে দেখ চেয়ে, শিয়রে কাল সমাগত।
পেয়েছ মনুষ্য-কায়া, ত্যজরে বিষয়-মায়া,
ল'য়ে মিথ্যা সুত জায়া, দিনে দিনে দিন গত।
কুবাসনা পরিহরি, সদা বল হরি হরি,
বহিবে প্রেমলহরী; হৃদে অবিরত।
পূর্ণ হ'বে সব কামনা, র'বে না আর ভয় ভাবনা,
পরিব্রাজকের রসনা, হরিগুণ গাও সতত।

প্রভাতি—একতালা।

নীহার-হারে, বনফুল-ভারে,
ভাতিল হেম উষা, আঁধার বিদারি'।
নিতম্ব লম্বিত কুঞ্চিত কেশপাশ,
শঙ্কিতা যামিনী জ্যোতি নেহারি।
আঁধার-যমুনা রজত-জাহ্নবী যোগে,
পুণ্য প্রয়াগ পরকাশিল রে;
অবগাহি' অনুরাগে, সে পুণ্য প্রয়াগে,
মন। স্মররে জ্যোতির্ম্ময় জীব-দুঃখহারী।

ভৈরবী—ঝং।

জাগরে জাগরে মায়া-নিদ্রাগত মন !
কত আর ঘুমায়ে র'বে, হয়ে অচেতন ?
অসার সংসার-সুখে, হায় ! কামিনী-কৌতুকে,
দীপ্ত বাসনা-বাতিকে দেখিছ স্বপন !
যদি না ঘুমা'লে নয়, যোগ-নিদ্রা উচিত হয়,
পা'বে ধন মনোময় শ্রীহরি-চরণ।
দীপ্ত যোগে অন্তর জাগে, পরামর্শ অনুরাগে,
জাগ মন ! যোগে যাগে, জাগে জগৎ জীবন।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

অব ভজ, ভোর প্রাতে হরে নাম।
বন্দে সকল দুখ মিট বাত যাত, আওর সকল শরীর হোত কল্যাণ।
অনাহত নাদ শুন হিত চেত সে, ফের কাল নেহি পাওয়ে কব,
কাল সমে কছু বনে নাহি আওয়ে, ভুলে মস্ত অচাম রে।
আওরে পল পল ছিন ছিন বীত যাত, হরেনাম বিন হর ভকত বিন,
কর ডণ্ডোকে বন্দন জনম সুন্দর, জনম যোগ নেহি বারবার রে ;
অব অরুঢ় গতমে ত্যজ বরাণি, বহু জল তরণী কো সমান রে,
কর দান দয়া দয়া ধরম মায়া, গুরু সব তো লিয়া,
করিম কাম কিয়া, ছারে যব তব উতরঙ্গে পার রে।

ভৈরব—চৌতাল।

প্রথম উঠ প্রাতহী হরি হরি হরি বোলরে
মন মোর আভেহোঁ বৈম্ন ফল অষ্ট যাম।
ইহলোক পরলোককে স্বামী বৈকুণ্ঠ হোবৈ বিশ্রাম।
দীনদয়াল কৃপাল ভক্তবৎসল ভক্ত জনন অভিরাম।
বৈজু বাবরো রাবরো কহাংকে অব কাহেকুঁ
ভটকত চৌরাশী লক্ষ ধাম ধাম।

মল্লার—কাওয়ালী।

সাধের এ ঘুম-ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না ?
কাল-বিছানায় শুয়ে, আশার চাদরে ঢাকা,
কতদিন কেটে গেল, বিবেক-রজক ঘরে তা'রে ধুয়ে লওনা !
বিষয়-মদ খেয়ে, আছ তুমি মাতাল হ'য়ে,
সে মদের ঘোর ফিরে কভু কি ভাঙ্গিবে না ?—
কোলে করি আছ শুয়ে, কামনা স্বরূপা মেয়ে,
তা'রে ছেড়ে বারেক তুমি পাশ ফির না।
কি ছার ঘুমখানি, যতনে সেধেছ তুমি,
সুখের রজনী কিরে কভু ভোর হ'বে না ?
কিন্তু এ ঘুম-ঘোরে, মহাঘুম ঘেরিবে তোরে,
ডাকিলে চেতনা যে'দিন আর তুমি পাবে না।

তখন প্রাণের বাছাগুলি, প্রিয়ারও আকুল বুলি,
ডেকে ডেকে আর তোমায় জাগাতে পারিবে না ;
এখন ফিরে যাবার বেলা হ'ল, আ'র কেন ঘুমাও বল,
সময় থাকিতে কেন হরি হরি বল না ?

মিশ্র দেশ—একতালা।

ভাঙ্‌লো না তোর মায়ার ঘুম !
বিষয়-মদে, চক্ষু মুদে, শুয়ে আছ বেমালুম।
ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাদ্‌শা রুম্ ;
এ প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ, ঠিক যেন ভাই হাতুম্ থুম্।
তোর সঙ্গের ছ'টা, বড় ঠেঁটা, ওদের চটা বেমালুম্ ;
জ্ঞান অনলে, দে না জ্বেলে, ক'য়ে হরি-পূজার হুম্।
(গোলা) পায়রার বাচ্চা, পুষে' বাছা, শুক ভেবে তা'য় খাচ্ছ চুম্ ;
ও না বল্‌বে কৃষ্ণ, শুন্‌বে স্পষ্ট, ডাক্‌বে ব'লে বাকুম্ কুম্।
(এখন) দারা পুত্র, জ্ঞাতি গোত্র, সকলে শুন্‌ছে হুকুম ;
শিবনেত্র, হ'বা মাত্র, আপনি হ'বি রে নির্ঝুম্।
রবি-সুতের দূতে ধর্‌লে, হ'বে রে মজা মালুম ;
কৃমি হ্রদে, দিবে গেদে, দ্বিপদে দিয়ে তুড়ুম্।
সুর ব্রহ্ম, না জেনে মর্ম্ম, সাধ ব'সে অনুম্ তুম্ ;
রাগেতে তোর নাই অনুরাগ, কে শোনে তোর ঝিঁঝিট লুম্।
কপট ভক্তির বিষম জ্যোতি, বাহ্যাড়ম্বর বিষম ধূম্ ;
খগ ভণে, সাধন বিনে, দেহ-গেহ শ্মশান ভূম্।

লগ্নী—খং।

("নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা তটশালিনী যমুনে ও"—সুর)

চঞ্চল মানস, বিনাশ' আশা-পাশ, বিরস বিলাস-বাসনা রে।
বিষয় বিভবে, মত্ত কি হইলে, ভুলিলে ভুলিলে আপনারে;
আসিয়া জগতে, আরোহি' মনোরথে, ভ্রমিছ কিভাবে ভাব না রে।
দেখিতে দেখিতে, কাল-প্রবাহে, জীবন যৌবন যাইল রে;
ক্রমে ধীরেধীরে, কাল গভীর নীরে, ডুবিবে তা'কি মন জাননা রে।
কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র, কস্য ত্বং বা ব্রহ্মবিচারে;
চিন্তয় কোঽহং, কথং জগদিদং, কেন কৃতা বিশ্ব রচনা রে।
ভূমানুসন্ধান, কর মূঢ় মন, মলিনা বাসনা রবে না রে;
হও ধ্যান-নিরত, তুর্য্যাবস্থাগত, কুরু চিৎস্বরূপম্ ধারণা রে।
শান্তি-সিন্ধু জলে, হইবে শীতল, রাজিবে প্রেমরাজ-সদনে রে;
ভেদ বুদ্ধি যা'বে, ব্রহ্ম স্বরূপ হ'বে, র'বেনা ভাবনা যাতনা রে।
গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম, প্রেম-বাতাসে প্রাণ জুড়া'বে রে;
প্রেম-সুধা পানে হ'য়ে মাতোয়ারা, রবে না তনু-মন-চেতনা রে।

খাম্বাজ—আড়া।

একাগ্র-চিত্ত হ'য়ে ভাব সদা নারায়ণ।
তদেক নৈষ্ঠিক হ'লে হ'বে কৃপাবলোকন।
ঐকান্তিক ভক্তি বিনে, কি করে ভজন সাধনে,
দৃঢ় মনে গোবিন্দ-চরণে, মজ অকিঞ্চন।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

ভজরে মন! সে জন, যে জন ভব-কারণ।
ভবের আরাধ্য যিনি, ভবেরি ভয়-বারণ।
যাঁহার প্রেম-কৃপায়, বিপিনে বিহঙ্গ গায়,
বহে সুরভিত বায়, তাঁহারে কর স্মরণ।
হৃদয়-কবাট খুলি, দেখরে নয়ন মেলি,
ডাক দয়াময় বলি, যে জন ভবতারণ;
অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি, অগতির তিনি গতি,
দেহ মন তাঁর প্রতি, সকলি কর অর্পণ।

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—ঠুংরী।

হরিপদ-কমল পীযূষ রসে, মজরে পিপাসু মন-মধুকর!
বিষয়-সুখ আশে, কেনরে মায়াবশে,
ভব-কণ্টক বনে বৃথা ভ্রমণ কর?
মধুলোভে কত, প্রেমিক ভকত,
বিহরিছে ও পদ-পঙ্কজ ভিতর;
বিমোহিত হ'য়ে, আছে লুকাইয়ে,
মধুপানে আনন্দিত অন্তর।
ও চরণ-সরোজে, বিমল দল মাঝে,
সাধু সঙ্গে সদা রঙ্গে বাস কর;
নিশ্চিত মনে, বসি পদ্মাসনে, পিয়রে মকরন্দ নিরন্তর।

ঝিঁঝিট—একতালা।

জপরে জীব! জনার্দ্দন, জগত-জনের জীবন।
যোগেশ যিনি জগদ্বন্ধু, অকূল-সিন্ধু-তারণ।
গোলোক-পালক পুলক রাম, প্রবীণ অথচ বালক শ্যাম,
ত্রিলোক-তিলক নিরুপম, কলুষ-নাশন।
শমন-দমন বামন হরি, দয়াময় প্রভু দানব অরি,
মাধব মধু-রিপু মুরারি, সাধক-রঞ্জন।
পীতাম্বর পতিতপাবন, দয়াময় দরিদ্রের ধন,
দুরিত-মোচন ত্বরিত-তারণ, পরম কারণ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

পঙ্কজদলগত-জলমিব, চঞ্চলমিহ জীবনং।
স্থাস্যসি নহি যাস্যতি কিল, কুরু হরিপদ চিন্তনম্।
কুসুমোপমমিহ সীদতি, তব সুন্দর যৌবনং,
গর্ব্বং জহি খর্ব্বং কুরু, সর্ব্বং হি ভববন্ধনং।
স্বপ্নোপম ধন-জন-গৃহ, দারাদিক বান্ধবং,
সঙ্গং ত্যজ ভজরে ভজ, হরিপ্রাণবল্লভং।
পরিহর রে পাপজনকং, ভোগঞ্চ রোগাস্পদং,
যোগং কুরু ভোগে নহি, প্রাপ্স্যসি চিরসম্পদং।
শৃণু হরিগুণগানমলম্ ভবসাগর-শোষণম্;
দীন পরিব্রাজকেন গীতং হরিকীর্ত্তনম্।

ঝিঁঝিট—লোপাকাওয়ালি।

অনর্থ চিন্তাতে দিন ব্যর্থ হ'ল বল হরি।
(যাঁ'র হরিবল সম্বল নাই রে ভাই !)
তা'র বৃথা জন্ম বৃথা কর্ম্ম, বৃথা গেল কাল হরি'।
না ডাকিলে নন্দসুতে, মত্ত রইলে খেতে শুতে,
তবে তোম'তে পশুতে, ভিন্ন কিসে ধরি ;
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ, ক'রে দেহ পেলে এমন,
এতে যদি লয়রে শমন, কি আক্ষেপ মরি মরি,
(বলি হরি বলি' হওরে বলী)
হরি ভক্তে রাখেন নৈলে কেন বলীর দ্বারে হন প্রহরী।

ঝিঁঝিট—লোপকাওয়ালি।

হরিনামে যত সুধা আছে কি তা' রত্নাকরে ?
সুধাকরে কি এত সুধা ক্ষরে ;
কটু তিক্ত যত আছে হরিনামে সব সুধা করে।
যে বলিল হরি হরি, জন্ম মৃত্যু গেল হরি',
প্রেমে অঙ্গ রহে শিহরি, অষ্ট প্রহরি ;—
তাই বলি ভাই বল হরি, নামে যায় ভব-লহরী,
এ নাম পরিহরি, জীবের কি দুর্গতি হরি হরি,
হরি বিনে কে আছে প্রহরী,
যখন শমন-কিঙ্করে আসি' বন্ধন কর্‌বে করে করে।

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

'দয়াময় হরি,' 'দয়াময় হরি,' জপরে মন-রসনা !
হরি-নামামৃত পান করিলে, ঘুচিবে পাপ-যাতনা।
হৃদয়ে কর হরিরূপ ধ্যান, চিদানন্দ প্রাণারাম,
হরি-পাদপদ্মে শরণ লইলে নাহি রয় ভয়-ভাবনা।
শয়নে স্বপনে বলরে নিত্য, সকলি অসার হরিনাম সত্য,
হ'বে নামে গতি, নামে মুক্তি, নামে পূর্ণ কামনা।
অসার বাসনা সব পরিহরি, দিবানিশি মুখে বল হরি হরি,
বিপদে সম্পদে হরিনাম মন্ত্র, ভুলোনা—কভু ভুলোনা।

বল্‌রে ভুবন-মঙ্গল নাম (এ যে) শ্রবণে মধুর।
এ নাম প্রেমামৃত রসপুর (হরিবোল হরিবোল)।
এ নামে আছে এম্‌নি সুধা, (ইথে) মিটায় বিষম বিষয় ক্ষুধা,
তৃষিতের তাপ তৃষ্ণা করে দূর ;—
হরিবোল যে বলে তার গোল ঘুচে যায়, হৃদে জন্মে প্রেমাঙ্কুর।
যদিও সে নাম-নামী, অভিন্ন, তবু শুনি,
হরি হ'তে হরিনামের মহিমা প্রচুর ;—
ও তা'র সত্যভামা জানি তত্ত্ব, কৈলেন নিজ ভ্রান্তি দূর।
এ নামে প্রাণ আপনি মাতে, বারি ঝড়ে শীলা হ'তে,
মরুভূমে বাণ ডাকে শুনি শব্দ সুমধুর ;
ওরে 'বিশ্বরূপের' অবোধ মন ! তুই হরি ব'লতে হ'চতুর।

কলি-কলুষ-নাশন তারক-ব্রহ্ম হরিনাম।
জগতারণ জগপাবন জগমঙ্গল হরিনাম।
জ্বলন্ত অনল সম দহে পাতক-তৃণদাম।
মধুর মঙ্গল নাম, রট রসনা অবিরাম,
চরমে পা'বে পরম ধাম, চরম পা'বে সকল কাম।
কিবা মধুর মধুরতর, মধুরতম মনোহর,
শ্রবণ-মন-রসায়ন পূর্ণামৃতাস্বাদন।
চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা বিতরণং, বিদ্যাবধূ-জীবনম্
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং (সুরসাল শ্রীহরিনাম)
পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।

ঝিঁঝিট—খং।

হরিনাম অমূল্য নিধি, হৃদয়-পরশ-মণি।
আছে যাঁর কণ্ঠে গাথা (ও মন!) সেই পরম ধনে ধনী।
সকল শাস্ত্রের সার, ভক্তের জীবনাধার,
হরিনাম কল্পতরু, অনন্ত রত্নের খনি।
যাহার পরশে হয়, সব দিক স্বর্ণময়,
হরিদাস হরি ভজে' হলেন ভক্ত-শিরোমণি।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

সদা মন ! ভাব না রে তাঁরে।
যাঁরে হেরিলে অভয়ে রবে, আনন্দ অপারে।
যা'র মায়ায় জগত ভুলে, তুমি তাঁরে থাক ভুলে,
আছে তো সে হৃদিমূলে, হের না একেবারে !
যে থাকে তোমারি সঙ্গ, তাঁর কর না প্রসঙ্গ,
অপর রিপু কুসঙ্গ, লয়ে থাক আদরে !

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

নারায়ণে না রাখ মতি। (ওরে মন আমার)
নিতান্ত নিকৃষ্ট পদে হইবে তোমার গতি।
নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা,
নারায়ণ পরামুক্তি, নারায়ণ পরা গতি।
অনন্ত রাম নারায়ণ, মুকুন্দ মধুসূদন,
কেশব কৃষ্ণ বামন, কংসারি বৈকুণ্ঠপতি।
পুরাইতে মনস্কাম, এভব রোগে আরাম,
সে হরে মুরারে রাম, করিবে কর ভকতি !
রক্ষ মাং হরে মুরারে, কৃষ্ণ মধুরিপু মোরে,
গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে, নিরাশ্রয়ে কর গতি।
হরেকৃষ্ণ বারম্বার, কৃষ্ণদ্বয় হরে দ্বয়,
হরেরাম দ্বয় দ্বয়, রাম দ্বয়ে কর স্তুতি।

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

মুক্তি যদি চাও, ভক্তি-জয়ে গাও,
নামে প্রাণ মাতাও, দিবা বিভাবরী।
ধরায় সেই ভাগ্যবান, যাঁ'রে ভগবান,
ভক্তি দেন দান, করুণা বিতরি'।
কর্ম্মসূত্রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে, কর্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষিকেশে,
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, আনন্দ-বদনে বল হরি হরি।
শুদ্ধ মনে সদা শ্রীহরি প্রসঙ্গে, কর আলাপন সাধুজন সঙ্গে,
এ জীবন-তরি হরিপ্রেম-তরঙ্গে, ভাসাও দেখি 'হেম' ধর্ম্মহাল ধরি'।

খাম্বাজ—একতালা।

মন! তোর পায়ে পড়ি, হাতে ধরি মিনতি করি।
তুমি মুখে যদি নাহি বল, অন্তরে রেখোরে হরি।
তুমি বৃথা কাজে সদা মত্ত, ছেড়ে দিলে পরমার্থ, তত্ত্ব না করি;
তুমি বারেক ভজে' দেখ, সুখ না পাও দিবে পরিহরি।
কতবার এ সংসারে এলে, ধন জন যত পেলে, এলে সব ফেলে;
যদি সর্ব্বস্ব কেউ কেড়ে লয়, লবে না তোর হরি হরি'।
তোমার মুখের কথা হরিবোল, তাও সার' হরিবোল,
গোলে হরিবোল করি;
বরং সেও ভাল, হরি বল, সৎকাযের কাজ শুভকরী।

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঠুংরী।

[যাতঃ শৈলসুতা-সপত্নী—সুর]

হরি হরিবল মন আমার, হরিনাম কর সার॥
মনরে! ভজ হরি, কহ হরি, লহ হরি নাম,
সদা প্রাণ ভরে' বল হরেকৃষ্ণ হরেনাম।
হরি হরি বলি, রসে ঢুলি ঢুলি,
মধুর হরিনাম-সুধা পান কর অনিবার।
মনরে! সংসারের ধূলাখেলা যারে ভুলিয়ে,
কেবল হরি হরি হরি বল প্রাণ ভরিয়ে;
মধুর হরিনামে, সুখে ভাস প্রেমে,
হৃদে হরিনাম মহামন্ত্র জপ বারবার।

ললিত-বিভাস—খেম্‌টা।

চিন্তা ক'রে ধনের চিন্তা গেল না।
চিন্তা বাড়ে বই আর কমে না।
ক'রে ধনেরই চিন্তে, আমি পারলেম না চিন্‌তে,
ভবে এসে হ'ল নাকো হরির চিন্তে;
উদর-চিন্তে ক'রে আমি, চিন্তামণি পেলেম না।
এসে চিন্তা পাপরাশি, গলায় দিতেছে ফাঁসি,
হেন শক্তি নাইকো আমার উঠে যে বসি;
কারে কর্‌লে চিন্তে, যারগো চিন্তে, হরির চিন্তে হ'বে না।

লুম খাম্বাজ—খৎ।

ভজ মন! হরিনাম, ছাড় অনিত্য বাসনা।
তাঁ'রে আরাধিলে যা'বে, বিষম ভব-যাতনা।
একমাত্র যিনি সার, সর্ব্বজীব মূলাধার,
নিশিদিন নাম তাঁ'র, কেন কর না রসনা?
বিষম বিষয়-বিষে, মত্ত হ'য়ে আছ বসে',
কি দশা যে হ'বে শেষে, নিমেষ যে তা' ভাবনা!
জলবিম্ব সম প্রাণ, তা'রে করে' নিত্য জ্ঞান,
সতত দুরিত ধ্যান, এ কি ঘোর বিড়ম্বনা!
দারা সুত ধন-জন, যাহারে ভাব আপন,
সকলি জানিবে মন! স্বপন সম কল্পনা।

বাউলের সুর—আড়খেমটা।

চল দেখি মন! দু'জনে যাই হরি উল্লাসে।
সোজা পথে না গেলে মন! পস্তাবি শেষে।
সনাতনের এম্নি ধারা, খুঁজে খুঁজে হ'বি সারা,
পথ-শ্রান্ত হ'লে আরা, হরিনাম শেষে।
যদি এ পথ ধর্‌তে পার, তবে ভয় করি নে কারো,
শমন বেটা দমন কালে, ভাব্‌বি রে বসে।
দ্বিজ কেদার এই ভণে, মিছে মায়ার বশে কেনে,
হরি-নামের ঝুলি নে'রে, বেড়াই প্রবাসে।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শ্রবণ মঙ্গলং।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ;
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথাং।
তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে, জীবনান্তে, হরিনাম বিনা সব বিকলং,
কাল-কলুষ নাশন, তারণ-কারণ, জগত-কুশলং।
দূর কর গর্ব্ব, হর' সর্ব্ব কুভাব,
উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গভাব ;—
কর যাগযজ্ঞ, যজ্ঞ নহে যোগ্য, যজ্ঞেশ্বরের নাম কেবলং।
ভক্তিভাবে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ,
স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম, চিত্ত নির্ম্মলং।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মজরে হরি-পদাম্বুজে মূঢ় মন-মধুকর।
ঘুচিবে ঘোর পাপ-পিপাসা, মহামোহ অন্ধকার।
ছাড় কু-রঙ্গ ছাড় কুসঙ্গ, নিত্য সত্যব্রতে ঢালরে অঙ্গ,
বিনা শ্রীহরি অনাথ-অন্তরঙ্গ, ভব-তরঙ্গে কি পাইবে পার ?
গেল গেল কাল, পাতিয়েছে জাল, নিকটে বিকট কালান্তক কাল,
থাকিতে সময়, খুলিয়ে হৃদয়, হৃদয়-নাথে মন ! ডাক নিরন্তর।
কি কায আবাসে, কিবা কায বাসে, যাইতে হইবে চির-পরবাসে,
এখনি স্ববশে, পরম উল্লাসে, শ্রীনিবাসে আত্ম-সমর্পণ কর।

সিন্ধু—খং।

একা এসেছি, একা চ'লে যাব, ধারি নাকো কারো ধার।
ভবের হাটে, হেঁটে হেঁটে, অস্থি-চর্ম্ম হ'লো সার।
সংসারে যাতনা, ভুগিতে হ'বে না,
ব্রহ্মপদ হৃদে কর রে স্থাপনা;—
ও তোর ঘুচিবে যন্ত্রণা, পূরিবে কামনা,
সদা বহিবে হৃদে শান্তির ধার।

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

সদা নারায়ণ, কররে সাধন, যে জন মন! তোর ঘুচা'বে বেদন।
মজে' কুরস আলাপে, মায়ার প্রলাপে, নারায়ণ জপে ত্যজ অকারণ।
শক্তি থাক্‌তে তুমি ভক্তি না করিলে,
মুক্তির পথে তুমি নিজে কণ্টক দিলে,
কণ্ঠরোধ হ'লে, জপিতে সে কালে, পারিবে না হে;—
কর এই বেলা হরির চরণ স্মরণ।
কমলা-সেবিত কমল চরণ, নয়ন-কমলে কর নিরীক্ষণ,
হৃদয় কমলে পা'বে দরশন, কৃপাময় হে;—
ভব আধি-ব্যাধি সব হইবে মোচন।
পাসরিলে হরি উঠি' ভব-তরি, পা সরিলে কে রাখে বিনে হরি,
ভবসিন্ধু-পারে, সে ভব দুস্তারে, নিরুপায় হে;—
কে তুলিবে বিনে সেই পতিতপাবন।

ভৈরব—একতালা।

যা'বে কৃতান্ত ভয় একান্ত, কমলাকান্ত জপ' মন!
হরি সনাতন সাধু শান্ত, শরণাগত-জন ধন।
শমন-সদন-গমন-বারণ, কারণ ধ্যান কর মন,
পাপ তাপ সব, হ'বে লাঘব রাঘব কর স্মরণ।
জনার্দ্দিন জগত-জীবন জগন্নাথ জগৎপালন,
জনম-মরণ-হরণ-কারণ, যোগেন্দ্র যোগীর ধন।
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, ইন্দীবর-লোচন;
যাঁর কৃপা-বিন্দু দানে হয়, ইন্দ্রলোকে গমন।
প্রতি যুগান্তে অবতরণ, ভবতারণ নিরঞ্জন,
সে ভবতারণ, লও হে শরণ, কর তাঁর গুণকীর্ত্তন।
অভাজন আমি না জানি ভজন, কেমনে করি কীর্ত্তন,
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁর, আদি অন্ত নাহি পান;
দীন কৈলাসে, কহে ত্রাসে, রাখ দিয়ে শ্রীচরণ।

বিভাস—আড়খেমটা।

হরি বল—হরি বলরে ওমন, দিন গেল বিফলে।
ওমন, এখনো না বল্লে হরি, বল্‌বে কি আর দেহ গেলে?
এদেহ জলের বিম্ব, বিম্ব ভাঙ্‌লে মিশে যা'বে জলে,
মন্‌রে! ভাই বন্ধু দারা সুত,
(তা'রা) কেউ যা'বে না নিদান কালে।

মূলতান—একতালা।

হরিনাম লইতে রসনা, আলস করোনা, যা' হ'বার তাই হ'বে।
দুঃখ পেতেছ, না হয় আরো পা'বে,
ঐহিকের সুখ হ'লনা বলে কি ঢেউ দেখে না' ডুবা'বে?
রাখ রাখ নাম যতন করি, যদি তরা'বে তরী এ ভববারি,
হরি ভবের কর্ণধার, জীবের মূলাধার,
(পঞ্চমুখে) ভব যা'য় ভাবে।
রেখো রেখো সেনাম সদা সযতনে,
নিত—নিতরে নাম শয়নে স্বপনে;
সযতনে থেকো, হরি বলে' ডেকো, এ দেহ ত্যজিবে যবে।

মূলতান—একতালা।

হরিনাম লয়ে হর, কৈলাস-শিখর, ত্যজিয়া শ্মশানে গেলরে।
নারদ প্রহ্লাদ ধ্রুব মহাশয়, হরিনাম ক'রে সদা সদাশয়,
রবির তনয়, তা'রে করে ভয়, হরিনাম যেবা করে রে।
অধম অজামিল, বিখ্যাত অখিল, হরিনামে তা'রা তরে রে;
এমন সুধামাখা নাম, কর অবিশ্রাম, পরিণামে পার হ'বে রে
শুনরে পামর ভাগবত-সার, হরিনাম বিনা গতি নাহি আর,
এ ভব-সংসার, যদি হ'বে পার, হরি বলে' একবার ডাকরে।
হরি দয়াময়, বেদাগমে কয়, শমন-ভয় নামে পালায় রে;
তোর র'বেনা বিপদ, হরি মোক্ষপদ, রমানাথ এই বলে রে।

মুলতান—আড়খেম্‌টা।

হরিনামামৃত-নীরে, মজে থাক্‌রে মন রসনা।
যে হরিনামের লাগি,   শঙ্কর হ'য়েছেন যোগী,
সে বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী, ওরে শাস্ত্রেতে আছে ঘোষণা।
ধ্রুব প্রহ্লাদ ডুবে ছিল,   ডুবে রতন পাইল,
হরি তা'দের কোলে নিল, ঘুচিল যম-যন্ত্রণা।

মুলতান—একতালা।

মন! কর সদা হরিনাম সংকীর্ত্তন।
সরল অন্তরে,   ডাক বারে বারে,
ভবার্ণবের নাবিক পুরুষ রতন।

অকূল ভব-সাগর বারি, পার হবি কে আয়রে আয়।
ভব- কাণ্ডারী আপনি শ্রীহরি, ভগ্ন-তরী বেয়ে যায়।
দশেন্দ্রিয় দশ জন দাঁড়ী, তা'রা কর্ম্ম-বশে জোড় চালায়;
উচ্চ আশায় পাল তুলে' দিয়ে, হরিপদ-পবনে বেয়ে যায়।
অন্ধ আতুর অনাথ নিরাশ্রয়, পাপী তাপী আছ কে কোথায়?—
ভব-তরঙ্গে কূল নাহি পাবে, সময় বয়ে যায় অবহেলায়।
দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল, ইহকাল পরকাল হারা'ও না,
হরিবোল বলে' ভাই সকলে, পারে কে যাবি আয়রে আয়।

কৃপাবান ভগবান ভবের সে করুণা-নিদান।
কেবল সেই কৃষ্ণ সবারি শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণু সুর-প্রধান!
সেই পদ্মনাভ, বারেক ভাব, ত্যজি মনের মান অভিমান।
মনরে! হইয়ে প্রহরী, রাখ বুকে বেঁধে হরি,
হরিময় করিয়ে প্রাণ,—
সতর্কে থেকো যতনে, নিদ্রা কিম্বা জাগরণে,
চক্ষে চক্ষে রেখোরে সন্ধান;
আর নাহি গতি, ভবের অ'তি, গতি মতি সেই সে প্রধান।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, হৃদে ধর পীতাম্বর,
করি' বেদ বিধান,—
তাঁর মনে যা' ইচ্ছা হয়, তিনি সেই ইচ্ছাময়,
বিশ্বম্ভর সকল প্রধান;
দেহ তাঁর উপর ভার, হরিতে ভূভার,
তিনি মুক্তি দেন, বা না দেন।

সাওন মিশ্র—একতালা।

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, হরিনাম করি গান।
কাল হরি' আয় হরি বলে,' শীতল করি তাপিত প্রাণ।
অলসে দিন বয়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আয়,
রাঙ্গা পায়ে সপি মন কায়;—
সুধায় ভাসি দিবানিশি, সুখে সুধা করি পান।

হরিনামের গুণ এম্‌নি বটে।
গভীর আঁধারে আলোক ফোটে।
ভক্তিভরে ডাক্‌লে পরে হরি হরি বোলে,
দয়াল হরির হৃদয় গলে;
হরি আর রইতে নারে, ভক্ত তরে,
উধাও হ'য়ে আপনি ছোটে।
ভক্ত হেতু দয়ার সেতু আপনি ভগবান,
কোমল দেহে কষ্ট স'য়ে ভক্তে করে ত্রাণ,
আহা, এমনি হরিনাম, এম্নি হরির প্রাণ,—
আর সকলে হরি বোলে, হরির পায়ে পড়ি লুটে!

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল।

তুঁহি ভজ ভজ রে মন, কৃষ্ণ বাসুদেব পরম নাম,
পরম পুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ।
যুগে যুগে জপ-তপ করে, বামদেব নারদ মুনি,
বশিষ্ঠ সনকাদি মুখর, গাওবত ধাওবত,
অষ্ট যাম রটত রহত পরায়ণ।
মচ্ছ কচ্ছ বাঁই রাঁই, নরসিংহ পরশুরাম,
বামদেব কপিল মুনি, শেষ নাগ ভাওয়ান;
নাম ধ্যান জপত রহত, সুর নর মুনি গুণী জ্ঞানী,
সকল জীব জন্তনকো তরায়ণ।

ভৈরবী—ঝাঁপ্‌তাল।

হরিনামের স্বরূপ শ্রীহরি।

লওরে অবোধ জীব! আনন্দ করি';—

ভজরে হরি,—জপরে হরি।

এ সংসার দাবানলে, দিবানিশি জ্বলে, রে—

জুড়াইতে কর নাম, হৃদয়-বিহারী (ভবতাপ মহাজ্বালা)

সকল মঙ্গল পাবে, এ জীবন ধন্য হ'বে, রে—

আঁখরে আঁখরে পাবে, প্রেমের মাধুরী (সুধামাখা হরিনামের)।

হরিনামের আভাস পেলে, পাষাণ হৃদয় যা'বে গলে, রে—

জপিতে জপিতে উঠ্‌বে আনন্দ-লহরী (সুধামাখা হরিনাম)।

হরিনামের বংশীস্বরে, আত্মারামের মন হরে, রে—

মৃত তরুলতা ফলে, মুকুল মুঞ্জরি (হরিনামের সুধারসে)।

পাষণ্ড পরাণ মাঝে, ব্রজের নিকুঞ্জ সাজে, রে—

নাম রূপে কৃষ্ণ করে রসের চাতুরি (হৃদয়-নিকুঞ্জ মাঝে)।

কাফি বারোঁয়া—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।

প্রাণ শীতল, বল্‌ হরিবোল, ঘুচ্‌বে মনের কালিমা।

হরিনামের রসে পাষাণ গলে, আয় ডাকি আয় হরি বলে,

হরি বলে ভবে যাই চলে:—

হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে, হরি-প্রেমের নাই সীমা।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

বলরে ভাই! মন সাধে বদন ভরিয়ে হরি।
মাতি' মিছে গণ্ডগোলে, রহিলে বিষয়ে ভুলে,
ডাক্‌লে না ভাই! হরি বলে' যে জন ভব-বিপদ্‌হারী।
করিলে অসার চিন্তে, না পেয়ে ভাই সার চিন্‌তে,
কররে ভাই! তাঁর চিন্তে, যে জন চিন্তা-অন্তকারী;
কি হইবে সুখ আশে, ধন মান অভিলাষে,
ভুলো না আর মায়াবেশে, পা'বে শান্তি-বারি।

আয়রে আয় হরি ব'লে, বাহু তুলে নেচে আয়।
ডাক্‌লে হরি রইতে নারে, রাখ্‌বে তোরে রাঙা পায়।
কাজ কিরে তোর ছার কামনা, হরিপদে প্রাণ সপ না,
হরিনাম কারো নাই মানা;—
হরিনামের পণে হরি কেনে, নামের গুণে তরে' যাই।

হরি ব'লে বাহু তুলে আয়রে নাচি সবে মিলে।
ঘুচে যা'বে প্রাণের জ্বালা নামের মালা পর্‌লে গলে॥
তালে তালে পা ফেলিব, কুতূহলে তালি দিব,
প্রেমানন্দে হরি ব'লে, নাচ্‌ব হরি-পদতলে।
প্রেমে মাখি প্রেম-ধূলি, প্রেমের খেলা আয় না খেলি,
মাথে নিয়ে প্রেম-ডালি, প্রেম-ধামে যা'ব চ'লে।

কর নিত্য, হরি তত্ত্ব, হ'লি বিষয়-মত্ত কি কারণে ?
চিন্‌তে নারিলি তাঁরে, চিন্তে যাঁরে জগজ্জনে।
(ও মন) ধন-জন বল, অনর্থ কেবল, প্রবল কেনরে কামনা ;
(যবে) দেহপাত হ'বে, পাঁচে পাঁচ মিশিবে, কাকস্য পরিবেদনা !
মুক্ত নব-দ্বারে, এ দেহ-পিঞ্জরে, প্রাণ-পাখী করে বসতি ;
সে যে কখন উড়ে যায়, নাহিক নিশ্চয়, অনিবার্য্য তা'র গতি।
ভীষণ হুঙ্কারে, শমন-কিঙ্করে, করে করে বেঁধে নিবে ;
(তখন) সে দুস্তর হতে, নিস্তার করিতে,
বন্ধু হ'য়ে কে দাঁড়াবে ?—(দীনবন্ধু বিনে)।
রসনা স্ববশে, র'বে নারে শেষে, বলরে বল এ বেলা হরি ;
নিদানের বিধান, করুণা-নিদান, হরি ল'বেন বিষাদ হরি'।
অসময়ের বন্ধু এমন কেহ নাই ভুবনে,
আপন ভেবে এ সংসারে মজেছ কা'র প্রেমে ?—
দেখে ভোজের বাজি, ও মন ! হলি রাজী,
মুদ্‌লে নয়ন, সকল স্বপন, তখন অন্ধকারময় ভব-ভবন,
ও মন ! সে দিন কি তোর হয় না স্মরণ,
(ওরে) দুর্ব্বলের সখা হরি, ভুলিস্‌ নারে এ জীবনে।

প্রাণ গাওরে হরিনাম। হরিনাম মধুর নাম।
বল্‌লে হরি দুঃখ যা'বে, অন্তকালে মোক্ষ হবে,
জীবন অন্তে শান্তি পাবে, থাক্‌বে সুখে অবিরাম)

হরি বল, হরি বল, হরি বল, মন!
যে নামের মহিমা-গুণে পা'বি শান্তি-নিকেতন।
আয়রে বাহুতুলে হরি হরি ব'লে,—
যে নামেতে অন্তকালে ত'রে যাবি অভাজন।

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর।

হরি-নামামৃত পান কর সবে ভাই!
এমন নাম কখনও শু'নি নাই।
হরিনাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তা'র,
নামে যায় মহাপাপ, রোগ শোক তাপ, সংসার-বিকার;
নামে জগাই মাধাই, তরে দু'ভাই
(হরি) নাম শুনায় গৌর নিতাই।
ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্য-কশিপু দিল বিষ করিতে পান;
নামে গরল অমৃত হ'ল, প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই।
যত যোগ-যাগের সাধন, দেখ জপ-তপ আরাধন,
ও সব নাম-সাগরের অগাধ জলে বুদ্বুদ যেমন;
হরিনাম-সাগরে মগ্ন যে জন তা'র কি সাধন আরও চাই!
পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত-বিচার,
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার;
তুলে নামের নিশান কর নাম গান, (হরি) হরিবোল বল সবাই।

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর।

হরি হরিবোল ও মন! বল না।
তোমায় বুঝালেও তো বুঝ না।
হরি দীনের বন্ধু, হরি করুণা-সিন্ধু,
বিপদ অন্ধকারে হরি পূর্ণ ইন্দু ;—
হরি ক্ষুধায় ক্ষীর, পিপাসায় নীর, হরির নাইকো তুলনা।
হরির নামটী সুধাময়, নামে পাপ তাপ দূর হয়,
নামে জন্মে ভক্তি জীবন্মুক্তি আপনি হয় উদয় ;
নামে পাষাণে বীজ অঙ্কুর হয় রয়না ভব-যাতনা।
নামে মজে'ছে যা'র মন, অনুরাগে তা'র ভজন,
নামে রূপে এক ক'রে সে করে দরশন ;
তখন উথলে তা'র সুখের সিন্ধু ঘুচে যায় ভয় ভাবনা।
পরিব্রাজক বলে, কেন রহিলে ভুলে,
তুমি কখন হরি বল্‌বে তোমার দিন ব'য়ে গেলে,
তোমার হউক বা না হউক আর কোন কাজ হরিনামটি ভুলোনা।

সাহানা—যৎ।

হরিনামে সবাই নাচে এম্‌নি হরিনামের লীলা
সাগর-জলে হেলেদুলে লহর নাচে তাল বেতালা।
তুই কেন মড়ার মত, নিঝুম হয়ে আছিস্ এত,
নাচ্‌না রে ভাই হরি বলে, জুড়িয়ে যা'বে প্রাণের জ্বালা।

বারোয়া বেহাগ—ঝাঁপতাল।

হরিনাম-সুধারসে কেন রসনা রস না ?
বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা ?
দারা সুত আদি সবে, সকলি পড়িয়া রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যা'বে, সেই নামের সাধনা।
বার বার গতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহ-মদে অন্ধ হ'য়ে, যেন বঞ্চিত হইওনা।
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা পর,
হরিনাম করে কর, ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা।
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম রঙ্গে,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা অঙ্ক না।

দেশকার—লোফা।

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়।
হরিনাম প্রেম-ভরা হরি বলি আয়।
নাচ ভাই হরি ব'লে, নামে রস উথলে চলে,
কর নাম বদন ভরে, নামে মন মাতায়।
হরিনাম করবি যত, সাধের তুফান উঠ্‌বে তত,
সাধে সাধ সাগর হ'য়ে, উজান ব'য়ে যায়।
হরিনাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা,
নামে কারু নাইকো মানা, যে চায় সে তো পায়।

দেবগিরি বিভাস—একতালা।

[তাই ভাবিগো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে—সুর]

হরিনামের হার, প্রাণের অলঙ্কার, কি কাজ আমার অন্য ভূষণে?
কি কাজ আমার, মণিমুক্তা হার, কি কাজ আমার রাজ-সিংহাসনে?
ভাসায়েছি দেহ হরিনাম-জলে, হরিনামের মালা পরিয়াছি গলে,
হরিনাম-নিধি দেও কর্ণমূলে, আমি, হরি হরি ব'লে ভ্রমিব ভুবনে।
হরিনাম বিনা অন্য ধন নাই, হরিনাম আমায় ভিক্ষা দেরে ভাই,
দিবানিশি যেন হরিগুণ গাই, হরিনাম যেন শুনি কাননে ভবনে।
কর্ণের ভূষণ হরিনাম শ্রবণ, রসনার ভূষণ হরিনাম কীর্ত্তন,
হরিরূপ ধ্যান হৃদয়-ভূষণ, আমায় দেও সাজা'য়ে সেই অমূল্য রতনে।
কি কাজ আমার গৃহ পরিবার, কি কাজ এ ছার অঙ্গের শোভার,
হরিনাম বিনে সকলি অসার, হরিনাম সাথের সাথী জীবনে মরণে।

কেদার—কাওয়ালী।

হরের্নাম বিনা মন, কি আছে সংসারে?
স্মরণ করিলে দুঃখ তাপ যা'বে দূরে।
যত মুনি ঋষি ধ্যান করে সদা, নামামৃত রস পান করে।
তাই বলি বারবার আনাগোনা,
ভ্রমে পতিত হয়ে কি করিছ ভাবনা;
যদি এ ভব-সংসারে, তরিবার ইচ্ছা ওরে,
ডাক কর্ণধারে বারম্বার রে।

বেহাগ—কাওয়ালী।

নিকট বিকট কাল,　ওরে মন বাতুল,
ভাব সে পদ রাতুল, ভ্রান্তে ভুলো না রসনা!
(হরি হরি বল না?)।
নাম নিলে একবার, পুনর্জন্ম নাহি তা'র,
ত্যজিয়ে বিষয় বিকার, কর হরি আরাধনা।
কৃপা করি গুণধাম, প্রকাশেন অসংখ্য নাম,
কেশব মাধব রাম, ঘনশ্যাম কেলেসোনা।
নরহরি নারায়ণ, যদুপতি জনার্দ্দন,
বিপদে মধুসূদন, আছে জগতে ঘোষণা।
যগ কয় কলুষ-ব্যাধির হরিনামৈব ঔষধি,
পথ্য পরমার্থ বিধি, জীবরে! জেনে জান না?

হরিবল বলরে হরি হরি বল।
ঐ হরিনাম কণ্ঠহার কররে সম্বল।
মধুর হরিনাম, অনন্ত সুখধাম,
জীবন্মুক্ত ভক্তজনে গায় অবিরাম,
হরিনাম বিনা আর এ সংসারে কিবা আছে বল;
ভক্তি ভাবে যেই জন, করে হরিনাম কীর্ত্তন,
অতুল আনন্দ পায় দেব-দুর্ল্লভ ধন;—
হয় প্রেমানন্দে বিকশিত তা'র হৃদয়-কমল।

ললিতবিভাস—ঝাঁপতাল।

[বসিলেন মা হেম-বরণী হেরম্বেরে ল'য়ে কোলে- সুর]

সেই পদে পদেপদে মজরে মন! দিবানিশি।
যে পদ সম্পদ ভেবে শঙ্কর শ্মশানবাসী।
মিছা মন! ধন জন আদি সুত জায়া,
প্রপঞ্চ পঞ্চের খেলা সব মিথ্যা মনোমায়া;
হ'য়ে চেতন ত্যজরে মন! কলুষ বাসনা-রাশি।
ভোগানন্দ মায়ানন্দ বৃথানন্দ অতি মন্দ,
মিছা দ্বন্দ্ব কর বন্ধ, বিষয়ানন্দ;
যোগানন্দে চিদানন্দে, পরমাত্মানন্দে,
পূর্ণানন্দে, প্রেমানন্দে, হ'বে সুখী সদানন্দে,
পরিব্রাজক ব্রহ্মানন্দে নিত্যানন্দে অভিলাষী।

✓ হরি হরি বলে, নাচ বাহু তুলে, জুড়া'বে প্রাণের জ্বালা।
পিয়াস মিটিবে, নিরাশ টুটিবে, আঁধারে ফুটিবে আলা।
(আহা! পরম দয়াল হরি)—
দয়া বিতরণে পূরে তা'র আশা যে জন প্রেম-ভিখারী।
আহা! হরিনাম কি মধুর নাম—হরিনামে পাপী তরে,
হরিনামে বিধি হরের প্রেম-ভরে আঁখি ঝড়ে;
(আহা! প্রেম-ধারা বহে দরদরে)
ভীম ভবসিন্ধু হ'বে জলবিন্দু রে,—
এম্নি হরিনামের প্রেম-লীলা।

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

গাও সন্ধ্যা, গাও চন্দ্র, গাও গগন উজ্জল তারকাদাম।
গাও আকাশ, গাও বাতাস, প্রাণারাম হরিনাম।
গাও কানন কুসুমচয়, জয় রাম জয় জয়,
মধুসূদন, জীবজীবন, বংশীধারী বাঁকা শ্যাম।
গাওরে প্রাণ! আপন প্রাণে, হরিগুণ-গান মধুর তানে,
গাওরে বিহগ কূজন গানে, কৃষ্ণভজন-সুধা ;—
ত্রিভুবন বাঁধা চরণে যাঁ'র, তাঁ'র চরণে মন আমার,
বাঁধ আপনারে, প্রেম-ডোরে, ভব-সাগরে পাবি ত্রাণ।

রামকেলী—একতালা।

ডাক হৃদয় খুলে হৃদয় মাঝে হৃদয়-রঞ্জন রে।
সেই দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু দিবেন দরশন রে।
প্রেমরাগে ভক্তিযোগে খুলি মন প্রাণ রে,
দাও একান্তে চরণে তাঁর করি সমর্পণ রে।
প্রাণ ভরি নাম হরি গাও অবিরাম রে,
যা'বে পাপ পরিতাপ শোক জুড়াবে জীবন রে।
একান্ত মানস-পটে, কর তার ধ্যান রে,
সেই চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে হও নিমগন রে,
পাবে নিত্য শান্তিধামে অমৃত সদনে রে,
লভিবে অনন্ত জীবন ঘুচিবে মরণ রে।

রামকেলী—একতালা।

কর বদন ভরি দয়াল হরি নামানুকীর্ত্তন রে।
কর সদানন্দে ভূমানন্দ রসামৃত পান রে।
আছে উক্ত, জীবন্মুক্ত, হয় ভক্ত জন রে,
গেয়ে দয়াল নাম অবিরাম যায় পুণ্যধাম রে।
গাই সবে ভক্তি ভাবে রসাল দয়াল নাম রে,
নামে হৃদয় কমল, হবে অমল, হব পূর্ণকাম রে।

টোরি ভৈরবী—একতালা।

বৃথা দিন গেল বল 'হরে'।
এখনো, জ্ঞান না হ'ল, দিন ফুরা'ল,
(ওরে ওমন !) হরি বল বদন ভরে'।
তুমি সুখে শুয়ে মায়ার কোলে, সদা দেখ্‌ছ স্বপন মায়ার বলে,
ভাব্‌ছ সদা আপন বলে', প্রফুল্ল অন্তরে ;
এ যে আমার বিভব আমার ভবন, আমার দাসী এই পরিজন,
আমি যে কর্ত্তা এখন, জ্ঞানী মানী বল্‌ছে মোরে।
যেমন বিভিন্ন ভাসমান তৃণ, প্রবাহেতে হয় মিলন,
কালেতে হয় বিভিন্ন, খরস্রোত নীরে ;
তেম্‌নি ধারা ভবের আচার, ভবে তুমি বা কা'র কেবা তোমার,
ভাঙ্‌বে যখন চটকা তোমার, অহং তত্ত্ব দূরে যা'বে।

টোরী (জোয়ানপুরী)—কাওয়ালী।

সাঁচ সাঁচ কি যে।
অতি সুখ লিজে, হয়ে জনকো না তরে,
মনুষ্য জনম ইয়া বৃথা যাতি হ্যায়।
কহে গুলাবা, শুন রে মন মূরখ, অবকে চেত ন চেত সবেরা,
বকে কিয়ে খোলো, শ্রীমধুর নাম, সদা রস পিযে।

হরিবোল বল্ মন আমার।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ;—
হরিবোল বল্ মন আমার।
(জয়) কেশব মধুমথন শ্যাম,　মুক্তিদাতা ভক্তিধাম,
যোগীজনগণ-প্রাণ-আরাম, নয়নাভিরাম করুণাধার ;
(জয়)জীব-জীবন, মদনমোহন, ভবধব বন-কুসুম- হার।

ঝিঁঝিট—একতালা।

পিওরে হরিনামামৃত সতত তৃষিত মম রসনে !
বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে জীবনে মরণে।
যোগী-চিত্তহারী মূরতি সুন্দর, হৃদয়-মন্দিরে হের নিরন্তর,
থাক নিমগন তাঁহার চিন্তনে স্মরণে নিদিধ্যাসনে।
কর্ম্মযোগে ভোগ কর সেবানন্দ, ধ্যানযোগে শান্তিরস জ্ঞানানন্দ,
ভুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য-প্রেম-মকরন্দ নামগানে ভক্তি-সাধনে।

জয়জয়ন্তি—তিওট।

এস সবে মিলি আজি হরিগুণ গানে।
পূরাই মনের আশা, নামামৃত পানে।
ত্যজিয়ে মমতা মায়া, এস সভাজন,
জুড়াই জীবন আজি নামামৃত পানে।
সংসারের ভাব যত, সকলি বিদিত,
কেবলই মোহে মোহিত, মত্ত অভিমানে।
ছাড় ছাড় দেহ মনে যত গর্ব্ব আছে,
শান্তি সুখ ধর ধর হৃদয় মাঝারে;
হরিনাম ভেলা করি, কি ভয় মরণে?—
নির্ম্মল হৃদয় হ'বে, শান্তি সুখ ধামে যাবে,
বিরাম দিওনা মন! হরিনাম গানে।
হাত তুলি হরি বল, জীবন সম্বল,
বিভু বিশ্ব সনাতন, অখিল-তারণে;
নয়ন মুদিত করি, হরি প্রেমে ভাসিবে,
গদগদ ভাবে দেখ (সতৃষ্ণ নয়নে দেখ) হরি হৃদয়-বিমানে।

দিন যায় ভাবরে মন! সেই একে।
ভাবনা রে মন, জান না রে মন, সেই হরিকে।
যত দিন রবে ভবে, দীন হীন কি এমনি রবে,
সকল দিন দুঃখ ভাবে, নিবে আমাকে।

জয়জয়ন্তি—একতালা।

হরিনাম গুণ গানে, নাম গান-সুধা পানে,
এক প্রাণে মতি, ভাই!
দয়াময় হরি বই, মুক্তির উপায় কই,
হরি ব'লে ডাকি তাই।
'আয় আয় বাহু তুলে, হৃদয়-কপাট খুলে,
হরির দুয়ারে যাই;—
প্রাণের ভকতি ভরে, নতশিরে যোড়করে,
চরণে তাঁর লুটাই।

পিলু—খেমটা।

[জানি কা'র রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে—সুর]

না জানি হরি কেমন, নামটি যখন মিঠা এত!
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন,
দেখ্‌লে জানি কেমন হ'ত!
যে হ'তে নাম শুনেছি, সে হ'তে পাগল আছি,
বাঁচি কিম্বা মরি, ও সুখ বল্‌ব কত;—
তাঁরে ধরি ধরি করে হিয়া, ধর্‌লে জীবন সফল হ'ত।
শুনেছি লোকমুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে,
যে দেখেছে সে হ'য়েছে অনুগত;—
তাঁ'রে দেখ্‌লে অঙ্গ সঙ্গ মাগে, নয়ন ঝড়ে অবিরত।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

সম্পদ কালে যদি ভুলে থাক তাঁরে, মোহ প্রলোভনে ;
বিপদে দুর্দ্দিনে তবে, দুস্তর ভবার্ণবে, হ'বে পার কেমনে ?
স্মরিলে না সুখে সেই পরম সুখ-সদনে ;
পা'বে কি ডাকিলে তাঁরে দুঃখের পীড়নে ?
রোগ শোক মৃত্যুভয়ে বিচ্ছেদ দহনে,
শূন্য প্রাণে নিরখিবে, অন্ধকার নয়নে ;
অতএব ভক্তি-ভরে ভজ হরি নিরঞ্জনে,
ডাক তাঁরে সুখে দুখে জীবনে মরণে।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

বিপদ ভয় বারণ, যে করে, ওরে মন,
তাঁরে কেন ডাক না ?
মিছা ভ্রমে ভুলে, সদা রয়েছ ভব-ঘোরে মজি,
একি বিড়ম্বনা!
এ ধন জন না র'বে হেন, তাঁরে যেন ভুলো না,
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যা'বে ভব-যাতনা।
এখন হিতবচন শুন, যতনে করি' ধারণা,
বদন ভরি নাম হরি, কর সতত ঘোষণা ;
যদি এ ভবে, পার হ'বে, ছাড়ি বিষয় কামনা,
সপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁরে কর সাধনা।

খট-ভৈরবী—আড়খেমটা।

হরিনামের তরি এসেছে ধরায়।
ও কেউ পারে যাবি তো আয় ত্বরায়।
আহা এম্‌নি তরির গুণ, নাই হাল দাঁড় তার গুণ,
উজান ভাটা মানে নাকো মাঝি সুনিপুণ;
তরি দেখ্‌তে হয় না, চড়্‌তে হয়না,
হরি বল্লে পারে যাওয়া যায়।
হ'তে ভবসিন্ধু পার, পারের নৌকা নাহিক আর,
অধমতারণ পতিতপাবন স্বয়ং কর্ণধার;
পারের মাশুল দয়াল হরির নাম,
পাপী তাপী হরি বল্লে তরে যায়।

ভৈরবী—কহরবা।

সাধন কর্‌না চাহিয়ে মনবাঁ—ভজন কর্‌না চাহিয়ে।
নিত নাহন্‌সে হরি মিলে তো জলজন্তু হ্যায়;
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো, বাহুর বাঁদরায়।
তুলসী পূজন্‌সে হরি মিলে তো, মৈঁ পূঁজু তুলসী ঝাড়;
পাথর পূজন্‌সে হরি মিলে তো, মৈঁ পূঁজু পাহাড়।
তিরণ্‌ ভখণ্‌সে হরি মিলে তো, বহুত মৃগী অজা;
স্ত্রী ছোড়ন্‌সে হরি মিলে তো, বহুত রহে হ্যায় খোঁজা।
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো, বহুত বৎস বালা;
মীরা কহে বিনা প্রেমসে, মিলে নহি নন্দলালা।

ভৈরবী—খেমটা।

এই হরিনাম সুধা সম।
যে নামে পরিণামে হয় না কিছু ব্যতিক্রম।
শিব ধ্রুব নারদ ঋষি, এই নামে হয় উদাসী,
সন্তত অভিলাষী, হৃদে ত্রিবিক্রম ;—
হরিনামের কি মহিমা, বেদাগমে হয় না সীমা,
জগতে নাই উপমা, জগৎপতি নরোত্তম।
গেল দিন ব'য়ে গেল, এই বেলা হরি বল,
ভজে মন ব্রজে চল, ত্যজিয়ে আশ্রয় ;—
তুমি বন্দী হ'লে মায়া-জালে, তবে মুক্ত হ'বে কত কালে,
ডাক্‌লে না হরি ব'লে, নিকট বিকট যম।

হরিসে লাগি রহরে ভাই !
তেরা বনত বনত বনি যাই ;
তেরা বিগড়ি বাত বানি যাই।
অজাতারে, বকাতারে, তারে সুজন কসাই ;
শুয়া পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া মাঝে খাজানা, বেনিয়া বয়েল চড়াই ;
এক বাত্‌সে ঠাণ্ডা লাগে, খোঁজখবর নাহি পাই।
এইসি ভক্তি কর ঘটভিতর, ছোড় কপট চতুরাই ;
সেবা বন্দন, আউর অধীনতা, সহজে মিলিবে গোঁসাই।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তা'রে দেখ্‌বি যদি নয়ন ভ'রে, এ দু'টো চোখ কর্‌রে কাণা।
যদি, শুন্‌বিরে তার মধুর বুলি, বাইরের কানে আঙুল দে না!
কিসের মধু চিনি? সে যে গাঢ় প্রেমের মিশ্রি পানা;
(তুই) খাবি যদি, ক'সে এটে বেঁধে রাখ্‌ তোর কু-রসনা।
পরশ মণি পরশ ক'রে, হ'তে যদি চাস্‌রে সোণা;
(তবে) বিরাগ-পক্ষাঘাতে অসাড় ক'রে নে' তোর চামড়া খানা!
সে যে রাজার রাজা, তার হুজুরে যা'বে যদি, নাইরে মানা;
তবে অচল হ'য়ে—শান্ত মনে, সার কর্‌ আঁধার ঘরের কোণা।
কান্ত বলে, সকল কথাই আছে আমার প্রাণে জানা;
(আমি) জেনে শুনে, ভেবে গুণে, ভুলে আছি, কি কার্‌খানা!

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

হরি হরি বল মন রসনা, হরি হরি কেন বলনা?
বিষাদ-নীরে মগন হইয়ে, কত কর ও মন! ভাবনা;
যাঁহারে ভাবিলে যায় ভাবনা, তাঁ'রে কেন ওমন! ভাব না?
নাহি নাহি মন! ভাবনার কূল, ভাবিতে ভাবিতে হইবে আকুল,
যাঁহারে ভাবিলে ভাবনার সাধ মিটেনা—কভু মিটেনা,
তাঁ'রে কেন ও মন! ভাব না?
এলে এ সংসারে ফকিরী লইয়ে, যাইবে আবার ফকির হইয়ে
আপন বলিতে যা'র কিছু নাই, তা'র কেন এত ভাবনা?

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

তুমি কা'র, কে তোমার, কা'রে বলরে আপন ?
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন ;
তেমতি জানিবে সব, অনিত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে প'লাবে তারা, কে করে বারণ ?
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব, প্রাণ-প্রিয় জন ;
ধন যৌবন মান, কোথা র'বে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস, নিষ্ঠুর শমন।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

তাঁ' বিনে পার পাবি নে পারাবারে।
বলি তাই বারে বারে ;
পারের কাণ্ডারী হরি, হরি বিনে কে নিস্তারে ?
ধন জন পরিবার, কোন্ কর্ম্মের তোমার,
(তা'রা) পার্‌বে না করিতে পার ;
বরং ডুবাতে পারে পাথারে রে।

ভৈরবী—খেম্‌টা।

এই হরিনাম বল বদনে।
হরি বৈ আর গতি কৈ, ভেবে দেখ ত্রিভুবনে।
আগম নিগম পুরাণ যত, সকলি হরিগত,
মহিমা বল্‌ব কত, অপার অসীমে;
ঐ দেবাদিদেব ত্রিপুরারি, পঞ্চমুখে বলেন হরি,
ধ্রুব তাই ধ্রুব করি, ভাবেন হরি নিবিড় বনে।
দয়াময় দীনবন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু,
হরি বৈ নাহি বন্ধু, ভবসিন্ধু পারে;—
তুমি বসে আছ কি ধন লয়ে, তোমার সাধনের দিন গেল বয়ে,
দেখ্‌লে না একবার চেয়ে, হরণ করবে জীবন ধনে।

মুলতান—একতালা।

দেখ নয়ন মুদে অন্তরেতে শ্রীহরি-চরণ।
যিনি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পতিতপাবন।
হৃদিপদ্ম আসন করি, বসাও তাঁরে যতন করি,
কর নয়ন জলেতে তাঁর, পদ প্রক্ষালন।
মন প্রাণ ঐক্য করি, ধর তাঁরে দৃঢ় করি,
যাতে ভবব্যাধি শোক তাপ, হইবে মোচন।
জলে জল যেমন মিশায়, হও তাঁতে লীন প্রায়,
তাতে হইবে পরম সুখ, না যায় কথন।

খট-ভৈরবী মিশ্রিত—কাওয়ালী।

ছাড়রে মন ভবের খেলা যাবার সময় হ'ল তোর।
সদা হরিবল হরিবল, ভেঙ্গে যাক্ তোর ঘুমের ঘোর।
আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে, প'ড়ে ভবের মায়াভ্রমে,
মন মজা'রে হরি নামে, হরি প্রেমে হও বিভোর।
তোর মনের কালি না ঘুচালি, হরিবোলা নাম কাঁকালি;
মিছে বাহিরে শিকল আঁটিলি, ঘরে রেখে পাপী চোর।
যদি পার হ'তে থাকে বাসনা, কর হরি নাম সাধনা;
সেতো ধনী মানী পার করেনা, কাঙ্গাল পে'লে নাই ওজর।

কেদারা—আড়াঠেকা।

সাধনের ধন হরি।
সাধ তাঁ'রে সাধ করি;
সাধরে সর্ব্বশক্তিরে, সাদরে দিবা-শর্ব্বরী।
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বপ্রিয়, সর্ব্বজীবে সমস্নেহ,
সর্ব্বশক্তি স্থূলদেহ, সাকার আকার সাধ করি।
সাধিলে সাধনা সিদ্ধ, সাধন পরম আরাধ্য,
সাধ মনে হ'য়ে শুদ্ধ, সাধ্যমতে যত্ন করি।
সংসারের সার জেনো, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
রসনায় সাধ সে ধন, যথাসাধ্য ভক্তি করি'।
সচেতন হ'য়ে নর, স্মরণ মনন কর,
হ'য়ে দীন খগেশ্বর, লভিবে রে শান্তি-বারি।

বাউলের সুর—গড়খেমটা।

[আমি কেমন করে' কর্‌বো বল শক্তি সাধনা—সুর]

মায়াতে মোহিত হ'য়ে কর কি বিচার (ও মন!)।
তুমি বা কা'র, কেবা তোমার, ভাব না একবার।
এ পর আর সে আপন, বৃথা দ্বন্দ্ব কর মন,
পথের পরিচয় যেন, সম্বন্ধ সবার (ও মন!)।
একাকী এসেছ ভবে, আবার একা চলে' যাবে,
তখন কেবা কোথা র'বে, সব ফক্কিকার (শেষ)।
ভবলীলা নটের খেলা, ভেঙ্গে দাও আর নাইক বেলা,
ধুয়ে ত্বরা মনের মল', কর আপ্ত সার (ও মন!)।
পরিব্রাজক শুন বাণী, কাজ কি করে' জানা-জানি,
ঘরের ভিতর হচ্ছে ধ্বনি, আনন্দ ঝঙ্কার।

হরিনাম সার কর ভাইরে!
ভবসিন্ধু পার হ'তে বন্ধু আর নাইরে।
ষড়রিপু গুণ করি, হরিনাম-হা'ল ধরি,
ভবার্ণব দাও পাড়ি, কোন শঙ্কা নাইরে।
অনিত্য এ দেহ বাস, তা' নিয়ে কর উল্লাস,
না ভজিলে পীতবাস, মনরে!—
যখন ধরিবে কালে, কি করিবে সেই কালে,
হরি বিনে অন্ত কালে, আর লক্ষ্য নাইরে।

বাউলের সুর—একতালা।

[বল্ মাধাই মধুর স্বরে—সুর]

মন! করিস্‌নে গণ্ডগোল।
একবার মিটরে সন্দ, মনের দ্বন্দ্ব, আনন্দে বল্ হরিবোল।
ওরে, পাঁচ হাওয়া পাঁচ হাওয়া ঘরে পাঁচ ভুতে তুলেছে রোল,
যদি পাঁচে পাঁচে পঁচিশ মানুষ দেখ্‌বি তবে দুয়ার খোল্।
ছেড়ে খুটীনাটি ময়লা মাটি মনটা খাটি ক'রে তোল্,
দেখ পাঁচ পথে এক রঙ্গের মানুষ, কর্‌তেছে লীলা কেবল।
ওরে, কালো ধলো যত বল পুরুষ মেয়ে সে ই সকল,
যেমন নানা বুলি বাজায় ঢুলী, বাজে কিন্তু একই ঢোল।
ওরে পাঁচ ঘাটে এক গঙ্গা বটে ঠারেঠোরে বোঝ্ পাগল,
পরিব্রাজক বলে পাঁচ রূপে এক আলো করে রংমহল।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

হরি বল মন রসনা; মানব জনম আর হ'বে না।
(হরি বল মন রসনা, হরি বল মন রসনা)।
জননী জঠরে যখন, ঊর্দ্ধপদে ছিলে তখন,
ব'লে এলে করবে সাধন, সেই কথা মনে পড়ে না।
যখন শমন বাঁধ্‌বে হাতে, কি করিবে মাতা পিতে,
হরি ভজ এক চিতে, শমন তোমায় পা'বে না।

বাউলের সুর—একতালা।

হরিনাম-সুধা পান কর মন!
পা'বেনা যম-যাতনা ভয় র'বে না,
হ'বে রে তোর (ও ভোলা মন!) শমন দমন।
যাইতে এক দিনের পথে,　পথের খরচ লওরে হাতে,
যা'বে যে দুর্গম পথেতে, করেছ কি তা'র আয়োজন?
কি বন্ধু কি সুত দারা,　ওরে! আপন আপন করে যা'রা,
সঙ্গে না যা'বে তা'রা, কর্‌বে দেহ দাহন।
তাই বলি মন! মূঢ় তোরে,　লয়ে পরিব্রাজকেরে,
শ্রীহরির প্রেম-সাগরে, দিন থাকিতে হওরে মগন।

অসার সংসারে কেবল হরি সারাৎসার রে।
শোভাময় সব হয়, নিমিষে ধূলি-সার রে।
ফুল্ল কুসুম সম কুমারী কুমার রে;
চকিত সমান গ্রাসে, কাল দুরাচার রে।
অকপট সখা বলি, কর অহঙ্কার রে;
বিকট দুর্দ্দিনে তোমায়, করে পরিহার রে।
শান্তির আলয় নহে, ধন পরিবার রে;
সুধাভ্রমে গরল পিয়ে, কর হাহাকার রে।
মরীচিকাময় দেশে, কেন ভ্রম আর রে;
(কর)　হরি ধ্যান, হরি জ্ঞান, হরি গলার হার রে॥

বাউলের সুর।

সবে আনন্দে ভাই হরি বল।

বিপদ-ভঞ্জন হরি ভকত-বৎসল ; (হরি দয়াময় হে)
(হরি) ভব-সিন্ধু পার হ'বার অমূল্য সম্বল।
হরি-কল্পতরুতলে চল—চল—চল ; (ও ভাই ত্বরা ক'রে রে)
(সবে) কুড়া'য়ে পাইবে তথা চতুর্ব্বর্গ ফল।
শোক রোগ দুঃখ তথা নাহি কোলাহল ; (পাপ তাপ আদি নাই)
(সদা) আনন্দ-হিল্লোল তথা বহিছে কেবল।
বিষয়ে বিহ্বল হ'য়ে দিন বয়ে গেল ; (বৃথা গেল—গেল রে)
(আজি) হরিগুণ গেয়ে কর জনম সফল।
হরির প্রেমেতে মত্ত ভকত মণ্ডল ; (সাধু যোগী ঋষিগণ)
(তাঁদের) দু'নয়নে প্রেম-ধারা বহে অবিরল।
দেখরে মিলন কিবা বিমলে বিমল ; (কিবা শোভা হ'য়েছে)
(আহা !) সাধু-হৃদ্‌কমলে হরির চরণ-কমল।
সকলই অসার, হরি সুসার কেবল (হরি সারাৎসার হে)
(ও ভাই) পরিব্রাজক বলে, সবে মিলে, হরি হরি বল।

প্রাণে যে নাম আপনি জাগে, সেই নামেহে ডাক তাঁরে।
ধার-করা নাম নয়হে কিছুই, পড়ে থাকে ফাঁকের ধারে।
ধারের জিনিষ নয়কো নিজের তাই বলিহে ভক্তি-ভরে ;
নিজের ভেবে নিজের নামে ডাক তাঁরে বারে বারে।

খাম্বাজ—একতালা।

ধীর সমীরে, গাওরে গভীরে, প্রাণ ভরিয়ে হরিগুণ গান।
মাতিবে মাতা'বে,এ বিশ্ব মোহিবে,দেহে সঞ্চারিবে নব নব প্রাণ।
জীবের দুর্গতি হেরিয়ে নয়নে, আনিয়াছে গোরা এনাম ভুবনে,
রোগ শোক আদি সংসার-দহনে,পা'বে শান্তি কর নামসুধা পান।
ভব-তাপে যা'র হৃদি জলে' যায়, জুড়াইবে হৃদি এ নাম-সুধায়,
অশান্তি অনল দূরে চলে' যায়, খুলে যায় প্রাণে অমৃত ধাম।

খাম্বাজ—যৎ।

পি লে রে অবধূত হো মাতোয়ারা, পিয়ালা প্রেম হরি-রসকা রে
বাল অবস্থা গেল গোঞাই, তরুণ গয়ে নারী-বশকা রে।
বৃদ্ধ ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া জাম্বকা রে।
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকা রে।
বিনা সৎগুরু ন্যাসাহি ঢুঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে।

খাম্বা —একতালা।

ভুলো না মন! বিশ্বময় সেই বিশ্বেশ্বরে।
বিশ্বজন সহ তব, পালন যে করে।
বিশ্ব ব্যাপ্ত বিশ্বাধার, সে-ই বিশ্বে দেয় আহার,
না কর সন্ধান তাঁর, আছ মত্ত অহঙ্কারে!

খাম্বাজ—একতালা।

হেলাতে রতন, হারা'ওনা মন, হরি হরি বল বদনে।
হরিবোল—হরিবোল—বল শয়নে স্বপনে জাগরণে।
ঐহিকের সুখ হ'লনা বলিয়ে, তা' বলে কি নাম রহিবে ভুলিয়ে,
যে নামে, যাঁর প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখী,
নারদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী ;
থাকেন শ্মশানে মশানে যোগধ্যানে (সোণার কাশী ত্যজে)।
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার,
সেই দিনে বদনে, যদি বল্‌তে পার নাম, হরি পূরা'বে মনস্কাম,
তবে যাবে মোক্ষধাম ;—

তোমায় লবে না ছোবে না শমনে (হরিনামের গুণে)।
ত্যজ্য করে যেদিন যাইবে সংসার, কোথা রবে সেদিন পুত্র পরিবার,
সংসার অসার, আঁখি মুদ্‌লে অন্ধকার, কর হরিপদ সার,
যদি হ'বে ভব-পার, রাখ রতিমতি হরি-চরণে (ভবে তরবে যদি)।
সুদন বলে গতি নাই হরি বিনে, হরিনাম-সুধা পিয়রে বদনে,
কলিতে তরা'তে হরিনাম ব্রহ্মময়, যে জন জানেরে নিশ্চয়,
তা'র কি ভবে ভয় ; সে জন তরিতে পারিবে তুফানে (হরি ২ বলে)

মন ! মজ রে হরি-পদে।
মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুলো না মন! আমোদ-মদে।
দারা সুত পরিজনে, ও মন ! ভেবে দেখ মনে মনে,
কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরি-চরণ-তরি বিপদে।

ইমন—কাওয়ালী।

হরিবে সাধনা কর হরি। (ওরে মন!)
পরিহর ওরে মন,　পরিবার পরিজন,
পরিত্রাণ পা'বে হরি কর'হে সাধন;
. সদা মনোমদে প্রেমামোদে, ভুলে থাক অকারণ,
　　　　পরম পুরুষ মুরারি।
তুমি আগে মন যা'র ছিলে, এখন মন তা'র ওছিলে,
সদা ফের, নৈলে ফের হ'বে, ললাটে তোমার হেরি;
বারে বারে আসিস্ সাধে, হৃষীকেশের আশীর্ব্বাদে,
　　　　সে হরি তরাবে তোমারি।
একি তব রে বিক্রম,　ভুলে গেলে ত্রিবিক্রম,
　　হ'ল ক্রমশঃ কলুষ ভারি,—
আসা যাওয়া পরিশ্রম, বাড়িল বিফলে তোমারি;
হ'ল তব যাতায়াত,　আশী লক্ষ ক্রমাগত,
এখনো জাননা ত,　আর হ'বে গত কত,
কর হরিপদ সার,　ভর কর ভরসার,
　　　　কি হ'বে উঠিলে শিহরি?

ভজন পূজন স্মরণ ধ্যান,　তপ জপ প্রেম নাম-গান,
কর, রে মন! পাবি দরশন, হৃদিমাঝে হরি হৃদি-বিহারী।
দয়াময় হরি ভক্ত-প্রাণ, ভক্তি পেলে করে মুক্তি দান,
ভক্তজন কাছে, হরি বাঁধা আছে, ভক্তি কর, হরি হ'বে তোমারি।

ইমন-ভূপালী—কাওয়ালী।

দিনবা যাতে হো বীত হ্যায়, মন ! তেরি হো।
ক্যা কিয়ো মূরখ মন ! আকে দুনিয়ামে !
পরম আত্মা পরমেশ্বর ঈশ্বর, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পীতাম্বর,
দীনবন্ধু দয়াল দামোদর, ভজ লে মূরখ মন ! কৃষ্ণ বাসুদেবায।
জনম লিয়া যব জননী গরভমে, বারবার জোরি আরজ করত হ্যায়,
আকে দুনিয়ামে বিসর গয়ো সব, কহত তানসেন শুনত হ্যায়।

বেহাগ—কাওয়ালী।

নলিনী-দল-গত চঞ্চল জীবনম্।
মা কুরু ধন-জন-যৌবনাভিমানম্।
বিষম-বিষয়-বিষপান-বিমোহিতং,
চিন্তয় আত্মনোহিতম্
হরিপদ-সরোজে বিহর মন-মধুকর,
সফলং কুরু মানুষ-জননম্।

গাও প্রেমময় হরিগুণ গান।
র'বে না—র'বে না হৃদয়-যাতনা আর পাবে পরিত্রাণ।
হরি হরি বলি, দু'টি বাহু তুলি,
নেচে আয়, নেচে আয়রে, দুঃখী তাপী পাপী,
জুড়া'বে যদি তাপিত প্রাণ।

রাগবিজয়—তেওরা (গ্রুপদ)।

হরি হরি জপত রে।
জপ করনে তুম্ হোয়েবে ভব পার রে।
যো সৃজন করত ত্রিভুবনরে, ঔর সব জীবরে,
যো মুক্তি দেত, করত প্রতিপালন রে।
যো ধরত বহুরূপ নিমখরে, ধরণীধর গিরিধারীরে,
অব কহত গোপেশ, সো নাম পার ন পাবে রে।

হরি হরি বল মন!
হ'বে যে নাম স্মরণে ত্রিতাপ বারণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনি করিয়ে ভ্রমণ, অতি কষ্টে পেলি মানব জনম,
হরি বল রে মন শমন-ভবন গমন হ'বেরে বারণ।
যে নাম স্মরণে শুকদেব সুখী, যে নাম জপিতে মহাদেব যোগী,
যদি ভবার্ণবে হইবি পার, ডাক সেই শ্রীমধুসূদন।

হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।
লুঠয় অবনী-তল হরি হরি ব'লে কাঁদ রে।
গম্ভীর নিনাদে হরি নামে গগন ছাও রে;
নাচ হরি ব'লে দু'বাহু তুলে, হরিনাম বিলাওরে।
হরিনামানন্দ-রসে অনুদিন ভাসরে;
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশরে!

বিভাস—কাওয়ালী।

মন! একবার হরি বল—হরি বল—হরি বল।
হরি হরি হরি ব'লে, ভব-সিন্ধু পারে চল;
হরি হরি হরি বল পাবিরে তুই মোক্ষফল।
জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বলরে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি, অধম-তারণ হরি,
পতিত-পাবন হরি, হরি ভকত-বৎসল।
ভক্তি রস পান করি, যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি, দেন তাঁরে মোক্ষফল।
হরি বেদ হরি বিধি, হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল।
পাষণ্ড-দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য-প্রতাপে, কাঁপে পাপাসুর-দল।
অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে হরি, শোণিত-প্রবাহে হরি,
নয়ন- অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল।

প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশে ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।
গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল।
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণকারী,
দীনজনে দয়া করি, দেন চরণ-কমল।
সুখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল।
হরি ভক্তি হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি ইহ পরকাল।
হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা,
হরি সর্ব্বজন-ত্রাতা, শুদ্ধ সত্ত্ব নিরমল।
নয়নে দেখহে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয়-কমলে ভজ, হরি চরণ-কমল।

বিভাস—কাওয়ালী।

হরিগুণ গা'বে, তব সুখ পা'বে,
ক্যোঁ নহি মন! হরিনামকো রটনা।
জ্ঞান-দৃষ্টিমে বিচার করকে,
দেখো জগমে তুয়া কোই নহি আপনা।

সাহানা—একতালা।

মিছে ভয়ে আকুল হ'য়ে কাঁদিস্ কেন মন ?
ভয়ের মহাভয় হরি কর্‌রে তাঁর বিবেচন।
কেঁদে কেন বাড়াস্ বেলা, বাঁধা হরিনামের ভেলা,
বিপদ-সাগর ত'রে যা'বি, আবার পা'বি নূতধন।

পুরিয়া—সুরফাক্তা।

সুমরণ হরিকো করোরে যাসো হোবে ভবপার।
ব্রহ্ম শিব জ্ঞান ধ্যান কহো হ্যায় পুরাণ,
যো ভগবান আপ করতার।
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু পতিতপাবন,
আনন্দ-কন্দ তোসে কহত হুঁ পুকার ;
তানসেন কহে নিরঞ্জন সদা রহিয়ে,
নর দেহ ন হো বার বার।

মঙ্গলমিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম, হরি বল না।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হ'ল না ?
পাপী তাপী নাইকরে বিচার, হরি ডাক্‌লে করে পার ;
করুণার তুলনা নাই আর ;—
নামে হও মাতোয়ারা, মিছে মদে ভুলো না।

মল্লার—চৌতাল সোয়ারি।

হরিপদ-পল্লব হৃদে ধর সাবধানে।

[তাল ফরদস্ত] ত্রিতাপ-নিহন্তা কি আছে ও চরণ বিনে?

[তাল খমেস] ভজরে,—মজ হরি-

[তাল রূপক] ধ্যানে;

[তাল সুরফক্তা] শ্রীহরি-চরণ বিনে,

[তাল ব্রহ্ম] নারিবি দমিতে শমনে;

কর চিন্তে একান্ত যতনে।

[তাল নবিস্তা] শুন ওরে মূঢ় মন,

বিনে শ্রীনন্দনন্দন,

[তাল দস্তক] আর সার ধন, পাবিনে কখন,

[তাল সপ্তশোয়ারি] বিনয় করে, বলি মন তোমারে, সেই নাম

[তাল পড়তাল] বিনে ভাবিস্‌নে অন্তে।

মল্লার—আড়া।

ভেবেছ কি ওরে মন! চিরদিন কি এম্‌নি যা'বে?

প'ড়ে র'বে এ সংসার, কালেতে যবে গ্রাসিবে।

দারা পুত্র পরিবার, কেহ নহে আপনার,

তবু কেন বারম্বার মজরে অনিত্য ভাবে?

ত্যজ গুণ তমঃ রজ, সদা হরি-'পদ' ভজ,

পার হ'য়ে যা'বে যদি, অকূল এ ভবার্ণবে।

মল্লার—আড়াঠেকা।

ভাব মন! তাঁ'রে।
এ ভব জলধিজলে যে জন তারে।
হ'য়ে মায়া নিদ্রাগত, স্বপন দেখিছ কত,
কা'র জন্য অবিরত, ভাব এ সংসারে?
কা'র সুত কা'র দারা, কেহ কারো নহে তা'রা,
মুদিলে নয়ন-তারা, তা'রা কোথা রয়?—
অসময়ে কেবা বন্ধু, বন্ধু সেই দীনবন্ধু,
নাম যাঁ'র কৃপাসিন্ধু, জীব তরিবারে।

সিন্ধু—খেম্‌টা।

ও মন মাঝিরে! তুই আমারে ভবপারে লয়ে চল।
ভবের দেখে রঙ্গ কাঁপে অঙ্গ, আমি হারায়েছি বুদ্ধি-বল।
এ যে জীর্ণ তরি প্রায়, বারি চারিদিকে চুয়ায়,
বন্ধ হয় না, জল থামে না, গাব দিলে তার গায়;
বারি কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠে,
যেন নেবেছে পাহাড়ের ঢল।
ভবসিন্ধু পারে যেতে, পড়ে অকূল বারিতে,
তুফান হবে, ডুবে যাবে, একটী ঢেউয়েতে;
ও তোর ছ'টা দাঁড়ি, সব আনাড়ি,
আমার ভরসা হরিনাম কেবল।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন! করো না সুখের আশা। যদি অভয় পদে ল'বে বাসা
হ'য়ে ধর্ম্ম-তনয়, ত্যজে আলয়, বনে গমন হারি পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তেঁই ত শিবের দৈন্য দশা;
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, সুখের আশে বড় কশা।
হরিষে বিষাদে আছে মন! করো না এ কথায় গোসা;
ওরে সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন! ভেবেছ কপট ভক্তি, করে' পূরাইবে আশা;
ল'বে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে কি রতি মাসা?
প্রসাদের মন হও যদি মন! কর্ম্মে কেন হওরে চাষা?—
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পা'বে খাসা খাসা।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে! তোর বুদ্ধি একি?
ও তুই সাপধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তল্লাস করে বেড়াস্ সে কি?
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে;
মনরে! ওঝার ছেলে গরু হ'লে গোসাপে তায় কাটে নাকি?
জাতিধর্ম্ম সাপ খেলা, সেই মন্ত্র করোনা হেলা;
যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী।
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়, তা'র চেয়ে কে অবোধ ধরায়?—
প্রসাদ বলে হারা'ব না, সময় থাকতে শিখে রাখি।

প্রসাদী সুর—একতালা।

গেল দিন মিছা রঙ্গ-রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে।
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে ;
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে ;
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন ব'লে সবাই রোষে।
যম আসি শিয়রে বসে, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে ;
তখন সাজাইয়ে মাচা কলসী কাঁচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে।
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি, যে যা'র যাবে আপন বাসে ;
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে।

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর কবে চৈতন্য হবে ?
বল, আলস্য-শয্যায় শুয়ে, কত কাল জেগে ঘুমা'বে ?
ঐ যে শুনিছ কানে, কাঁদিতেছে উচ্চরবে ;
তোমার মত একজন চলে গেল, সর্ব্বস্ব তার রইল ভবে।
মনে ভেবে দেখ যে দিন, ঐ দশা তোমার হবে ;
তখন ভাই বন্ধু দারাসুত, ভবের বিভব কোথায় রবে ?
ধর্ম্ম-ধনে হওরে ধনী, যে ধন তোমার সঙ্গে যাবে,
কর তাঁর শ্রীচরণ হৃদে-ধারণ, পরকালে যাঁরে পাবে।

প্রসাদী সুর—একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরি। (তরি ডুবে যায় জনমের মত)।
জীর্ণ তরি তুফান ভারি, বাইতে নারি ভয়ে মরি;
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, (এবার) এরাই কর্‌ছে দাগাবাজি।
এনেছিলি বসে খেলি মন! মহাজনের মূল খেয়ালি;
যখন হিসাব করে' দিতে হবে, তখন তহবিল হ'বে হারি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন! নীরে বুঝি ডুবায় তরি;
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় রে চুরি!

কেদারা—ঢিমা তেতালা।

কাযে মজে' দিন গেল।
সে কাজের কি হল, বল;
বৃথা কাজে কা'রে ভজে, আছ মজে, রে বাতুল?
সেখানে কি বলে এলি, এসে শেষে ভুলে গেলি,
কি সুখেতে কাল কাটালি, কাল ব্যাজ নাই কালাকাল।
ত্যজে পরমার্থ তত্ত্ব, করয়ে পর-দাসত্ব,
কি হ'বে অনিত্য বিত্ত, সে তত্ত্ব যার নাই সম্বল।
জ্ঞাতি গোত্র দারাসুত, তা'রা যদি সঙ্গে যেত,
বাঁচিত, তোমায় বাঁচাত, হ'ত কত সুখ-মূল।
কহে দীন খগরাজ, করয়ে সাত্ত্বিক কায,
করোনা আর কাল ব্যাজ, ভাব সে সর্ব্বমঙ্গল।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন! তুমি কি রঙ্গে আছ! (ওমন! রঙ্গে আছ, রঙ্গে আছ)।
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ।
রঙ্গের বেলায় রঙ্গিয়ে কড়ি, সোণার দরে তাই কিনেছ;
ও মন! দুঃখের বেলা মাণিক রতন মাটির দরে তাই বেচেছ।
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ;
যখন সেরূপ বিরূপ হ'বে, সেরূপের কিরূপ ভেবেছ?

পিলু—চিমা তেতালা।

কত দিন আর ওরে মন! র'বে আর অচেতন,
এ দিন চিরদিন র'বে না।
ধ'রেছ মিছা দেহ, সদা তাহে সন্দেহ,
নিমেষে পতন তা'ও কি জান না?
অসার এ সংসার, পুত্রাদি পরিবার,
শেষে সঙ্গে তোমার যা'বে না।
ধন-আশে মনোল্লাসে, ভ্রমিছ দেশ-বিদেশে,
কি হ'বে সে সব শেষে বল না?
তাই বলি ওরে মন! ত্যজ মান অভিমান,
হিংসাদি তমোগুণ রেখনা।
পরিব্রাজক ভন, যদি চাও নিত্য ধন,
কর নিগুর্ণ আত্ম-ভাবনা।

পিলু—ঝাঁপতাল।

আপনাতে আপনি থাক, মন! যেওনারে কা'রো ঘরে।
যা' চা'বি, তা' বসে পা'বি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশ-মণি, যা' চা'বে তা' দিতে পারে;
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।
তীর্থ গমন, দুঃখ ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো নারে;
(তুমি) আনন্দে ত্রিবেণী স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।
কি দেখ কমলকান্ত, মিছে বাজী এ সংসারে;
বাজীকরে চিন্‌লে নারে, যে ঘটের ভিতর বিরাজ করে।

ঝংলা—একতালা।

মায়ারে পরম কৌতুক!
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে সুখ।
আমি এই, আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক।
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে! কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখ সুখ।
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মনরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখেরে একটুক্।
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখরে মুখ।

খাম্বাবতী—কাওয়ালী।

দিন যায় দীন-নাথে একবার ডাক না রে !
যতন করে' এ'দিন তো চিরদিন সুদিন আর র'বে না রে ;
আইলে কুদিন, কি করিবে সে দিন, সে দিন কেন ভাব না রে ?
বৃথা কাজে যায় দিন, না ভাবিলে সেই দিন,
হয়ে জীব পরাধীন, দিন গেল রে ;—
হেলায় হারা'লে দিন, দিন দিন তনু ক্ষীণ,
বারি-হীন মীন প্রায় ক্ষীণ হ'লি রে।
যদি পেয়েছরে দিন, হইয়া দীনের অধীন,
কররে নাম সাধন. বদন ভরে ;
এ অতি সুখের দিন, আর পা'বে না হেন দিন,
নিকটে এসে সে দিন, দিক্ ভম করে'।
সেদিনের যে উপসর্গ, দিনে দিনে গর্ব্ব খর্ব্ব,
কা'রে দেখা'বি বৈভব, সে দিন এলেরে ;
সে দিনের কর স্মরণ, মুখে দীননাথ বল,
হাতে হাতে ফলাফল, সে দিন পা'বিরে।
দুর্দ্দিন সেই দিন, অতিশয় কুদিন,
কি করিবে সেই দিন, ভেবে দেখরে ;
দেখ দেখ দিন গেল, মুখে দীননাথ বল,
দিনের ভাবনা ভাবিতে হ'বে না তোরে।
কহে শগ দীনহীন, ভাব তাঁরে নিশিদিন,
দীনের অধীন হ'লে তবে পাবে তাঁরে।

মিশ্র খাম্বাজ—চিমা তেতালা।

রসনা, সদা রটনা মুরারে।
কেশব মাধব যাদব মধু-কৈটভারে।
দিনে দিনে দিন গত,　　সে দিন হ'ল আগত,
বুদ্ধি-হত জ্ঞানহত, হতায়ু হইবে পরে।
কিছুমাত্র নাহি বোধ,　　শুন বলি রে নির্ব্বোধ,
কফে কণ্ঠ হ'লে রোধ, কেমনে ডাকিবি তাঁ'রে?
পঞ্চভুতের দেহ-কল,　　যেন পদ্মপত্রের জল,
সদা করে টলটল,　　পঞ্চে পঞ্চ মিশাবে রে।
যত কর ক্রিয়া-কর্ম্ম,　　নহে হরিনাম সম,
খগ কহে নাম ব্রহ্ম, একলি কলুষ ঘোরে।

খাম্বাজ—একতালা।

জীব-মৃগ রে! কি আর কর? সাবধানে এ বনে বিচর।
এ ঘোর গহনে, কুহক-কাননে, আছে ব্যাধ দণ্ডধর।
আছে মায়া-লতা এ বনে বেড়িয়ে, যে দিকে যাইবে ধরিবে জড়িয়ে,
আসিবে কাল ধেয়ে, মৃত্যু-বাণ লয়ে, করিবে সন্ধান শর।
ঐ দেখ ভীম দুষ্ট ব্যাধ-কাল,　　বিষয়-বৃক্ষতলে পাতিয়াছে জাল,
বাঁধিবে তোমারে পেলে পরে কাল, জড়াইবে জালে ঘোর।
কেন ভাব পরিব্রাজকের মন, এ বন হ'তে কর ত্বরায় পলায়ন,
হরির চরণে (মন রে!) লহরে শরণ, মরণে কি ভয় আর?

খাম্বাজ—একতালা।

জীব-মীনরে! জীবন গেল।
কাল পেয়ে কাল-ধীবর এল;—
বিষয়-বারিক্ষেত্রে, টান্‌বে কর্ম্মসূত্রে,ফেলিয়া জঞ্জাল-জাল।
কেন আশ্রয় করিলি এ সংসার-বারি,
কাল জাল যায় ফেল্‌তে অধিকারী;
এ পাপ-জল পরিহরি, হরি-চরণ গভীর জলে চল।
দাশরথি বলে নয়ন-জলে ভাসি,
জল কেন হ'য়ে সে জল অভিলাষী,
যে জল-মাঝারে জ্বলে দিবানিশি, কলুষ-বাড়বানল।

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

পর কি আপন, চিনিলি না মন, পথ ভুলে যাও কোথা রে?
ওরে মন! মূঢ় মন, গরল তুলে দিচ্ছ মুখে কি ক'রে?—
(আপন হাতে ক'রে)।
বিষয়-বিষে রঙ্গ রসে, ভেসে আছরে সুখ-বিলাসে,
কর কি, ভাব কি, যবে ধর্‌বে তোর কেশে,
উপায় কি হবে শেষে; রাখ হরিপদে গতি মতি রে।
সদা যা'রে তুমি ভাবিছ আপন, সে কি তোর কখন হ'বেরে আপন,
হ'ল কি, কর কি, মায়া মোহে অচেতন, ঘোর আঁধারে মগন;
সদা হরি হরি বলে' ডাক রে (প্রাণ ভরে সদা)।

খাম্বাজ একতালা।

'আমি আমি' বল তুমি।

তুমি চিন্‌লে না মন! কেবা আমি।

জগৎময় যখন দেখিবে আমি, তখন জান্‌বে তুমি তোমারি তুমি,

নৈলে 'আমি আমি' বৃথা কর, তুমি নও হে স্বামী।

শূন্যময় জগৎ তুমি তা ভুলে, ভিন্ন ভেবে কেন মজিলে মজা'লে,

অহঙ্কারে ফুলে, স্থূলে মূলে ভুল হইওনা রে কুপথগামী।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওরে অচেতন তুমি কেন চিত?

এ নহে উচিত, হয় যায় বাঞ্ছিত.

না চিন্তিয়া চিন্তামণি-পদ হ'লে বঞ্চিত।

তাঁরে চিন্তা বিনা গতি, পথের কোন সঙ্গতি,

নাহি বিধি বিধি-বিরচিত;

ভব দুস্তরে নিস্তার চিত, নাহি কদাচিত।

ভজ ভজ জীব! নারায়ণ সকল-মঙ্গল-কারণম্।

জীব-জীবন-রক্ষাকারী অমঙ্গল-মূল-হারণম্।

নীল-জলদ-শরীরধারী, তাপিত-হৃদয়-শান্তিবারি,

চিন্তিত-চিত ভ্রান্তিহারী, শঙ্কট-ঘোর-বারণম্;—

ভক্ত জীবন, পাপি-পাবন, তাপিতাপহারণম্।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এই কি ছিল মনে (ওরে মন আমার)।
অকূলে আনিয়া তার, ডুবাও কেন মাঝ খানে !
দিয়াছিলে বহু আশা, সেই আশায় ভবে আসা,
শেষে কেবল যাওয়া-আসা, সার হ'বে কি এক্ষণে ?
সাজাইলে তনু-তরি, বলিলে প্রতিজ্ঞা করি,
জ্ঞান-গুরু হ'বেন কাণ্ডারী, ভয় কি ভব- তুফানে ?
পাপে তরী হ'লো ভারী, উঠে তাহে কাল-বারি,
পরিব্রাজক বলে 'হরি—হরি' বল বদনে।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে, কেন হও প্রবঞ্চিত ?
বিপদকালে দেখিবে, কে তোমার সুহৃদ কত !
রূপ গুণ ধন যৌবনে, শ্রুতিমধুর বচনে,
বিমোহিত হয় যেই, সে অতি অবোধ-চিত।
অদ্য যে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বুকে,
কল্য সে বিবাহ তরে, হইতেছে সুসজ্জিত !
নয়নান্তরাল হ'লে, কে কা'কে আপন বলে,
সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত ?
প্রেমের আকর যিনি, তাঁরে ভালবাস তুমি,
পাইবে অক্ষয় শান্তি, নিত্য সুখ অবিরত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সেদিন কেমন, ভাব্‌লি না মন! যে দিন জীবন যা'বে রে।
কর যত ধন উপার্জ্জন, সে ধন কে তোর খা'বে রে?
তৃণ-শয্যা তরুবাসে, প'ড়ে থাক্‌বি পরের বশে,
রঙ্গ-রসে পালং পোষে, কে আর হেসে শোবে রে?
জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, প'ড়ে থাক্‌বি বল্‌বে মড়া
ওরে, জপেতে হও আত্মহারা, যদি যমের হাত এড়াবি রে।
নীলাম্বর আর বল্‌বে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত,
সেই মুখেতে তব সুত, আগুণ জ্বেলে দিবে রে।

বিভাস—আড়া।

ভুলেছ কি ওরে মন, যে দিন যাইতে হ'বে;
ভবের বাজারে এই সকলি আঁধার হ'বে।
ধন জন ঘর বাড়ী, সকলি যা'বেরে ছাড়ি,
প্রিয় সুত সুতা নারী, কে কোথায় পড়ে র'বে।
এই দেহ এই প্রাণ, প্রিয় বলি যাহা জান,
সবই অনিত্য রে মন! শেষে কৃমি কীটে খা'বে।
শিকলী-কাটা তোতা পাখী, সে তোমায় দিবেরে ফাঁকি,
দেহ-পিঞ্জরেতে থাকি, আচম্বিতে উড়ে যা'বে।
ভুলে আছ মায়া মোহে, আত্মহারা পাপদ্রোহে,
ধ্যান কররে আপন গৃহে, দিন থাকিতে সে ধন লোভে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কা'র কথায় ভুলে রলে মন! বল কি কারণ?
সাধু সঙ্গ তেয়াগিয়ে, চোরের সঙ্গে আলাপন!
হয়ে মোর প্রতিপক্ষ, চোরের হ'লে সাপক্ষ,
তুমি না হইলে ঐক্য, হইত চোর পলায়ন।
ষড়রিপু লয়ে যত, ষড়যন্ত্র কর কত,
না হও মোর অনুগত, গৃহ ভেদ অনুক্ষণ।
করিলে আমার অনিষ্ট, না হইবে তব ইষ্ট,
ঘরভেদে রাবণ নষ্ট, জান তো সে বিবরণ?

আশোয়ারি—কাওয়ালী।

হরি বিন তেরা কৌন সহাই?
হরি বিন কা কী মাতপিতা সুত বনিতা কো কাহুঁকো ভাই।
ধন ধরণী অরু সম্পত নগরী জো মাঙ্গো আপনাই
তন ছুটে কছু সে গিণ চালে কাঁহা তাহি লপটাই।

কথকের পদাবলী।

চিন্তয় মানস মুরহর-চরণং।
দুরী কুরু দীনজনে পুনর্ভবাগমনং।
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তে, প্রাপ্তমিদং কলেবরং
সফলং কুরু প্রাতরিতি মম নিবেদনং।

বসন্ত-বাহার—আড়াঠেকা।

ত্যজ মন! কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক।
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ-রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ!
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে দেখ কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন, হলে মোহ ভঙ্গ।
অন্ধ স্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ?
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এ তো বড় রঙ্গ!
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অজহান হ'য়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ।

বাহার—যৎ।

মন, হরি বল, হরি বল বিনে, পার পাবিনে ভব-তুফানে।
সে যে পারের কাণ্ডারী হরি ভাবরে মন যতনে।
যদি পার হ'তে থাকে বাসনা, হরিনাম বল রসনা,
কর মন এই ঘোষণা, যন্ত্রণা আর পাবিনে।
হরিবল ওরে মন, ভাব তুমি অনুক্ষণ,
হও ওরে সাবধান, এড়াবি মন! শমনে।

বাহার মিশ্র—একতালা।

দেহ-গেহে পঞ্চভূত।
(আছে স্থিত) জানহ নিশ্চিত,
কেন নশ্বর দেহেতে অহঙ্কার এত ?
জানতো এ দেহ-মর্ম্ম, অপঃ বায়ু তেজে জন্ম,
অস্থি মেদ চর্ম্ম, (দেহ-ধর্ম্ম)
কুসূত্র দেহ ক্ষেত্র, মল-মূত্র পাত্র মাত্র, আছয়ে পূর্ণিত।
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, ধনবান,
কর অভিমান ; (করি বহু দান)
কিমাশ্চর্য্য এ মাৎসর্য্য, ক্রমে ঐশ্বর্য্য রাজ্য বীর্য্য হ'বে হত।
তুমি কা'র কে তোমার, কর না হে এ বিচার,
এ সংসার সং সাজা সার ;
কলত্র জ্ঞাতি-গোত্র পিতা-পুত্র ল'বে নাকো তত্ত্ব।
মনুজের কায়া ধরি, অজ্ঞানে দিবা-শর্ব্বরী,
আছ আ মরি ; (তাঁ'রে পাসরি')
আমি কা'রে ক'ব হায়, গুটিপোকার প্রায়,
আপন লালে জালে আপনি হও হত।
নশ্বর হে এ দেহটা, তা'র ভিতরে ভূত পাঁচটা,
মরি কি নেটা (যার ন'টা) ; দুর্জ্জন ছ'টা, বড় ডানপিটা,
মণিকোটার ভিতর প্রবেশে নিয়ত।

টোড়ী—কাওয়ালী।

জীব ! জান না কি হ'বে জীবনান্তে।
আছে চরমে পরমাপদ,　শমন-সহ বিবাদ,
　　পার্‌বে না হরি-চরণ বিনে জিন্‌তে।
(দুর্লভ) জনম লইয়ে ভবে কি লাভ করিতে এলি,
(যখন)　জননী জঠরে ছিলি, সে কথা কি ভুলে গেলি?—
　　ব'লেছিলি ভজিব শ্রীকান্তে ;—
পরিহরি হরি-পদ,　পরিবারে সদা সাধ,
ভবে মিছে কেন পরিবাদ, এলি কিন্‌তে ?
অদ্য অথবা দেহ শতান্তে যা'বেরে,
নাহি র'বেতো, রয়েছ কি গৌরবে রে ?—
নাম যাবে দাশরথি, শয়ন করিয়ে ক্ষিতি,
　　নয়ন মুদিয়ে হ'বি শব রে.—
যা'বে দারা সুত সহিত উৎসব রে ;
শব দেখি যা'বে সবে, তখন সে ভার কে সবে,
　　কেন না মজিলি কেশবের পদ-প্রান্তে ?

টোড়ী—একতালা।

রসনা !　আলস ত্যজ, ওরে ভজ হরির পদাম্বুজ।
যে পদ-পঙ্কজে, হৃদিমাঝে,　ভজে ভমোরজ।
নিজ গাত্র পত্র করি,　যেবা তাহে লিখে হরি,
তার সজ্জা দেখে লজ্জা পেয়ে পলায় সূর্য্যাত্মজ।

টোড়ী—কাওয়ালী।

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে।
ভাবিলে ভাবনা, যত ভ্রূভঙ্গে হরে রে,
তরল তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।
মন! কিমর্থে এ মর্ত্ত্যে কি তত্ত্বে এলি,
সদা কুকীর্ত্তি দুর্ম্মতি করিলি,
কি হবে রে, উচিত তো নহে দাশরথিরে ডুবাবে;
কর প্রায়শ্চিত্ত রে চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে।

সদা গাও গাও গাও ভাই সব, প্রেমভরা সুধা হরিনাম।
হরিনাম বিনে পাবিনে পাবিনে, ভ্রান্তি-শ্রান্তিহরা সেই শান্তিধাম।
বাহু তুলে প্রাণ খুলে বল হরি হরি,
হরি বিনে কে আছে ভক্তের প্রহরী;
(আর কেহ নাই, কেহ নাই) (ভক্তে রাখিতে ভবে)
(যেন ভুলো না, ভুলো না) (হরিনামের নাই তুলনা)
তাই বলি বল হরি হরি, অষ্ট প্রহরি;—
সংসারে সব পরিহরি, বল সদা হরি হরি,
(ভাইরে) প্রেমের লহরী উঠিবে, তরিবে ভবে পরিণাম।
চিন্তামণির চরণ চিন্তা কর এক মনে,
শঙ্কা কি সংসারে বল শমন-দমনে,
(কোন ভয় নাই, ভয় নাই) (শমন-শাসনে)

(জয় হবে রে, হবে রে) (ভীষণ যম-যুদ্ধে)
(হরি আমার অভয়া-দাতা, পিতামাতা)
(হরি আমার বন্ধু ভ্রাতা) হরি বিনে কে আছে আর,—
(ভাইরে) হরি মনঃপ্রাণ　　হরি ধ্যান-জ্ঞান,
হৃদয় মাঝারে হরি আমার আত্মারাম।

বাউলের সুর—কাহারোয়া।

ভাসারে জীবন-তরণী ভবের সাগরে;
যাবি যদি ওপারের সেই অভয় নগরে।
(যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হা'লে ব'সে;
(আর) ভজন-সাধন দাঁড়ি দু'টো দাঁড় মারে ক'সে।
(তোর) প্রেম-মাস্তলে সাধু-সঙ্গের পাল তুলে দে ভাই;
(বইবে) সুখের বাতাস, চেয়ে দেখ্ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই।
(ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ ধরম-দিগ্‌দর্শনের কাঁটা;
(আর) তাক্ করে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-ফাটা।
(তুই) মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাবি পাপ-চুম্বকের পাহাড়;
(মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিয়ে জোরে মারবে আছাড়।
(ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ রেখে ভাই চলিস্;
(আর) মাঝি দাঁড়ি এক হয়ে ভাই, মুখে হরি বলিস্।
(ওরে) এ পারে তোর বাসারে ভাই, ঐ পারে তোর বাড়ী;
(এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে'রে পাড়ি।

বাউলের সুর—আড়খেম্‌টা।

যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি।
তার নাইক দিন বাছা-বাছি।
সেতো মানে না রে বারবেলা, দিক্‌শূল,
গ্রহ গুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল,
অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজী।
মাসদগ্ধা, কি ভরণী, পাপ যোগ ;—
সেকি দেখে, কতক্ষণ কা'র আছে শনির ভোগ ?
সটান টিকি ধরে' টেনে নে' যায়, কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি?
ভাব্‌ছে কান্ত ক'দিন থেকে তাই,—
সে যণ্ডামার্ক কখন এসে ধর্‌বে ঠিকত নাই ;
এখনও কি রইবি ভুলে হরিনাম, রে মন পাজি ?

বাউলের সুর।

আমার মন ! হরি বল্‌ দিন তো যায় রে।
উপরে মেঘের ঘটা, বিষম বিজলী ছটা,
এমন সময় দিলে ঘুম রে (কেন মন !) ?
দু'খানি পাটের নাও, কা'র বলে বৈঠা বাও,
টলকে টলকে উঠে জল রে (ওরে মন)।
অর্দ্ধেক নৌকা হ'ল তল, এখন করিস কা'র বল,
(এখন) জীব সহিত হ'বি তল রে (ওরে মন)।

বাউলের সুর—একতালা।

কত ঢেউ উঠ্‌ছে রে, দিল-দরিয়ায় !
ঢেউ দেখে বুক শুকিয়ে উঠে না হেরি কোন উপায়।
মন মাঝি আনাড়ি, রিপু ছয় জন দাঁড়ী,
তারা কেউ শোনে না কারো কথা দায় হ'ল ভারি ;
এ'রা ইচ্ছা মত কর্ম্ম করে, (বুঝি) মাঝ গাঙ্গে তরী ডুবায়।
তরী পাঁচ কাঠে আঁটা, আছে নয় দিকে ফুটা,
তা'র জন্মাবধি নাই মেরামত বুজান তার নটা ;
পাপ-চাপনের ভরনা ভারি, (বুঝি) ঢেউয়ের চোটে কেটে যায়।
প্রেমিক বলে এই বেলা, হরি নামের ভেলা,
রাখ না কাছে ভয় কি, তুফান হ'লই বা মেলা ;
যখন ডুব্‌বে তরী ভেলায় চড়ি, (ও ভাই) কূল পা'বি হরির কৃপায়।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

হরি ব'লে ডাক্‌রে রসনা।
ও তোর যা'বে ভব-যন্ত্রণা।
হরি ব'লে ডাক্‌রে আমার মন,
অন্তিম কালে জান্‌বি হরিনামের কত গুণ ;
আবার হরি ব'লে যা'বে চ'লে, যমে ছুঁতে পার্‌বে না।
হরি ভবের কাণ্ডারী,
নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরি ;
আবার দুঃখী তাপী পারে যা'বে, তা'দের মাশুল লাগ্‌বে না।

বাউলের সুর—একতালা।

বল্ না রে মন! 'হরি হরি'।
কাজে করিস্‌না হেলা, গেল বেলা, নাইকো দেরি (মনরে ভোলা)।
ভোলা মন! তুই ভবের হাটে, (ওরে) মর্‌লি ভূতের বেগার খেটে,
ছ'জনের সঙ্গে জুটে, হাটে মায়া হারাইলি (ও ভোলা মন!)।
ভবের বাজারে এসে, সারা দিন র'লি বসে',
একবার হিসাব ক'সে, দেখ্‌রে আনাড়ী ;—
(ও তোর) সঙ্গে জিনিষ যত ছিল, তোলা দিতে সব ফুরা'ল,
ব্যাপার তুই কর্‌লি ভাল, ঠকে' গেলি মন-ব্যাপারী (ভবের হাটে)।
প্রচণ্ড সংসার-স্রোতে, পার হ'বি কিরূপেতে,
গেলে তুই শুধু হাতে, কে দিবে পার করি,—
(তাই) পরিব্রাজক বলি তোরে, যদি বিনামূল্যে যা'বি পারে,
ডাক্‌রে হরি হরি বলে', পাবি তবে চরণ-তরি (দীনবন্ধুর)।

বাউলের সুর—একতালা।

[বল্ মাধাই মধুর স্বরে—সুর]

এই বেলা মন! দেখ্ চেয়ে।
বিষয় সার ভেবে দিন যায় মিছা কাজে ব'য়ে।
এমন, মানব-কায়া পেয়ে মায়া কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে,
(ও মন! দিন গেলে দিন পাবি নারে)
ওরে গোলোক ধাঁধায় পড়্‌লি বাঁধা পরিবারাদি ল'য়ে (মিছা)।
ওরে, কাম কিরে তোর বিষয়-পদে জঞ্জাল-জাল জড়া'য়ে,

(গুটীপোকার মত পড়লি বাঁধা)
তোর, সুখে থাক্‌তে ভূতে কীলায় ভুলিস নারে বিষয়ে (বৃথা)।
হ'য়ে মায়ায় মত্ত, অহং তত্ত্ব, ভাব্‌লি না ভাব জ্ঞান পেয়ে,
(হরি-সাধন কেন সাধ্‌লি নারে)
তখন, মর্‌বি ভয়ে, যখন লয়ে, যাবে শমনালয়ে (ভীষণ)।
ওরে, কুবাসনা কুমন্ত্রণা রেখনা আর হৃদয়ে,
(মনের ময়লা মাটী ধুয়ে নেরে)
হ'লে, বিবেক-বুদ্ধি চিত্ত শুদ্ধি কি ভয় তপন তনয়ে?
ছেড়ে খুটীনাটী, হ'য়ে খাটি, ভাব দেখি মন্! চিন্ময়ে,
(প্রেমের ডুব-সাগরে ডুবে যা রে)
পরিব্রাজক বলে পরম পদ পাবি চরম সময়ে।

বাউলের সুর—খেমটা।

ভাব মন! দিবা নিশি, অবিনাশী, সত্যপথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে কোন মতে, ছোঁবেনারে সোণাদানা।
সেই পথে মনোসাধে চল্‌বে পাগল, ছাড় ছাড় রে ছলনা;
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রাতে, চোর ডাকা'তে দেয় যাতনা।
দেখরে ছয়টি চোরে, ঘুরে ফিরে, লয়রে কেড়ে সব সাধনা;
কখন বা ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে, জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা।
পরাণে সয় এত কি, ঘোর পাতকা, সহে যেন যম-যাতনা;
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে, এ যাতনা আর র'বে না।

বাউলের সুর।

ভজ মন! প্রাণপণে, সযতনে, হরির চরণ।
সাধন বিহনে, হরিধনে, কে পারে করিতে ধারণ ?
(কিছু হ'বে না, হবে না ; মুখের বচনে কিছু হবে না, হবে না)।
বাউল সাজে, লোকের মাঝে, নাচিছ দরবেশের মতন ;
ভিতরে ভাব হেন, থাকে যেন, নৈলে হবে অধঃপতন।
পাখীতেও হরি বলে, শিক্ষা দিলে, শুনিলে জুড়ায় শ্রবণ ;
কিন্তু বিড়ালে তারে, ধর্‌লে পরে, ক্যাঁ ক্যাঁ করে' মরে তখন।
হরিনাম-গঙ্গাজলে, না ডুবিলে, হবে না তোর পাপ মোচন ;
হরিপ্রেম-রস পানে, নাম গানে, পাবি রে তুই নবজীবন।
হরিরূপ সাম্‌নে রেখে, দেখে দেখে, কররে চরিত্র গঠন ;
দীন প্রেমদাসের কথা, সাধন যথা, তোপের সনে ঘড়ির মিলন।

কীর্ত্তন—ঝুমরা।

আমার হরি বলা হলো না।
বাসনা নয় তো বশে, বুঝে না আশার ছলনা।
রসনা থাক্‌তে বশে, মন রস না নামের রসে,
ফিরবে না হায়, দিন ব'য়ে যায়, বৃথা আলসে ;
ভবসিন্ধু মাঝে বিষম ঢেউ, দীনবন্ধু বিনা বন্ধু নাহিক কেউ,
একা ভেলা চেয়ে র'বি কে পারে নেবে বল না ;
পা'বে চরণ-তরি, বল হরি, হরিনাম যেন ভুলো না।

বাউলের সুর—খড় খয়টা।

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গলে'।

কঠিনে মিশে না সে, মিশে রে সে তরল হ'লে।

অবিরাম হ'য়ে নত, চলে' যাও নদীর মত,

কলকলে অবিরত, 'জয় জগদীশ' ব'লে;

বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে', মোহ-পারী ভাঙ্গ সমূলে,

চেওনা কোন কূলে, শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চলে'।

সে জলে নাইবে যা'রা, থাকবে না মৃত্যু জরা,

পানে পিপাসা যা'বে, ময়লা যাবে ধুলে,—

যা'রা সাঁতার ভুলে নামতে পারে, তা'দের টেনে নে যাও একেবারে,

ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে যাও, সেই পরিণাম সিন্ধু-জলে।

পিলু—পোস্তা।

সংসারের যত সুখ সকলি পড়িয়া র'বে।

যবে, ফেলে এ প্রপঞ্চ দেহ, প্রাণ-পাখী পালাইবে।

তালার উপরে তালা, দোতালায় আর কে শুইবে;

যখন আসিবে হে মহানিদ্রা, ধুলায় লুটা'তে হ'বে।

কেবা রাজা কেবা প্রজা, কেবা অভিমান করিবে;

বাঁজিলে কুচেরি কাড়া, খাড়া খাড়া যেতে হ'বে।

সুদের সুদ গুণ্‌ছ ভাল, আট বছরে দ্বিগুণ হ'বে;

জাননা যে সে আট বছর, তোমার জমায় খরচ যাবে।

বাউলের সুর—একতালা।

(একবার) ডাকার মতন, ডাক দেখি মন, হৃদয় খুলে।
দয়াময় দীনবন্ধু ব'লে (কৃপাময় কৃপাসিন্ধু ব'লে)।
ডাক্‌লে পাবি দরশন, অভয় চরণ, জীবন্মুক্ত হ'বি অবহেলে।
যে জন কপটতা ছেড়ে, সরল অন্তরে,
ডাকিছে ভাসিয়ে নয়ন জলে ;—
সেই দয়ার অবতার, শুনে কান্না তা'র,
অধিষ্ঠান হ'য়েছেন হৃৎ-কমলে (পাপীর কান্না শুনে)।
আরও শুনি পুরাণেতে, অল্প বয়সেতে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ নামে দু'টি ছেলে ;
তা'রা ডাকার মত ডেকে, পেয়েছে তাঁহাকে,
থাক্‌তে পারেন নাকি ডাক্‌লে ছেলে
(ওরে কঠিন হ'য়ে) (নিঠুর হ'য়ে)।

হরি মঙ্গল-আলয়।
রোগে শোকে, সুখে দুঃখে, সকল সময়।
হরিনামে শুষ্ক পাদপ মুঞ্জরে,
সে নামে কি ব্যাধি থাকে দেহ'পরে,
ঘুচিয়ে আঁধার, আলোক বিস্তারে ;—
থাকিতে চেতনা হরিনাম লও, সে সম্বলে বলী চিরদিন হও,
কি ভয়, কি ভয়, মরণে কি ভয় ?

ভৈরবী—পোস্ত ।

গেল দিন দীনবন্ধু বলে' ডাক্‌রে রসনা ।
যদি পেয়েছ মানব জনম, হেলাতে হারা'ও না ।
মিছে কাল করোনা গত, সন্নিকটে কালাগত, হওরে জাগ্রত ;
ওরে নামামৃত অবিরত পান বিনা ত্রাণ পাবিনা ।
ভাই বন্ধু সুত দারা, কেবল সুখের সুখী তারা,
তাদের না দেখ্‌লে সারা ;—
যেদিন হবি রে ভাই ভব ছাড়া, সঙ্গেতে কেউ যাবে না ।

ভুলে মর্ম্ম, একি কর্ম্ম, ও মন ! তরিবিরে কোন্ বলে ?
ত্যজি সত্যধর্ম্ম, জ্ঞানকর্ম্ম, কুসঙ্গেতে মজে' র'লে !
সপ্তম মাসেতে যবে জননী-জঠরে,
গর্ভের অনলে পুড়ে ডাকিতে কাতরে,
(কোথা দীননাথ !) (এই মতিহীনে দয়া কর)
এবার জনমিয়ে ভবে গিয়ে পূজিব পদ-যুগলে ।
ভুমিষ্ঠ হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল,
প্রণব জঠর স্মৃতি অন্তর হইল,
(সব পাশরিলে) (বিষ্ণু-মায়া পরশনে)
শেষে শৈশবেতে দিবারাতে রইলে ধূলা-খেলার ছলে ।
বাল্যেতে খেলিলে সদা সঙ্গিগণ সনে,
কাটালে কৈশোর কাল পুস্তক পঠনে,
(স্মরণ কর নাই) (মনরে ! হরিনামের পড়া)

তুমি যুবাকালে মোহজালে পড়িলে রিপুর কৌশলে।
সংসার-চিন্তাতে প'ড়ে প্রৌঢ়কাল গেল,
ক্রমে বক্ষে বদ্ধমূল হইল পাপ-শেল,
(নাম ভুলে র'লে) (ধন-মদে অন্ধ হ'য়ে)
তখন জারার ভয়ে নত হ'য়ে পড়িলে তার পদতলে।
এলরে বার্দ্ধক্য ঐ অতীব ভীষণ,
শুভ্র কেশ লোল চর্ম্ম কোটরে নয়ন,
(এখন কি করিবে) (আগে তাঁরে ডাক নাই)
ত্যজি মায়া-ছবি আয়ু-রবি যাবে কাল-অস্তাচলে।
"জগবন্ধু দাসে" বলে শুন মূঢ় মন,
সময় থাকিতে তাঁরে কররে স্মরণ,
(সদা হরি বল) (হরি হরি হরি বল)
মায়া মোহ ভুলে বাহু তুলে নাচ সদা হরি বলে'।

ভৈরবী—কাহরবা।

কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কায়া তো র'বে না;
দিন যা'বে, দিন র'বে না তো, কি হ'বে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হ'বে, দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখনও মেটেনা ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল্‌রে চ'লে, সাধি' আপন কাজ;
কেউ কা'রও নয় দেখ না চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি;
আপন রতন বেছে নে চল, হরি ব'লে ডাকি।

ভৈরবী—আড়া।

দিবা বিভাবরী জীব করিছে গমন।
জাগ্রতে সুষুপ্তি আদি কি উপবেশন ।
বহিতেছে ক্রমে শ্বাস, ক্রমে হ'বে সর্ব্বনাশ,
অদূরেতে কাল বসে, কর নিরীক্ষণ ।
তব সঙ্গীগণ সর্ব্ব এয়ার কেমন।
শুন মন ! তোরে বলি, সঘন নিলি কলঙ্ক ডালি,
কেবা নেত্রে দিয়ে অঙ্গুলী, করাবে সচেতন ?

কেমনে ধরিবি তাঁ'রে ? ওমন ! মনের মানুষ বলিস্ যাঁরে রে।
সে যে রয় ধরাময়, ধরা না যায়, অধরকে ধরতে পারে রে !
সে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, জলে স্থলে সর্ব্বাধারে,
সে যে অন্তরে বাহিরে বিরাজ করে, প্রান্তরে কি ঘোর কান্তারে রে '
পাবি নে সিদ্ধাশ্রমে, তীর্থশ্রমে, বৃন্দাবনে হরিদ্বারে ;
খুঁজলে অনল অনিলে, নাহি মিলে পশ্চিমে অকূল পাথারে রে।
তাঁ'র সর্ব্বজীবে সমভাবে আবির্ভাব নিরাকারে,
নাই তাঁর জনম মরণ, রূপ কি বরণ, করণ কারণ ত্রিসংসারে রে ।
করতে জীবকে পরখ, স্বর্গ নরক, করেছে সে ভবের পারে ;
কা'কেও সে দেয়না তা'তে, আপনা হতে, যায় জীব করম অনুসারে রে
আছে জীবাত্মাতে আবির্ভূত, ব্রহ্মরূপ পরমাত্মারে ;
খ্যাপা রসিক বলে, তাঁ'রে ধরতে হ'লে, ধর আগে জীবাত্মারে রে।

ভৈরবী—একতালা।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন।
এ নয় অসাধ্য সাধন।
কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন চন্দন,
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন।
অনুতাপ অগ্নি জ্বালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি,
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া কররে দাহন।
মন অতি সমল, কর তা'রে নির্ম্মল,
পাইবে হে বিমল, অমূল্য রতন।

বিভাস—সুর ফাঁকতাল।

গেল গেল দিন, ওরে ভ্রান্ত মন!
কত অনিত্য বিষয়ে করবি ভ্রমণ?
বলে এলি ভবে ভজিবি হরি, মায়া-মধুরসে রয়েছ পাশরি,
লয়ে দারা-সুত, সুখে আছ কত, জাননা শিয়রে রয়েছে শমন?
আশি লক্ষ যোনি করিয়ে ভ্রমণ, পেয়েছ দুর্লভ মানব জনম,
অকারণ যায়, ভাব না উপায়, মনে কি পড়ে না জঠর-যাতন?
সুধা পরিহরি গরল ভক্ষণ, অকারণে তনু ভাবিয়ে ক্ষীণ,
মোহনিদ্রা-বশে ইন্দ্রিয় অবশে, ফুরাইবে বল হ'বি অচেতন।
এখনও তাহার উপায় কর, হরি হরি বলে' কালেরে হর,'
ভণে অকিঞ্চনে, মধুর বচনে, হরি-পদে দু'টি রেখোরে নয়ন।

গৌরী—একতালা।

হরি বলে' ডাক রসনা (এই বেলা রে)
আর এমন দিন পা'বে না রে।
কর হরি ধ্যান, পা'বে পরিত্রাণ, ভ'বে কেন ভুলে রইলি ?
হরিনাম আর না নিলে মন,
তবে কিসে তর্‌বে (ভবসিন্ধুপার কিসে যা'বে ?)
ওরে আমার মন ! তবে; (কিসে) ভব-পারাবারে যা'বে ?

গৌরী—একতালা।

ত্যজ কাল ব্যাজ, শুনরে মনুজ, সদা ভাব সর্ব্বেশ্বরে রে।
এ তিন ভুবন, যাঁহার সৃজন, কররে স্মরণ তাঁহারে রে।
ক্ষিত্যপতেজ মরুত, ব্যোম আদি পঞ্চ তাহাতে মিশ্রিত,
পঞ্চভূত আত্মা এইরে সাক্ষাত, সকলি জানিবে তাঁহার রচিত রে,
বৃথা দম্ভ অহঙ্কার কেন এত, ক্রমে পঞ্চে পঞ্চ হবেরে মিশ্রিত,
হবে হত-চেত জীব রে !
আব্রহ্মস্তম্ভ সকলি তাঁহার. ভূধর সাগর, অতল পরশ পারাবারি,
ভূচর খেচরে যে দেয় আহার রে ;
মহিমা অপার সর্ব্ব মূলাধার, ভব কর্ণধার,
তাহা ভিন্ন আর সকলি অসার, এ সংসারে রে।
ত্রিজগত তাত, ত্রিজগত নাথ, তাঁহারি আশ্রিত জীবজন্তু যত,
জীব না হ'তে আহার করেন প্রস্তুত রে,
পয়োধরে পয়ঃ অপরিমিত, মহিমা অনন্ত, কেবা পায় অন্ত,

বিভু দয়াবন্ত, নিখিল অখিল সংসারে।
কুরঙ্গী কুরঙ্গ, মাতঙ্গী মাতঙ্গ, কীটাদি পতঙ্গ, ভৃঙ্গী আর ভৃঙ্গ,
সিংহী আর সিংহ, পশুশিশু সমূহ, বর্দ্ধিত করেন দেহরে;
আহা মরি মরি তাহার কিবা স্নেহ, অহরহ দেন সবারে উৎসাহ,
দীন খগ কহে যে জন সৃজন লয় করে।

সুরট—ধামার।

ভজ পরমাদরে মন, পরমার্থের কারণ,
পরমাত্মারূপ পরম ব্রহ্ম পরদেব হরি।
পরম যোগী পূজিত সদা, পরম শঙ্কটহারী।
পরম শিবরূপে, পরম পুরুষ শিরবিহারী,
চরমে হরি পরম দাতা, পরম-পদ দানকারী।
পরমাণু নিন্দিত পরম সূক্ষ্ম কলেবর ধর,
পরমেশ পরমারাধ্য পরমায়ু রূপধারী;
পরম দীন দাশরথির পরম-দুঃখ-নিবারী।

সুরট—রূপক।

সুখে মন-মধুকর! মধু কর পান।
শ্রীকান্তের শ্রীপাদপদ্মে, ত্যজিয়ে অন্য সন্ধান।
অবহেলা না কর, ওরে মধুকর,
দিনকর-সুতের হাতে পা'বে পরিত্রাণ।

সুরট মল্লার—কাওয়ালী ।

মন ! কি খেলা খেলিছ দেহ-অঙ্গনে ?
খেলা যে জানে, তা'রি সঙ্গনে,
নতুবা কোন্ খেলা খেলে, দিবি বিষম ফেরে ফেলে,
এখনো রয়েছ পঞ্জা ছক্কার বন্ধনে ।
এবার হারিলে পাশায়, পড়্‌বে দুর্দ্দশায়,
বন্ধু বান্ধব কোন কথায় দেবে না রে সায় ;
ত্যজ্য ক'রে পাপ আশা, হরি ব'লে ফেল পাশা,
যাবে কষ্ট দেখ্‌বে স্পষ্ট, সে নিরঞ্জনে ।

সুরট জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী ।

যাতে জন্ম নিতে না হয় আর জন্মভূমে ।
হ'য়ে ধৈর্য্য, কর সৎকার্য্য, ত্যজ অসার সংসার আশা,
ভুলো না আর মায়ার ভ্রমে ।
কেহ ভাবনাকো একদিন, দিন গেলে ফুরাল দিন,
সেদিন তো র'বে না কোন ক্রমে ।
জঠর কঠোর দায়, সে যন্ত্রণা যাতে যায়,
আসিতে না হয় ফিরে আশ্রমে ;
যা' হল এবার, না হয় পুনর্ব্বার,
আসা যাওয়া বার বার, গেল অমূলক পরিশ্রমে ।

জয়জয়ন্তি মিশ্র—একতালা।

বৃথা কাজে যায় দিন।

(দেখ ! গেলেরে সুদিন, হ'বেরে কুদিন, কি করিবে সেই দিন ?

দিন যায় এক দিন ভাবনা, এদিন তো চিরদিন রবে না,

এদিনে সেদিন মনে পড়েনা, হয়ে আছ দিনের দীন।

দিনেদিনে দেখ দিন খো'য়ালে, দিনের অধীন আসিয়ে হ'লে,

উচ্চৈস্বরে দীননাথ বলে', ডাকিলে না এক দিন।

দিনদিন দেহ হ'তেছে ক্ষীণ, সে পদ সম্পদ হইওনা বিহীন,

গগবরে কহে—নহে সে কঠিন, হও যদি তাঁর অধীন।

খট ভৈরবী—খেমটা।

রংমহলে লুট করে ভাই ছয় জনে।

ও মন ! থেকো তুমি সাবধানে।

ভ'ক্ত-কপাট এটে দিয়ে, মূলধন রাখ গোপনে,

ছয় চোরেতে যুক্তি করে বেড়ায় ধনের সন্ধানে।

অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে ;

কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু, লুটবে পেলে পতনে।

রবিসুত বশীভূত, আছে মন ঐ ছ'জনে ;

গাটকাটা ঐ ছ'টা, তোমায় ধরিয়ে দিবে শমনে।

সামাল সামাল সকল বমাল, রাখ্‌বে অতি যতনে ;

শুনরে মন ! সকল ধন, রাখ হরির চরণে।

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

এবার ভাঙ্‌ল ভবের বাসা।
বাসা ভেঙ্গে যায় এ জনমের মত।
আছে যে সব মালামাল, এই বেলা তুই সামাল সামাল,
নৈলে হ'বে সকল পয়মাল, কোন্ দিনে হ'বে করুণা।
কোন সাহসে আছিস বসে, ধরেছে ঘুণ মট্‌কার বাঁশে,
যা'রা সাহস দিচ্ছে এসে, (তখন) তারাই দেখ্‌বে রং তামাসা।
তোর নয় দিকেতে দেয়াল ফেটেছে, গিরা সকল কেটে গেছে,
ঘরের ছয় জন নয়কো সুজন, তারাই তোমার কর্ম্মনাশা।
গুড়িয়ে নে তোর কাঁথা ঝুলি, ছাড়রে তোর বিষয়-বুলি,
মুখে হরি হরি বলি, কর যাবার পথ খোলাসা।

———

টোড়ি ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

একদিন উড়্‌বে সাধের ময়না।
অতি যতনেও রাখিতে পার্‌বে না।
তোমাকে সোহাগ ক'রে, দিচ্ছ খাবার থরে থরে,
রেখেছ তায় হৃদ্‌-পিঞ্জরে, সময় হ'লে পোষ মান্‌বে না।
এ সব পাখী এম্‌নি ক'রে, ঘুরে বেড়ায় ঘরে ঘরে,
নয়নে দিয়ে ফুরুক করে', পালিয়ে যা'বে কেউ জান্‌বে না।
যদি পাখি রাখ্‌তে চাও, আমার মতে কাবটি যোগাও,
হরিনামামৃত খাওয়াও, যেতে গেলে আর যা'বে না।

টোড়ী—ভৈরবী।

ওরে! যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে র'বি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই।
আয়রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছেরে,
পিছন ফিরে বারে বারে, কাহার পানে চাহিস রে ভাই?
খেল্‌তে এলে ভবের হাটে, নূতন লোকের নূতন খেলা,
হেথা হ'তে আয়রে সরে, নইলে তোরে মার্‌বে ঢেলা;
নাবিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চলরে সোজা,
সেথা নূতন করে বাঁধ্‌বি বাসা, নূতন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই।

ভৈরবী—খেমটা।

হরি বলে নৃত্য কর।
এড়াবে যম-যাতনা, মন রসনা! পার হবে ভবসাগর।
হরিনাম বল মুখে, থাকিবে মনের সুখে,
ভাব মন! ঐকান্তিকে, প্রেমে নিরন্তর;—
অজামিল পাপী ছিল, হরিনামের গুণে তরে গেল,
তাই তুমি সদা বল, ত্রিতাপ-প্রতাপ-হর।
অনিত্য ভবে এসে, কেন মন রইলে বসে?—
কোন্ দিন ধরবে কেশে, শমন-কিঙ্কর;
তোমার কোথায় রবে গৃহধন, ঐ প্রাণের অধিক প্রিয়জন,
মিছে সব এসব জ্ঞান, শব হলে সব অন্ধকার।

হরিনাম লেখ অঙ্গে, থাক হরি প্রসঙ্গে,
কেন ভব-তরঙ্গে যাওয়া-আসা কর ?
হরিনাম কাল-হরণ, তুমি মিছে কর কাল হরণ,
মহাকালের কাল হরণ, শ্মশানবাসী দিগম্বর।
: করিয়া চিত্ত শুচি, নাম গানে কর রুচি,
ভবেতে য'দিন বাঁচি নাম ভরসা কর ;—
থেকো না মন! আপন কাযে, যাইয়া কীর্ত্তনের মাঝে,
হাউড়ে কয় হরি-রঙ্গে, মজিয়ে রাখ কলেবর।

ভৈরবী—খেম্‌টা।

দেখেও কি তোর জ্ঞান হ'ল না ?
দেশেদেশে কাল-আদেশে কাল-প্রহরী কর্‌তেছে সব আনাগোণা।
আবার করছে তা'রা, প্রাণে সারা, দিয়ে জীবে ঘোর যাতনা।
তবু মূঢ় জীব যত, বিষয় বিষ পানে রত,
তুইও হলি তাদের মত, দেখেও কি দেখ্‌লি না ?—
দেখ্‌ রাত পোহাল প্রভাত হল, দিন ফুরাল নিশা এল,
কত জীব হ'ল গেল, কাল করিছে কাল গণনা।
জীবের জীবন সম্বন্ধ, এ ভবের এই নির্ব্বন্ধ,
তবে কেন হওরে অন্ধ, মোহেতে মজো না ; —
ফাঁকি দিতে অন্তকালে, সেই দুরন্ত কৃতান্তে ছলে,
এই বেলা হরি বলে' মন রসনার আড় ভাঙ্গ না।

ভৈরবী—খেমটা।

ধর না বীণা ভক্তি করে।

তাও জান না বীণা বিনা, নে' যা'বে কে ভবপারে ?

শুরে দেখ্ নয়নে ত্রিগুণ হীনে, ত্রিগুণ গুণে মিলিয়ে সুরে।

সাত সুরে সাত পর্দ্দা বাঁধা, সা ঋ গ ম তা'তে সাধা,

উদারা মুদারা তারা, সাধ প্রেমের ভরে ;—

কোমল সুর দাও শতমূলে, দীপ্ত কর দীপক বলে.

আলাপ কর কুতূহলে, প্রকাশ করে ভৈরবীরে।

মধ্যমে মধ্যমের তারে, ছয় রাগ ছয় রাগিণীরে,

বাহারে করাওরে বিহার, আপন আপন ঘরে ;—

নাদে নাদ বিন্দু ছেড়ে, আলাপ কর গমক মিড়ে,

একাধারে মিলাও ধীরে, ভয়রোঁ সহ ভৈরবীরে।

ল'য়ে বীণা মার্ রে তান, এইরূপে কর রে গান,

সমাধি হ'বে সমাধান, অন্তরে অন্তরে ;—

অন্ত সুরে মজোনা আর, তোমার এতেই হ'বে সমাধি সার,

হ'বি না আর তুইরে সাকার, ভবের ভাব তোর যা'বে দূরে।

দেবঋষি বীণা করে, বাদ্য করে' বাধ্য করে,

তেমনি তুমি বাধ্য কর, সেই মুরহরে ;—

মুখে বল হরি হরি. সেই দয়াল হরি কৃপা করি,

তরাবেন ভববারি, পদতরি দিয়ে তোরে।

ভৈরবী—একতালা।

একান্ত চিত্তে চিন্ত মন! শ্রীকান্ত-চরণদ্বয়।
নিতান্ত কাটিবে ইথে, দুরন্ত কৃতান্ত ভয়।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, চন্দ্র যে চরণ ধ্যায়,
সে চরণে শরণ নিলে, মরণে মঙ্গল হয়।

ভাটিয়াল সুর।

মনরে আমার! তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।
(তুই মাথা নুয়ে বেয়ে যা দাঁড়)।
হা'লে যখন আছেন হরি, তোর যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়।
যখন ঘুরবে তরী স্রোতের সনে, তুই টানিস্ আরও পরাণপণে,
যখন পালে লাগ্‌বে হাওয়া, সময় পা'বি জিরুবার।
মাঝির সেই গানের তানে, চল সাথীর সনে সমান টানে,
(মনরে আমার—মনরে আমার!)
চাস্‌নে রে তুই আকাশ পানে, হ'কনা ফস'া হ'কনা আঁধার!
কাজ কি জেনে কোথায় যা'বি, কখন ঘাটে নাও ভিড়া'বি,
কখন গাজে লাগ্‌বে ভাঁটা কখন ছুটে আস্‌বে জোয়ার;
মনে রাখিস্ নিরবধি, যাঁহারি নাও তারই নদী,
(ভোলা মন্‌রে আমার—মনরে আমার)
যে ফেল্‌বে তোরে বানের মুখে, সেই তো তরীর কর্ণধার!

ভাটিয়াল সুর।

হরি বল মন! রসনায়, তুই বাঁচ্‌বি কয় দিন ?
ও তোর দিনে দিনে দিন ফুরা'ল, তনু হ'ল ক্ষীণ।
শমন এলে তো যা'বে না ফিরে, নিয়ে যাবে তোর কেশে ধরে,
মান্‌বে না সে পায় ধরিলে, এম্‌নি কঠিন!
ওরে ভাই বন্ধু সুত দারা, সুখের সাথী সকল যা'রা,
ঘৃণাতে ছোঁবেনা তা'রা, মরিবি যে দিন।
জোয়ারের জল জীবন যৌবন, একবার আসন আবার যাওন,
ক্ষ্যাপা বলে মুদিবে নয়ন, গণা মাসের দিন।

ভাটিয়াল সুর।

একদিন যেতে হ'বে রে মন! সে ভাবনা ভাব্‌লি কই ?
ঐ দেখ কে এল নেয়ে, ধীরে বেয়ে, ঘাটে তরী ভিড়া'ল ঐ।
ডাক্‌ছে মাঝি উচ্চ রবে,—
ভাঙ্‌ছে যে হাট, ও চড়নদার! ছুটে এস, আঁধার হ'বে;
ওরে আঁধার পথে নৌকায় যেতে, সুখ হ'বেনা, দুঃখ বই।
এই ঘাটের রীতি জানে যা'রা,—
দিন থাকিতে বেচেকিনে চাটি-বাটি তোলে তা'রা;
ওরে দিশেহারা বেহুঁস্ যারা, তা'দের তরে বসে' না রই।
দীন গোপী বলে তাই বলি মন!—
বেলাবেলি লওরে তুলি' পুঁজিপাটা ধন;
যেন মাঝির ডাকেই চল্‌তে পার, বল্‌তে না হয়, লই লই।

ঝংলা—একতালা।

আর কত বুঝা'ব তোরে? তুই পড়লি চিড়ের বাইশ ফেরে।
বিধি নিষেধ দু'টো বলদ পুষিছিস্ যে যতন ক'রে,
কেন, তা'দের পিঠে পুণ্য-পাপের ছালা চাপয়ে মরিস্ ঘুরে?
ও তোর, লাগ্‌লো ধোকা, ওরে বোকা, স্বর্গ-নরকের বিচারে,
হ'য়ে, আপনি রোজা, ভূতের বোঝা, ব'য়ে মর কিসের তরে?
করি আত্মরতি স্বানুভূতি, একবার কেন দেখ্‌লি না রে,
ও তোর পুণ্য-পাপের আপদ-বালাই ঘুচে যেতো একেবারে।
তুই যে স্বতঃসিদ্ধ অপাপবিদ্ধ চিন্‌লি না যে আপনারে,
পরিব্রাজক বলে, তা' জানিলে, হয় কি লোকে ভবঘুরে?

ঝংলা—একতালা।

তাই বলি মন! মিছে বার বার ভ্রমণ, করিছ ভব-সংসারে।
সদা বিষয়-মদে মত্ত, (মনরে!) কুতত্ত্বে প্রবৃত্ত,
এ তত্ত্বে আর নাই প্রশংসা রে!
পান কর সেই নাম-সুধা, যা'বে ভবের ক্ষুধা,
ভাব্‌তে কি তোর বাধা সে কংসারে;
দিবাকর-সুত, বাঁধ্‌বে দিয়ে সূত, করের তরে করে;
কি কর দিয়ে তা'র করে, কর বি মীমাংসা রে?
অমাত্য বন্ধুবর্গ, ত্যজ এ সংসর্গ, এরাই উপসর্গ কেবল সংসারে;
একবার হয়ে বিজন, (ওরে দাশরথি!) ও পদ কর ভজন,
সে জন ভবনে যাও ছ'জন দুর্জন ধ্বংসে রে।

মুলতান—একতালা।

ভাবনা কিরে, ভাব তাঁরে, পার হবি যদি অকূলে।
হ'য়ে প্রেমে মত্ত, কর নৃত্য, বদনে হরি ব'লে।
ভেবে দেখ্ না মনে, সাধন বিনে, যায়রে জীবন বিফলে;
দিন গেল গেল, কি সম্বল, আছে তোর অন্তকালে?
দারা সুত দেখ যত, সঙ্গে যা'বেনা ম'লে,
তাই হরি ব'লে, আপন বলে, কাট্‌না মায়া-শৃঙ্খলে।
যখন যা'বে চলে অস্তাচলে, জীবন-তপন এককালে,
তখন কেবা কা'র, অন্ধকার, (এই) সোণার দেহ শব হ'লে।

মুলতান—ঢিমা তেতালা।

শ্রীকান্ত শ্রীচরণ ভাবরে মন!
হ'ল দিন ত অন্ত শ্রীকৃতান্ত আগমন।
এ পসার কেন আর, সব অসার, কর সার,—
কেবল ভরসার স্থান যে জন।
আছ কি ভাবে কি পাপে জ্ঞানহারা,
নিদানে কি ধন দারা সুত দ্বারা;
মুদিলে তারা তা'রা কে তখন?
না রেখে পার্থ-সারথি পদে রতি,
ব্যর্থ দিন গত রতিগত দাশরথি,
দেখ না মন! শিয়রে শমন।

বৃন্দাবনী—একতালা।

আর কেন মন এ সংসারে ?　চল যাই সেই নগরে।
যথা দিবানিশি পূর্ণ শশী, আনন্দে বিরাজ করে।
পক্ষভেদে ক্ষয়োদয়, নাইক চাঁদের সে পুরে ;
নাই ক্ষুধা তৃষা, ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে।
সুধাকরে সুধা ক্ষরে, রবি বিষ বিতরে ;
আবার মনের মতন চকোর বিনে, চাঁদের সুধা চাঁদ হরে।
ও মন !　তোমার মত যে জন, সেই গরল পান করে ;
ও সে জ্ঞান হারা'য়ে বিষের জ্বালায়, কেবল গতায়াত করে।

যাকো মন হরিচরণমে, হোতে লীন দিন-রাতি ;
করত কাম বিষয়াদি সদা, তদপি নহোত বিঘাতি।
যয়সে নারী হোত হায়, ব্যভিচারী মন মাহি ;
ভজতে কোই পর পুরুষকো, যদপি কাম গৃহ মাহি।
গৃহ-কারজ ক্রিয়োমানপি, চিন্তিত নাগর লেহ ;
ছুটত নহি ক্ষণমাত্র অপি, নব নাগর পর স্নেহ।
নটনারী শির কুম্ভ ধরি, চড়ি বিমান চলি যাহি ;
যয়সে মন শির কুম্ভ পর, রহয়ে কটক মাহি।
তয়সে কারয করহি সব, ছাড়ত নহি প্রভু লেহ ;
অর্পণ করত মীরা বাসনা, হরি-চরণোপর দেহ।

মূলতান—একতালা।

দেখ নয়ন মুদে অন্তরেতে শ্রীহরিচরণ।
যিনি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পতিতপাবন।
হৃদিপদ্ম আসন করি, বসাও তাঁরে যতন করি,
কর নয়ন জলেতে তাঁর পদ প্রক্ষালন।
মনপ্রাণ ঐক্য করি, ধর তাঁরে দৃঢ় করি,
যা'তে ভবব্যাধি শোকতাপ হইবে মোচন।
জলে জল যেমন মিশায়, হও তাঁতে লীন প্রায়,
তাতে হইবে পরম সুখ, না যায় কথন।

তবে কেউ মায়া-ডোরে বাঁধা থেকো না।
কেউ কা'রো নয়রে আপন, ভেবে দেখ না!
সোনার স্বপন, ভাঙবে যখন, দেখবে সব ফাঁকা,
কেউ কোথা নাই সরে গেছে রয়েছ একা;
ভালবাসা প্রেমের আশা কিছুই রেখো না।
যেমন জলের বুদ্বুদ জলে উঠে, জলে মিশে যায়,
(তেম্‌নি) দু'দিন পরে তুমি আমি রব'না হেথায়;
যেমন ধূলার খেলা ধূলাতে মিশায়,
সাধ করে' কেউ পায়ের কাঁদা, গায়ে মেখো না।
এ সংসারে কা'রো তো কভু আশা মিটে না,
ভাবি গো তাই, তবু কারো নেশা ছোটে না;

হায়! তবু কা'রো চক্ষু ফোটে না,
যা হ'বার তা' হয়ে যা'বে, চেয়ে কিছু দেখো না।

সুরতান—চৌতাল।

বার বার কহুঁ তোহে, সাবধান কৈঁউনা হোয়,
মমতাকী পোট শিরে কাহেকো ধরত হৈ?
মেরো ধন মেরো ধাম, মেরো সুত মেরো নাম,
মেরো পশু মেরো গ্রাম, ভুল হো ফেরত হৈ।
ভুত ভয়ো বাওরা, বকার গেই বোধ তেরি,
ঐ সে অন্ধকূপ গির, কাহেকো ফেরত হৈ;
সুন্দর কহত তাকো, নায়ক হোনে আবে লাজ,
কাযকো বিগাড়কে, অকায কৈঁউ করত হৈ?

আড়ানা—আড়া।

বৃথায় বিষয়ে ভ্রমি সুখের আশায়।
চিন্তিলে না জীব! তুমি মুক্তির উপায়।
মিছা দম্ভ অভিমানে, আছ মত্ত মধুপানে,
কিন্তু নাহি ভাব মনে, ঘটিবে কি দায়।
ঘেরে মায়া মেঘ-জালে, পড়িয়ে বিষম জালে,
দেখ কি আছে কপালে সংসার-কাননে;
লহ তাঁহার শরণ, ঘুচিবে ভব বন্ধন,
বিনে সে রাঙ্গা চরণ, না দেখি উপায়।

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী।

বৃথা কাজে মজে' যায় দিন। (দিন দিন)
ক্রমে তনু ক্ষীণ, সরোবরে মীন যেন হ'য়ে বারিহীন। (দিন দিন)
দেখ দেখি মনে ভেবে, কি বলে' এসেছ ভবে,
তাঁরে গিয়ে কি জানা'বে, ছিলে পরাধীন। (চিরদিন)
আহা মরি কি যাতনা, মনেতে কিছু ভাবনা,
যাঁর এ সৃষ্টি রচনা, তাঁরে ভাব ভিন? (অনুদিন)
তুমি কা'র কে তোমার, জান কিছু সারাৎসার,
বৃথা দম্ভ অহঙ্কার, মায়ায় হয়ে লীন! (দিন দিন)
বৃথা কাজে দিন গত, আয়ু-বায়ু হ'বে হত,
পঞ্চে পঞ্চ মিশাইলে রবে না রে চিন্। (এ দেহের)
কহে দীন খগবর, যিনি এ বিশ্ব-ঈশ্বর,
তাঁরে স্মর নিরন্তর, শোধ তাঁর ঋণ। (নবীন প্রবীণ)

ইমন কল্যাণ—ঢিমা তেতালা।

এ দেহ অনিত্য, পঞ্চভূত কৃত মাত্র,
নশ্বর এ দেহ, নর! কেন দম্ভ কর এত?
কেবা পুত্র কেবা জায়া, সকলি অলীক মায়া,
সম্বন্ধ থাকিতে কায়া, ছায়া-নাট্যালয়;
কর যত অভিনয়, সকলি হইবে লয়,
যেন তুমি রঙ্গভূমি ক্রমেতে হইবে হত।
কোথা যা'বে গাম্ভীর্য্য, বাণিজ্য ঐশ্বর্য্য রাজ্য,

আশ্চর্য্য গর্ব্ব মাৎসর্য্য, রাজকার্য্য মন্ত্রিত্ব ;
বৃথা ধনের গরিমা, অসীমা নাম-মহিমা,
দেহে গেহ মনোরমা, কালেতে হইবে চ্যুত।
রূপ যৌবন লাবণ্য,　হইবে রে ছিন্ন ভিন্ন,
ক্রমে কায়া হ'বে শীর্ণ, জঘন্য আকৃতি ;
দেখ দেখি মনে ভেবে,　কি করে' গেলে এ ভবে,
শব হ'লে সব যা'বে, পঞ্চ পঞ্চেতে মিশ্রিত।
রয়েছ কি মনে ভাবি',　হ'বে জীব ! চিরজীবি,
দুঃসহ ভাবনা ভাবি,　রয়েছ মোহিত ;
কহে দীন খগপতি,　করেরে জীব ! সুমতি,
ভাব সেই বিশ্বপতি, অনাদি আদি অচ্যুত।

বাগেশ্বরী— কাওয়ালী।

হরি-পদপঙ্কজে মজ রে মন, নহে বিলম্ব সহন।
দেখ রবি দিনে দিনে করিছে আয়ু হরণ।
জীবন নিধন কালে, আঁধারে রোধ হইলে,
কেনে হইবে কৃষ্ণ নামের স্মরণ ?
ভ্রমে মত্ত হয়ে কালে, অচেতনে খোয়াইলে,
এখন কিঞ্চিৎ হিত কর রে সাধন।
কিঞ্চন মন দৃঢ় ভাবে জপ নারায়ণ,
তবে রে দুর্জ্জয় ভয় হয় নিবারণ।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

যাঁরে মন দিলে আর ফিরে আসেনা, এ মন তাঁরে ভালবাসেনা।
যাদের মন দিতে হয় সেধে সেধে, প্রেম দিতে হয় ধরে বেঁধে,
তাদের মন দিয়ে, মন মরে কেঁদে, আর জন্মের মত হাসে না।
ফেলে দে মন প্রেম-সাগরে, হারিয়ে থাকবে চিরতরে,
একবার, পড়লে সে আনন্দ-নীরে, ডুবে যায়, আর ভাসে না।

সিন্ধু—খং।

মন! তোর আজ পায়ে ধরি, ছাড়না বলা 'আমার' বুলি।
জনম জনম 'আমার' বলে, ভাব দেখি মন! কি সুখ পেলি?
যত করবে 'আমার আমার', ততই বাড়বে কর্ম্মের ভার,
দুঃখ চিন্তা অনিবার ঐ 'আমার' সঙ্গে মেলামেলি।
'আমার'টি হয় মায়ার ছেলে, ফেরে মায়ার তালে তালে,
তাহার সঙ্গে তুমি চলে, সব দিলে ভাই! জলাঞ্জলি।
(যদি) 'আমার' বুলি ছাড়তে নার, অন্য একটা উপায় কর,
যিনি সর্ব্ব সারাৎসার, ভাব তাঁ'রে 'আমার' বলি।
আমার পিতা, আমার মাতা, বলে' জানাও মনের ব্যথা,
শোনেন অধমের কথা, ডাক তাঁরে হৃদয় খুলি।
হরিদাস বলে মন! বুঝিয়ে না বুঝ কেন,
দিনটি হ'ল অবসান, আর কেন আছ ভুলি?

পিলু—পোস্ত।

হরি হরি বল, ওরে আমার মন!
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন?
ভাব্‌লি না সে কাল্‌হরণ, কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেন মত্ত বারণ, করিছ ভ্রমণ!
মত্ত হয়ে সম্পদে, না ভজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তা'র পদে পদে, দিবে যে শমন।
যে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাবলি না সে হরিপদ,
ঘটালি আপন আপদ এ আর কেমন?
কা'রে বল আপন আপন, কর রে মন কি আলাপন,
সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন;—
আপন যে চিন্‌লি না তাঁ'রে, যে ভব তুস্তারে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাব্‌লে তাঁরে, পালা'বে শমন।

চিন্তরে মন চিত্তরঞ্জন, (হরি) বিপদ-ভঞ্জনকারী।
মধুর তানে, সেই নাম গানে, পুলকে পরাণ ভরি—
(আয় হরি হরি হরি বলে)।
নাম-কিরণে, আঁধার ভুবনে, ফুটিবে বিমল আলো,
ফুল্ল নয়নে, ফুল্ল পরাণে, হেরিব মুরলীধারী;
(আয় হরি ব'লে নেচে আয়)।

পিলু—খেম্‌টা।

এসে সংসার-প্রবাসে, আশার বশে, কর কি অসার ভাবনা ?
যে কাজে ভবে আসার, হ'বে সুসার; কেনরে সেই সার ভাবনা ?
যে ফাঁদে বাঁধ্‌বে কালে, বিপদ কালে, দুঃখের পারাবার র'বে না ;
সেই কালে জান্‌বে রে মন, শমন কেমন, এ বিষম ভাব না।
এ যা'দের ভাব্‌ছ আপন, নিশির স্বপন,
সাথের সাথী কেউ হ'বে না ;
যে সময় ধর্‌বে শমন, মুদ্‌বে নয়ন, আপন বলে' কেউ ছোবে না।
যত সব পয়সা কড়ি, কর্‌ছ দেড়ি, ঘর বাড়ী সঙ্গে যাবে না ;
কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কলসী দড়ি, কাঠ খড়ি আর চট বিছানা।
শ্মশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে, নেয়ে ধুয়ে বন্ধুজনা ;
সিন্দুকের তালা খুলে, দেখ্‌বে তুলে, নগদ কিছু আছে কি না !
খেদে দীন বাউল বলে, মন বিফলে, মায়ার ভুলে আর থেকোনা ;
পলকের নাই ভরসা, কিসের আসা, শেষের উপায় তাই দেখনা।

সাহানা—একতালা।

পরের মন্দ কর্‌তে গেলে, নিজের মন্দ আগে হয়।
পরের মন্দ কেউ করোনা, সদাই যেন মনে রয়।
বুদ্ধি হৃদয় তনু প্রাণ, হরির পদে কর দান,
থাকবে সুখে, সদাই মুখে, কর হরিনাম গান ;
ধর্ম্ম-পথের হওহে পথিক, নৈলে সদাই ঘট্‌বে ভয়।

ললিত মিশ্র—একতালা।

শোনরে মন-বারণ, তোমারে করি বারণ, যেও না বিষয়-বনে।
কুমতি অরি, বেড়ায় ফিরি, লহে ধরি' পথিক জনে।
গুল্মলতা ভগ্নীভ্রাতা, মহা দারু গুরু জনে;
জ্ঞাতি-শার্দ্দূল বড়ই খল, সম্বল ধরিয়ে টানে।
কুসঙ্গ ভুজঙ্গ সম বিষয় বিষয়ারণ্যে,
প্রফুল্ল ফুল, নারীকুল, মনাকুল করে ঘ্রাণে;
(মধু লোভে, ভেবে ভেবে, নিশি-দিবে, আয়ু ক্ষীণে)।
কর পশারি', কাল-কেশরী, কেশে ধরি সদা টানে,
ও বন পরিহরি, যত্ন করি, হরি হরি বল বদনে;
(কহে দীন খগে অনুরাগে, থাক যোগে, নিশিদিনে)।

ললিত-বিভাষ—খেমটা।

নদ নদী হাতাড়ে বেড়াও অবোধ মন!
বৃথা ভ্রমেতে কর ভ্রমণ।
কাঞ্চন ত্যজিয়ে যেবা কাচেতে করে যতন,
যেমন স্বর্গ তাজি ইচ্ছা করে' নরকে করে গমন।
যে যা' বলে তা'রি কথায়, দৌড়ে বেড়াও আমার মন,
তোমার ঘরের মধ্যে বিরাজ করে বিশ্বরূপী সনাতন।
যদুনাথ বাউলে বলে, শুন শুন সাধুজন!
কেন আত্মতীর্থ ত্যজ্য করে, মিছে তীর্থ পর্য্যটন?

ললিত—আড়াখেম্‌টা।

একবার ডাক দেখি মন! হরি বলে।
এ জনম হরি সাধন বিনে যায় বিফলে।
হরি সর্ব্ব মূলাধার, অন্ত নাহি তাঁর,
মহিমা অপার, বেদে বলে;
করি অমৃতে অলস, বিষয়ে সন্তোষ,
সুধা ত্যজি কেন গরল খেলে?
এমন সুধামাখা নাম, কর অবিশ্রাম,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে।
কর বৃথা পরিশ্রম, একি তব ভ্রম,
মিছে মায়ায় কেন বন্দী হ'লে?—
দেখ দারা সুত যত, সবাই অনুগত,
হইবে বিরত, বিপদ কালে।

ললিত-বিভাষ—খেম্‌টা।

ক্ষেপা, তোর গেল বেলা!
তোর সোণার ঘরে কর্‌বি রে তুই ভুতের খেলা।
ঘরে বসে দেখ্‌লি নারে মন;—
ও তোর অন্তঃপুরী কর্‌লে চুরী, অমূল্য রতন;
কখন আস্‌বে শমন, কর্‌বে বন্ধন, দেখ্‌লি না তুই করে হেলা।
ওরে, একটি মাণিক সাধের সোঁচা ধন,
সেই মাণিক তোর ঘর হ'তে বাস্‌বে অকারণ;

তোর ঘরে ঢুকে লাভেমূলে, লুট্ লেয়ে ভেঙ্গে তালা।
দেহের মালিক যখন যাবে মন ! —
ঘেন্না করি কেউ ছোবেনা, বলি তোরে শোন্ ;
যখন ধর্‌বে শমন, কর্‌বে বন্ধন, ঘট্‌বেরে তোর বিষম জ্বালা !
ওরে, দীনে বলে শোন্‌রে মন ভোলা,
দীনদয়াল হরির চরণতলে বাঁধরে ভেলা ;
আবার সার করে তার শ্রীচরণ, নাম কররে জপ-মালা।

বাউলের সুর—আড়াখেম্‌টা।

আছিস্ চুপ করে তুই কি ব'লে ?
ওরে, এই বেলা নে হরি বলে' ভাস্‌না প্রেম-সলিলে।
তোর অন্তরেতে ঘুণ ধরেছে, পাক ধরেছে সব চুলে,
আবার অস্থ দন্ত সার হ'য়েছে, মাংস সব গেছে ঝুলে।
তোর শিয়রে কাল, গুণ্‌তেছে কাল, কাল হ'বে ধর্‌বে চুলে ;
তখন সাধের এসব, ভবের বিভব, রাখ্‌বে কে আর আগু'লে ?
তখন ভয়ে সারা, দৃষ্টিহারা, ভাস্‌বে নয়ন-সলিলে,
তখন হেঁচ্‌কা টানে হেঁচ্‌কি তুলে, যেতে হ'বে সব ফেলে।
তোরে যারা এখন, কচ্ছে যতন, আপন আপন ব'লে,
তা'রা পরিয়ে কাচা, সাজিয়ে মাচা, অনায়াসে দিবে তুলে।
দিয়ে নূতন বসন, ওড়ন পাড়ন, দগ্ধ কর্‌বে অনলে,
আবার সাঙ্গ হলে, হরি ব'লে, জল ঢেলে যা'বে চ'লে।

খট্ ভৈরবী—খেম্‌টা। [কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত]

আমার প্রাণ পিঞ্জরের পাখি ! গাও না রে।
সদা 'হরির্নামৈব কেবলম' ওনাম প্রাণভরে গাও না রে!
পড় পড় আত্মারাম, ডাক ডাক প্রাণারাম,
আমার হৃদয়মাঝে প্রাণ বিহঙ্গ ডাক অবিরাম ;
ডাক তৃষিত চাতকের মত, অলস থেকো না রে !
ব্রহ্ম-কল্পতরু শাখে বসে রে পাখি ! বিভুগুণ গাও দেখি,
আবার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সুপক্ক ফল খাও না রে !
ও কি বলরে পাখি ! বল, তোর নয়নে কেন জল,
বুঝি হরিনামামৃত পানে হয়েছ বিহ্বল ;
আহা ! কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়, নীরব হয়ো না রে।
অসার বিহঙ্গ জনম কররে সফল, করি নাম কোলাহল,
গেয়ে অবিরাম আত্মারাম, মোক্ষধামে উড়ে যাওনা রে।

খট্-ভৈরবী—খেম্‌টা।

ও মন ! সত্য নয়, মিথ্যা রে ভাই এ সংসার।
কেবল যাওয়া আসা মাত্র সার, বারে বার।
জাননা কি সকল ফাঁকি, কেহ নহে কা'র,
ভেবে দেখ্‌না মন আমার ; (মরি হায় ! !
যে যা'র কর্ম্মভোগে ভোগ ভোগে যা'র,
কেউ বুঝ্‌তে নারে কয় আমার ; কি চমৎকার !
ইহার আদ্য অন্ত সকল শূন্য, শূন্যময় আকার,

ফাঁকি বুঝ্‌তে পারা ভার ; (মরি হায় !)
এর সহজ ভাবটি ভেবে দেখ, দু'টি চক্ষু বুজলে অন্ধকার।
আদান প্রদান মান অভিমান, সুত পরিবার ;
ল'য়ে করতেছে সংসার ; (মরি হায় !)
ক্রমে বাড়্‌ছে বিকার, নাইক বিচার,
(ক্ষুধায়) সুধা ফেলে খেলে আর ;　কি অবিচার !
বৃথা মর্‌বি কেন তর্‌বি যদি, এ ভব সংসার, তবে হরি কর সার
ছুঁতে নার্‌বে কালে কোনকালে,
ভবে আসিতে হ'বে না আর, বারেবার।

সিন্ধু—একতালা।

এসা দিন, দেখো ফিন, রহেগা নেই।
যব যেসা, তব তেসা,　ছোড় দিল্‌কি আশা,
দুনিয়াকে তামাসা দেখো ভাই !
এই যো দুনিয়া, দেখো মেরে ভেইয়া, দুঃখ সুখ প্রভু সব কুছ বানায়া,
যব্ তক্ জীতা কায়া, তব্ তক্ রহে মায়া, জায়া ভাতিজা ভাই।
দুনিয়াদারী খেলা,কভি বুরা ভালা,কভি ঘটা ঘোর কভি হোৎ উজালা,
কভি হীরা মতি কভি মিলে লীলা, কভি ঘাটতি হ্যায় বাড়্‌তি নেই।
ছোড় নিরানন্দ, করোজী আনন্দ,　ধ্যানমে ধরোজী সদা সদানন্দ,
চন্দ্ রোজকে বাস্তে দুনিয়াতে এ ফন্দ্, ফন্দ ধন্দ না রই।
কহে পল্লী রূপ, নহোজী বিরূপ,　ধ্যানমে ধরোজী প্রভুজীকি রূপ,
অপরূপ রূপ, ভুরূপ স্বরূপ, এরূপ জগমে নেই।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবিধ সংগীত।

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন সৃজন লয় করে?
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মাসদে গির্জ্জে কি মন্দিরে?
শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি আঁধারে?
পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘটে,
তপে জপে যোগে যোগে যোগী বটে,
সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পাটে কি পাথরে প্রান্তরে?
লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মা বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে,
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্ম অণ্ডে কি অণ্ড বাহিরে
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদীয়া মদিনে,
রিভার জর্ডনে, গার্ডেন অব ইডেনে, শ্মশানে সমাজে কবরে?
ভারত অশক্ত যে ভাব ধারণে, সাংখ্যে হয়না সংখ্যা, অদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে মিল্টনে, কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে?
তিনি কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ নায়ক আল্লা যীশু,
কালী কি কানাই বয়ু-শিশু বাসু,
কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সারা দেন কা'কে, স্বরূপ বলিতে সেই পারে
ব্রাহ্মে বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্রশীর্ষ সাকারে স্বীকার,
সে যে কিমাকার, বর্ণে সাধ্য ক'ার, ওকারে কি আছেন ওঁকারে

কে বলিতে পারে পরে কোন্ বাস,
(তাঁর) কোঁচা পেণ্টুলনে ইজেরে উল্লাস,
ব্যালে কি বাকলে শুধুড়ি কম্বলে, কৌপীনে কি বাঘাম্বরে ?
ব্রাণ্ডি কি জীনে, মেরি শ্যাম্পিনে, কাট বিস্কুটে, পলাণ্ডু লশুনে,
মাল্‌পো মালশাভোগে,মো'ষে মেষে ছাগে,পাকা পাতা বাত আহারে
বেণু বীণা বোলে গমকে কি খোলে,তোপে কি তাউসে,জয়ঢাকেঢোলে
নেড়ানেড়ি দলে, বাউলের পালে, শিঙ্গে কাড়া কাসী কাঁসরে ?
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রানী সম্ভোগে, নরক-নিকরে শূকরী সংযোগে
মহাতুঃখে মহাসুখে রাগে রোগে, সমভাবে ভেবে পাই যাঁরে।
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁ করে কি আছেন রত্নের আকরে
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে, যে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে ?

[উক্ত গীতের উত্তর]

গৌরী—একতালা।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন, ভজ সেই জন ভক্তি ক'রে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে, স্বীয় মনোরথে পরমাদরে।
বেদ ভেদ তন্ত্র গীতা ভাগবত, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু আদি যত,
বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি মত, সাধন ভজন কর সাদরে।
কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম, পঞ্চমুখে সদা গায় যাঁর নাম,
সে বিভুচরণ, পরম কারণ, স্মরণ মনন সদা কর রে।
গুহক চণ্ডাল পেল ভক্তি ক'রে, ভল্লুকে বানরে ভজিল যাঁহারে,
চরাচর সার, সেই বিশ্বাধার, সদা কর সার স্বীয় অন্তরে।

এব্রাহিম নবি আদি পয়গাম্বরে,ঐকান্তিকী ভক্তি করি পেল যাঁরে,
যীশু খৃষ্ট যীতে, যাঁরে বলে পিতে, সাবহিত চিতে ভজ তাঁহারে।
সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবান, ঘটে পটে মঠে প্রকাশ সমান,
সূর্য্য এক হয়, প্রতিবিম্বচয়, তেন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে।
ঈশ অঙ্গকান্তি জ্যোতি বিশ্বময়,জ্যোতি মধ্যে স্থিত কৃষ্ণ এক হয়,
সুপক্ব ভজনে, তাঁরে যেই জন, ভজে সেই পায় দেখা অন্তরে।

গৌরী—একতালা।

এই যে বিশ্ব, হ'তেছে দৃশ্য, অবশ্য কেউ করেছে সৃজন।
হেরে অসম্ভব, কাণ্ড-ভাণ্ড সব, জ্ঞান হয় কর্ত্তা আছে কোন জন ;
অপার অদ্ভুত অনন্ত অখিলে, এ সৃষ্টিতে কেহ স্রষ্টা না থাকিলে,
ধ্বংস হ'ত জগৎ পড়ে' বিশৃঙ্খলে, সুশৃঙ্খলে কভু চলে কি এমন ?
নিশ্চয় তাহার করুণার গুণে, স্নেহের সঞ্চার মা বাপের মনে,
জনমের পূর্ব্বে দুগ্ধ দেন স্তনে, হ'বে বলে জীবের জীবন ধারণ।
জীবন-যাপনে যে যে প্রয়োজন, চেয়ে দেখি তাই আছে আয়োজন,
হাতে হাতে পাই, চাই যা যখন, তবে অবিশ্বাস করা অকারণ।
তারকা তপন চন্দ্রমা পবন, বিরাম বাসনা দিয়ে বিসর্জ্জন,
নবগ্রহচয়ে, নিগ্রহ ভয়ে, নিয়মেতে নিত্য করিছে ভ্রমণ।
অন্ধকারে আলো, ব্যাধিতে ঔষধি, সমুদায় সেই বিধাতার বিধি,
এসব উপায় না থাকিত যদি, তবে ভবে ভাবি অভাবে সাধন।

ভৈরবী—ঠেকা।

আছেন একজন,　কর্ম্মের কারণ,
যাঁহার আদেশে ভ্রমে সুধাংশু তপন।
একমাত্র অদ্বিতীয়, ত্রিজগতের আরাধীয়,
জ্যোতির্ম্ময় পূজনীয়, পুরুষ রতন।
তিনি ব্যাপ্ত জলে স্থলে, বেদে নির্ব্বিকার বলে,
করুণানিধান বিভু, নিত্য নিরঞ্জন।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

কিবা জল কিবা স্থল,　আকাশ অনিলানল,
স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয়।
প্রকৃতির কার্য্য সব,　স্বভাবে উদ্ভব ভব,
ভেবে ভব ভাবী ভব পরাভব হয়।
ভবের ভাব বুঝা ভার,　মাস পক্ষ তিথি বার,
যথাক্রমে বারবার হয় আর লয় ;
কত ভূত হল ভূত,　কত ভূত আবির্ভূত,
ভেবে ভূত অভিভূত, হতেছে বিস্ময়।
ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ,　ভূতে ভূত হয় ধ্বংশ,
ভূতে ভূত অবতংশ, হেরি বিশ্বময় ;
সে ভূতের পতি যেই,　ভূতাতীত হয় সেই,
অতএব ভূতনাথে কররে প্রত্যয়।

আলেয়া—জলদ তেতালা।

সাধ্যাতীত তত্ত্ব নিরূপণ।

হবার নয় অসাধ্য সাধন;

সে বিভু অব্যক্ত, জগত ব্যাপ্ত, এই দ্বীপ সপ্ত, লিপ্ত তিনি নন।

কোথায় আছেন তিনি কে কহিতে পারে,

ভূধরে সাগরে, কিম্বা মহী'পরে;

আকাশে পাতালে, সপ্ত তলাতলে, কোথা গেলে মিলে, নাহি নিদর্শন।

মন্ত্রে তন্ত্রে শাস্ত্রে অষ্টাদশ পুরাণে, শ্রীমৎ ভাগবত গ্রন্থ রামায়ণে,

চণ্ডী কাশীখণ্ডে, পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডে, চৈতন্য-মঙ্গলে আছে কি সেই জন?

রামাত নিমাত আর ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী,

কর্ত্তাভজা নেড়ানেড়ী পূরী গিরি;

বৌদ্ধ জৈন সংসার ত্যাগ করি ফকীরি,

জপী তপী ঋষি অনশনে বসি, সেই গুণ-রাশির পায় না দরশন।

নিদেহ নিগৃহ নাহি পদ পাণি, সর্ব্বাত্মায় আছেন আত্মারাম তিনি,

ক্ষিত্যপতেজ আদি এই পঞ্চে আনি,

কহে খগমণি, করেন মহাপ্রাণী আপনি সৃজন।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

কি করি না করি, বুঝিতে না পারি,

কে করে বা করায়, না হয় অনুমান।

কি বলে কৌশলে, জীব-যান চলে, এ যানের সম, নাহি অন্য যান।

নিজের কর্তৃত্ব দেখ কোথা সাজে, ভাবিয়ে দেখনা সব কর্ম্ম কাজে,

ভাবের বিপরীত, ঘটে যে সতত, দেখে কি দেখ না, ওরে মূঢ় মন !
ঐহিকের সুখ ভাগ্যেরি উপর,　যে ভাগ্য বেঁধেছ জন্ম জন্মান্তর,
তা'র বিপরীত, হয় কদাচিৎ, কর মন ! তা'র চিন্তা অকারণ।
প্রকাশিয়ে ভ্রান্ত ! যে পুরুষকারে, কার্য্যক্ষেত্রে যাও কীর্ত্তি রাখিবারে,
সে উৎসাহ উদ্যম, অদৃষ্ট অধীন, কে পারে লঙ্ঘিতে বিধির বিধান ?
অজ্ঞানের মূল অহং এর তরে, বুঝিয়ে বোঝ না কে করায় বা করে,
হৃষিকেশ হরি হৃদয় মাঝারে, বিরাজি করিছে জীবে নিয়োজন ;
সবিনয়ে 'শশী' বলে বন্ধুজনে,　কর্ম্মাকর্ম্ম রাখি তাঁহারি চরণে,
সযতনে ভাব ভবারাধ্য ধনে, ভবে আসা-যাওয়া হ'বে সমাপন।

———

বেহাগ—একতালা।

প্রভুর লীলা বুঝা ভার।
যা' দেখি নয়নে শয়নে স্বপনে, সকলি কেবল মনেরি বিকার।
চিদানন্দময় জগত স্থিতি,　ব্রহ্মময় সবে একাকারে গতি,
অহঙ্কার ভাব, সুখ দুঃখ ভাব, জীব শিব একাকার।
অপার আকাশ সদা নিরাকার,
নীলাকার দেখায় সে চক্ষেরি বিকার,
সত্য বস্তু নয়, কিন্তু দেখা যায়, বিবর্ত্ত মাত্র জগৎ শূন্যাকার ;
চেতনের আভাস মায়া প্রতি ভাসে, অচেতনে সব চেতন প্রকাশে,
জগৎ সমুদয়, বস্তু সত্য নয়, কেবল মাত্র সচ্চিদানন্দ সার।

———

বাগেশ্রী—আড়া ঠেকা।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব-চরাচর।
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহা লয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি, এই ধারা অনুক্ষণ;
সেই ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌ বোঝে প্রাণ, বোঝে যা'র।

বাউলের সুর—লোভা।

আমি কে, তাই জান্‌লেম না।
'আমি আমি' করি, কিন্তু আমি আমার ঠিক হ'ল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি, চ'ার কড়ায় এক গণ্ডা গণি,
কোথায় হ'তে এলাম আমি, তারে কই গণি?
ভবের মায়া ভোজের বাজী, তা'তে মন! তুই হ'লি রাজি,
আমার মন হ'ল না কাজের কাজী, মন আমার রাজী হইল না।
খাইতে চাও দশমূলী পাঁচন, একবার আসা একবার যাওন,
এখনো না খাইলে সুখের পঞ্চমূল পাচন।
মায়া-পাশ মুক্ত করি,' বদন ভরে বল হরি,
সাধু-সঙ্গ করি করি, করি বলে' আর কল্লেম না!

ললিত-বিভাষ—খেম্‌টা।

দুনিয়ার আজব গাছে, সদা বসে' আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে, দু'জনে মাখামাখি।
ভালবাসায় একটি পাখী কত ফল বিলায়,
সেতো খায়না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়;
ও যে ফল বিলাচ্ছে সে না খাচ্ছে, অন্যে কচ্ছে ফলভুক্তী।
ইচ্ছামত পাখী নহে কাহারো অধীন,
ও যে ফল খায়, সে ফল বিলিয়ে হয়েছে স্বাধীন;
যে ফল দেখে শুনে নাহি চিনে, ফল খেয়ে হারায় আঁখি।
নিজ দোষে মনের ক্লেশে, কাঙ্গাল কাঁদিছে,
আমি স্বাধীন হ'য়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে ;
আমি দেখ্‌লাম যে ফল, এখন সে ফল, কেবল গরলময় দেখি।

না দুলালে সে কি আপনি দোলে?
ভক্তের মনোমত, হৃদিপদ্ম-স্থিত,
তা'তে ভক্তি যুক্তি সব হিল্লোলে।
ভক্তের মন হরি, ভক্তের প্রাণ হরি,
ভক্তাধীন সেই দীন-বিহারী :
ভক্তের পাদপদ্ম প্রণাম করি,
মকর কুণ্ডল দোলে হয় কর্ণমূলে।

মুলতান—খয়রা।

(সেই) প্রেম কি চাইলে মিলে ?
সেই প্রেম আপনি উদয় হয়, শুভযোগ হ'লে।
হয় ভাবের উদয়, সেই ভাবে ডুবে র'তে হয়,
তবে দয়া হয়, সময় হ'লে।
নৈলে পাওয়া ভার, দৌড়াদৌড়ি সার,
কণকধারী গোসাই বাউলে বলে।
তুলার আশ্বিন মাসে, তিথি অমাবস্যে,
স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়ে যাহাতে,
হয় বাঁশে বংশলোচন, গজে গজমতি,
না হয় কেন অন্য মেঘের জলে ?

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

আমি ডাক্‌লেম না, তেমন ডাকা, সে যা'তে শুন্‌তে পায়।
মুখের কথায় ডাকি আমি, এই কথা কি তাঁর কাণে যায় ?
ডাক্‌তে শিখে নাই আমার প্রাণ, মিছে ডাকে রসনায়।
প্রাণ যদি ডাক্‌ত তা'রে, তবে কি সে থাক্‌ত দূরে,
শুন্‌তে পেলে রাখ্‌ত কথা, এ নয়ন দেখ্‌ত তাঁয়।
কাঁদ্‌তে নাহি পারে আমার প্রাণ, আঁখি মিছে কাঁদ্‌তে চায়।
যা'র প্রাণ কাঁদতে জানে, পারে সে বাঁধ্‌তে প্রাণে,
প্রাণের কান্না বিনে তাঁরে, আন্‌তে পারে কে কোথায় ?

ইমন ভূপালী—ঢিমা তেতালা।

দেখরে বুদ্ধি-নিষাদ, পা'তয়'ছে জ্ঞান-ফাঁদ,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ!
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে গরল কেবল,
তর্কে তর্কে চল চল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
কর্ম্মবলে ভক্তি-পথে করহ গমন;
মিলিবে মধুর ফল, মধু তাহে অবিরল,
মত্ত হ'বে সুধাপানে, দেখিবে যে রঙ্গ।*

ললিত—আড়া।

মন বুদ্ধির অগোচর, নিরঞ্জন নিরাকার,
নিরূপ না হয় যাঁর, কি আশ্চর্য্য তাঁরে বাঞ্ছা করে বিশ্বজন!
সচ্চিদানন্দ পদার্থ, বাক্য মাত্র চরিতার্থ,
সে তত্ত্ব যথার্থ কেবা পেয়েছ কখন?
নির্গুণাব্যক্ত সাধন, স্থূল তুষার ঘাতন,
সগুণ সাধনে সদা কররে যতন।
কৃষ্ণপদ ধ্যান গুণে, চরমে নির্ম্মল জ্ঞানে,
অখণ্ডানন্দ প্রাপ্ত হইবে অকিঞ্চন।

---

* এই গীতটি রামমোহন রায় রচিত "ভুলোনা বিষাদ-কাল, পাতিয়াছে কর্ম্ম জাল," ইত্যাদি গানের উত্তর স্বরূপ রচিত।

বাউলের সুর—[illegible]।

[আমি কেমন ক'রে করবো বল শক্তি-সাধনা ?—সুর।]

কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি (ও মন !)।
তুমি পারিবে চিন্‌তে কি চিন্তামণি—
(সে যে চিন্তার অতীত জগচ্চিন্তামণি)।
তিনি সাকার কি নিরাকার, ওমন ! কেবা তত্ত্ব জানে তাঁ'র,
সমস্ত জগদাধার, কেবল এই শুনি (তিনি)।
গহন বিজন বনে, যোগে বসিয়া একান্ত মনে,
পায় না সমাধি ধ্যানে, ঋষি কি মুনি (তাঁ'রে)।
প্রেমময় করুণাসিন্ধু, হরি অনাথের নাথ দীনবন্ধু,
যার প্রেমে পাগল শম্ভু ত্রিশূল-পাণি (ওমন) !
কুবাসনা পরিহর, ও মন ! প্রেমের হার গলায় পর,
হইবে হৃদয়ে সে রূপ উদয় আপনি (দেখ্‌বে)।
পরিব্রাজকের চিত্ত, বাইরে বৃথা কর তত্ত্ব,
ঐ যে ভিতর ঘরে আলো ক'রে, বিরাজে মণি (তোমার)।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

[আজি কা'র রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে গৌর হ'য়েছে—সুর]

স্বপনে মন যে কেমন, মানুষ রতন, দেখিয়াছে।
সে যে অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে।
হাওয়ায় আসে হাওয়ায় বসে, হাওয়ায় মজে আপন রসে,
হাওয়ার মাঝে লুকায়ে সে বিরাজিছে ;

তা'রে ধরে ধরে ধর্‌তে নারে, মন ভাবনায় পাগল হ'য়েছে।
দূর হ'তে মোহন বেশে, কখন বা আছে এসে,
অপরূপ হেসে হেসে ডাকিতেছে;
যে তা'র ডাক শুনেছে, সেই মজেছে, আপনায় সে হারায়েছে।
সে মানুষ ধর্‌বে ব'লে, গেল সব বনে চলে',
তেতালায় † পবন তুলে বসে' আছে;—
তবু না পেয়ে তত্ত্ব, তাদের চিত্ত, ভেবে ভেবে মারা ‡ গেছে।
মন! তুমি ভাব বৃথা, সে তো নয় কথার কথা,
কলে বলে কে কোথায় তাঁয় পাইয়াছে;—
পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা সে কার কাছে ধরা দিয়েছে?

রামপ্রসাদী সুর—খয়রা।

মিছে ব্রহ্ম খোঁজ কোথা, তুমি খেয়েছ কি চোখের মাথা?
হাতের কঙ্কণ হাতে রেখে, চারিদিকে, লোকে খুঁজে বেড়ায় যথা!
ব্রহ্ম দারা সুত সুতা, তুমি আমি পিতা মাতা,
দাস দাসী প্রতিবেশী একই কথা, তবে ব্রহ্মময় সব যথাতথা।
সেবা পূজা সে সবাকার, কেন বল ভূতের বেগার,
যারে ধর মনে কর ব্রহ্ম তোমার, ছেড়ে মনের যত কুটিলতা।
বিশ্বাস ভক্তি অনুরাগে, ঘরের ব্রহ্ম ধর আগে,
শেষে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড হৃদে উঠ্‌বে জেগে, সেই ব্রহ্মানন্দে জগত মাতা।

---

* শ্বাস-প্রশ্বাস। † ব্রহ্মরন্ধ্রে ‡ নির্বিকার সমাধিতে মনের নাশ।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা।
তাঁ'রে ধরি ধরি মনে করি, ধর্‌তে গেলাম আর পেলাম না।
বহুদিন ভাব-তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনার সঙ্গে হ'বে দেখা শোনা;
তাঁরে আমার আমার মনে করি, আমার হয়ে আর হল না।
সে মানুয চেয়ে চেয়ে, ফির্‌তেছি পাগল হ'য়ে,
মরমে জ্বল্‌ছে আগুণ আর নিবে না;
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তাঁর প্রাণ বাঁচে না।
পথিক কয় ভেবো না রে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে,
বিরলে বসে' কর যোগ-সাধনা;
একবার ধর্‌তে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিওনা।

আলাইয়া—আড়খেম্‌টা।

কত আদরের ধন জ্ঞান-রতন, তায় চেননা রে মন।
যাহাতে অনন্ত-জ্ঞানের দরশন।
তাঁহারে জান্‌লে, সব কামনা মেলে,
ত্রিজগতের লোভ থাকে না তাঁ'য় ভালবাস্‌লে;
হয় ইচ্ছাশূন্য, তবু রাজা প্রজায় করে পদার্চ্চন।
এ চোক দেখ্‌তে নাহি পায়, জ্ঞান-চক্ষে দেখা যায়,
সে চোক্ যে দিয়েছে তাঁরে ভালবাস্‌তে হয়;
আর অবিচ্ছেদে ভালবাসা, এইতো উত্তম সাধন।

খাম্বাজ—একতালা।

হরি! বুঝিয়াছি ভবে সার।
তোমা হ'তে বড় প্রভো! নামটি তোমার।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম দেখা নাহি যায়, জানিনা তোমারে কে দেখিতে পায়,
আমি কিন্তু কভু দেখি নাই তোমায়, স্বপনেও একবার।
নিরখি জগতে নামেরি রাজত্ব, নামেরি প্রতাপে কাঁপে স্বর্গ মর্ত্ত,
নামেরি মাহাত্ম্য, নামেরি মহত্ত্ব, নামে মত্ত ত্রিসংসার;
নামেরি গাম্ভীর্য্য, নামেরি ঐশ্বর্য্য, মহা শৌর্য্য বীর্য্যে সাধে বিশ্ব রাজ্য
আর্য্য কি অনার্য্য, পূজ্য কি অপূজ্য, শিরোধার্য্য সবাকার।
যে দিকেতে চাই নামেরি বিভব, যথাতথা দেখি নামেরি উৎসব,
ত্রিজগতে জয় নামেরি হে ভব, নাম ভব-কর্ণধার;
নামেরি তুফান নামেরি তরঙ্গ, নামে জুড়ায় প্রাণ, নামে শীতল অঙ্গ,
নাম নে যেন করি ভবলীলা সাঙ্গ, এই ভিক্ষা পদে তোমার।

ললিত গৌরী—ঝাঁপতাল।

দুঃখের সময় চির তো রয় না। আইলে নিশি দিবা কি হয় না?
ঘেরে যে অবনী অমার আঁধারে, শশী যে উঠিবে আশা কি কয় না?
গেছে যে গাছের তুষারে সকলি, মনের তা'র কি খবর লয় না?
ঘেরে যে তরণী সাগর তুফানে, আর কি সে নায়ে সুবাতাস বয় না?
বেঁধেছে ঘর কে এ হেন সংসারে, যে চালে কখনো ঝটিকা বয় না
অম্ল মধুরে সৃজিত সংসার, বাছিয়া টকে কে মিঠা মিলায় না?

হরি! কি গুণ আছে তব নামে।

নিলে ওই নাম, প্রাণে পড়ে টান;

নাম নিতে নিতে, বাসনা হয় চিতে, দেখ্‌তে তোমায় নয়নে।

ঐ নামের গুণ একি চমৎকার, নাম নিলে হয় প্রেমের সঞ্চার,

ভাবি এ সংসার, সকলি অসার, নামে মোহ-ঘুম ভাঙে।

কোন্ দ্রব্য দিয়ে গড়েছ এ নাম, নাম নিলে স্বর্গ হয় তুচ্ছ জ্ঞান,

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব নিতে চায় না চিত্ত, অপদার্থ সব হয় মনে;—

হরিনাম কেবল সত্য সত্য সত্য, হরিনাম কেবল পরম পদার্থ,

ঐ পদার্থ বিনে, সকলি অনিত্য, মাহাত্ম্য তার কে জানে?

নামে কেন হরে মনের বিকার, নামে কেন হয় আনন্দ অপার,

হয় অনুমান, করুণা-নিদান, নামের সঙ্গে মিশে র'য়েছে;—

মনে হয় জীব তরাবার তরে, নামে রজ্জু ফেলে রেখেছ সংসারে,

সেই রজ্জু যে জন, ধরেছে সজোরে, সে-ই ত তরে জীবনে।

সেই রজ্জু হৃদে বাঁধরে বাঁধরে, ছিড়্‌বেনা সে শত জন্ম-জন্মান্তরে,

সে এম্‌নি শক্ত রশি, অক্ষয় অবিনাশী, জন রবে না পতনে।

মন! তুই একবার হরি বল।

ভবে এসে ভেসে ভেসে বেড়াল্ তুই কেবল;

ভাব্‌লি না মন! ডুব্‌লি এবার তোর নাই কিছু সম্বল।

নিজে সব এই পুত্র দারা, ভাব্‌ছ শেষে দেখ্‌বে এরা,

শেষের দিন নিকটে এল, কালকে কি বল্‌বি বল?

দারুণ বিষাদে, প্রাণ মন কাঁদে, দেখে শুনে মানব-রীতি।
দুর্লভ কবিতা, দুর্লভ গীতিকা, যাহে জাগে হরির প্রীতি।
এবে সে দুঁহু নিধি, মানব মানবী, পার্থিব ভাবে শুধু ভাবে;
হা হরি হা হরি, কবে নর-নারী, সে দোঁহে তব নাম গাবে?
যমে ফাঁকি দিতে, কবে জীবের চিতে, জাগিবে কবিতা, গান;
কবে জীবের প্রাণে, কবিতা গান তানে, উথলি উঠিবে হরিনাম?

পাহাড়ী খেমটা (বাউলের সুর)।

জব্দ হ'বে শেষ কালে।
কলে-বলে নানা ছলে, বিষয় নিলে কৌশলে,
মোকর্দ্দমা ক'রে টাকা খাওয়ালে সব উকীলে।
পরের নিয়ে হ'লে এখন আছ হাল্‌ফিল,
ধরে' গলার নলি, মাথার খুলি, ভাঙ্‌বে যম তোর এক কীলে।
টাকার জোরে অহঙ্কারে, গেছে তোমার পা ফুলে,
ঠকালে ঠক্‌তে হয় মন, দেখনা তা ল্যাজ তুলে।
বিষয়-বাড়ী, টাকা কড়ি, যেতে হ'বে সব ফেলে;
ওরে তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভেবে দেখ কার ছেলে?
যাদের জন্যে পরের বিষয়, কেড়ে বিক্‌ড়ে সব নিলে;
তারাই তোমার করিবে কি, দেখ্‌লে না তা চোক্ মেলে।
তুমি ম'লে, চিতায় ফেলে, দিবে তোমার মুখ জ্বেলে;
তোমায় দগ্ধ করে' আস্‌বে ঘরে, মুখে হরি বল বলে'।

পাহাড়ী—খেম্‌টা (বাউলের সুর)।

(ওরে) চুল হ'ল তোর শণনুটি।
কবে আর বল্‌বি রে ভাই, অধমতারণ নাম দু'টি ?
এদিকে হ'ল তলপ, গোঁফে কলপ, পান খেয়ে লাল ঠোঁট দু'টি ;
আবার মুচ্‌কে হেসে, ফচ্‌কে বেশে, বেড়াও নবীন ছোক্‌ড়াটি।
তোর গিয়েছে দাঁত, শুকিয়েছে আঁত, ধরেছ ভাত এক মুঠি,
চিত্রগুপ্ত আবার, দণ্ডে দু'বার, দিচ্ছে উকীলের চিঠি।
গাল হয়েছে টোল, ভুঁড়িটি লোল, খেয়েছে দোল তনুটি ;
গেলনা এখনো সখ, ভুগ্‌বে নরক, বল্‌ব যে হক কথাটি।
নাম কররে সার, খেয়ো না আর, উইল্‌সনের পাউরুটি ;
চিত্রগুপ্ত এসে, বাঁধবে কসে, হস্তপদ আর গলাটি।
এবে দিন ঘুনিয়ে এলে, অঙ্গ ঢেলে, মুদ্‌বে রে নয়ন দু'টি ;
তখন বন্ধুজনে, চন্দ্রাননে, দেবে জ্বেলে পাঁকাটি।
সেনুজা বলে, হরি বলে', ছাড়রে সব ভিরকুটী ;
এখন জিব এড়িয়ে যা'বে, খাবি খা'বে, এসেছে সে সময়টি।

পাহাড়ী—খেমটা।

এই ভবের শোভা ফক্কিকার।
এ ভবের বাহিরে দেখ চটক ভারি, ভিতর ফোঁপরা নাইকো সার।
কেন আমার দারা, আমার সুত, বল্‌ছ তুমি বারে বার ?—
শিঙ্গে ফুঁক্‌বে যখন, জান্‌বে তখন, কার বা তুমি, কে তোমার!
তুমি যা'দের জন্য খেটে খেটে, কর্‌লে অস্থি চর্ম্ম সার,

আবার বৃদ্ধ হ'লে, মর্‌বে জ্বলে, দেখে তাদের ব্যবহার!
তোমার বাড়ী গাড়ি, ঘড়ি ছাড়, সখের বস্তু কতই আর;
এসব থাক্‌বে পড়ে' রাখ্‌বে কেবা, দেখ্‌বে কে আর বাহার তার?
এসে ভবের হাটে বেচে গেলে, দয়া ধর্ম্ম সদাচার;
আবার হাস্য মুখে ফির্‌লে ভাল, তাদের কারণ পাপের ভার।
এভাবে কত এল, কত গেল, কেবা করে সংখ্যা তার?—
আবার আস্‌বে কত, যা'বে কত, এ এক খেলা চমৎকার!
এই মাটির দেহ মাটি হ'বে, নাইকো কিছু সম্বন্ধ তার;
জীবের জন্মে ধিক্, এ অলীক, সংসারে সং সাজা সার।
বলে দ্বিজ হরি, বিনয় করি, কেন মিছে ভাব্‌ছ আর?—
সদা ভাব তাঁরে, যে নিস্তারে, দুস্তারেতে অনিবার।

বাউলের সুর।

মিছে কাজে ঘুরিস্‌নে মন! আসল কাজের উপায় কর।
ও তোর দিন ফুরা'ল, আঁধার হ'ল, আলোয় আলোয় ঘরে চল।
যেতে হ'বে অনেক রাস্তা, করেছিস্ কি তা'র সম্বল,
(বলি) কেমন করে' যাবি সেথা নাইকো রে তোর অর্থবল।
ধনীর সঙ্গ নিলে পরে হতিস্ তুই কাজেরে সফল,
ওরে তাওতো রে তুই খুঁজিস্ নে ভাই, মিছে করিস্ গণ্ডগোল।
মুখে হচ্ছে জারীজুরী এতে কিবা হ'বে ফল,
রঙ্গ রসে কাটাস্‌নে কাল, মুখে হরি হরি বল।

দিন ফুরাল, সম্মুখে চল, ইহকাল পরকাল হারায়ো না।
শরীর-পিঞ্জরে জীবন-বিহঙ্গ চিরদিন বসে' থাক্‌বে না।
জপ তপ কর কি মরণে হুসিয়ার যমদূত বন্ধন তাড়না।
পিতামাতা সহোদর, দারাসুত পরিবার,
আপন আপন মিছে ধারণা।
একাকী এসেছ, একাকী যেতে হবে, কেউতো সঙ্গে যাবে না।

পিলু—খং।

হরি বলিতে যদি প্রাণ যায় যাক্ রে;
এমন অসার দেহে, থে'কে কাজ নাইরে।
হরি-প্রেম রসে যদি না ডুবালি মন রে,
কি ফল অবগাহনে সুবাসিত জলে রে।
হরিপদ-রজ যদি না মাখিলি গায় রে,
বসন ভূষণ দিয়ে, সাজিলে কি হয় রে।
যে মুখে তার নামামৃত না করিলি পান রে,
(কেবল) মিষ্টান্ন ভোজনে রত, সে মুখে কি কাম রে?
হরিগুণ গান যদি কানে না পশিল রে,
শ্রবণের কাজ তবে তবে কি হইল রে?
যে শির শ্রীহরি পদমূলে না নমিল রে,
চাচর চিকুরে তারে সাজায়ে কি ফল রে?
(বহিতে পাপের ভার তাহার ধারণ রে)।

ললিত বিভাস—খেম্‌টা।

ভোলা মন! কি করিতে কি করিলি? সুধা বলে' গরল খেলি।
সংসারে সোণার খনি, পরশ মণি, রতন মণি না চিনিলি;
কি বলে' অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে কাচ বেঁধে নিলি?
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস্ ছুটে, লোভের মুটে তুই কেবলি;
না বুঝে' মিঠে খুঁটে, ভেবে পিঠে, মিঠের স্বাদ মিটিয়ে নিলি।
না জেনে ভালমন্দ, এম্‌নি ধন্ধ, সাপের ফান্দ গলায় দিলি;
পাসরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে রলি!
ফিকিরচাঁদ ফকির বলে, গেলি ভুলে, যা' করিতে ভবে এলি;
এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি, তাঁর না চিনি, মাটি হ'লি।

ভাটিয়াল সুর—একতালা।

প্রেম পাথারে, যে সাতারে, ত'ার মরণের ভয় কি আছে?
ঘৃণা লজ্জা মান অভিমান, সকলি তার দূর হ'য়েছে।
মানেনা সে কোন ধর্ম্ম, বেদ-বিধি বিষয়-কর্ম্ম,
রসরাজ রসিকের ধর্ম্ম, বৈধী জ্বালা সব গিয়াছে;
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তোমার চরণ তার সার হয়েছে।
পাগল নয় সে পাগলপারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
যেমন সুরধুনীর ধারা, ধারায় ধারায় মিলে গেছে।
সুধন্ব বৈষ্ণব নামে, কাটা যায় অর্জ্জুনের বাণে,
কাটা মুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে, হরেকৃষ্ণ নাম বল্‌তেছে।

ভাটিয়াল সুর।

হরিনামে যা'র হৃদয় ভরা, তা'র ভরা যায় কিরে মারা?
ছিল প্রহ্লাদ হরিভক্ত, হরিনামে সদা মত্ত,
তেমনি মত হ'লে চিত্ত, হ'বে যমের ঘরে কপাট মারা।
যা'বি যদি ভবপারে, সদা হরিনাম কর রে,
আদর করে নিবে তোরে, আছে পার-ঘাটে কাণ্ডারী খাড়া।
যে জন হরি হরি বলে, সে কি কারো ভয় করে,
দেখ্ না শিব সকল ছেড়ে, সদা দেয় চিতায় পাহাড়া।

ভক্তি-মূলে ভুলেন হরি, তারক ব্রহ্ম সনাতন।
হরি নাহি চাহে টাকা কড়ি, চাহে কেবল ভক্তের মন!
ভক্তের তরে পাগল হরি, ভক্তের তরে দ্বারে দ্বারী,
ভক্ত হরির পিতা মাতা, ভক্ত হরির প্রাণ-ধন।

গৌরী—একতালা।

হরি বলে ডাক রসনা (এই বেলা রে)
আর এমন দিন পাবে না হে।
কর হরি ধ্যান, পাবি পরিত্রাণ, তবে কেন ভুলে রইলি?
হরিনাম আর না নিলে মন! তবে কিসে তরিবে,
(ভব-সিন্ধু পারে কিসে যাবে?)
ওরে আমার মন! তবে কিসে ভব-পারাবারে যাবে?

কে বলে হরি রাজা ?—হরি প্রেমের ভিখারী।
প্রেম-ভিক্ষে পায় না ব'লে, চক্ষে ঝরে প্রেমের বারি।
ভিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে,　দাঁড়িয়ে দ্বারে হরি কাঁদে,
হাসিমাখা বদন চাঁদে, বিষাদ-রেখা সারি সারি।
হরির মতন, ভিখারী কখন, দেখি নি কোথায়,
প্রেম-ভিক্ষে দিলে, নেয় বক্ষে তুলে, মধুর কথায় ;
বিষণ্ণ অধরে আবার হাসি ফুরে,
দাতায় ছেড়ে হরি যায় না আর দূরে ;—
দ্বিগুণ বাড়ে প্রেমের ধারা, প্রেমে হয় হরি আপনা হারা,
প্রেম না পেয়ে কাঁদে, পেয়েও কাঁদে, প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি।

ভক্তিমূলে হরি মিলে, ভক্তি ন'হলে হরি মিলে না।
ভক্তিহীন জন, কুসুম চন্দন, যতই ঢালুক,—হরি মিলে না।
ভক্তি যা'র আছে,হরি তা'র কাছে. গোলোক ছাড়িয়ে ছুটিয়া আসে।
বিষায়ও দিলে, নেয় হাত তুলে, সুধা সুধা ব'লে, জুড়ায় রসনা।

সোহি ধন্য, সোহি মান্য, জগভর ওয়াকো কীরতি ধাওয়ে।
যোহি অন্য, চিন্তা ভিন্ন, প্রেমভর প্রভু মহিমা গাওয়ে।
ওয়াকো না রহে পাপ-লেশ,　তাপ-দাপ হোয়ত শেষ,
প্রেমপূর্ণ স্বরগ দেশ,　তু'পর ওহি ভকত পাওয়ে।

বাউলের সুর।

ওহে কি কাজ করেছো আফিসে ?
আফিস্ ফেল হবে কোন্ দিবসে ?
ভেঙ্গে রোকড় ত'বিল, কচ্ছেন বিল, ঠেক্‌তে হ'বে নিকেশে।
এতো সামান্ত পাঁচ কোম্পানীর আপিস,
বিবাদ বাঁধ্‌লে পরে দু'দিন পরে, হবে এবালিস্ ;
সাহেব বিলাত যাবে, হায় কি হ'বে, তুমি র'বে কোন দেশে ?
যখন জান্‌বে তুমি প্রধান আসিল,
অম্‌নি সর্ব্বনেশে, সার্‌জন এসে, কর্‌বে গেরেপ্তার ;
কে আর কর্‌বে তল্লাস, মুক্তি খালাস, বস্‌্ব কে করে কাগের পাশে ?
হায় হায় বিচার যখন কর্‌বে মাজিষ্টের,
এ যে বাবুগিরি, কি ঝক্‌মারি, তখন পা'বে টে'র ;
ধ'রে দাগাবাজী সে বাবাজি, অমনি বধ্‌বে ঘাড় ঠেসে।
এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই,
এসো দয়াল হরি, আফিসকারী, সেই আপিসে যাই ;
কোন নিকাশের দায়, নাইরে সদায় থাক্‌বে সুখে স্ববশে।

ললিত বিভাস—খেম্‌টা।

বৃথা ভবে খেল্‌বে এলি তাস। তোর মন্ত্রী কর্‌ছে সর্ব্বনাশ!
এমন কাগজ পেয়ে অয়েরে! কেন ডাক্‌লি না ইস্তক-পঞ্চাশ ?
হাতে রং থাক্‌তে রে তুই খেল্‌লি একি রূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে, বিপক্ষেতে, মার্‌তেছে তুরূপ ;

কিসে হল্‌রে এবার, পীঠ-পা'র বিক্কার (রে)
হাতের সকল কেয়াই দিলি পাশ !
হেসে বিস্তি-কাবার কর্‌ছে বিপক্ষে,—
কিসে রাখ্‌বি কাগজ, দেখিনে গোছ, কিছুই তোর পক্ষে,
(হায় হায় !) এমন খেলায় হারালি হেলায় (রে)
করিস্‌ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস ?
ওরে টেক্কাতে পীঠ নেয় তুরুপ করে,'—
ও তুই এমন বেহুঁস দশ দিলি ঘুষ, গোলাম না মেরে ;
এখন হাত থাক্‌তে বশ, নে হাতে রে,
শেষে পা'বি নে আর অবকাশ।
যখন তিন কুড়ি সাত দেখাতে হবে,—
তখন কি দেখাবি, 'থাবি' খাবি, চক্ষু স্থির হ'বে ;
দীন বাউল বলে, হরিবল (রে) শেষে পুর্‌বে যে তোর বুকে বাঁশ।

আমার মন ! খেলেছ কি খেলা, ঐ দেখ ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল।
ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল,—ঐ দেখ বেলা অস্ত গেল।
খেল্‌তে এলাম আশার পাশা, দান পড়্‌ল না তয় দশা,
আমি কা'র উপরে কর্‌বো গোসা, আট গুটি মোর কাঁচা র'ল।
দশ ছয় আঠার ষোল, যোগে যোগে এলাম ভাল,
যখন ঘুটি ঘরে যা'বে, বে-দানে পঞ্জুরি প'ল।
তিন 'পোয়র' কালে হয় 'পোয়'-বার, তেরোর বেলা কচ-ছ'বার,
গোসাই রঘু বলে পাশা ছাড়, পাশা বেঁধে হরি বল।

বাউলের সুর—একতালা।

ভক্ত বলে' চেনা যায় তা'রে ; ভাবের মাঝারে।
যা'রে দেখ্‌লে সহজে প্রাণে হরিভক্তি সঞ্চারে।
তাঁর হরিগত প্রাণ, হরি ধ্যান জ্ঞান,
সে ভক্তি-ভরে সদা করে হরি-গুণ গান ;
(তার) হরিনাম শ্রবণে দু'নয়নে প্রেম বহে শত ধারে।
তা'র মুখের কথায়, দৃষ্টির প্রভায়,
পাষাণ হৃদয় গলে, পাপী নব-জীবন পায় ;
যেমন এক দীপে সহস্র দীপ জ্বলে সহস্রাধারে।

ললিত বিভাষ—খেমটা।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্ম-পর।
প্রেম এম্‌নি রত্ন ধন, কিছু নাইকো তা'র মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন ;
ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় যুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় নাকো জাতি, চায়না সুখ্যাতি,
(ভাবে) হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ, রট্‌লে অখ্যাতি ;
ও তা'র হস্তগত স্বর্গের চাবি, থাক্‌বে কেন অন্য ভয় ?
প্রেমিকের চালন বেয়াড়া, বেদবিধি ছাড়া,
আঁধার কোণে চাঁদ পেলে তার মুখে নাই সাড়া ;
ও সে চৌদ্দভুবন ধ্বংশ হ'লেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর।

ললিতবিভাস—খেম্‌টা।

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হ'তে যা'র ইচ্ছা, তা'র আগে শাক্ত হ'তে হয়।
শক্তি হইলে প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অভিমান বলিদান, দিয়ে কর রিপুজয়।
রিপুজয় হ'লে হয় জ্ঞানের বৃদ্ধি,
তথন অনায়াসে হ'বে ভূত শুদ্ধি,
সিদ্ধি হয় তথন, নৈলে মন, অ আ ই ঈ কর্‌তে হয়।
সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব-লক্ষণ,
তথন হিংসা আদি হ'বে রে বারণ,
বিবেকী যথন, হ'বে মন, তথন রে ভক্তির উদয়।
কাঙ্গাল বলিছে ভক্তি হয় যথন,
ওরে, ভেদজ্ঞান না থাকে তথন,
যায় প্রবৃত্তি, হয় নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময়।

ডাক হরি বলে', দু'টি বাহু তুলে,　পাবি কুতূহলে হরি দরশন।
সে যে বড় দয়াল হরি, শুন্‌লে 'হরি হরি'
ভক্তে কৃপা তরি করেন বিতরণ।
ভক্তি করি তাঁরে যে করে বন্দন, থাকেনারে তার ভবেরি বন্ধন,
হরিনামে হয়, শমন পরাজয়, করেন মৃত্যুঞ্জয় যে নাম স্মরণ।
হরিনাম-সুধা পানে ক্ষুধা হরে,　এত সুধা কিরে সুধাকিরে ধরে,
ক্ষুধা নাহি ধরে, ভক্তের অধরে, করেন অকাতরে সুধা বরিষণ।

সিন্ধু—একতালা।

দিন থাকিতে ডাক দয়াময়ে।
এমন অমূল্যনিধি, লোভে পড়ে' হারাও যদি,
শেষের সে দিন তোমার আসিতেছে ধেয়ে।
সংসারের যত লীলা, সকলি ত মায়ার খেলা,
ভুলায়ে রেখেছে তোমায় বিষয়-বাসনা দিয়ে।
হেলাতে হারায়ে দিন, পাপে তনু করে' ক্ষীণ,
আঁখি হ'লে জ্যোতিহীন, তখন কি হবে ডাকিয়ে ?

সাড়া ভৈরবী—একতালা

চিরদিন কথনো সমান না যায়।
কভু বনে বনে, রাখালের সনে, কভু বা রাজত্ব পায়।
অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষ্য দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল, দময়ন্তী হারা'ল, গ্রহ-দোষে কষ্ট পায়।
শুনহে ভারতী, অযোধ্যার পতি, রাজা হবেন রাম বনে হ'ল গতি,
পঞ্চবটী বনে, দুষ্ট দশাননে, সীতা সতী হ'রে লয়।
পাণ্ডুপুত্র দেখ রাজা যুধিষ্ঠির, সসাগরা ধরা শাসে পঞ্চ বীর,
পাশা পণে হারি, সঙ্গে লয়ে নারী, অরণ্য করে আশ্রয়।
শুনেছি পুরাণে হস্তিনা-ভুবনে, পাশা খেলে পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
অজ্ঞাতে রহিল বিরাট-ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায় ;
দেখ সুখ দুঃখ সকলি প্রত্যক্ষ, যেন জলবিম্ব প্রায়।

ভজ মন দিবানিশি দীনবন্ধু নারায়ণ।
দীন-দয়াময় হরি দীনজন-পালন।
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, করিছে যাঁর গুণগান,
যাঁর নাম স্মরিলে তরে জীবগণ ;
শমন দমন হয়ে, যাঁর নাম উচ্চারণে.
অসার সকলি সেই বিভু-নাম বিহনে।
দুস্তার সংসার-সাগর, তারিতে নাহিক কেহ আর,
বিনে সেই কর্ণধার, করুণা-নিধান।

বাউলের সুর।

মাটিই খাটি ভবে।
মাটির দেহের পরিপাটি, মাটিতে লয় হবে।
দু'দিনের জন্ম আসা, দু'দিনের ভালবাসা,
দু'দিনেই ভাঙ্গে বাসা, স্থায়ী হয় কে কবে?
কাল-সাগরে উঠ্‌ছে তুফান, আর কত দিন র'বে,
এখনো ভুলে যারে দলাদলি, গলাগলি হয়ে সবে।
সকলেই এক পিতার সন্তান, আছি এক মায়ের কোলে,
ভাব একটু, গোলোক-ধাঁধার ধাঁধা ঘুচে যাবে।
ধনী দীন সকলেই ভাই, এই মাটির কোলে শোবে,
মুকুন্দের লেংটা আসা লেংটা যাওয়া, ভবের খেলা সাঙ্গ হবে।

যে ক'টা দিন আছ বেঁচে রে মন! হরিনাম নিতে ভুলো না।
ভুলে কেন রইলে, দু'কূল হারালে, চিরদিন এই ভাবে যাবে না।
অর্থ অনর্থ যে, তুমি কি তা জান না, তবে কেন তাকে ছাড় না?
ছেলেমেয়ে পরিবার সকলি অসার, কাজে তারা কেউতো আস্‌বেনা।
একলা এসেছ, একলা যেতে হবে, সঙ্গে কোন কিছু যাবে না।
বাল্যকালে তুমি খেলা করে কাটালে, যৌবনে যুবতী ছাড়লে না।
বুড়া হলে তবু টাকা টাকা টাকা, টাকা বুলি তোমার ঘুচ্‌লো না।
তাই বলি ওরে মন! সংসার-বন্ধন, হরিনাম-খড়্গো কাট না।

খট্—ঝাঁপতাল। (কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত)

এ মায়া-প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি, যায় যা' সাজান সে তা' সাজে।
রঙ্গক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবে গাঁথা,
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্য্যা, কেহ ভ্রাতা;
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা, আসেন সেজে কত সাজে।
যা'র যখন হ'তেছে সাঙ্গ এ রঙ্গভূমির অভিনয়,
"কা কস্য পরিবেদনা" আর তখন সে কারো নয়;
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, কন্যাপুত্রের কাতর বিনয়,
শোনে না কারো অনুনয়, চলে যায় সাজসজ্জা ত্যজে।
মাতৃ সাজে এসেছেন মা করিতে স্নেহের অভিনয়,
কর্ম্মসূত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে, আমি তা'র সেজেছি তনয়;

এ নাটকের এ অঙ্কে,　　পেয়েছি স্থান তার অঙ্কে,
হয়তো বার পর অঙ্ক, পর অঙ্কে পুত্র সেজে।
না হইলে কর্ম্মশেষ, কত যাব কত আসিব,
সং সেজে সংসার-নাট্যে, কত কাঁদিব হাসিব ;
অহিভূষণ বশে যাবে অশিব,　　এ জ্বালা কবে নাশিব,
মহাযোগে কবে বসিব, মিশিব হরিপদ-রজে।

খটভৈরবী—একতালা। (ঐ)

কেবা কার পর কে আপন ?
কাল-শয্যা'পরে,　　মোহ-তন্দ্রা ঘোরে,
দেখে পরস্পরে—অসার আশার স্বপন !
আসা যাওয়া জীবের স্বকর্ম্মের গতিকে,
কে রোধিবে সেই আবর্ত্ত গতিকে ;
যাতায়াতের পথে, কা'র বা সাথী কে,
　　পথিকে পথিকে পথের আলাপন।
স্রোতের তৃণসম ভাসিয়ে ভাসিয়ে,
তোমায় আমায় 'হেথা', মিলেছি আসিয়ে ;
আবার কাল-স্রোতে, ভাসিতে ভাসিতে,(কোথায় চলে যা'ব)
(স্রোতের টানে ভেসে ভেসে) (কাল-স্রোতের টানে ভেসে)
এক তৃণ ছেড়ে,　অন্য তৃণ ধরে, অনন্ত-সাগরে মিশিব ;—
এবার হয়েছি 'যেন' তব,　　আবার কার বা হব,
　　কোথা চলে যাব, কি আছে নিরূপণ।

পাপ ও পুণ্য।

বসন্তবাহার—রূপক।

ধর্ম্মে হয় আত্মার বল, পাপে মন হয় দুর্ব্বল,
ধর্ম্মে নিশ্চিন্ত, পাপে চিন্তাকুল।
ধর্ম্মেতে প্রফুল্লিত, পাপে সঙ্কুচিত,
ধর্ম্মেতে সহায়, পাপে প্রতিকূল।
ধর্ম্মে দেয় শান্তি আনি, পাপে দেয় আত্মগ্লানি,
ধর্ম্মেতে বৃদ্ধি, পাপেতে নির্ম্মূল ;—
ধর্ম্ম নির্ভয়ের স্থল, পাতক পাথারে জল,
ধর্ম্ম-পাপ স্বর্গ-নরক সমতুল।
ধর্ম্ম নিদানের বন্ধু, অপার সুখ-সিন্ধু,
পাতক বিপক্ষ, দুঃখ দেয় বিপুল ;—
কররে ধর্ম্মাচরণ, মিলিবে হরি-চরণ,
পাপে পাবে না ভব-নদীর কূল।

["বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের"—সুর]

পুণ্য-পাপের বিষম বিবাদ লোক-সমাজে।
লোক-সমাজে—লোক-সমাজে—বিশ্বমাঝে—লোক-সমাজে।
পাপ বলে—আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে,
পুণ্য বলে—রাজ্য আমার সাধু-হৃদ্‌নগরে, পাপ যেতে নারে।
পাপ বলে—আমার ডঙ্কা বাজিছে সঘনে,
পুণ্য বলে—সে শঙ্কা নাই ভক্তের ভবনে, হরিনামের গুণে।

পাপ বলে—আমায় পূজে বাল-বৃদ্ধ-নারী,
পুণ্য বলে—হৃদয়ে যা'র গোলোক-বিহারী, তথায় মান আমারি।
পাপ বলে—হর্ত্তা কর্ত্তা আমি বিশ্বমাঝে,—
পুণ্য বলে—ও কথা কি আমার কাছে সাজে, বৃথা গর্ব্ব এ যে।
পাপ বলে—রাখি আমি জীব সকলে সুখে,
পুণ্য বলে—দু'দিন বাদে শোকে-তাপে দুঃখে, পড়ে ঘোর নরকে।
পাপ বলে—মহামোহ আমার সেনাপতি,
পুণ্য বলে—রণস্থলে হ'রি আমার গতি,—যিনি ত্রিলোকপতি।
পাপ বলে—কুবাসনা আমার সঙ্গিনী,
পুণ্য বলে—সুমতি হ'ন আমার জননী,—পতিত-পাবনী।
পাপ বলে—রতি হিংসা নিন্দা ভালবাসি,
পুণ্য বলে—আমার ভক্ত নয় তোদের প্রয়াসী, তা'রা নয় তামসী।
পাপ বলে—আমার ভক্ত ধন্য ইহলোকে,
পুণ্য বলে—সাধু সুখে চিরদিন থাকে,—ইহ পরলোকে।
পাপ বলে—আমার প্রজার সংখ্যা সীমা নাই,
পুণ্য বলে—নরক-রাশি এত অধিক তাই, পাপীর ভোগ করা চাই।
পাপ বলে—আমি ছাড়া কেবা হরি আছে,
পুণ্য বলে—তোমার দণ্ড হইবে যাঁর কাছে,—সময় আসিতেছে।
পাপ বলে—থাকিব না ভবে আর এখানে,
পুণ্য বলে—এই বেলা যাও অমি মানে মানে,—আমার কথা শুনে।
মিটে গেল পাপ-পুণ্যের বিবাদ বালাই,
পরিব্রাজক বলে হরি হরি হরি বল ভাই,—সুখে থাক্‌বে সবাই।

ভোগ ও বৈরাগ্য। (ঐ সুর)

জীব-জগতে দ্বন্দ্ব অতি ভোগ-বিরাগে।
ভোগ বিরাগে—বিরাগ ভোগে—দ্বন্দ্ব লাগে ভোগ বিরাগে।
ভোগ বলে—এ সংসার সুখের বাজার,
বিরাগ বলে—মরুভূমে মরীচিকা সার, এসব মায়ার বিকার।
ভোগ বলে—আমার সব এই স্ত্রী কন্যা তনয়,
বিরাগ বলে—যা দেখ সব পথের পরিচয়, এরা কেউ কারো নয়।
ভোগ বলে—লাবণ্যময় মধুর যৌবন,
বিরাগ বলে—মেঘের কোলে চঞ্চলা যেমন, থাকে ক'দিন তেমন?
ভোগ বলে—কত সুধা রমণী অধরে,
বিরাগ বলে—বড়িশ-পিণ্ড যেন সরোবরে, মৎস্য মারিবারে।
ভোগ বলে—দেহের সজ্জা করি পরিপাটী,
বিরাগ বলে—জীবের দেহ কেবল ময়লা মাটী, বৃথা আঁটাআটি।
ভোগ বলে—কোমল শয্যায় শয়ন করি সুখে,
বিরাগ বলে—শ্মশান-শয্যা মনে যেন থাকে, দিবে অগ্নি মুখে।
ভোগ বলে—রাখি রথ গজ বাজী দ্বারে,
বিরাগ বলে—মুদ্‌লে আঁখি সব ফাকি যে পরে, মায়ায় ভুলোনারে।
ভোগ বলে—সম্মান পাই রাজার দরবারে,
বিরাগ বলে—কি হ'বে যম রাজার দুয়ারে, তাকি ভাব না রে?
ভোগ বলে—বহু দাস দাসীর প্রভু হই,
বিরাগ বলে—আর কে প্রভু জগৎ-প্রভু বই, জীবের প্রভুত্ব কৈ?
ভোগ বলে—অতুল ধনের আমি অধিকারী,

বিরাগ বলে—নিদান কালে কল্‌সা কাটাধারী, ঘুচ্‌বে জারীজুরী।
ভোগ বলে—তবে কি সব কিছুই কিছু নয়?
বিরাগ বলে—সব ফাঁকি এ ভোজের বাজীময়, চিরদিন নাহি রয়।
বৈরাগ্যের বচনে ভোগ হৈল হতমান,
পরিব্রাজক বলে কর সবে হরিগুণ গান, হবে ভোগ অবসান।

[মুমূর্ষু প্রতি]

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

সংসার ছাড়িয়ে কোথা চলে যাও, দীন হীন বেশ ধরিয়ে
আত্ম পরিজন, কাঁদিছে এখন, দেখ না তা'দের চাহিয়ে।
ত্যজিয়া মমতা দারা পুত্রগণ, কোন মহাদেশে করিছ গমন,
দেহেতে সব বৈরাগ্য লক্ষণ, কি ভাবেতে আছ ডুবিয়ে?
শুনিলেনা তুমি আমার বচন, দেখিতে দেখিতে মুদিলে নয়ন,
কি ভাবেতে তুমি রইলে এমন, না পেলেম উত্তর ডাকিয়ে।

স্বভাব-সঙ্গীত।

সাহানা—একতালা।

নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইকো হেথায় কোলাহল।
ভক্তিভরে মধুর স্বরে, মনরে আমার হরি বল।
প্রতিধ্বনি গভীর সুরে, বল্‌বে হরি ঘুরে ঘুরে',
বনের পাখী বল্‌বে হরি, দুলবে প্রেমে কুসুমদল।

আনন্দপূরবী—একতালা।

সান্ধ্য সমীরে, থরে থরে থরে, কে দেছে মধুর বাস ?
সরসীর বুকে, কুমুদিনীর মুখে, কে দেছে মধুর হাস ?
চাঁদে কে দিয়েছে জোছনা রাশি, প্রেমিকের গলে পর্‌তে ফাঁসি,
কামিনী অধরে, কেন সুধা ঝরে, রহে সদা মধুমাস ?
এ ভব-ভবন কেন বা সুন্দর, কেন সেথা ক্ষরে সদা শশিকর,
কেন বা তটিনী, কুলুকুলু ধ্বনি, চলিছে সাগর-পাশ ?

নীল আকাশে, ধীর বাতাসে, কূজন ভাষে বিহগ ভাসে।
ভাসিতে ভাসিতে, বিভোর চিতে, কোথা যাস্ পাখি, আর না পাশে ?
মন-পাখী মোর তোর মত রে, ছড়াইতে চায় সুর কত রে,
কিন্তু নারে, নয়ন ঝরে, বাঁধা মোহ-আশা-ফাঁসে।
বলে দেরে পাখী,ফাঁস কেটে কিসে,মন-পাখী পারে কিসে যেতে ভেসে,
না ভাসিলে পরে, হরি হরি সুরে, মন মোর নারে যেতে হরি-পাশে।

নীল-সলিলা, লহরী-লীলা, ওগো যমুনা তটিনি !
তোর শ্যামতটে শ্যামের বাঁশরী বাজিত দিন-যামিনী।
ও তোর কোমল শ্যামল ছায়, দুলিত শ্যামের নীলকায়,
নীলে নীলে নিখিল ধরণী হইত নীল বরণী ;
শুনিয়ে মুরলী, উছলি উছলি, হতিস্ উজানবাহিনী।

খাম্বাজ—একতালা।

শৈলনিকর কিবা মনোহর,　বিশাল মূরতি স্বভাব সুন্দর,
সুদূরে নিরখি যেন নীরধর, হ'তেছে উদয় গগণ মাঝে।
কোথাও তুষারে সমাবৃত কায়,　রজতের রাশি সম শোভা পায়,
হ'লে নিপতিত রবিকর তায়,　চমকে চপলা লুকায় লাজে।
স্থানে স্থানে কত যে উপবন,　সমুন্নত শির বৃহস্পতিগণ,
বিস্তারি' বিপুল বাহু অগণন, সুগভীর ভাবে সদা বিরাজে।
পুষ্প নানাজাতি স্বভাবের ভরে,　উজলি কানন সুবাস বিতরে,
পাইয়া বিজন যেন ধরাধরে, বিহরে প্রকৃতি মোহন সাজে।
ছুটিতে ছুটিতে পশি' গিরি'পরে,　জলদ-কদম্ব কত রঙ্গ করে,
ঝরে নীরধারা নিরত নির্ঝরে, ঝুরুঝুরু কিবা মধুর বাজে!
কোথা আছে আর হেন চমৎকার, যোগিজনপ্রিয় স্থান ভজনার,
বিশ্ব-নিয়ন্তার মহিমা অপার, ঘোষে অবিরত পর্ব্বতরাজে।

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়, ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায়।
ভুরুভুরু উরে ফুলের বাস, কোকিল বসিয়ে কোকিলা পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায়।
ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে,　গলে গল রাখি দুলিয়ে,
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোট কোট চখে চায়।

প্রাণ খুলি, হরি বলি, প্রেমে নাচিব খেলিব প্রমোদে,
সুধা পিয়াসী পরাণে ঢালিব।
চল ইতি উতি, অনুরাগে মাতি,
নগরে নগরে ভ্রমির, (যেয়ে) প্রেমের ভিক্ষা মাগিব।
চল মঞ্জু কুঞ্জবনে, কুসুম রতনে, (সবে) যতনে গাঁথিব মালা ;—
ভাব-বিভোর প্রাণে চুরিব, প্রাণমাধবে সাধি আনিব,
মনোসাধে তাঁরে, সাজাব আদরে, সাধ মিটাব—
হেরে তাঁ'রে সাধ মিটাব, তাঁ'রে হৃদয়ে ধ'রে রাখিব।

কোথা সে সুন্দর চিত্রকর,
মরি কি ভুবন-ছবি লিখিয়াছে মনোহর!
দেবতা-দানব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-নর,
পশুপক্ষী পতঙ্গাদি বৃক্ষলতা সসাগর ;
নিশাকালে নিশামণি দিবাভাগে প্রভাকর,
সাজা'য়ে রেখেছ সব স্ব-ইচ্ছায় নিরন্তর।
কোথাও বাড়বানল, কোথাও হিমশেখর,
কোথাও রসাল ফল নিরজন মরু ভিতর ;
কভু নব-পল্লবিত, কভু শুষ্ক তরুবর,
মনোসুখে অঙ্কিত করে'ছে সেই গুণাকর॥
লুকা'য়ে চিত্রিত করে সর্ব্বজন অগোচর,
এই দেখ কৃষ্ণকেশ শুভ্র কিছুদিন পর ;

বালকে দেখায় লিখি, কভু মহা বীরবর,
কালক্রমে লিখে পুনঃ জরাজীর্ণ কলেবর।
"রাম" বলে সে ছবি নিরখি মজে সেই নর,
কি সাধ্য এ'ভবে তার হেরে সে গুণ-সাগর ;
ত্যজি তব বহিঃদৃষ্টি ভাব হৃদয়-ভিতর,
আপনি উদিবে আসি প্রাতে যথা দিবাকর॥

খাম্বাজ—একতালা।

গাওগো তরঙ্গিনী, সুমধুর কল্লোলে।
নাচগো প্রফুল্ল দেবী, মৃদু মারুত-হিল্লোলে।
আমিও তোমার সনে, গাবগো আনন্দ মনে,
মম হৃদয় কুতূহলে।
এমা মোহন নিনাদ মম, বিলোকিলয়ে মম,
জাগিল প্রভাব তব, ডুবে গেল মোহ-তম,
ধন্য তুমি হৈলে ভূপে, ধন্য গো সাধনা কর ;
গাইতে প্রতিম নিজ নির্জ্জীব মধুর কলকলে।
নৃত্য করি যাইতেছ সাগর-সঙ্গম পানে.
মোহিত জগৎবাসী সবে, মোহন কলতানে,
একান্ত ভাবি প্রভব হেরি, হেন লয় মনে,—
ব্রহ্ম সাগর সঙ্গমে নৃত্য করি যাইছরে,

(গঙ্গে!) নব সঙ্গিনী।

ললিত বিভাস—খেম্‌টা।

["তরু বল্‌রে বল্—সুর]

তোরে জিজ্ঞাসি তাই তটিনী বল্‌গো।
কা'র ভাবে অচল-বালা তরলা সরল গো ?
পিতৃগৃহ পরিহরি, উথলি আনন্দ-বারি,
ল'য়ে কা'র প্রেম-লহরী, ত্যজিলে সকল গো ?
দেখি প্রবাহ-বেগে, নৃত্য আবর্ত্ত যোগে,
মনেরই অনুরাগে, হ'য়েছ বিহ্বল গো।
বল ওগো কা'র উদ্দেশে, ভ্রমিতেছে দেশ-বিদেশে,
প্রেম-জলে ভাসাও শেষে, গ্রাম বনস্থল গো।
দিয়া বিশুদ্ধ বারি, জীবে শীতল করি,
কা'র প্রেমে ক্ষেমঙ্করী, কর টলমল গো ?
গৈরিক বসন পরি,' তপস্বিনীর বেশ ধরি,'
ভাব-তরঙ্গে তুফান ভারি, বরষার জল গো।
কভু দেখি গো তোরে, যেন তপস্যা ক'রে,
অতি ক্ষীণ কলেবরে, শুকায়ে বিকল গো।
আবার দেখি ক্ষণে ক্ষণে, কল্লোলের আস্ফালনে,
যেন কা'র যশোগানে, কর কোলাহল গো !
কা'র ভাবে সাধুগণে, তো'র তটে যোগাসনে
ব'সে সমাধি ধ্যানে, ফেলে অশ্রুজল গো ?
পরিব্রাজক দাঁড়ায়ে তটে, বলে মনের মানুষ বটে,
বিরাজে সব ঘটে পটে, অখণ্ডমণ্ডল গো।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

নদি! বলরে বল—আমায় বলরে।
কে তোরে ঢালিয়ে দিল, এমন শীতল জল রে।
পাষাণে জন্ম নিলে, ধর্‌লে নাম হিম-শিলে,
কা'র প্রেমে গলে' আবার হইলে তরল রে?
ওরে, যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদি!)
ওরে, সেই নাম আমায় একবার বল;
দেখি আমার হৃদি স্থল—
গলে কিনা কঠিন আমার হৃদিস্থল রে।
কা'র ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গম্ভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কলকল রে!
নদী রে, তোর ভাবাবেশে, (মরি হায় রে নদি!)
যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে,
তখনই বর্ষা এসে ভাসায় ধরাতল রে:
ভক্তজন পবন অঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেম-তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে;
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, (মরি হায়, হায় রে নদি!)
যা'রে নিকটে পাও তা'রে নাচাও,
উচ্চ রবে কা'র নাম গাও, হইলে বিকল রে?
সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাই গুণের অভাব,
মরি রে তোমার স্বভাব, শক্তি কি অটল রে!

তুমি ঘৃণা ক'রে না দেও ফেলে, যত সড়া মরা কর কোলে,
করলে পরশ তোমার জলে, অঙ্গ হয় শীতল রে।
যে সৃজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোর নীরে,
তাই ন'দ, তোমার তীরে, দেখি শ্মশান-স্থল রে;
ওরে, তোমার তটে সাধন করে,
হ'য়ে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে।
মূঢ়-মন যত নরে, কিছু না বিচার করে,
তব জলে ত্যাগ করে, মূত্র আর মল রে;
তাতেও তোমার না যায় গৌরব, তুমি মায়ের মত সহর সব,
কাঙ্গালের ভব-বান্ধব শ্মশান গঙ্গাজল রে।

ভৈরব—চৌতাল।

হৈ কালিন্দীপতি প্রতাপ বড়ে ওধাতরী সরস্বতী মিলভই ত্রিবেণী।
পিছেতেঁ আবত যমুনা শ্যামরূপ ভরণ ঘোররূপ বরবত পাষাণ
তোর গোমানতে চলি জমকে বেণী।
অরুণ বরণ সরস্বতী গুপ্ত প্রগট হোত চন্দ্র কিরণ জ্যোতি
আকাশ পর ছুবত ভুজঙ্গেনী।
তৈসে বনবন তেহু মিলন চলি লাল অতি রঙ্গ ভীনি,
ভাগীরথী তুঁ শ্রীভগত তরেণ সাগর উধারণ সা রাণী।
সব ভুবপাবন দৈধা রতি রথী প্রয়াগ বেতারী জলোধাপতি ধরণী,
ভরণী, তোলে৷ উৎপতি নরনারী ব্রহ্মা বিষ্ণু মকর নাহবত
কর অস্তুত গাবত তরনাদ তানসেন গুণী।

বাউলের সুর।

ওরে বন, তোঁর বিজনে সঙ্গোপনে কোন্ উদাসী থাকে ?
আমার মনের বনের উদাসীরে ডাকে, সে আজ ডাকে !
নিজে সে নীরব হ'য়ে রয়, শোনে সে ফুল যে কথা কয়,
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়,
　　　　　　　　শোনে সে লতার অনুনয়;
পাখীদের প্রগল্ভতা দেয়, কি ব্যথা তাকে ?
কেউ তাঁরে পায় না কো ডাকি, থাকে সে সদাই একাকী,
কোন্ একাকী করুণ তারে এমন একাকী ?
তাঁরে বৃথা খোঁজে চন্দ্র তখন পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
আজি মন বিবাগী চঞ্চল,　বিরহে চক্ষু ছল ছল,
সদাইভনে—ঐ বিজনে আমায় নিয়ে চল্ ;
ওরে মোর পাগ্লা পরাণ, পাবি কি তুই তাঁকে ?

ললিত-বিভাস– খেম্টা।

যার ফুল নকল করে, গহনা গড়ে, দিচ্ছ রে মন, কত বাহার !
তিনি যে জগৎ গুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভুলো একি ব্যাভার !
কখনো হয়ে অন্ধ, বল মন্দ, গুরুমারা বিদ্যা তোমার !
ওরে যার আকাশের রং, দেখেরে রং, করতে শিখে জগৎ সংসার;
আবার তার সং বানায়ে, চং করিয়ে, নাচাও তুমি কি অহঙ্কার !
কাঙালে কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না ক'রে যে নাম্টি তাঁহার;
ওরে তাঁ'য় কর প্রণাম, নেমকহারাম, তাঁর মত কে আছেরে আর !

ললিত-বিভাস—খেম্‌টা।

তরু বল্‌রে বল্, তরু বল্ রে।
কে তোরে সাজাইল দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে?
ছিলি এক বালির মত, হ'লি তায় হস্ত শত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কা'র কৃত কৌশল রে?—
তরে বল্‌রে তরু কার উদ্দেশে, গগণ ভেদ করি বাস্ ঊর্দ্ধদেশে,
হলি সংসারে এসে, কা'র প্রেমে অচল রে?
এমন শীত উষ্ণ সয়ে, নিরন্তর খাড়া র'য়ে,
কি ভাবিস্ নীরব হ'য়ে, ভাব দেখে বিহ্বল রে;
তরে ত্যজ্য করে ভোগ-বাসনা, তরু। করিস্‌রে কার যোগ সাধনা,
কি জন্তে যোগিজনা, সার করে তোর তল রে?
অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হেলে দুলে,
কার গুণ গাস্‌রে জীলে, স্বরে হই শীতল রে;
কেন দেখ্‌তে পাই প্রভাত হ'লে, ধরা ভেসে যায় তোর নয়নজলে,
না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল রে।
শাখি! তোর শাখা'পরে, পাখীতে কি গান করে,
প্রেমভরে মাথা নড়ে, ঝড়ে পাতাদল রে;
মাথা নোয়ায়ে কারে, তরু! প্রণাম করিস্ বারে বারে,
কি জানা'স্ যোড়করে, হয়ে সচঞ্চল রে?
পর হিতের তরে, প্রাণদান দিস্ অকাতরে,
বল্‌ব কি ধন্ত তোরে, ধন্ত পুণ্যবল রে;
আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে বাঁচাস্ তাকে,

এ নীতি শেখালে কে, লোকে যা বিরল রে ?
রূপ গুণ ভঙ্গি ভাবে,　　ভক্তি প্রীতি প্রভাবে,
মুগ্ধ করেছিস্ সবে, শোভে ভূমণ্ডল রে ;
বল তোর পত্রে পত্রে,　　কে লিখিল ছত্রে ছত্রে,
'এক সত্য জগৎ মিথ্যে', মোহময় সকল রে ?

[উক্ত গীতের উত্তর]

ললিত-বিভাস—খেম্‌টা।

পরমেশের দয়ার লেশে।
পেয়েছি পত্র পুষ্প ফল আদি তাঁ'র আদেশে।
বালিকে গিরির মত,　　ক্ষুদ্রকে হস্ত শত,
বিশ্বময় দৃশ্য যত, তাঁহারি কৃত প্রকাশে ;
আছি সদা মত্ত তাঁ'র উদ্দেশে, গগন ভেদ ক'রে যাই ঊর্দ্ধদেশে,
পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে।
কভু অনিলের সঙ্গে,　　হেলি দুলি সেই রঙ্গে,
সুখোদয় কত অঙ্গে, ব্যক্ত করি কিসে ;
সদা ত্যজিয়ে সুখ বাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা,
সেই জন্য যোগিজনা, আমার তলা ভালবাসে !
সদা রই ঈশের আসে,　　নিযুক্ত নিজাবাসে,
চিন্তি রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে ;
চন্দ্র কয় শুন্‌রে তরু,　　কোনও সিদ্ধি নহে বিনা গুরু,
ভজ শ্রীনাথ গুরু, কূল পাবিরে অনায়াসে।

জাতীয় সঙ্গীত।

বিভাস—একতালা।

নমস্তে ত্রিলোক-তারণ বিশ্বরঞ্জন !
ওহে ভারতে তোমার, মহিমা প্রচার
কর হে আবার, এই নিবেদন।
আর্য্যকুলে জন্ম করেছি গ্রহণ, আর্য্য-রীতি-নীতি নাহিক স্মরণ,
অনার্য্য আচারে কলুষিত মন, আর্য্য-রবে দেশ কর সচেতন।
ভক্তি সরলতা জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি, প্রচারি জগতে হরহে দুর্গতি,
নরনারী বৃদ্ধ-বালক-যুবতী, স্বধর্ম্ম সুমতি করহে প্রেরণ।
তব জয়-গানে মাতিবে ভারত, তবোদ্দেশে হ'বে দেশ-হিতে রত,
পরিব্রাজক ঐ চরণে প্রণত, সফল হয় যেন জনম জীবন।

মিশ্র—ঠুংরী।

জনগণ-মন-অধিনায়ক, জয়হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ ;
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস্ মাগে, গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে !
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী ;
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক, জয়হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !

জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে !
পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগযুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির সারথি, তব রথ-চক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি ;
দারুণ বিপ্লব মাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে, সঙ্কট দুঃখত্রাতা।
জনগণ-পথ-পরিচায়ক, জয়হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে !
ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে ;
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে, রক্ষা করিলে অঙ্কে, স্নেহময়ী তুমি মাতা !
জনগণ দুঃখত্রায়ক, জয়হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয়হে !
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি উদয়-গিরি-ভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন-রস ঢালে ;
তব করুণারুণ রাগে, নিদ্রিত ভারত জাগে, তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে !

অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারি !
নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে, কর দীক্ষিত ভারতের নরনারী।
তব মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ নিনাদে, বিচূর্ণ কর সব ভেদ বিবাদে,
তব প্রাণে হিন্দুস্থান, ধরুক ধরণী নবীন তান ;
এস অরি-শোণিতে, মেদিনী রঞ্জিতে,
কর দীক্ষিত নিপীড়িত ভারতে মুরারি।

মিশ্র ঝিঁঝি;—কাওয়ালী।

দেখ দেখ দীনবন্ধু, সোণার ভারত তব, দুঃখে কাঁদিছে কাতরে।
(দেখ দেখ দেখ হে) অন্ধ হ'য়ে মায়াপাশে, বিষয় রসনা-রসে,
আর্য্যকুল ডুবিল কলঙ্ক-সাগরে ;—
নিরখি দুর্গতি, শোকে প্রাণ বিদরে,
উঠাও সকলে দয়া করি কেশেতে ধরে' (হে পিতা, হে হরি)।
তোমায় পাশরি সবে, আর কত দিন র'বে,
মরিবে অকালে আশু সুখের তরে ;—
হিংসা অভিমানে পাপে বিষয়-জ্বরে,
রক্ষা কর এ বিপদে তরি পতিত নরে (হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু)।

এই কি সেই আর্য্যস্থান —আর্য্য-সন্তান ?
যা'র তপোবলে, যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ !
যা'র হেরে বীর্য্য-বল, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল,
সভয়ে কাঁপিত গিরি, সাগরের জল ;
দিক্ দিগন্তরে, শূন্যভরে, উড়িত বিজয় নিশান !
যা'র শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান,
করেছিল একদিন পৃথিবীর চক্ষু-দান ;
যা'র বিদ্যাবলে, আকাশতলে, চলে যেত পুষ্পযান !
যা'র যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্তস্রোতে টলমল,
রক্তময় হ'ত যত নদ-নদীর জল ;

বসে বৃক্ষোপরে, শুষ্ক ভরে, পাখী করত রক্তপান !
বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্য-কুমার,
শৃগালের রব শুন্‌লে বাঁধে ঘরের দুয়ার ;
দেখ্‌লে রক্তজবা, শুকায় জিহ্বা, চমকে উঠে সবার প্রাণ!
কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহ-বল কল কৌশল,
ধর্ম্ম-বল বিনে রে ভাই ! সকলই বিফল ;
সেই ধর্ম্ম বিনে, দিনেদিনে, (ভারত) সকল হারা'য়ে শ্মশান!

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারত ভূমি,
অবসন্ন আছে অচেতন হে ;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি ;
দুর্দ্দশা-আঁধার তার কর মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়ন-বারি,
অন্তর্য্যামি, জানিছ সে সব হে ;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুনঃ দেওহে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
সেই কৃপা-গুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুনঃ আনহে জীবন।

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান্!
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্!
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান্!
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান্!

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

এ সময়ে আর্য্যগণ রহিলে কোথায় হে!
সোণার ভারত ভূমি রসাতলে যায় হে।
এসো এসো ব্যাস বশিষ্ঠ, বাল্মীকি তাপস শ্রেষ্ঠ,
এসো শুক ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভারত-সহায় হে।
এসো এসো ভৃগু মুনি, এসো পাণ্ডব-চূড়ামণি,
এসো জনক তত্ত্বজ্ঞানী, ত্রাহি বিষম দায় হে।
করেছি শাস্ত্রে শ্রবণ, ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ,
সেই সার নিত্য ধন, ভারত হারায় হে।
পরিব্রাজকের উক্তি, নাই ভারতে সে ভাব-ভক্তি,
কপট জ্ঞানযোগে যুক্তি, রত কুচিন্তায় হে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

আজি প্রাণ মন খুলে, সেই প্রাণেশ্বরে, সব বন্ধু মিলে ডাকি রে।
দেখরে দুর্গতি বারেক চাহিরে, কি আছে যাতনা বাকি রে;
পাপে তাপে জরজর, দেখ হে নারী-নর, সংসার-বন্ধনে থাকি রে!
ভারত-দুর্দ্দিনে দেখিয়ে নয়নে, কেমনে ঘুমায়ে থাকি রে;
এসহে এসহে তবে, মিলিয়া বান্ধব সবে, প্রাণপণে আজি ডাকি রে।
ব্যাকুল অন্তরে করিলে রোদন, প্রার্থনা পূরিবে না কি রে;
এস তবে সমস্বরে, কাঁদি হে তাঁর দ্বারে, চরণে মস্তক রাখি রে।

বেহাগ—খাম্বাজ।

বিষ্ণুপদ-সেবী তা'রা।
প্রাণের টানে মুছায় যারা ব্যথিত আঁখির ফল্গুধারা।
ব্যথার বোঝা নিয়ে বুকে, প্রাণ ঢেলে দেয় দশের দুঃখে,
(তাদের) দেয় না পরশ পরহিতে অভিমানের পাপ-পশরা।
বাক্য মনেন্দ্রিয় যত, স্বতঃই তাদের বশীভূত,
ধন্য তা'রা মাতৃ-সুত, ধন্যা তাদের মাতা যারা।
বর্জ্জিত মায়া-মোহ, ভোগ সুখে বীতস্পৃহ,
মনের আগে সদাই জাগে, মাতৃরূপা পরদারা।
রত সদা ব্রহ্মধ্যানে, রিপু জয়ী জীবন-রণে,
পুণ্য তাদের দরশনে, ফল সর্ব্বতীর্থ-সারা।
(কারও) দেয়না আঘাত মনের দ্বারে, সমচক্ষে সব নেহারে,
কণ্ঠ বাহি সদাই ঝরে, সত্যবাণীর সুধা-ধারা।

হরি হরি বল সবে, শঙ্খ বীণা বেণু রবে,
এ ভারত আবার জগত মাঝে শ্রেষ্ঠ আসন ল'বে।
ধর্ম্মে মহান্ হ'বে কর্ম্মে মহান্ হ'বে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
ভুলো না ভারত-হিন্দু-সন্তান ভুলো না সে কথা,
হরি-নামের ধ্বজা উঠেছিল হেথা ;—
নিমাই নিতাই করেছিল হরিনাম ভাই !
সকল ভারত প্রান্তরে।
ভুলি' হিংসা দ্বেষ জাতি অভিমান,
সমগ্র হিন্দু-সন্তানগণ হ'য়ে একপ্রাণ ;
হও এক জাতি প্রেম বন্ধনে।

বসন্ত—ঝাঁপতাল।

আবার যদি এলে হরি, আবার দিলে দরশন।
আবার জীবে দিলে অভয়, ওহে শ্রীমধুসূদন !
জ্বালাও তবে প্রাণের আগুণ, জ্বলুক শিখা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
বজ্র-বীণায় ঝঙ্কৃত কর, স্পন্দিত হোক ত্রিভুবন।
পাঞ্চজন্য বাজাও আবার দ্বাপরের সেই রুদ্রতান,
যে গান শুনি সব্যসাচীর ক্লৈব্য ছাড়ি আত্মদান।
'অভীঃ'র মন্ত্রে উঠুক ভারত, মুগ্ধনেত্রে দেখুক জগত,
কর্ম্ম যাদের ধর্ম্মের তরে, সেই জাতির আর নাই মরণ।

ব্রাহ্মণের আদর্শ।

কীর্ত্তনের সুর—ঝাঁপতাল।

আমরা কেন ভোগে ভুলিব, আমরা যে ভাই ত্যাগীর ছেলে।
আমরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে, অনুমানিতা গেছি ভুলে।
ভুলেই তো এ দুর্গতি, ঘট্‌ছে মোদের পদে পদে,
নৈলে কোটি কোটি মাথা, লুটিত এসে মোদের পদে;
দেখে কাঁপিত বিশ্ববাসী, বিশ্ব পায়ে লুটিত আসি,
দৃশ্য দেখে বিশ্বপতি কৃপা-বারি দিত ঢেলে।
মনে নাইরে মোদের পূর্ব্ব পুরুষগণের স্মৃতি.
কেহ দণ্ডী ব্রহ্মচারী, কেহ সন্ন্যাসী কেহ যতি;
যোগাসনে বসে' কাটা'ত কাল কুতূহলে।
মনে কর্‌লে হ'ত তারা এ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,
তা' না হয়ে নিবিড় বনে, নীরবে রৈত দিবারাতি;
কত রাজ-রাজেশ্বর আসি, তাদের চরণ-তলে বসি,
কৃপাবিন্দু লাভের তরে পা ধোয়া'ত আঁখি-জলে।
এখন দেখ্‌ছি কাল-স্রোতে, বইছে তার বিপরীত ধারা,
ত্যাগীর ছেলে ভোগীর পায়ে, ঢাল্‌ছে কত অশ্রুধারা;
পাপ উদর আর স্বার্থের লাগি, আত্ম-গৌরব হারা'লে।
এখনো সময় আছে, বসে যারে গভীর ধ্যানে,
ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে, বাধ্য কর সে ভগবানে;
পুনঃ যদি তা পারিস্ হ'তে, তবে দেখ্‌বে এ ভারতে,

বইবে সুখের উল্টা স্রোত, ভাস্‌বি সুখের হিল্লোলে।
যাওনা পুনঃ গুরু গৃহে, ধর না ব্রহ্মচারীর বেশ,
কর উচ্চ বেদ-ধ্বনি, সাম গানে জাগাও না দেশ;
হও না পুনঃ সর্ব্বত্যাগী, রও না জগত-মঙ্গলে।
পুনঃ যদি সাধনাতে, একটি ব্রাহ্মণ হ'তে পার,
(তবে) কার্য্যক্ষেত্রে মায়ের নামে এজগত মাতা'তে পার;
তবেই যাবে এ দুর্গতি, নইলে রে ভাই অধোগতি,
এতেই ডুবে যাবে রে ভাই, মোহ-সিন্ধুর অতল জলে।

উৎসব সঙ্গীত।

সিন্ধু খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

আজি এই মহোৎসবে, গাওরে আনন্দে সবে,
নীরবে বিজনে সবে থেক না—থেক না;
বিষাদ প্রমাদ আর রেখোনা—রেখো না।
আনন্দে মাত রে ধরা, প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা,
চরাচর নেচে নেচে গাওনা—গাওনা;
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলনা—বলনা।
আকাশ ধেয়ে, অনুরাগে রাগী হ'য়ে,
তরুণ-তপন তম নাশনা—নাশনা;
প্রেমে মাখা কৃষ্ণ নাম ভুল' না—ভুল' না।
গহন গভীর বন, সুশীতল সমীরণ,
অবিরাম কৃষ্ণনাম কর না—করনা;

প্রেমোল্লাসে উচ্চভাবে গাও 'ভক্ত'-ললনা।
আজি এ 'মিলন' তীর্থে, ভূজিবে অনিত্যে নিত্যে,
নিমিত্তের যত কিছু অঘটন ঘটনা ;
নিমিষে ছুটিবে তাহা ত্রিভুবন দেখ না !

প্রেমের হরির প্রেমের খেলা, এই বেলা আয়, আয় দেখে যা।
(এ প্রেম) যে জন বোঝে, যে জন মজে, সে জন ভজে ঐ রাঙা পা।
হরির প্রেমের ছায়ার ছায়া দেখতে যারা পায়,
কোটি স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ, আর কি তারা চায় :
প্রেমের হরির প্রেমের লাগি, হয়গো তারা প্রেম-যোগিনী-যোগী,
প্রেমের ভিখারী হয়ে গো তারা, প্রেমের সাগরে ভাসায় গা।

বর্ষশেষ।

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরে ধীরে ধীরে, কালস্রোত-নীরে, বরষ ভাসিয়া যায়।
ফিরিবে না আর, গতি অনিবার, জানিনা কোথায় ধায়।
ফুটেছিল কত কুসুম সুবাস, বিতরি' সমীরে সুরভি নিশ্বাস,
শুকায়েছে সব, গিয়েছে গৌরব, চিরতরে তা'রা গিয়াছে হায় !
আশার লহরী নব নব রঙ্গে, ফুটিয়াছে কত সু-ধীর তরঙ্গে,
না হ'তে নিরাশ, প্রাণের পিয়াস, মিশিয়ে গিয়াছে অনন্ত-কায়।
যত্ন পরিশ্রম সুখ-দুখ-ভার, হরষ বিষাদ আলোক আঁধার,
তাঁ'র চিত্রখানি, স্মৃতি-পটে আনি, বিগত বরষে দাও বিদায়।

বালক সঙ্গীত।

একবার দয়া করে' এস হরি! হৃদি-সরোজে;
সঙ্গে নিয়ে ভক্তবৃন্দ মোহন সাজে।
মোরা শিশু কোমল-মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
(মোদের) সদা যেন থাকে মতি, চরণাম্বুজে।
যদি থাকে তব দয়া, ত্যজিয়ে নশ্বর কায়া,
(মোরা) ডঙ্কা মেরে চলে' যা'ব, জিনি' ভানুজে;
দিবানিশি থাকে যেন মন ঐ পদে মজে।

সুরট—আড়খেম্‌টা।

তোর নাম রেখেছি 'হরিবোলা'।
মনের সাধে ও আমার মন! খেল্‌না হরি-নামের খেলা।
প্রেমে মেখে ভক্তি-মাটি, গড়্‌না হরির চরণ দু'টি,
আর দু'জনে সেই চরণে, পরিয়ে দি' বনফুলের মালা।

সাহানা—একতালা।

খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছে এই জগৎ খানা।
চার দিকে তাই খেলার মেলা, খেলার খালি আগাগোপা।
খেল্‌তে খেলা ভবের বাসে, কই থেকে সব মানুষ আসে,
খানিক খেলে খেল্‌না ফেলে, কোথায় পালায় যায় না জানা।

সাহানা—খেম্‌টা।

ধূলা খেলা কর্‌বো না আর, হরিনামে মন মজেছে।
চায় না মন অপর খেলা, জানি না তা'র কি গুণ আছে।
গড়্‌ব হরির দু'টি চরণ, পরা'ব তা'র ফুলের ভূষণ,
হৃদে রেখে কর্‌ব যতন, ঐ খেলাতে মন মজেছে।
'কারো' কাছে আর যা'ব না, ক্ষুধা পেলে আর চাব না,
হরিনাম সুধায় আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব হরেছে।

আয় সবে মিলি দিয়ে করতালি, হরি হরি বলে' নাচিরে।
দু'বাহু তুলিয়ে, প্রেমেতে মজিয়ে, (হরির) করুণা-কণা যাচি রে।
যে নামেতে যায় পাষাণ গলিয়ে, সেই হরির নামে নিশান তুলিয়ে,
পরাণ খুলিয়ে, প্রেমেতে মাতিয়ে, (সবে) ডাকি সে নীরদ-রুচি রে।

কীর্ত্তন—একতালা।

হরি বল—হরি বল—হরি বল মন!
ছাড় মোহ মায়া, ভ্রম-ছায়া, সংসার স্বপন
(একবার হরি বলরে)।
আর ভক্তি-ভরে, উচ্চ স্বরে, করি হরি-সংকীর্ত্তন
(ওরে নেচে নেচে রে)।
যে জন বাহু তুলে, হরি বলে, হরি তারে দেন দরশন
(এম্‌নি দয়াল হরি রে)।
আমরা প্রেম-ভিখারী, প্রেমের হরি, করেন প্রেম বিতরণ।

সিন্ধু ভৈরবী—গড়খেম্‌টা।

একবার ডাকার মতন ডাক দেখি মন, ডাকার মতন ডাক।
যে ডাকে তাঁর প্রাণে লাগে দাগ, সেই ডাক একবার ডাক।
যার মনে যে লাগিয়ে গেছে, সে তাহারে ডাক।
যার মনে লয় কালী বলুক, যার মনে লয় কৃষ্ণ বলুক,
যার মনে লয় ব্রহ্ম বলুক, যার মনে লয় খোদা বলুক ;
কেবল দেখ্‌বি শুন্‌বি ক'বিনে কিছু, চুপ করিয়ে থাক,
(থাক্ থাক্ থাক্, থাক্‌রে মন ! চুপ করিয়ে থাক্)
যে নামে যে ডাক্‌বি তাঁরে, সে পাবি তাঁর লাগ।
শাক্ত বৈষ্ণব দলাদলি, হিন্দু যবন গলাগলি,
ঘুচায়ে সব মনের কালী, একই মনে ডাক ;
(ডাক ডাক ডাক, ডাক্‌রে মন ! একই মনে ডাক)
সকল দলের ঠাকুর তিনি, এইটী মনে রাখ।
এসব, দলাদলির গণ্ডী ফেলে, মিশে যা ঠাকুরের দলে,
দেখ্‌বি খেওয়া ঘাটে গেলে, সকল দলই এক ;
(আমার) একই নেয়ে একই নায়ে, তরায় লাখে লাখ
(হিন্দু, যবন, শাক্ত, বৈষ্ণব)।

'নিরাকার নিরাকার' করিয়া চীৎকার।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ ভাই বারবার ?
তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই নিয়ে কাট কাল,
ভক্তি বিনা ফলোদয়, তর্কে নাহি জ্ঞান সার।
সামান্য তর্কের বলে, ভক্তি নাহি আস্বাদিলে,
জনম হইল বৃথা, না করিলে সুবিচার।
রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণ ভজি, যদি হরি-প্রেমে মজি,
তা' হ'লে অলভ্য ভাই, কি রহিবে বল আর ?

সাধন-সমন্বয়।

ভৈরবী—যৎ।

অব্যক্ত নির্গুণ. ব্রহ্মবস্তু নিরঞ্জন,
তদিচ্ছায় সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণ।
সাধন সুলভ হেতু কৃপা বিতরণ ;
নির্গুণ যুক্ত হ'লে পঞ্চমূর্ত্তি প্রকাশন।
শিব বিষ্ণু শক্তি সূর্য্য, দেব গজানন ;
রূপ ভিন্ন বস্তু এক, সাধন কারণ।
যে মন্ত্র যেরূপ বাঞ্ছা, কর আরাধন ;
পঞ্চবিধ তন্ত্র, স্মৃতি শ্রুতিতে রটন।
রিপু পরাজয় করি, অবিদ্যাদি বর্জ্জন ;
ভক্তিভাবে কর সদা সাধন স্বগুণ ;
দৃঢ়ভক্তি বিনে মুক্তি, নহে কদাচন ;
এই সে পরম তত্ত্ব, রচে অকিঞ্চন।

দিনেশ গণেশ, রমেশ উমেশ, উমা মা সহিতে ডাক।
আগে ভেদজ্ঞান মুঞ্চ, সুখে কাল বঞ্চ, একে পঞ্চ, পঞ্চে এক॥
এক ব্রহ্মরূপ সত্য নিরঞ্জন, লোক ভুলাইতে রূপান্তর হন,
জ্ঞানপন্থে চক্ষু করিয়ে পতন, চেতন হইয়ে দেখ।
দিনমণি রূপ ধরে যেই জন, শ্বেত পীতবাস পরে সেই জন,
যেই গজানন, সেই পঞ্চানন, কোন্ জনে হ'বি বিমুখ ?

যে জন শ্মশানে শ্যামা মুণ্ডমালী, সেই বৃন্দাবনে শ্যাম বনমালী,
জানতে চাহ যদি সাধু-পদধূলি, ভক্তি করি' গায়ে মাখ।

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী জন ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানা দেশে নানা জনে।
কেহ মুক্তকচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি পূজে,
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম আরাধনে।
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্ত্তনে মজে,
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে।
অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসদ্ভাবে,
হরিভক্তি সাধ সদা এ জীবনে বা মরণে।

বাউলের সুর।

অসম্মিলনে হরি-লীলা হয় কি সাধন?
দেখিলে বিচ্ছেদ, হরি করেন পলায়ন।
প্রাণে প্রাণে না মিলিলে, দলাদলি না ভাঙ্গিলে,
হবে না, হবে না কভু ভূভার-হরণ।
স্বয়ং ভগবান হরি, সকলের হাতে ধরি,
বলিছেন বারবার করিতে মিলন;
সঙ্গে ভক্তবৃন্দ, ঈশা গৌর ব্রহ্মানন্দ,
গাইছেন প্রেমের গীত, যোগ সম্মিলন।

[জন্ম, নামকরণ ইত্যাদি]

আশাবরী—একতালা।

ভূমিতে নামিতে এত কি বেদনা, আকুল করে তোমায় ?
পরশি ধরণী আসি কি যাতনা, শিশুরে ! তোরে কাঁদায়।
ত্যজি' গর্ভবাস আসি' ধরাবাসে, কি যাতনা ভয়ে কাঁদরে হুতাশে,
বুঝেছ কি তবে, দুঃখময় ভবে, কাঁদিতে জীবন যায়।
কাঁদিয়ে সংসারে করিয়ে প্রবেশ, কাঁদিতে কাঁদিতে হ'বে আয়ুঃশেষ,
অবিরল ধারা, নয়নের ধারা, বহিবে কেমনে হায় !
গর্ভবাসে শিশু ছিলি বুঝি ভাল, সংসারের গর্ভে অধিক জঞ্জাল,
সব অগ্নিময় অগ্নির আশ্রয়, মানব ইন্ধন তা'য়।
আমিও এখন বুঝিয়াছি শুন, নামিয়ে ধরায় কাঁদিয়াছি কেন,
হাসিতেও মিশি ক্রন্দনের রাশি, মেশামিশি এ ধরায়।
উদ্ভবে বিনাশ, হরষে বিষাদ, মিলনে বিচ্ছেদ, আলাপে বিবাদ,
যেথা অনুরাগ, সেথানে বিরাগ, তবু ভুলেছি মায়ায়।
এ অনল গর্ভে অসীম উত্তাপে, দিবানিশি দহে প্রাণ, আত্মা কাঁপে,
পুড়ে হয় ছার, অন্তর সবার, শেষে দহিবে চিতায়।

বেহাগ—খাম্বাজ।

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন টুটিয়া ;
আজি মন চায় অঞ্জলি ল'য়ে ধাই তব পানে ছুটিয়া।

এ প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের সাগর মথিয়া ;
সে নামের সাথে তব পূত নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়ে এরে কর গো পালিত তব স্নেহকোলে রাখিয়া ;
নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ি ! প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে যায় না কুসুম ঝরিয়া ;
রক্ষিও নাথ ! তোমার বক্ষে সকল দুঃখ হরিয়া।
দেখো প্রভু ! দেখো, চালাইও এরে তুমি নিজহাতে ধরিয়া ;
মঙ্গল-পানীয় দিয়ো তুমি দিয়ো পরাণ-পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক্ এ কোমল শিশু সকলের প্রেমে বাড়িয়া ;
সে জীবনে, প্রভু, যেন কোথা কভু না যায় তোমারে ছাড়িয়া।

[জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে—সুর]

মরি এক আজব জন্তু এ দুনিয়াতে এসেছে।
ও তার পশুর মত সকল দেখি, কিন্তু লেজটি নাহি আছে।
ওসে, সকাল বেলা খেলা করে, চারি পায় চলে ফিরে,
দুপুর বেলা দুই পায় হাঁটিতেছে ;
ওসে, সন্ধ্যা বেলা তিনটি পদে চলে' খেলা ভাঙ্গিতেছে (ভবের)।
মরি ! ইহার স্বভাব একি, বধে' বনের পশু পাখী,
মনের সুখে আপন উদর পূরিতেছে ;
ওরে, যে মলো সে গেলো, আমি মরিব না ভাবিতেছে (এ জন্তু)।
পশুর স্বভাব থাকে না হায়, জ্ঞান-বলে জন্তু আবার,

সাধন-গুণে দেবতা যে হইতেছে ;
আবার সাধন বিনে পশুর অধম হ'য়ে রহিতেছে !

বাউলের সুর।

চলছে রে মন ট্রাম্‌ওয়ের গাড়ী।
কতবার আসা-যাওয়া, আসা-যাওয়ায় খাটুনি ভারি।
সুমতি কুমতি নামে, দু'টো ঘোড়াতে টানে,
ড্রাইভার তা'র মাঝখানে, হ'য়েছে রাশধারী।
বেগে যায় কুমতি ঘোড়া, সুমতি ঘোড়া তা'য় খোঁড়া,
ধর্ম্মতলা হয় ছাড়া, আউট লাইন ঘড়ি ঘড়ি।
পাঁচ জন প্যাসেঞ্জার এসে, ছয় খানা বেঞ্চে বসে,'
টিকিট করে না সে, কিসে যা'বে তরি ?
টিকিট-কালেক্টার যখন, টিকিট দেখ্‌তে চাইবে রে মন,
বিনা টিকিটে তখন, কেমন করে' দিবে পাড়ি ?

ভৈরবী—খেম্‌টা।

আমি বল্‌ব কি সে তারের কথা।
তারে তারে মিশাইয়ে, তারের ভিতর সে তার গাঁথা।
ছয় জায়গায় ছয় কুঠারি, আছে সব সারি সারি,
যারা সব কর্ম্মচারী, ধরাধরি সে তার ;—
তারের কথা বলব কারে, তারে গোদাবরী গঙ্গা ধরে,
গঙ্গাধর যার উদরে, হ'য়ে আছেন ঊর্দ্ধরেতা।

তারে ব্রহ্মাণ্ড যোড়া, তারে রয় কমল কোঁড়া,
তারে রয় বসুধরা, বহে যথা তথা ;—
দেখ তারের মালিক চিন্তামণি, সে সকল তারের শিরোমণি,
তারে তারে গুণ বাখানি, (আছে) তারের ভিতর কল্পলতা।
দমের কল এ তার বটে, দমেতে হাওয়া ছুটে,
তবে তো স্বরূপ উঠে, করিয়া ঐক্যতা ;—
হাউরে এবার বল্‌ছে ভেবে, দূরের খবর নিকট হবে,
যখন তার বন্ধ হবে, (তোমার) পড়ে র'বে ছেঁড়া কাঁথা।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এই দেহ রেল-রোডের কল। ভব-পথে কর্‌ছে চলাচল।
কোথা জেম্‌স্ ওয়াটের বুদ্ধি, এর অদ্ভুত এমন কৌশল,
উদর-বয়লারেতে জন্মিছে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুণ জল।
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়্‌ছে তা'তে অবিরল,
ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা, ডাক্তরের কাজ কেবল।
সম্মুখেতে লণ্ঠন তা'র, চক্ষু দু'টি সমুজ্জল ;
ঐ যে শ্বাস পতনে হচ্ছে কলের ঘুৎঘুতানি অবিরল।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল ;
ধর্ম্মজ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ এ গাড়ীর আরোহী দল।
লোকোমোটিভ ডিপার্টমেণ্ট এর, জননীর গর্ভস্থল ;
আফিস্ বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেশন, করিতে এ কল শীতল।
জন্ম মৃত্যু টার্মিনস্ দুই, ড্রাইভার তা'র মন প্রবল ;
যাহার সদ্‌গুণ দীপ জ্বলে, ঝকঝক নিশান কেবল।

বিবাহ উৎসব।

মোহিনী মিশ্র—একতালা।

সমস্বরে তুলি তান,　　গাওরে উৎসব গান,
আজ কি সুখের দিন, উদিল ভুবনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে বহে আনন্দ-হিল্লোল,
ঘুচে গেছে যত কিছু বিষাদের রোল ;
আমোদে মাতিল হৃদি, দয়াময় যেন বিধি,
ললনা ছলনা-হীনে রাখেন যতনে।

ইমন-ভূপালী—ঢিমে তেতালা।

বাজে মঙ্গল শঙ্খ তোমারি।
সিদ্ধিদাতা, মঙ্গল-বিধাতা, বাঞ্ছা-পূরণকারী।
প্রেমে সৃজন, প্রেমে পালন, অভিনব প্রেম-লীলাধারী।
প্রেমানন্দে, চরণ বন্দে, কৃপাশিস্ ভিখারী।

খট্।

দাও হে, ওহে প্রেমসিন্ধু! দাও এ নবীন যুগলে
তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু সুর-নর-চিত-বাঞ্ছিত।
যে প্রেমের শুধু প্রেম পরিণাম, তোমাতে উদয় তোমাতে বিরাম,
বিষয়-বাসনা ধন জন মান, যে প্রেম করে না লাঞ্ছিত!
দুইটি হৃদয় হ'য়ে একাকার, স্বার্থের বাঁধ করিয়া বিদার,

বিশ্বের বুকে চলুক্ উদার, কখনও না হয়ে কুণ্ঠিত।
টেনে লও, ওহে প্রেম-পারাবার, তব শুভ্র কোলে হৃদি দু'জনার,
তোমার মধুর কঠোর শাসনে, কখনও করোনা বঞ্চিত।

বেহাগ।

মিলিল আজি পথিক দু'জন জীবন-পথের মাঝে;
দেখাও সুপথ, হে পথের পতি, দেখাও দিবসে সাঁঝে।
যেথায় অজানা মিলে শত পথ, চারিদিকে যাত্রী করে যাতায়াত,
লাও যে পথে তোমার তীরথ, তোমার মন্দির রাজে।
পথ-পাশে সবে মেলে সুখ-মেলা, সুখী হ'ক খেলি হরষের খেলা,
সে খেলায় যেন নাহি করে হেলা, বিরস জীবন কাজে।
যদি কভু রাতে নিভে যা'য় বাতি, দেখাইও নাথ! তব মুখ-ভাতি,
বন্ধুর পথে হে জগবন্ধু, থেকো সদা কাছে কাছে।

মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক মিলন।
জীব, জীব, জীব—নিত্য অটুট হোক বন্ধন।
পুণ্য-সুখ-শান্তি-তৃপ্তি-বিরাজিত ভবনে,
শুভ্র জীবন করহ যাপন পুলক-মধু-পবনে;
চরণ-তলে রহুক বদ্ধ প্রণত-ধন্য-ধরণী,
সন্তাতিকুল হইক পূজ্য বিশ্ব-মুকুটমণি।

অন্তিম কাল।

বিভাস—একতালা।

ওহে হৃষিকেশ, এজনমের শেষ, কৃপা করি' হরি! দাঁড়াও সম্মুখে।
আমি অতি দীন, ভজন বিহীন, সুদিন কর আমার, অধীন দেখে।
শঙ্খ চক্র হরি! ধর গদা পদ্ম, প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদি-পদ্ম,
ধ্যান করি পদ, মুদি নয়ন-পদ্ম, শ্রীপাদপদ্ম আমার দেওহে মস্তকে।
ভজন-সাধন আমি না জানিহে হরি, পার কর আমায় দিয়ে চরণ-তরি,
মুখে ব'লে হরি, মুকুন্দ মুরারি, যেন প্রাণ গেলেও নাম রসনায় ডাকে।

বেহাগ—একতালা।

কিঙ্কর তোমায়, ডাকে দয়াময়, হইয়ে সদয় এসহে নিদানে।
রজনী আসিয়ে, ঘেরেছে আমারে, রাখহে ত্বরায় এ মোহ-শ্মশানে!
বিপদে পড়িয়ে ডাকিহে কাতরে, রাখহে আমারে তব স্নেহ কোলে,
দেখহে চাহিয়া অনাথ বালকে, ডাকিছে তোমায় 'পিতা পিতা' ব'লে।

প্রাণ আমার! আমায় ছেড়ে করিবি গমন।
যাবার সময় বলে' যারে শ্রীহরি মধুসূদন।
তোমায় আমায় ভিন্ন হ'ব, কি জানি তাই কোথায় যা'ব,
তোর দেখা আর নাহি পা'ব, চিরদিনের অদর্শন।
তাই বলি দু'জন মিলে, কেঁদে ডাকি হরি ব'লে,
স্থান পা'ব তাঁর চরণ তলে, হরির চরণ ভয়-নিবারণ;—
ঘুচ্‌বে তোর সকল বিপদ, কোরে হরি-শ্রীপদ স্মরণ।

সিন্ধু—আড়া।

হরি! বিপদকালে রাখ রাঙ্গা পায়।
দীনহীন ক্ষীণ আমি, কাতরে ডাকি তোমায়।
ভক্তাধীন হে মুরারি, ভক্তের দুর্গতিহারী,
ভববারি-ভয়বারী বারিদবরণ-কায়।

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

মন রে! আয়ুষ্কাল পূর্ণ তোমার বল হরিনাম।
তাঁ'রে ডাক্‌লে শমন, হ'বে দমন, তিনি প্রাণারাম।
ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং হরি, বলরে মন! বদন ভরি,
সুখে দুঃখে শোকে তাপে কর নামগান;
ঐ দেখ, হৃদয় মাঝে, ঐ বিরাজে, গুপ্ত শান্তিধাম।
শয়নে বা জাগরণে, মজ মন! নাম গানে,
ধন জন পরিজন স্বপন সমান;
'কিরণ' অজপ যাগে থাক জেগে জানিয়ে সন্ধান।

ও মন! হরি হরি বলনা?
বোঝে না—বুঝোনা, এ তব কি বিবেচনা;
ভাবিলে হরির পদ পূর্ণ হ'বে কামনা।
আয়ু অবসান হ'ল, মুখে হরি হরি বল,
'রবি-সুতে' মিছে ভয়, হরিপদ ভাবনা;—
নিত্য সত্য সনাতন! হর ভব-যাতনা।

শবের প্রতি।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে ?
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, কট্ বহরা, জাত বেহারার কাঁধে দুলে !
ঐ শুন ঘরে পরে সবাই কাঁদে, ছেলে কাঁদে বাবা বলে ;
কোথা সে সব মমতা, কও না কথা, এখন কি তা ভুলে গেলে ?
ঘুরে যে ঢাকা সহর, দীল্লি লাহোর, টাকা মোহর নিয়ে এলে ;
খেলে না পয়সা সিকি, কওহে দেখি, তা'র কিছু কি সঙ্গে নিলে ?
রং-বিরং শালের জোরা, গাড়ী ঘোড়া, চেনঘড়ি সব কোথায় থুলে ;
হ'বে যে এমন দশা, দশম দশা, জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে !
শত্রুতা প্রকাশিতে, যাঁদের সাথে, হয়েছে সেই সকলে ;
বল্‌ছে 'ভাই ! ভালই হ'ল, বালাই গেল, হাড় জুড়া'ল এতকালে !'
দেখে দীন বাউল কয়, এ সমুদয়, দেখে শুনেও লোক সকলে ;
একটি দিন এ ভাবনা, কেউ ভাবে না, বিষয়-মদে থাকে ভুলে !

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

তুমি কে হে বটে উপুর হ'য়ে, ভাস্‌ছ গঙ্গাজলে ?
তোমার মা দুঃখিনী কাঁদ্‌চে বসে, ধূলাতে লুটা'য়ে !
তোমার প্রাণ-প্রেয়সী কাঁদ্‌ছে বসে, হাতের শঙ্খ ভেঙে।
তুমি বলেছিলে সঙ্গে নিবে, একলা যাচ্ছ চলে ;
তুমি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ কোথা, দুখিনীরে ফেলে ?

তোমায় চোরের মত পুড়িয়ে মারবে, ঝিলের উপর তুলে;
তোমার মুখে দিবে অগ্নি জ্বেলে, সুরধুনীর কূলে।

মৃত্যুতত্ত্ব ও শোকে সান্ত্বনা।

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল্ দেখি ভাই! কি হয় ম'লে? এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত প্রেত হ'বি, কেউ বলে স্বর্গে যা'বি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
ওরে, শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে-জুলে;
সে যে সময় হ'লে আপ্‌না আপ্‌নি যে যার স্থানে যাবে চলে'।
প্রসাদ বলে যা ছি'ল ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

শোক মগন কেন, জর্জ্জর বিষাদে;
ভ্রমিছ 'সংসার অরণ্যে' হয়ে শান্তিহারা?
যাঁ'র প্রীতি-সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁ'র প্রতি নিরখিয়ে, মুছ অশ্রুধারা।

পেয়ে ছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা, দিয়েছিলে ভালবাসা।
গিয়াছে যখন, যাক্ না তখন, মিছে কেন কর আশা ?
আসে যা আসুক ক্ষতি কি তোমার, যেতে যাহে যাহা, ইতি কর তার,
করুণার সার, বিধির বিচার, একই কথা কাঁদা হাসা।
সেদিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে, এসেছ জগতে শূন্য দু'হাতে,
তবে কেন বল, ফেল অশ্রুজল, বিষাদের কেন ভাষা ?
লহ আশীর্ব্বাদ, দাও ধন্যবাদ, টুটুক প্রমাদ মিটে যাক্ সাধ,
কৃপায় যাহার, যা নহে তোমার, মিটেছে তাহার আশা।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বল ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্য-পাটে,
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে, ধন্য হরি—ধন্য হরি!
সুধা দিয়ে মাতান যখন, ধন্য হরি—ধন্য হরি,
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন ধন্য হরি—ধন্য হরি ;
আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসি মুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে, ধন্য হরি—ধন্য হরি!
আপনি কাছে আসেন হেসে, ধন্য হরি—ধন্য হরি,
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে, ধন্য হরি—ধন্য হরি ;
ধন্য হরি জলে স্থলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে চরণ-আলোয় ধন্য করি।

পঞ্চম অধ্যায়।

সংকীর্ত্তন।

হরি! এসো হে—এসো হরি! এসো—এসো হে।
ওহে ভারতের ভার হরিবারে, এসো হে;
তোমার ভীমার্জ্জুন ভীষ্মের সঙ্গে, এসো হে।
এসো হরি। এসো—এসো হে,—
কোথা হে পাণ্ডবের সখা. এসো হে;
তোমার ধ্রুব প্রহ্লাদ সঙ্গে ক'রে, এসো হে।
এসো হরি! এসো—এসো হে,—
তোমার ব্যাস বশিষ্ঠ আদি ল'য়ে, এসো হে;
তোমার শুক সনাতন সঙ্গে ল'য়ে, এসো হে।
এসো হরি! এসো—এসো হে,—
তোমার নিতাই গৌর সঙ্গে ক'রে, এসো হে;
দীন হীন কাঙ্গালে তোমায় ডাকে হে।

কীর্ত্তন—খেমটা।

তালে তালে পা ফেলে, হরি বলে' নাচি ভাই!
গলে গলে রা' তুলে, হরি নামের গুণ গাই।
হাতে করতালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে,
হরিনামের ভিক্ষে দিয়ে, হরিনামের ভিক্ষা চাই।

কোথা হরি ব্যথাহারী প্রভু নারায়ণ।
(আর) শুন্‌তে নারি, প্রাণবিদারী পাপীর রোদন
(আহা, প্রাণে বড় বাজে হে) (পাপী হাহাকারে কাঁদে হে)।
তুমি মুক্তিদাতা, পাপীত্রাতা, নিরয়-ভয়-বিমোচন
(আহা! এমি তোমার দয়া হে) (তুমি তাপীর শীতল ছায়া হে)।
পাপ হর' ব'লে হরি বলে' ডাকে তোমায় জীবগণ
(ওহে দয়াল হরি হে) (ওহে পাপহারী হে)।
(আজ) হরিনামের গুণ বুঝিব, পাপী যদি পায় জীবন
(হরি, এসেছি আজ তাই হে) (তুমি বই কেউ নাই হে)।

পাহাড়ী-মিশ্রিত সুরট—খং।

(হরি!) কি দিয়ে পূজিব তোমায়, কি আছে আমার!
(শুনি) প্রেম-ফুলে পূজিলে নাকি, পূজা হয় তোমার?
আছে সুবাসিত যত ফুল,　　　মালতী বেলী বকুল,
কিম্বা নন্দন-কানন-জাত পারিজাত ফুল;
কিছুই না সমতুল, হয়রে তাহার; (এতই অমূল্য সে প্রেমফুল)
কেবল তুলসী আর গঙ্গাজলে, পূজিলে কি তোমায় মিলে,
হরি! অশ্রুজলে না ভিজা'লে, চরণ তোমার (তুমি লওনা কোলে)।
এ সব মহাপূজার উপচার,　　　আমি কোথা পা'ব আর,
(সেই প্রেমফুল আর অশ্রুধার, তা'কি যার তার ভাগ্যে মিলে)
তাই নিরুপায় ভাবিয়ে তোমার নাম ক'রেছি সার;

এই হরিনাম নিতে নিতে, যদি সে ফুল ফোটে চিতে,
তবে ছুটিলে ছুটিতে পারে, নয়নের ধার (তোমার দয়া হ'লে)।
হরি ! একথা শুনেছি আমি, নামের সনে আছ তুমি,
(আছে) এই কেবল এক হৃদয়-স্বামি ! ভরসা আমার ;
বলে' কেবল হরি হরি, ধূলায় দিব গড়াগড়ি,
পায়ে রাখ বা না রাখ হরি ! সে ইচ্ছা তোমার ;
[ধূলায় গড়ি যে দিব, (হরিবোল হরিবোল ব'লে)
নইলে দুর্ব্বলের বল আছে কি আর,
(আমার মত সম্বল শূন্য), হরিবোল হরিবোল হরিবোল বিনে)
হরি বলব, উঠে নাচব, লুটে পড়ব,
কেবল বল্ব হরি, গড়াগড়ি দিব হরি ! ধূলায় প'ড়ে,
হরেকৃষ্ণ রাম, হরেরাম রাম, অবিরাম নাম গাইব হে,
নূপুর হইয়ে সাধ মিটাইয়ে, (যুগল) চরণ বেড়িয়ে থাকিব হে ;
তুমি ঠেলে ফেলে দাও, কিম্বা কোলে তুলে লও,
তোমার যা'ই মনে লয়, তা'ই কর হে,—
ফিরে চাও বা না চাও, যথা তথা যাও, আমি না সঙ্গ ছাড়িব হে ;
তোমায় ডাকিতে ডাকিতে, যদি কোন মতে,
(এমনি ঘসিতে মাজিতে তোমারই দয়াতে)
(যদি) একবার ডাকিবার মত ডাকিতে পারি,
তবে অধম বলিয়ে, ফিরে না চাহিয়ে, দেখিব কেমনে থাকিবে হরি !
যদি তোমার দয়া হয়, অসম্ভব নয়,
এই মরুভূমে সে ফুল ফুটিতে পারে, (ভুবনে অতুল, যেই প্রেমফুল)
তবে বিচিত্র কি আর, চরণ তোমার, পাখালিতে হরি নয়ন-নীরে] ।

একতালা।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
হরি ধ্যান হরি জ্ঞান, হরি বিনে নাহি ত্রাণ,
(সবাই হরিনাম কররে ভাই!)
(এমন দুর্ল্লভ জনম আর পাবে না)
হরিনামে হ'ক সমাধান এই জনম।
মুকুন্দ মধুসূদন, মত্ত মূঢ় মর্দ্দন, মদনমোহন,
মধুবন-মধুকর, মণিমালা-মণ্ডন—
(হে মঙ্গলময়!) (মূলে মীন মূর্ত্তি)।
জয় যশোদা-নন্দন, জগদ্বন্ধু জনার্দ্দন,
(যা'তে যাতায়াত যায়রে ভাই!)
(যে নাম যোগিগণে জপে সদা)
যোগিগণ-জীবন, পুরুষোত্তম।

চৌতাল।

পুরাও হরি! এই বাসনা আমার।
মুদে আঁখি, ও রূপ দেখি, কেবল এই বাসনা আমার।
ষড়চক্র মন-রথ, পবন হতে গমন দ্রুত,
জ্ঞান অশ্ব, শ্রীনাথ সারথী ;—
ভক্তি-ডোরে দিয়ে টান বসাব মনোমন্দিরে
(কেবল এই বাসনা আমার)।

বেহাগ মিশ্রিত—খয়রা।

আয়নারে ভাই! সংকীর্ত্তনে, মন খুঁলে প্রাণ খুঁলে আয়।
দু'চার দণ্ড নাম গানে তোদের এমন কি কাজ ভেসে যায়?
(হরিবোল বলরে) (বৃথা আলস ছেড়ে)।
কত তাস পাশা খেলে, কত বাজে কথা ব'লে,
মিছে সময় কাটাও, ওজর দেখাও, (হরি) নাম লওয়ার কালে;
যখন রোগে শোকে শু'য়ে থাকরে, তখন কি কাজ দেখ—
(যখন ঘুমে থাক) (তখন কোন্ কাজের বা খবর রাখ)
তোমার সে কাজ, তখন কে চালায়?
হরি নামটি মধুময়, তাহে প্রেমের বাতাস বয়,
ঐ নাম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিলে, (শেষে) আপনি রুচি হয়;
আছ কুসঙ্গে কুরঙ্গে ডুবে রে, তাইতে মন ভিজে না,
হরি নামে পাষাণ মন ভিজে না, মন ভিজেনা রে;
[যেমন বনের বরাহ, ময়লা খেয়ে তুষ্ট, মিষ্ট অন্ন নাহি চায়,
তেমন বিষয়-বিষে যা'র উদর পরিপূর্ণ সুধা দিলে নাহি খায়;
যেমন পেঁচকের পুলক, আঁধারে থাকিলে, আলোক নয়নে বিঁধে,
তেমন কুনাট দেখিয়ে আঁখি ভুলে যা'র সে না চায় গোকুলচাঁদে
সদা কুকথা আলাপে, কুকথা প্রলাপে, রসনা বেড়েছে যা'র,
হরিনাম গুণ গানে, প্রেম-সুধা পানে, না হয়রে বাসনা তা'র;
কুপথে চলিয়ে, কুসঙ্গে থাকিলে, কুকথা যে সদা শুনে,
ভকতের গাঁথা, ভাগবত কথা, না পশে তাহার কানে;]
আছ কুসঙ্গে কুরঙ্গে ডুবে রে, তাইতে মন ভিজে না,

একবার নাম-তরঙ্গে ভেসে আয় (কুসঙ্গ ছেড়ে)।
যে হরিনাম নিবে, তার তো আপন কাজ হ'বে,
তা'তে পরের কেন (এত) মাথার কিরে, লাগে ভাই তবে ;
এমনি ত্ব'দিন চা'র দিন এসে গেলে রে,
শেষে লাগ বে ভাল, ভাল লাগ্‌বে রে :—
[যেমন জাহ্নবীর জলে, সিনান করিলে, সুশীতল হয়রে কায়,
হরিনামের হিল্লোলে, অঙ্গ ঢেলে দিলে, পরাণ জুড়ায়ে যায় ;
কত সুশীতল, মলয় পবন, চন্দন লেপন আর,
কত সুমধুর অমৃতের ধারা, হরিনাম সবারই সার ;
'নামে আনন্দ না পাই, তবে কেন গাই'—একথা এনোনা মুখে,
একবার কুসঙ্গ ছাড়িয়ে, সাধু-সঙ্গ নিয়ে, দেখাদেখি দেখ ডেকে]
এম্‌নি ত্ব'দিন, চা'র দিন এলে গেলে রে, শেষে লাগবে ভাল,
হরিনামের গুণ যাবে কোথায় ?

[ধামার] ব্যথাহারী ব'লে হরি ! ভালবাস কিহে ব্যথা দিতে ?
ব্যথা দিয়ে তাই কিহে চাহ ব্যথা ঘুচাইতে ?
[ঠুংরী] ব্যথা না পেলে—কেহত কখন কাঁদে না,
না কাঁদিলে—কেহত তোমায় চাহে না ;
না চাহিলে—কেহত তোমায় ডাকে না,
তাই বুঝি ব্যথা দিয়ে, চাহ হরি ! কাঁদাইতে ?
[ঝাঁপতাল] ব্যথা না পেলে—তোমায় মনে রয় না,
তোমায় মনে না হ'লে তোমায় কথা ত কেউ কয় না ;

তোমার কথা না হলো বুঝি, তোমার দয়া হয় না,
তাই ব্যথা দিয়ে চাহ বুঝি, আপন কথা কওয়াইতে?

[দশকুশী] মরণের পথে শুয়ে মরণের কোলে, (হরি হে)
তৃষিত জড়িত কণ্ঠে ডাকি হরি হরি বলে' ;
ভাসি নয়ন-জলে, যাতনায় জ্বলে,—
তখন তুমি থাকতে নার, কাছে এস,
আপন 'ব্যথাহারী' নাম রাখিতে।

[একতালা] তখন পাই হে সুধা, মথিয়ে গরল,
আঁধার ছাঁকিয়ে, পাই হে, আলোক বিমল ;
হয় কত অমঙ্গলে, কতই মঙ্গল,
সুধা নিঝরে হে, চিতানল-ঘন চিতে।

[রূপক] হরি! শুধু ব্যথাহারী তোমার নাম ত নয়,—
তুমি প্রেমময়, তুমি প্রাণময়, তুমি সুখময়, তুমি নিরাময় ;
তবে কিসে ব্যথা আসে, কেন দুঃখ হয়,
কভু ত দেখি নাই, বিকচ কমলে গরল ঢালিতে!

[দোলন] কেন তোমার হাসা চাঁদ, আঁধারে মিশায়,
কেন তোমার ফোটা কমল, নিশীথে শুকায়?—
কেন সন্ধ্যার ছায়া পড়, গোধূলী-গগণ গায়,
লীলাময়! তোমার এসব লীলা না পারি বুঝিতে!

[খয়রা] আমার এসব কিছু বুঝে কাজ নাই,
আমি বুঝিতে না চাই (কাজ নাই) ;
যদি ব্যথা না পেলে তোমায় নাহি পাই,

যদি ব্যথা না পেলে তোমায় ভুলে যাই,
তবে ব্যথা দিও, ব্যথা দিও, দিওনা তোমার নাম ভুলিতে
(দিও না, আমায় দিওনা, তোমার নাম ভুলিতে দিও না,
ব্যথাহারী নাম ভুলিতে দিও না—
ব্যথাহারী দয়াল হরিনাম ভুলিতে দিওনা ওহে !)।

সিন্ধু কাফি—খয়রা।

হরি বল্‌তে কেন নয়ন ঝরে না ?
শুনি তা' না হ'লে তুমি না কি দেখা দিবে না (ওহে হরি !)।
আপন বলে যে জানে যারে, তার তরে তার নয়ন ঝরে,
আমি না জানি তোমারে, পর কি আপনা ;—
তবে কেমন করে' তোমার তরে হ'বে ভাবনা ?
তোমারি খাই তোমার পরি, তোমারি ঘর, তোমার বাড়ী,
তোমার ত'বিল নাড়িচাড়ি, আমার কিছুই না ;—
তোমার দেশে চলিফিরি তোমায় চিনি না।
আমার চোখে জল দেখিলে, ছুটে এসে কর কোলে,
মায়ের মতন মায়া ঢেলে, কর সান্ত্বনা ;—
আবার কেমনে পালাও, কেমনে ভুলাও, পাইনে ঠিকানা।
তুমি যে মোর আপন কত, কেউ নাই আমার তোমার মত,
তবু তোমার অনুগত হ'তে পেলেম না :—
(হরি !) আমায় কি ঐ পদানত, করে লবে না ?—
(দিন কি এম্‌নি যাবে, কেবল কেঁদে কেঁদে)।

একতালা।

আমি আর কিছু ধন চাইনা হরি! চাইহে তোমা ধনে।
হ'ব তোমা ধনে ধনী, বড় সাধ হ'য়েছে মনে।
তুমি যতনের ধন, ওহে দয়াল হরি,
(অমূল্য পরশ মণি হে) (দেবতার দুর্ল্ভ ধন হে)
একবার পেলে তোমায় হৃদয় মাঝে রাখ্‌বো সযতনে।
আমি শুনেছি হে, ওহে দয়ার ঠাকুর,
(তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান হে)
(তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি হে)
কত পাপী তাপী ত'রে গেছে নামামৃত পানে।
যা'রা তোমা ধনে হরি! ধনী হয়, (অসার বিষয় ত্যজে হে)
তা'রা এছার বৈভব কভু হেরে না নয়নে।
আমি ডাকি তোমায় ওহে দয়াল হরি,
(একবার নিজগুণে দয়া কর হে)
একবার সদয় হ'য়ে দাও হে দেখা, এ অধম জনে।
আমি পড়েছি হে ভব-অন্ধকূপে,—
(ভব-আঁধার হ'তে পার কর হে)
আমায় উদ্ধার হে দয়াল হরি! জ্ঞান-চক্ষু দানে।
তোমার বুকে বেঁধে হরি! বুক জুড়া'বো,
(আমার ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে হে)
আর ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব নামামৃত পানে।
আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই, (পাছে নামেতে কলঙ্ক হয় হে)
কিন্তু মধুসূদন ব'লে কেহ ডাক্‌বে না বদনে (ওহে বিপদভঞ্জন!)।

[রূপক] ভব-ভাবনা ভাবিয়া গেল দিন, সাধনা তো হ'ল না রে।
এসে ধরণী-মণ্ডলে, বদ্ধ মায়াজালে, বৃথা বিষয়-বিকারে।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু জীবেরই জীবন ধন,
ভু'লে ভববারি-কাণ্ডারী, দীন-দয়াল হরি,
সাধে কেন হও পতন ;
ও যাঁর নামে পাতকী তরে', যম-যন্ত্রণা হরে',
মন ! তাঁহারে ভাবনা রে।
[খয়রা] অনাদি অনন্ত বিশ্ববিহারী, যাঁরে ভক্তগণে ভাবে ধ্যানে,
ধ'রে মনুষ্য-কায়া, ত্যজিয়া মায়া,
মন ! বল বল সদা হরি হরি ;
[পঞ্চম সোওয়ারি] মায়াময় এ সংসার, দারা-সুত কেবা কা'র,
একাকী এসেছ একা যা'বে রে,
তবে কেন মানসে, বিরস বিষাদ বশে,
দেহান্তে দেখনা কিবা হ'বে রে।
[দশকুশী] (যখন) যাবে এ জীবন মন, কোথায় রবে ধনজন,
তখন কেউ কারও নয়, সঙ্গে কেউ যাবেনা যাবেনা ;
(সেই নিদানকালে মন !) (এ দিন ফুরাইলে মন !)
[লোফা] তবে কেন মিছা মন, মায়ায় অচেতন,
ভাব সদানন্দে হরিপদ ;
সে যে ভবপারের অভয়-তরী, পাইবে আনন্দ ধাম (ও মন !)
যদি এ ভব-বারিতে চাহরে তরিতে, কর তবে হরিনাম, রে—
[রূপক] হরি ত্রিজগতের পতি, পরিব্রাজকের গতি, সদ্গতি ভবপারে।

ঝিঁঝিট—খয়রা।

দীনের দিন কি এম্‌নি ভাবে যা'বে ভবে শ্রীহরি !
আমি আর কবে ভজিব হরি, হ'য়েছে শমন অরি।
হ'ল বাল্য-খেলা শেষ, গেল যৌবনের সুবেশ,
ছিল মেঘের বরণ, দুধের বরণ, হইল মাথার কেশ;
হ'ল দন্ত অন্ত প্রাণকান্ত! ভ্রমে না চিন্তা করি
(দয়াময়—দয়াময়—দয়াময় হরি হে !)।
এমন স্বর্ণ কলেবর, হ'ল জীর্ণ শীর্ণ তর,
এখন এঘর হ'তে ওঘর যেতে, যষ্ঠি করি ভর;
হ'ল কর্ণ বন্ধ, চক্ষু অন্ধ, সকলই মন্দকারী (দয়াময় !···)।
কত নিলেম মহাব্রত, যা হয় কর্‌ব একটা পথ,
আছি সুখ পেয়ে হরিনাম ভু'লে, ভা'বিনে সে পথ;
এখন নাম নিতে আর নাই অবসর, বে'র হ'ল গেরেপ্তারী (ঐ)।
যেমন বামন দুরাশায়, সাধে চাঁদে হাত বাড়ায়,
যেমন পঙ্গুবরে, লঙ্ঘিবারে চাহে হিমালয়;
তেমনি মতিহীনে, ভক্তি বিনে, মুক্তিপদ বাঞ্ছা করি (দয়াময়)।
যেমন প্রাণান্তকালে, দেখা রাবণে দিলে,
হরি ! তেমনি একবার, দাঁড়াও আমার, হৃদয়-কমলে;
ক'রে রাঙ্গাচরণ, বক্ষে ধারণ, এজীবন পরিহরি (দয়াময়···)।

একতালা।

ওহে দয়াল হরি, চরণ-তরি, দীনে দিতে হবে;
নইলে অকলঙ্ক নামে তোমার কলঙ্ক রটিবে।
বড় আশা ক'রে, দাঁড়িয়ে আছি, (ভব-পারে যা'ব ব'লেহে)
আমি পাপী ব'লে ত্যজ যদি, গতি কি হইবে?
লোকে অধম-তারণ বলে তোমারে, (ওহে ভবের কর্ণধার হে!)
কেমন অধমতারণ পতিতপাবন এইবার জানা যা'বে।
যদি বল, পার করেছ নাথ! অসংখ্য মানবে,
সেটা তা'দের গুণ, কি তোমার গুণ, তা এইবার জানা যাবে।

বাহার—রূপক।

দীনবন্ধু! এই বাসনা।
যেন সবলে, হরি বলে রসনা।
দয়াময় হে মধুসূদন! তোমার নামের কি গুণ,
কত গুণ পায়, কেবা পায় বাঁকা মুরারি,
ব্রহ্মার দুর্লভ, পদ-পল্লব, তুমি জগতবল্লভ, শ্রীহরি;
আমি সেবিব পদদ্বয়, নাশিব এ ভবভয়,
যেন রয় ভবে এ ঘোষণা।
[ধামার] আমি শিশুমতি, অভাজন অতি,
মম দোষ ক্ষমা কর রমাপতি, (দয়াময় হে!)
[রূপক] আমি ভক্তিহীন দুরাশয়, তুষিব কিসে তোমায়,
সে সময় দাসে যেন ভুলো না।

হৃদয়ে উদয়, হও দয়াময়, পাপতাপ-ভয়, যাবে হে দূরে।
আমি অতি দীনহীন, পাপে মোহে অনুদিন,
(দীননাথ হে !) কাটে জীবন হরি ! ভুলি' তোমারে।
বিষয়-বাসনা, কিছুতো রহে না, তব নাম নিলে একবার ;
এস ওহে প্রেমময় ! নাশ চিন্তা নাশ ভয়, রাখ পদে কাতর কিঙ্করে।
দেখ অতল অপার, এ সংসার পারাবার, না রাখিলে ডুবিব পাথারে ;
দেখো রেখো দীনে, রাঙ্গা চরণে (হরি ! শেষের সে দিনে)
ভুলোনা অধমে, শেষের সেদিনে, যে দিন মিশাবে প্রাণ স্বপনে।
তুমি বিধির বিধাতা ত্রাতা, বিশ্বপাতা শান্তিদাতা,
দেহ শান্তি শান্তিহীনে পাপীতাপী পরিত্রাতা ;
যোগী ঋষি মুনিগণ, যতনে পেতে চরণ,
হরি ! তোমা বিহনে, অভয় ভুবনে, কে তারে বল শমনে ?
হরি ! হৃদয়ের স্বামী তুমি সর্ব্বভূতগামী,
দিও চরণ-তরি অকূল পাথারে (প্রাণসখা হে !)।

ঝিঁঝিট।

ওহে দীননাথ ! দীনের উপায় কর,
পাপতাপ হর, মুছাও নেত্র-বারি।
জুড়াও মনের বেদনা, সে যন্ত্রণা প্রাণে তো সহেনা,
স্মরণে তব শ্রীপদ, নাহি রহে বিপদ,
আমায় দাও হে অভয় চরণ-তরি।
[লোফা] নামটি তোমার অধম-তারণ (শুনেছি হে প্রভু)

পূরাও বাসনা অধম জনের হে !

[একতালা] বাঁজাও বিবেক-বংশী ওহে বংশীধারী ভকত-হৃদয়ে ;
ভুলাও মোহন সুরে ওহে মুরারে, মনোবৃত্তি-সখিচয়ে ;
(ওহে বিবেক-বংশী বাঁজাইয়ে) কৃপা-দৃষ্টি কর ;
ভক্তি-যমুনাকূলে, প্রেম-কদম্ব মূলে, সুমতি-রাধিকা সনে,
নব নব বেশ ধর, ওহে নটবর, ভক্ত-হৃদি-বৃন্দাবনে ;
(ভক্ত-মনোবাঞ্ছা পূরাইতে) হরি ! দয়া করে এস,

[তিওট] বাঁজাও মুরলী বনমালী, দিব হে করতালী সকলে মিলি,
প্রাণ-কুঞ্জবন মাঝে, সাজ হে মোহন সাজে,
যেন চরমে ঐ রূপ দেখিয়া মরি।

কোথা হরি ব্যথাহারী শ্রীমধুসূদন !
দয়া কর দয়াময় ! আকুল জীবন।
নিদারুণ রিপুচয়, করিছে অন্তর জয়,
জীবনের ধ্রুব জ্যোতিঃ করেছে হরণ।
রোগে শোকে মহাক্লেশে, কেঁদে মরি হা হুতাশে,
কু-রঙ্গ কু-অভিলাষে, মত্ত সদা মন ;
নাশহে বিষাদরাশি, সদানন্দে সুখে ভাসি,
হৃদিমাঝে কালশশী দেহ দরশন।
হরি ! দয়া কর কাতর প্রাণে ডাকি,
শূন্য প্রাণ নিয়ে, আছি তোমায় চেয়ে, দয়া কর ;
হরিতে দুর্গতি ওহে দীনপতি, তোমা বিনে আর যে নাই,

শ্রীপদে প্রার্থনা, হৃদয়ে বাসনা, যেন সাধন, ভুলে না মন,
হরিনাম অবিরাম করে গান যেন মন,
পূরাও মনোবাসনা ওহে নারায়ণ!

মনে'হরসাই—খয়রা।

হরি! আর কত কাল থাক্‌ব ভবে এম্‌নি ভাবে পড়ে?
প্রেম শিখাইয়ে, প্রেম না করিলে,
(নাথ! আমি কি তোমার কেউ নই, হরি!)
(তুমি যাচিয়ে করুণা না কর কা'রে?)
একবার হাসাইয়ে আবার কেন কাঁদাইলে মোরে?—
(দুঃখ কব আর কারে, আমার কে আছে আর এ সংসারে);
[হায়রে আমার কি হইল, এমন সাধের জনম দুঃখে দুঃখে গেল;
আমি হাসিতে হাসিতে, ভাসিতে ভাসিতে, যেতেছিলেম কুতূহলে,
(তোমার প্রেমসাগরে) (হায়! সে সাগর শুকা'য়ে গেল)
(পাপ অঙ্কের বাতাস লেগে' সাগর শুকা'য়ে গেল).
এমন সুখের সাগর, হ'ল বালুচর, আমার করম ফলে]।
তোমায় কি দিবহে প্রেমের বিনিময়ে,—
(আমার দেহ মন প্রাণ সকলই তোমার)
(আমার 'আমার' বলিতে ভবে কি আছে?)
আমি কড়ার ফকির, তোমার ফিকির, কর্‌ব কেমন ক'রে?
[হায়রে আমার কি ধন আছে, আমি কি ধন নিয়ে দাঁড়াব কাছে,
আমার ভকতি শকতি, প্রণতি মিনতি, যা কিছু ছিলহে পুঁজি,

(সে সব তুমিই তো নাথ! দিয়েছিলে, তোমার সেবার লাগি')
ছ'জন কুজন জুটিয়ে, নিয়েছে লুটিয়ে, দেখা'য়ে ভোজের বাজি]
যদি অপরাধী হয়ে থাকি পদে,—
(নাথ! কুপুত্র সুপুত্র সকলই তোমার)
(তুমি কা'রে ফেলিয়ে কা'রে রাখিবে ?)
তোমার আপন সন্তান ব'লে রাখ দয়া ক'রে—
(নৈলে ক'ব আর কারে, আমার কে আছে আর এ সংসারে)
[হায়রে আমার কে আছে আর, আমি অবোধ সন্তান তোমার ;
কত অবোধ বালকে, পলকে পলকে, কত কি অকাজ করে,
(কত মা বাপেরে মারে ধরে, কথায় কথায় আব্দার ক'রে) তবু
মাবাপে তাহারে,ফেলিতে না পারে,আদর ক'রে কোলে করে]
আছি ফাঁপর হ'য়ে প'ড়ে সাতার জলে,—
(কত কুমতি-কুম্ভীরে আছে ঘিরে)
(আমায় রাখিতে বান্ধব না দেখি কারে)
পার কর বা না কর সে ভার, দিয়েছি তোমারে :
(দেখ্‌বে ভাল ক'রে, রাখ 'দয়াময়' নাম কেমন ক'রে)
[হায়রে তুমি কেমন নেয়ে, (যদি মুখ চিনিয়ে উঠাও নায়ে)
আমার নাই চেনাশুনা, কেবল আছে জানা, দয়াল তোমার নাম
(হ'বে চেনাশুনা আমার কোন গুণে ? হরি ! তোমার সনে)
কেবল সেই ভরসায়, ঐ রাঙ্গা পায়, শরণ লইলাম ;
দয়াল নামেতে কলঙ্ক র'বে ডুবা'লে আমারে ।

———

ত্রিওট।

কোথায় আছ হে কাঙ্গালের সর্ব্বস্বধন।

অনাথ-শরণ, পতিত-জন-তারণ,

কোথায় আছহে বিপদবারি, ভব-পারের কাণ্ডারী, মুরারি হে;

দেহি দীননাথ! দীনে অভয় চরণ।

যদি অধীনে তরাও নিজগুণে,—

তবে দয়াময় জান্‌ব কেমন, মনে মনে;

আমি না জানি স্তুতি নতি, কি হ'বে দীনের গতি, জগৎপতি হে;

অকূলে ভবার্ণবে দিও দরশন।

হরি! যে জন ভজন জানে, সে তরিবে নিজগুণে,

(আমি ভজন সাধন জানি না হে)

(এ অধমের গতি কি আর হ'বে হে?)

কিসে ত্রাণ পাব চিন্তামণি! (অকূল ভবার্ণবে);

যদি ভজনহীনে ওহে দীনবন্ধু, স্বগুণে পার করহে ভবসিন্ধু,

(নইলে ডুবে ম'লাম) (বুঝি নামেতে কলঙ্ক হয় হে)

হেরিয়ে ভব-তরঙ্গ, আতঙ্কে অবশ অঙ্গ,

(বুঝি ম'লাম—ম'লাম হে) (অপার ভবসিন্ধু মাঝে)

(বুঝি ডুব্‌লো—ডুবলো) (পাপে তাপে জীর্ণ তরি)

ধর ধর ত্রিভঙ্গ! আমায় হে,—

(প্রাণ যায়, যায় হে) (কোথায় হে প্রাণ-গোবিন্দ!)

হরি! তোমা বিনে গতি-হীনে, কে তারিবে এ তুফানে,

(দয়াল কেবা আছে কে) (দীনবন্ধু! তুমি বিনে)

তুমি হরি, অধীনের উপায়, তব নামে হয় কৃতান্ত বারণ।

ভজন-বিহীন আমি পড়েছি অকূলে,—

(ভজন জানি না, জানি না) (কোথায় হে কাঙ্গালের ঠাকুর!)

(কেবল নাম জানি হে) (নাম জানি, আর শ্যাম জানি)

হরি! দয়া করে' দিও স্থান চরণ-কমলে;

(স্থান দিও হে) (পদ-কল্পতরু-তলে)

হরি! ভজন-বিহীন জনে, দয়া কে করিবে,

(আর কেবা আছে কে) (দয়াময়! তুমি বিনে)

আর সাধন-বিহীনে ভবসিন্ধু কে তরা'বে, (কিছু জানিন', জানিনা)

ভব-তুফানে করুণা দানে, যদি তরাও হে দীনবন্ধু! অকিঞ্চনে,

হরি! তোমার ঐ চরণ বিনে, জীবের গতি দেখিনে,

আশা মনে হে—কেবল ভরসা ভবার্ণবে তব শ্রীচরণ।

চৌতাল।

ওহে মধুসূদন, বিপদ-ভঞ্জন, নরনারায়ণ।

ডাকি তোমায় কাতর হ'য়ে, রক্ষা কর সদয় হ'য়ে,

ভয়েতে কম্পিত দেহ, দেখিয়ে শমন।

দুরন্ত কলির আভা, মহামায়া তায়,

ভক্তিপথ, হ'লাম হত, ভুলালে আমায়;

হরি! নামের গুণ তো আছে জানা,

দয়াময় নাম নিরবধি, জপি যদি, বিপদ র'বে না;

হিরণ্যকশিপু-সন্তান, প্রহ্লাদের বাড়া'লে সম্মান,

অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা কল্লে দিয়ে শ্রীচরণ।
এই ভব-ঘোরে, কে নিস্তারে, ডাক্‌ব বা কা'রে;
ভবসিন্ধু, তরাও বন্ধু, তুমি দয়াময়,
বিপদকালে রক্ষাকর্ত্তা শুনেছি নিশ্চয়;
কাম্য-বনে পাণ্ডুর নন্দন,—
রক্ষা কল্লে শাকের কণা করিয়ে ভোজন;
জয়দ্রথ বধের কালে, সুদর্শনে আচ্ছাদিলে,
অর্জ্জুনেরে রক্ষা কল্লে ঢাকিয়ে তপন।

তিওট।

ওহে দীনবন্ধু, তুমি করুণার সিন্ধু,
ও নাম স্মরণে হয় ভবসিন্ধু পার।
এ সংসার সব অসার, তুমি সারাৎসার,
যত অনিত্য বাসনা, কেবল ঐ বাসনা, করি বাসনা—
ও নাম রসনায় না ডাকিয়ে একবার, দুরন্ত কৃতান্ত অনিবার।
আমি শুনেছি পুরাণে, যে ভজে স্বমনে, জয়ী শমনে;—
ও নাম বিহনে জীবের গতি নাহি আর।
[লোফা] বলি ওহে জগবন্ধু জগমূলাধার,
কৃপাসিন্ধু! কৃপাবিন্দু বিতরণে ভবসিন্ধু কর পার।
[তিওট] আমি যে জন্যে ভবে এলাম, ভ্রমে সব হারাইলাম,
হায়! কি করিলাম; ভব-সংসারে কেবল আসা হ'ল সার।

[ঝাঁপতাল] হরি' ! একি দেখি অপার করুণা তোমার !
তুমি আপনি কাঁদ আপন নামে, ভক্তের ব্যথা মূলাধার।
[রূপক] ভক্ত ব্যথা পেয়ে, তোমার মুখ চেয়ে,
কাঁদে যখন হরি হরি ব'লে,
তখন তুমিও কেঁদে ভেসে নয়ন-জলে,
এসে লওহে তা'রে তুলে আপন কোলে ;
এত করুণা আর আছে বা কা'র ?
[আড়খেম্‌টা] তোমার করুণায় ভবের মরীচিকায়,
মন্দাকিনী বহিয়া যায়, তৃষিত মানব-মৃগকুল ধায় ;—
অঞ্জলি ভরিয়ে, আকণ্ঠ পূরিয়ে, পিয়ে সুশীতল বারি তায় ;
[লোফা] হরি ! তোমার করুণায় করুণা উথলে পাষাণ পরাণে ;
যেন তুষার স্রাবে, নির্ঝর ঝরে, কঠোর পাষাণে ঝরঝর অনিবার।
ঠুংরী] কোথা কোন্ পথে, কোন মতে, তুষার গলিয়ে যায়,
পড়ি' গিরি শিরে, ঘুরে ফিরে, নিয়ত নিভৃতে ধায় ;
শেষে পড়িয়ে ভূতলে, কলকল চলে,
বহে প্রবাহিনী রূপে, উষর উর্ব্বর ভূমে,—
স্থানাস্থানের তা'র নাহিক বিচার।
[একতালা] হরি ! তোমার করুণা কত, কত বলিব হে আর,
তোমার করুণার নাহি যে পার ;
তোমার করুণার কণিকায় শান্তিসিন্ধু উথলায়,—
কেবল কণিকায় সুধার বন্যায়, জগত ভাসিয়ে যায় ;
তোমার করুণা তোমারি বিভূতি-সম্ভার।

[দশকুশী] হরি ! তোমার করুণা, চাহিতে হয় না, হে করুণাধার !
তুমি আপনি ফের দ্বারে দ্বারে, ডেকে জাগাও যা'রে তা'রে,
বিলাও অবিরল ধারে, প্রেমের পীযুষ-সার ;
হরি ! তোমারই করুণায় পাইহে তোমারই নামের শান্তিজল ;
তোমার করুণায় জীবের জীবনে মঙ্গল, মরণেও মঙ্গল,
তুমি মঙ্গলময় মঙ্গলাধার।

[খয়রা] বলিহারি হরি ! তোমার করুণায়,
শুধু হরি হরি ব'লে তোমায় পাওয়া যায় ;
নাহি প্রয়োজন, পূজার উপকরণ,
রজত কাঞ্চন, কুসুম-চন্দন ;—
কেবল মুখের কথায় হরি বলে, হরি পাওয়া যায় ;
তোমার এই বিধান, হে করুণা-নিধান,
খুলে মন-প্রাণ, করলে তোমার গুণগান,
জীবে তোমার সঙ্গ পায়।

ঝিঁঝিট—খয়রা।

কত দিনে ও মুখ দেখিব।
কবে তৃষিত নয়নে, ও রূপ-রাশি পানে, অনিমেষে চেয়ে র'ব
(সে দিন আমার কবে হবে হে)।
কবে তোমা সনে প্রাণে প্রাণে, প্রেমগুণে বাঁধা পড়িব,
(সেদিন আমার কবে হবেহে; মনে মনে মন মিশিয়ে যাবে)
কবে পাগল হইয়ে, তোমাকে লইয়ে, হাসিব কাঁদিব নাচিব।

কবে তোমার নামগানে, সুধা পানে, মাতিব মাতায়ে ল'ব,
(সেদিন আমার কবে হবে হে)
তোমার প্রেমের পাথারে, গভীর সাতারে, ডুবিয়ে না আর ভাসিব।
কবে তোমাতে আমি, আমাতে তুমি, মিলেমিশে দুয়ে এক হইব,
(সেদিন আমার কবে হবে হে)
আবার আপনা ভুলিয়ে, একে দুই হয়ে, তোমাকে পূজিব ভজিব।

বড় অসময়, তাই প্রেমময়, পড়েছে তোমারে মনে।
তোমা বিনে হরি, কা'রে ধরি' তরি, ডাকি বল কোন্ জনে?
এ যে ভীষণ করাল, ব্যাধি এল কাল,
বিষম জঞ্জা'ল, তরঙ্গ উত্তাল,
নন্দলাল!—উচ্চরোলে ডাকি হে সঘনে;
(ও ভাই, হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল);
কুদিন বাতাসে, পড়েছি নিরাশে, প্রাণের তরাসে, মরি হা-হুতাশে,
(ওহে) কালোশশী, দেখ আসি, রাখহ চরণে—
(ও ভাই, হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল)।
(ওভাই) ধরণী কাঁপা'য়ে, আকাশ ভাসা'য়ে, তোল হরি হরিবোল;
ধরিব শ্রীপদে, তরিব বিপদে, হরিনাম পান কর জনে জনে।
প্রাণ যায় শ্যামরায়! দেখ করুণা-নয়নে;
(ও ভাই, হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল)।

তিওট।

কৃপাসিন্ধু হে! কবে, কিঙ্করে করুণা প্রকাশিবে,
দেখে ভবের তুফানে, আতঙ্কে মরি;
কেবল ভরসা ঐ শ্রীচরণ-তরি।
আমি ভজন সাধন নাহি জানি,
দীন নাথ—হে অনাথের নাথ—শ্যাম হে,
যদি প্রকাশি' দয়ার্ণব, স্বগুণে হে মাধব,
ভবার্ণব নিস্তার আপনি; অনায়াসে ত'রে দুস্তর বারি।
আমি অতি অলমতি, না জানি ভকতি স্তুতি, হে—
না করিলাম সাধন সংগতি: (হরি, হরি হে!)
কামাদি ছয় রিপু সঙ্গে সর্ব্বদা ধায় মতি, এমনি মন আমার দুর্ম্মতি-
সাধুর সঙ্গ সুসঙ্গ, সে সঙ্গের নাই প্রসঙ্গ,
বিষয়-মদে হ'য়ে মত্ত ভ্রমিছে মন-মাতঙ্গ;
যদি আপনার গুণে, রক্ষ অকিঞ্চনে,
তবে নামের গুণ, জান্‌তে পারি মনে মনে,
নইলে ভবের তুফানেতে ডুবে' মরি।

ঝিঁঝিট—খয়রা।

হরি! আর যে প্রাণে মানে না, কবে তোমার হ'বে করুণা?
তোমার নামে রুচি হ'বে নাকি, আমার মন কি ভাল হবে না?
(দিন কি এমনি যা'বে?) (দীননাথ! এই দীনহীনের)।

এই বড় হে মনোবেদনা,—
তোমার নামে প্রেমে সবাই কাঁদে, আমার নয়ন কেন ঝরে না ?
বরং হাস পরিহাস ক'রে থাকি, মনে কর্‌লে কাঁদ্‌তে বা কি,
কত যত্নে চেষ্টা করে থাকি (তবু) এক ফোঁটা জল বেরোয় না ;
(হরি হে, আমার এমনি দশা !) (এই দীনের দশা দেখ হে নাথ !)
(কাঁদা কি হে মুখের কথা, যদি মন না কাঁদে)।
যখন নাম-কীর্ত্তনে যাই কোন খানে (কারো অনুরোধে উপরোধে)
লোকের দেখাদেখি ব'সে থাকি, নামের সুধা পশে না কানে ;
কত করি ছিদ্র অন্বেষণ,　ভক্তাভক্ত কে যেমন,
আমি লোকটা কেমন, পাইনে ওজন, মনের গুমান ছুটে না।
আমার কারো সনে মন তো মিশেনা,—
তাই সরে থাকি, মাখামাখি আমার কাছে ভাললাগে না ;
সকলে পায় আলিঙ্গন,　আমার ভাগ্যে কুবচন,
আমি বিলাই যেমন, পাইহে তেমন, তবু তো মন শিখে না—
(হরি হে আমার এমনি দশা !)।
এই ভাগ্যহীনের হ'বে কি সে দিন, কবে তৃণ হ'তে হ'ব হীন,
হ'য়ে র'ব দীনের অধীন ; (সে দিন কবে বা হবে)
কবে শুন্‌ব গা'ব হরিনাম,　কাঁদ্‌ব প্রেমে অবিরাম,
কবে ভাই ব'লে কোল দিব সবে, ভিন্ন বিচার রবে না
(ভক্ত পরশ পেয়ে) (নামের বাতাস লেগে)।

———

ঝিঁঝিট।

নিত্য নিরঞ্জন, গোপী-মন-রঞ্জন,
ওহে নীরদ-বরণ, রাখ শ্রীপদে।
দীনজন অভাজন, না জানি পূজন,
তাহে দেহ-রিপু ছয় জন, করে কুকর্ম্মে নিয়োজন,
প্রাণ কাঁদে পড়িয়া মায়া-হ্রদে।
হে ভূতভাবন! 'পতিতপাবন' নাম ধরে'ছ,
তবে হে অগতির গতি, এ সঙ্গতি-বিহীনের উপায় কি করেছ।
হ'য়ে দয়ালু হৃদয়, নিজগুণে, কত নির্গুণে নিস্তার করেছ,
ডাকি কাতরে, বিপক্ষ পদে পদে।
হরি! তুমি ভবে ভয়হারী,—
বনে ভাবিয়ে তব শ্রীপদ, ধ্রুব পায় ধ্রুব-পদ,
কুবের পায় সম্পদ, ইন্দ্র স্বর্গাধিকারী;
যোগিগণ যোগাসনে, অনশনে বিপিনে,
মৃত্যুঞ্জয় হ'লেন নামে ত্রিপুরারি;
আমি দীনহীন অতি অভাজন, হে ভব-তারণ,—
ভজন পূজন সাধন না জানি, কেমনে তরিব ওহে চিন্তামণি,
রিপুর বশে ভ্রমি, দিবস রজনী, ভরসা কেবল ঐ শ্রীচরণ;
ওহে দয়াময়! নিজগুণে, তরাও এ ভজন-হীনে ভব-তুফানে,
যেমন মনের আহ্লাদে, রেখেছিলে প্রহ্লাদে।

[তিওট] হরি হে ! ওহে হৃদয়বিহারি !
দয়াময় ! দীনে দয়া কর শ্রীহরি।
অকৃতি অধম জনে ভবে পার কর ভব-কাণ্ডারী ;
শুন ওহে ভব-তারণ, আমি অতি অভাজন,
আমার রসনায় রস না বুঝে আছে কুর সে মগন ;
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে সদা আতঙ্কে ভেবে মরি।

[লোফা] শ্রীমধুসূদন হরি ! তুমি হে বিপদ-তারণ-কারণ,
আমি না জানি তব ভজন, আমি না জানি তব পূজন,
যে জন ভজন জানে সেই তরিবে,—
এই ভজন-হীনে কে তরাবে (ওহে ওহে হরি)

[ডাঁসপেড়ে] ভজন-পূজন-হীন শিয়রে আছে শমন,
কি হইবে দীনের উপায় হরিহে (ভজন জানি না হে)
এই ভব-নদী তুফান ভারি, পার হব কেমন করি,
চরণ-তরি কৃপাময় হরি হে (আমায় দিতে হবে হে)
দীননাথ ! এ দীনের গতি, তুমি গতিহীনের সুসঙ্গতি,
তুমি শমনদমন শ্রীমধুসূদন, অগতির গতি ;
এই নিবেদন ওহে হরি ! অন্তে দিও রাঙ্গা চরণ-তরি।

[রূপক] চাঁদের চিকণ কিরণ-রাগে, প্রেমিক কেমন সেজেছে!
প্রেমে অনুরাগে আগে সে চলেছে।

[ধামার] অনুপম প্রেমের প্রবাহ ধায়,
নাহিকো কূল, মূল বা কোথায়,

ঐ প্রেমে ভাব-তরঙ্গে খেলায়,

চলে কল্লোল কল-কল হরিবোল তায়;

[রূপক] কত বীণা কত তারে বেজে গেছে।

[দোল্পন] প্রেম-পরশনে, মিশেছে চেতনে অচেতনে;

নর-নারী নদ-গিরি, তরু, পশু-পাখী,—

মাখামাখি প্রেম-আলিঙ্গনে;

[রূপক] ফুলকুল হেসে প্রেম ঢেলে দেছে।

[একতালা] একি রে যেদিকে চাই, শুধু প্রেমিকে দেখিতে পাই,

অসীম অনন্তে চলেছে সবাই,—

হেথা ভাই ভাই, আর নাই ঠাঁই-ঠাঁই;

আড়াখেমটা] প্রেমের ভাষায়, প্রেমে গেয়ে যায়, প্রেম-সংকীর্ত্তন।

মোদের মোহ গেল, চেতন এল, হ'ল শুভ সম্মিলন,

(আনন্দের আর সীমা নাই)

রূপক] আগে চল, হরিবল, নেচে নেচে।

মিশ্র—খেমটা।

আনন্দে সদানন্দে কর, হরিগুণ গান রে।

আজি চিত্ত-চকোর, হইয়ে বিভোর,

হরি-সুধা কর পান রে—

(হরি হরিবোল, বল হরিবোল,

বল শয়নে স্বপনে হরি হরিবোল)।

হরিপদ-কমলে, মন-অলি দলে দলে,
পিও মকরন্দ, করিয়ে আনন্দ,
ভরিয়ে হৃদয় প্রাণ রে। (হরি হরিবোল ইত্যাদি)
সেই প্রেমসিন্ধু-জলে, ডুব সবে কুতুহলে,
ভুলিয়ে সাতার, আত্ম-অহঙ্কার,
থাক মীনের সমান রে।
হিয়া মন আসনে, বসাইয়া সযতনে,
ভক্তি গঙ্গাজলে, পুণ্য তুলসী-দলে,
চরণে সবে প্রদান কর রে। (হরি হরিবোল···)
নামরূপ আকাশে, প্রাণ-বিহগ উল্লাসে,
ল'য়ে জপ-মালে, হরি হরি ব'লে,
তুলিয়ে মধুর তান রে। (হরি হরিবোল···)

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু রে।
শীত আতপ বাত বরিখণ, এ দিন যামিনী জাগিরে;
বিফলে সেবহ কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগি রে।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি পরতীত রে;
কমল দল জল, জীবন টলমল, ভজহ হরিপদ নিত রে।
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পাদসেবন দাস্য রে;
পূজন সখিজন, আত্ম নিবেদন, গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে।

ভাঁসপেড়ে।

একবার হরিবল বদন ভরিয়ে রে।
ও তোর সাধের জনম বহে যায় রে,
(আর হরিনাম বল্‌বি কবে ?)।
ওরে আর কি মানব জনম হবে, (বদন ভরে হরি বল)
মুদ্‌লে আঁখি, সকল ফাঁকি, (কেউ সঙ্গে যা'বে না রে)
নিরবধি কতই জ্বল্‌বি ; (বিষয়-বাড়বানলে)
হরিনাম বিনে আর কি ধন আছেরে (নাম গতি, নাম মুক্তি)
(সাধের বৈভব পড়ে র'বে), (যখন দেহ পতন হবে)।

রামকেলী—একতালা।

হরি হরি ভজ, হরি নামে মজ, হরিপ্রেমে সাজ, যে আছ যথায়।
হরি হরি বলে, ডাক প্রাণ খুলে, দেখি আঁখি তুলে কেমনে না চায় ?
প্রেম-রসে ভরা তবু প্রেম চায়, (হরি আমার প্রেমের পাথার)
প্রেমের বাতাস পেলে উছলিয়া যায় ; তাঁরে প্রেমে যে সে পায়,
প্রেমে সে বিকায়, হরি-পদ লাভের এ বড় উপায়।
প্রেমের পথে যেতে না পেলে সন্ধান, হরিভক্ত-পদে আগে লহ স্থান,
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে কর নাম গান, ভক্ত সঙ্গে থাক ঢেলে দিয়ে প্রাণ ;
পুষ্পাসনে যথা অঞ্জলির ছলে, তুচ্ছ কীটাধমের হরিপদ মিলে,
তেমি কপাল খোলে, ভক্ত সঙ্গ পেলে,
(ওরে) অনায়াসে বসে, তাঁরে পাওয়া যায়।
আছে, ভক্ত ধরিবারে এবড় এক ফাঁদ, অহরহ বসে' কর নাম গান,

হরি না জাগিতে জাগে ভক্ত প্রাণ, যথা সে থাকিবে তথা পড়ে টান ;
ভক্ত এসে জুটে নামের আকর্ষণে,শেষে হরিপদ ঘটে ভক্ত-দয়াগুণে,
তাই বলি ! মজ হরি-সংকীৰ্ত্তনে, দেখি সে কোন্ খানে কেমনে লুকায় ?
ভক্ত-সম্মিলনে খুলিবে নয়ন,　আত্মতত্ত্ব তবে হবে নিরূপণ,
কে তুমি, কে হরি, কেন বা এমন, হরি হরি বলে করিছ রোদন ;
যে হরিকে ভাব যোজন অন্তরে, সে রয়েছে তোমার হৃদয়-মন্দিরে,
প্রাণনাথ বলে' ডাকিলে তাঁহারে প্রাণে থেকে দেখা দিবে সে তোমায়।

সদাই হরি হরি হরি বল, ও মন রসনা !
হরিনাম ঔষধি পান করিলে ঘুচ্‌বে ভব যন্ত্রণা।
এই ঘোর মায়া-জালে,　ওমন !　বদ্ধ তায় হ'লে ;
অমূল্য ধন হরির চরণ হেলায় হারা'লে ;
একবার প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে হরি হরি বল না !
ও মন !　ভবের তুফানে, পার হবি কেমনে,
ও সেই দীনবন্ধু কাণ্ডারী বিনে ;
সেই অভয় চরণ কর স্মরণ, ভব-ভয় আর রবে না
এই বিষয় বিঘোরে, ও মন !　আছরে পড়ে,
কোন্ দিনেতে রবি-সুতে বাঁধ্‌বেরে করে,
বন্ধুগণ সহ মিলে,　নামের জয়-ধ্বজা তুলে,
হরি বলে' কাল কাটাও মন !　থাকিস্‌নে ভুলে ;
নামে যত্ন কল্লে রতন পাবি, অলস হয়ে থাকিস্‌ না।

হরি বলে সবাই ডাক রে।
সেই হরি চরণ হৃদে ভাব রে।
এ সংসারে হরি বিনে কে তারে, অপার সংসার-সাগরে,
সেই দয়াল শ্রীহরিনাম বিনে কে তা'রে ?—
কত মহাপাপী ত'রে গেল হরি-সংকীর্ত্তন ক'রে।
দীনবন্ধু বলে ডাক রে তাঁহায়,
জগাই মাধাই তরাইলেন তিনিহে দয়া ক'রে।
লীলা তাঁর বেদ-পুরাণে প্রকাশ,
ধ্রুব প্রহ্লাদের তিনি পূরাইলেন আশ ;
ডাক্‌লে তাঁরে হৃদয় খুলে, শমন-ভয় যা'বে দূরে।

তিওট।

চিন্তা কর মন ! চিন্তামণির চরণ, চিন্তা র'বে না।
কেন কর অনিত্য চিন্তা, সংসার-বাসনা চিন্তা, ত্যজ ও চিন্তা ;—
কর চিন্তাময় চিন্তামণির চরণ চিন্তা ;
ভব-সাগরে চিন্তা কর্‌তে হ'বে না।
চিন্তামণিরে কে চিন্‌তে পারে, ভবসাগরে পড়ে দুস্তারে,
চিন্‌তে চিন্তামণি, মুনির শিরোমণি,
শিব চিন্তা করেন সদা অন্তরে ;
তিনি ত্যজে অসার চিন্তা, সংসারের চিন্তা,
তবু তাঁরে চিন্‌তে না পারে।
চিন্তার্ণবে চিন্তা ক'রে, প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে,

অনলে, সলিলে, হস্তিপদে রক্ষা পেলে ;
আর ধ্রুব পড়ে চিন্তাকুলে, পঞ্চম বৎসরের ছেলে,
সার চিন্তে চিন্‌লেন চিন্তামণি ;
দেখে তা'র কঠোর চিন্তা, চিন্তামণি হ'ল চিন্তা,
ভেবে চিন্তে বনে উদয় হ'লেন ; (নারদের কথায়)
তেম্‌নি চিন্তা কর মন ! ভবার্ণবে, চিন্তা র'বে না।

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

[হরিবোল বল, জগাই মাধাই—সুর]

ছাড় মন ! বৃথা অহঙ্কার ; বল হরি হরি অনিবার।
সদা 'আমার আমার', চিন্তা তোমার, এঘোর মায়া-বিকার।
ও মন ! ধন জন সবে, কেউ সঙ্গে না যাবে,
ছেড়ে ভবের খেলা, যা'বার বেলা, সব পড়ে' র'বে ;
তখন থাক্‌বে না তোর এ জাক্‌জারী অচল হ'য়ে দেহভার।
মজুর মুটে কি রাজা, (সব) সংসারের সং সাজা,
যা'র যেমন কাজ, তা'র তেমন সাজ, বিধি জেন সাজা ;
হ'য়ে দেহ-রাজ্যের রাজা রে মন ! সাজা ভোগ করোনা আর।
'রসিক' রসিক যে রসে, ও মন ! মজ সেই রসে,
থাক দিবানিশি মগ্ন হরির প্রেম-সুধা রসে ;
হ'বে হরিষে কাল গত রে মন ! হরি-চরণ কর সার।

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

বলরে আনন্দ-ভরে মধুর হরিনাম।
দেব-দুর্ল্লভ নাম-সুধা কর সবে পান।
(এমন দিন আর হবে নারে) (মানব জীবন সফল কররে)
যে নাম কীর্ত্তনে হয় মোহ অবসান। (প্রেমানন্দ উদয় হয় রে)
(প্রেমসিন্ধু উথলয় রে) (হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় রে)
ইহকালের সুখ হরি অন্তের আরাম।
(হরি বিনা কি ধন আছে রে,—জীবের জীবন ধন রে)
ঐ দেখ ভাসিছে আনন্দে ধরা, সরিৎ, সিন্ধুরে।

কীর্ত্তন—একতালা।

জীবের থাকতে চেতন, হরিবল মন! দিন গেল, দিন গেল।
দিন গেল—দিন গেল রে মন! দিন গেল—দিন গেল।
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল, (তারা হরির নামে,)
তা'রা হরির নামে তরে গেল।
ওরে রূপ সনাতন দু'ভাই ছিল (তারা বিষয় ছেড়ে)
তা'রা বিষয় ছেড়ে ফকীর হ'ল।
ওরে, রত্নাকর দস্যু ছিল, (সে যে নামের গুণে)
সে যে নামের গুণে উদ্ধারিল।
ওরে, অহল্যা পাষাণ ছিল, (সে যে চরণ পেয়ে)
সে যে চরণ পেয়ে মানব হল।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম, (আহা! কি মধুর নাম)

নামে পাষাণ হৃদয় গলে গেল।
ওরে মনরে তোর পায়ে ধরি (এ নাম ভুলোনা, ভুলোনা)
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল।

চৌতাল।

জপ শ্রীমধুসূদন।
ভক্তি-তুলসীদল, হৃদয়-কমল, কমল করে কর অর্পণ।
অকালে ঘেরেছে কালে, মানব জনম যায় বিফলে,
হরি বল সবাই মিলে, শমনে কর দমন।
হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যেতে না পায় বিধি,
এ রোগের মহৌষধি, হরিনাম সংকীর্ত্তন।
বেদব্যাস লিখিছেন, বেদে, মতি যাঁর হরি-পদে,
রাখেন তারে ঘোর বিপদে, যেন হিরণ্য-নন্দন।

হরি হরি ব'লে ডাক দেখি মন রসনা।
তারে ডাক্‌লে পরে কর্‌বে কোলে, শমন ছুঁতে পার্‌বে না।
ভক্তিভরে, ডাক্‌লে পরে, ভব-ভয় আর র'বে না—
(ভোলা মন ! শোন্‌রে আমার)।
আমি দিনের কাঙ্গাল, ওহে দয়াল, পুরাও মনের বাসনা।
যে জন হরি বলে' ডাকে, শমন-ভয় আর থাকে না।
তুমি নীরদ-বরণ, অধম-তারণ, পুরাও মনের বাসনা।

একতালা—লোফা।

আজ আনন্দে বদন ভ'রে হরিনাম-সুধা পান কর রে।
হরি বল, হরি বল, হরি বল রে (আজ আনন্দে বদন ভরে')।
ভাইরে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যা'বে, প্রেমসিন্ধু উথলিবে,
(একবার বদন ভরে হরি বল)
ভাইরে, ত্রিতাপ-জ্বালা দূরে যাবে, এমন দিন আর হবে নারে
(ভাইরে, মানব জনম বহে যায় রে)
(জীবের নাম বই আর গতি নাই রে)
(জীবের নৈব নৈব পরম গতি)।
ভাইরে সাধের বৈভব প'ড়ে র'বে, কেউ সঙ্গে যা'বে না রে,
(দেহ শব হ'লে সব পড়ে র'বে)।
ভাইরে, নাচ গাও বল হরি, দু'বাহু তুলে,—
(হরিনামের মালা গলায় দিয়ে)
(ও ভাই, শমন-বিজয়ী নাম রে)
(নামে ভব-বন্ধন দূরে যায় রে)।
ভাইরে, হৃদয়মাঝে প্রেমের নদী বহে যায় রে—
(প্রেমে বিহ্বল হয়ে হরি বল)
(ভবে যেতেও একা, আসতেও একা)
(ভাইরে মুদলে আঁখি, সকল ফাঁকি)
(মিছে মায়ায় ভুলো নারে) (বদন ভ'রে হরি বল)।

ঝিঁঝিট।

হরি বলে বাহু তুলে, নাচরে মন! পাবি গোলকেরি নিত্যধন।
হরিনাম-সুধারসে, জিহ্বা! থাক্‌রে তুই মিশে,
চরণ পাবি, প্রাণ জুড়াবি, ভয় আছে কিসে;
সে যে শমন-দমন কাল-নিবারণ, হরি অনায়াসে দিবে চরণ॥
ওরে হরি দয়াময়, তিনি দিবেন পদাশ্রয়,
রণে বনে রাজ্য স্থানে নামে সর্ব্ব জয়;
তারে তনু মন প্রাণ কর প্রদান, যাতে জীবের মরণ হরণ॥
ওরে ভব-নদী পার, যদি যেতে চাও এবার,
মহা ঘোরে তারিবে তোরে হরি কর্ণধার;
ও সে দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু সে-ই জগতের হৃদয়-রঞ্জন।
মুখে বল হরিবোল, এবার সে পথের সম্বল,
বৃথা কাজে কেন মনে করে' বেড়াও গোল;
গোপাল অতি মূর্খ, পায়রে দুঃখ, ভবে চিন্‌লেনা ভবতারণ॥

নাম পেয়েছি সুধার ধারা, (আর) ভয় রাখি কি মরণে?
সার করেছি চরণ হরির, জয় করেছি শমনে।
পাপী তাপী থাক্‌বে নাকো আর,—
দয়াল ঠাকুর নাম এনেছে ঘুচ্‌বে ভবের ভার;
বিষের জ্বালা জুড়িয়ে যাবে, অভয় নামের স্মরণে
(বল হরিবোল, বল হরিবোল, বল হরিবোল)।

ঝিঁঝিট—খয়রা।

তোমার নাম যে শুনি, ধাম না জানি,
কোথা গেলে তোমায় পাবহে হরি
নাম শুনেছি যেদিন, ভুলেছি সেদিন, না দেখে কয় দিন, র'বহে হরি
তোমার লাগিয়ে কত শত জন, কত মত করে কঠোর সাধন,
যোগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম পালন, করে হরি! কত জন হে,—
এসব শকতি কিছু নাই আমাতে, এসব রীতিনীতি না জানি পালিতে,
হাবার মত আবার জানিহে করিতে,
ইথে যদি চিতে দয়া হয় তোমারি।
হেন শুভযোগ হবে কি আমার, পাব কি এহেন করুণা তোমার,
চরণ সেবনে, নামগুণ গানে, হবে মম অধিকার হে,—
ডাকার মত তোমায় পাব কি ডাকিতে,
দেখার মত দেখা তোমাতে আমাতে,
লিখে তোমায় চিতে, পাবকি রাখিতে,
হবে কি থাকিতে বাসনা তোমারি? (এই নীরস চিতে)
রবি শশী হাসে আকাশের গায়, শাখে বসি সুখে পাখীকুল গায়,
ফুলের সৌরভে মলয়ের বায়, পরাণ জুড়ায়ে যায় হে,—
যে দিকে যখন নয়ন ফিরাই, তোমারি মহিমা হেরি সেই ঠাঁই,
তবু তোমায় হরি ধরিতে না পাই, পথেপথে তাই কেঁদে কেঁদে মরি।
কে দিবে বলে' সে পথের পরিচয়, কোথা গেলে হরি! দেখাশুনা হয়,
(যথায়) প্রেমের প্রবাহ অহরহ বয় সকলই মঙ্গলময় হে,—
যাহাকে দেখিতে চিতে ভালবাসে,

সে যদি মন বুঝে কাছে দাঁড়ায় এসে,
তাঁহারি বাতাসে, তাঁহারি পরশে, প্রাণে অমিয় বরষে দুঃখতাপ হরি'।
মনের কথা কইলে লোকে পাগল কয়,
তোমার কাছে হরি! না বলিলে নয়,
কেবল তুমি আমি রই, দুঃখ সুখ কই, চিতে আমার এই লয় হে,—
না দিব কাহারে তোমার কাছে যেতে,
না দিব কাহারে তোমারে দেখিতে,
(তোমায়) পলকে পলকে, একা দেখে দেখে,
(আমি) একা রব সুখে রেখে প্রাণে ভরি।

সদাই হরিবোল, মধুর হরিনামের নাই তুলনা।
(মনরে! সদাই হরিবোল, রে মন! সদাই হরিবোল)।
নামে মহাপাপী তরে গেলরে, (মধুর হরিনামেরে)
ওরে, অপার নামের মহিমা।
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেলরে, (মধুর হরিনামেরে)
ত'রে যমদূতে ছুঁতে পেল না।
যদি বিষয়েতে সুখ হ'তরে মন!—
(আমার অবোধ মনরে, কিসে ভুলে র'লিরে)
তবে লালাজি ফকির হ'ত না।
নামে জগাই মাধাই উদ্ধারিলরে (মধুর হরিনামেরে)
কেবল আমার হিয়া ডুব্‌ল না।

তিওট।

দীননাথ হে! কর এ দীনের সেই উপায়।

যখন ঘটবে শেষের কাল, সসৈন্যে আস্‌বে কাল, ঘটাতে জঞ্জাল;

তখন নন্দলাল! স্থান দিও ঐ রাঙ্গা পায়।

ওহে বিশ্বময়, তুমি বিশ্বময়, যে সব দৃশ্য হয় সে সব কিছু নয়,

হরি, তব নাম করি ছলে, ফাঁকি দিয়ে সে কালে, পুরাণে বলে,

বলে' 'নারায়ণ' অজামিল বৈকুণ্ঠে যায়।

তোমায় বেদে কয়, ভবনাশের ভয়, শুন ওহে দীন-দয়াময়,

হরি, তোমার রাঙ্গা পায়, অন্তে স্থান না পায়, তার আর নাই উপায়;

আসি শমন তায়, আপন জো'রে ল'য়ে যায়।

একতালা।

আমি অতি দীন, ভজন বিহীন, না জানি সে দিন কি করি শমনে;

হায়! বিষয় কাজে মত্ত, দিন গেল ব্যর্থ, সদা উন্মত্ত বিষয়-চিন্তনে;

তিওট।

এই কর হে রসময়, আমার সেই অসময়, যেন স্মরণ হয়,

হরি! তব নাম করে যেন জীবন যায়।

আশোয়ারি মিশ্রিত—খয়রা [বড় পিপাসিত হ'য়ে সুর]।

হরি, তোমাকে না দেখে, থাকি যেই সুখে,

তুমি তা বুঝিলে দুঃখ দূরে যায়।

মানি শত ভাগ্য মনে, জানি যদি প্রাণে,

আমার ব্যথার ব্যথী একজন আছে এধরায় (সুখ দুঃখের সাথী)।

সুখ অনুমানি শত দুঃখ মাঝে,　যার জন্য কাঁদি সে যদি তা বুঝে,
বজর সমান বুকে বড় বাজে, প্রাণ যাঁরে চায় সে ঠেলিলে পায়।
যারে ভেবে চিতে প্রেমতরঙ্গ ছুটে,
যারে পেয়ে কাছে মুখে হাসি ফোটে,
যারে দেখে সুখে আঁখি নেচে উঠে, তারে যদি ঘটে কি সুখে দিন যায়।
কত পুণ্য তার ধন্য এ জগতে,　হেন নিধি যার বাঁধা অঞ্চলেতে,
এত ভাগ্য মোর হইবে কিমতে, যখন চাই তখন পাইব তোমায়।
যথাতথা থাক যথাতথা থাকি,
সদা যদি তোমার দেখা না পায় আঁখি,
ব্যথা যখন সইতে নারি, তখন যেন দেখি, (অদেখার ব্যথা)
মনে মনে থেকো জাগিয়ে হিয়ায় (দেখো—দেখো নাথ !)

হরি বল জুড়া'ক হিয়া রে।
হরি বল জুড়াক হিয়া—হরেকৃষ্ণ বল জুড়াক হিয়া রে।
যাতনা সহেনা প্রাণে রে ; (হরি বল জুড়াক হিয়া)
বিষয়-বিষে অঙ্গ জ্বলে রে ; (যাতনা সহেনা প্রাণে)
পাপে তাপে প্রাণাকুল রে ; (কলুষ-বাড়বানলে)
কারও কথায় ভুলো নারে ; (ভুলা'তে অনেকে আছে)
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাকি রে ;　(অসার বিষয় বৈভব)
কেউ সঙ্গে যা'বে না রে ; (কেবল নামৈব পরম সম্বল)।

একতালা—লোফা।

এই যে জিহ্বার অলস ত্যজে একবার হরি বল।
হরি বলরে—একবার হরি বল—
(ভাই রে! এমন দিন আর হ'বে না)
(ভাই রে! মানব জনম সফল হ'বে)।
অধম-তারণ হরি, ভবপারের কাণ্ডারী,
বদন ভ'রে বল্‌রে হরি, পাবিরে তুই মোক্ষ ফল
(ভাই রে! বদন ভ'রে যতন ক'রে)
(ভাই রে! মন প্রাণ মিশাইয়ে)
(ভাই রে! সবাই মিলে বাহু তুলে)।

ঝিঁঝিট——খয়রা।

হরি! আদরের ধন, তুমি যেমন, তেমন যতন জানি কৈ তোমার;
(আমার হৃদয়-রতন) (আমার হৃদয়-রতন অন্ধের নয়ন)।
হৃদয়-রঞ্জন অমূল্য রতন, তোমার মতন কে আছে আমার।
তব প্রেমরসে ডুবে যেই জন, সেই জানে নাথ! তুমি কি রতন,
জহুরী না হ'লে জহর কেমন, জানে কি তা অন্য জন হে;—
কমলিনী জানে ভানুর মরম, কুমুদিনী জানে চাঁদের ধরম,
তরঙ্গিনী জানে সাগর-সঙ্গম, সে জানে যে জন যে জন যাহার
(নৈলে অন্যে জানা ভার) (মরমের মরমী বিনে)।
নয়ন পাগল দরশ লাগিয়ে, পরাণ আকুল পরশ চাহিয়ে,
চরণ-যুগল সেবিয়ে সেবিয়ে, শীতল করিব প্রাণ হে;—

কেন কত আশা হৃদে উঠে ভেসে, সফল না হয় আপনি যায় মিশে,
তোমার হ'য়ে নাথ, র'ব পদপাশে, হেন পুণ্যবল কি আছে আমার
　　(সদা র'ব পদ-পাশে)　(আর সব ভুলে গিয়ে)।
তবে যে করুণা কর দয়াময়, সে কেবল তোমার নামের পরিচয়,
নহিলে যে গুণে হইবে সদয়, (তা'তো) আমাতে সম্ভব নয় হে;
চাতকী কি পারে মেঘে আন্‌তে ডেকে, তৃষিত পরাণে পথ চেয়ে থাকে,
আপনি জলদ গলে' পড়ে মুখে, তা' নৈলে কি নাকি জীবন তাহার।
তপ জপ ব্রত আহ্নিক পূজন,　মূলমন্ত্র আমার তুমি একজন,
তব নাম-গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন, সাধন ভজন নাথ হে!—
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবন, কোটি তীর্থ আমার তোমার ও চরণ,
তব সম্মিলনে সামান্য ভবন, নন্দন-কানন সমান আমার
(হ'লে তব সম্মিলন)　(তবে দুঃখ অন্ত, চিরতরে)।

হরিনাম-রসেতে ডুবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।
ঐ দেখ প্রেমের নদী যমের সাগর, ওরে উথলে পড়ে উজায়
　　(হরিবোল হরিবোল বলরে ভাই)।
ঐ ব্যাধি-ঢেউ আর শোকের তুফান
হরি বল্‌তে বল সব ফুরায় (হরিবোল হরিবোল বলরে ভাই)।
ওসেই স্রোতের মুখে সুধার ধারা, তাতে অমরে ঝাঁপ দিতে চায়
　　(হরিবোল হরিবোল বলরে ভাই)।

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাইরে!
হরিনাম-তরণী বিনে, অন্য গতি নাইরে।
অপবিত্র পবিত্র বা, যে ভাবে যে থাক,
হৃদয় খুলে বাহু তুলে, হরি বলে' ডাক;
আছে যত পাপ-রাশি, নাম-তরঙ্গে যা'বে ভাসি',
উদয় হ'বে জ্ঞান-শশী, অন্ধকার যা'বে দূরে;
হরেকৃষ্ণ হরেরাম মুকুন্দ মুরারে,
মাধব মধুসূদন মধুকৈটভারে;
গোপাল গোবিন্দ রাম, কেশব করুণাধাম, বল বল অবিরাম,
(আয় ভাই!) হরিনাম-সুধারসে তাপিত প্রাণ জুড়াইরে!

ত্রিতট।

দেহি পদ অতুল-সুখপ্রদ ভবার্ণবের তরণী, ভবের সম্পদ।
যে পদ ভাবিলে মোক্ষ হয়, শমন ভয় দূরে যায়, ঘুচে ভব-ভয়;
রাখ বিপদে শ্রীপদে হে গোবিন্দ!
আমায় পাঠা'লে ভব-পারে, তরিব কি প্রকারে, হে মুরারি!—
কে পারে কে পারে বিনে ও পদ।
[একতালা] জ্ঞানবিহীন দীনহীনে, একবার হের নয়ন-কোণে,
আমি মূঢ়মতি গতিবিহীন, আমায় তারিতে হবে নিজগুণে;
[ত্রিতট] প্রাণাকুল দেখে অকূল বিপুল সমুদ্র-নীরে,
নাহি হেরেছে লোকালয় সকলি জলময়, দয়াময় হে!—

আমায় দেখা দেও হরি! আমি পতিত।

[ঠুংরী] হে কংস-বিনাশন, ভবভয়-বারণ, দীনহীনতারণ ত্বং হে,

শরণাগত-পালন, দেহি দেহি চরণ, মম গতি হরি ত্বংহি

[তিওট] গতি ত্বংহি মে দয়াময়, দেহি মে পদাশ্রয়,

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রাঙ্গা পদ।

[রূপক] কোথা শ্রীমধুসূদন! আমায় রাখ হে পায়।

হরি! দেখা দেও, বিপদ ঘুচাও, মুখ তুলে চাও,

দয়ার নির্ঝর তুমি—প্রেম-সুধাধার

আমার ভালে কি গরল ঢালিবে সুধার আধার!

[ঠুংরী] তবে কোন দোষে, কিবা দোষে, দাসেরে ঠেলিছ পায়,

কোন্ শাপে, পাপে মনস্তাপে, হ'লে হে পাষাণ-প্রায়?

তুমি সহায় সম্পদ, নাশহে বিপদ,

তুমি না রাখিলে হরি! কেমনে উদ্ধারি আর,

কাতর অন্তরে হায়! ডাকিছে তোমায়।

[একতালা] এঘোর বিপদে হরি! আজ তার'হে আমায়।

তুমি অনাথের হে সহায়।

তব করুণার বারি, ওহে ভব-ভয়হারি!

চেয়ে আছি হায়, আকুল হিয়ায়, তৃষিত চাতক প্রায়;

আজি নিবার' বিপদ শ্রীপদ-ধূলায়।

তিওট'।

ওরে ভ্রান্ত মন! ভাব হৃদ্‌পদ্মে পদ্মপলাশ-লোচন;
দিন গেলরে, কর্‌রে সাধন, মিছে অকারণ;
ত্যজে অনিত্য ভাব, ভাব নিত্যধন।
মনরে! সে দিনের দিনাগত, বিষয়-বিষেতে রত,
আছ নিয়ত, পান কররে হরিনামামৃত;
যদি ভবাব্ধি হ'বি পার, ভাব সেই সারাৎসার,
অসার ভাবেতে হও বিরত;
মুখে অবিশ্রাম, বল হরিনাম,
বিষয় বাসনা পরিহর, ভাব সেই সারাৎ সার,
সাধুর সঙ্গেতে সুখে কর সঙ্কীর্ত্তন।
একবার, ভাব শ্রীকান্তে, মন! একান্তে,
(যদি অন্তে অভয় চরণ পা'বি, ও মন দুরাশয়!)
মিছে মায়ার বশে, মনরে আছ ভুলে,
(একবার ভেবে দেখ) মনরে, কি হ'বে সেই চরম কালে;
তিনি ত্রিতাপনাশন, দুরিত-বারণ, অখিলের পতি,
তাঁ'রে ভাবিলে র'বেনা, এ ভব যন্ত্রণা, রেমন! দুর্ম্মতি;
মিছে মায়া পরিহরি, বল হরি হরি, হরিনাম সার,
শুনি তন্ত্রে স্তব-বাক্য, হরিনাম মোক্ষ, হরি পরাৎপর;
হরিনামে হয় কৃতান্ত-ভয় নিবারণ।
এই ভব-ধাম যে দিনেতে ছাড়িবে, সুখ-সম্পদ কোথায় র'বে,
(এই যে) ঘুচিবে সকল সুখ, নিদান সময়,

(ওরে মন আমার, দুরাশয়!)

কৃতান্ত-পীড়নে হ'য়ে ব্যথিত-হৃদয় (ও সেই অন্তিমকালেরে)
নিজ দুষ্কৃতি স্মরণ করে',　ভাসিবে নয়ন-নীরে রে,
শোকানলে প্রাণ দহিবে (কৃতকর্ম্ম স্মরণ করে' রে)
জননী কাতরা হ'য়ে, নয়ন-মণি হারাইয়ে, রে ;
কাঁদিবেন তব গুণ গাইয়ে, (স্নেহময়ী জননী) ;
ভাইরে, কত জন্মান্তরে, মানব জনম পেয়েছ রে,
(আশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে')
আসি কি করিলি এ সংসারে, ও দিন গেল,
একবার ভ্রমেও তাঁরে ডাক্‌লিনারে,
অতএব বলি শুন, কর হরি আরাধন, রে—
যদি সে শঙ্কটে পা'বি ত্রাণ, (কালের কবল হ'তে রে)
যে নাম দিবা-যামিনী,　পঞ্চানন শূলপাণি,
সদানন্দে গায় নিরন্তর, (হরি হরি বলে' রে)
হিরণ্যকশিপু-সুত,　পান করি নামামৃত,
শঙ্কটেতে পাইল নিস্তার, (সে যে তরে' গেল রে)
যোগিগণ যোগাসনে,　মহারণ্যে অনশনে,
হৃদয়েতে যাঁ'রে করে ধ্যান, (চরণ পাবার লাগি রে)
অহঙ্কার পরিহর,　ভজ সেই দামোদর,
শুনি তিনি করুণা-নিধান, (জীবে দয়া করেন রে)
হরি অগতির গতি, পতিত-পাবন।

নগর সংকীর্ত্তন।

হরি হরিবোল বল আনন্দে সকলে মিলে।
হরি নিত্যধন, পতিতপাবন, হরি দীনবন্ধু, অপার কৃপাসিন্ধু;
হ'য়ে কর্ণধার, ভব পার করে নদীন কাঙ্গালে।
(তোমার) সম্পদ বিভব, অনিত্য এ সব,
জান না কি—কেবল হরিনাম শেষের গতি;
গেলরে মিছে কাজে দিন, দিন দিন শমন নিকট হইল,
(তোমার) জীবন তো ফুরা'ল, হরি হরি বল,
(তোমার) বার বার করি এই মিনতি।
পারবে না কণ্ঠরোধ হ'লে, লইতে মধুর হরিনাম,
তাই দিন থাকিতে মন, হও সচেতন,
ভুলো নারে—রাখ তাঁর চরণে মতি।
হরিনাম-সুধাসিন্ধুনীরে, ডুবিলে পূর্ণেন্দু প্রেম উদয় হ'বেরে,
ও তাঁ'র আলোর ছটায় জগৎ আলো—পুলকিত রে,
(হরিবোল বল্‌রে ভাই!)
(ও সে) সুধাময় সুধাকরে সুধা ক্ষরে রে (প্রেম-সুধাকরে রে)
ও সে, সুধা পানে শূলপাণি মৃত্যুঞ্জয় রে;
পিয়ে দিবানিশি যোগী ঋষি সুধারাশি রে—
(সে যে শুধুই সুধা রে) (হরিবোল বল্ রে ভাই)।
কত যে সাধন-ফলে, মানব-শরীর পেলে রে,
কর এই বেলা মন, হরি-পদকমল ভাবনা—

(এমন দিন হ'বে না) (ভব-ভয় র'বে না) ।
(ওমন !) তবে কেন আর, ভাবনা তোমার,
একবার বদনে হ'র ব'রে,
হরি দীন দেখিয়ে পার করিবেন, চরণে দিবেন স্থান,
(ওমন) কি ভয় তাহার, রসনা যাহার, করে হরিগুণ গান, রে,
আজিহে উৎসবে, মিলেছি সবে, পরিব্রাজক তবে,
শরণ লই এবে, হরির অভয় চরণ-কমলে ।

হরি বলে' সবে ডাকি আয়, দয়াল হরি দিবেন পদাশ্রয় ।
শ্রীপদ যেবা পায়, তার বিপদ নাহি রয় ।
হরি পতিত-পাবন, নামে তরে পাপীর জীবন,
(লোকে বলে হরি দয়াময়) (নামের নাকি তুলনা নাইরে)
হরি-নামের গুণে মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় ।
হরি বলিতে বলিতে, মাতিয়ে প্রেমেতে, চলহে নগর মাঝে,
(কেবল হরি হরি হরি বলে') (সুধামাখা হরিনামের রোলে)
নাম বিলাব সদলে, মাতাব সকলে, শিখাব শমন-রাজে ;
কেন অলসে অবশে, মোহমায়াবশে বদ্ধ মায়াপাশে যামিনীদিবসে,
ভুলে নিজ পরিণাম, ছেড়ে হরিনাম, বুঝিবে কি বল অবশেষে ;
দেখনা অকালে ভবে ঘটে যে প্রলয় ;—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল বলি আয় ।

[ধামাল] তোরা, আয়রে ভাই ! থাকিস্‌নে কো মোহেতে মগন।
শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাগুণে এল ভবে সংকীর্ত্তন (ওরে নগরবাসী)।
শুনহে আশার বাণী ডাকিছেন সবে,
পাপ তাপ মোহ ঘোরে কেন পড়ে রবে,
ঐ ডাকে আয় আয় বলে, নগরবাসীগণ (শুন কান পেতে)।

[খয়রা] এস এস সবে।
(মোহ মায়া ত্যজি) (বৃথা বিষয়ে আর মজোনারে)।
শুনরে আশার বাণী, বাণী শুনে কাঁদে পরাণী,
কেন, বৃথা মোহপাশে, বৃথা সুখ আশে,
যেতেছ ছুটিয়া ত্যজি এ বিভবে (শান্তি পাবে বলে)।
বিষয়-গরল পিয়ে, জরজর তব হিয়ে,
যদি ত্রাণ পেতে চাও, চরণে লুটাও,
নাম-সুধারস পানে মজ তবে (হরি হরি বলে)!
কেন ঘুমে অচেতন, জাগাও হৃদয় মন,
তুমি, হরেকৃষ্ণ বলে, নাচ বাহু তুলে,
চিরশান্তি-পদ লভিবে ভবে (নাম গানে মজ)।

[লোফা] ভাইরে! সংসার আঁধার মাঝে তিনি প্রেম-জ্যোতি,
আঁধারে হারালে পথ পাবে জ্ঞান-বাতি (আঁধার পথে),—
(হারান পথ মিলে না) (ও সেই বাতি বিনে)
সংসারেতে দিবেন জ্ঞান-বাতি ;
ভাইরে !—আলোকের শিশু মোরা আঁধারেতে কেন,
আলো পাবে ভজ সেই জ্যোতি-বিনোদন ;—

(আলো পাবে) (গভীর আঁধার মাঝেরে) (পথহারা হলে)।
ভাইরে !—তিনি অমৃতের খনি করুণানিধান.
ভুলি জ্বালা ধুয়ে মলা হও সমাধান ;
(ভুলি জ্বালা) (চিরদিনের মতরে)
(তাঁর পানে চেয়ে), ভুলি সব হও সমাধান
(সেই প্রেমময়ে রে) (ত্যজি মায়া-মোহরে)।

[দশকুশী] আজি সকলে মিলি যতনে, বাঁধিব গো সে রতনে,
সঙ্গোপনে পরাণের তারে (অতি কঠিন ক'রে রে) ;
গাইব সে নাম গান (নাচিয়া নাচিয়া মোরা)
কর্‌ব প্রেম-সুধা পান, উঠ্‌বে তান প্রতি ঘরে ঘরে।
শুন ভাই ! আশার বাণী (মধুর মধুর মধুর রে)
সবে কর জয়ধ্বনি এল নাম পাপী তরা'বারে।
কর সবে নাম গান, (সুমধুর হরিনাম রে)
হয়ে যাও সমাধান ডুব হরিনামের সাগরে।

[একতালা] আনন্দ বদনে বল হরেকৃষ্ণ নাম রে।
আমরা যত জগাই মাধাই সবে পাব ত্রাণ রে ;
বদন ভরিয়া কর হরিনাম গান রে ;—
(হরি হরি হরিরে) (হরেকৃষ্ণ বলরে)
ভুলিয়া সংসার কর নাম-সুধা পান রে ;
এত দিনে এল ভবে মধুর হরিনাম রে
(বুঝি পাপী তরাইতে রে) (বুঝি গোলোকে লইতে রে)।

কে যেন আয় আয় ডাকে কাঁপায়ে পরাণ রে ;
হরিনাম সুধা-রসে হও সমাধানরে (মিছে মোহ-মায়া ত্যজরে)
(মিছে পাপতাপ ভুল রে) (মিছে খেলাধুলা ছাড়রে) !
[ধামাল] ভুলিয়া সংসার-সুখ হও অগ্রসর,
নাচ গাও ডুবে থাক কেন লোক ডর ;
ডুব দিলে প্রেম-অতলে মিলিবে মিলিবে রতন (ওরে পাগল কিরণ)।

ভৈরবী—খয়রা।

না দেও দরশন, না চাহ মিলন, মনেমনে ভালবাসিব তোমায়।
মনেমনে প্রেম ক'রে তোমা সনে, মনেমনে যাব বিকাইয়ে পায়।
মনেমনে সদা ভাবিব তোমারে, মনেমনে প্রেম-মূরতিটি গড়ে,
মনেমনে বসাইয়ে হৃদি'পরে, মনে মনে নিরখিব প্রাণ ভরে ;
মনে মনে বনফুল নিয়ে করে, মনে মনে ঢেলে দিব রাঙ্গা পায়।
তোমারি চরণে দেহ মন প্রাণ, তোমারি চরণে জাতি কুল মান,
তোমার চরণে সম্পদ সম্মান, তোমারি চরণে জপ তপ ধ্যান ;
যা ছিল আমার করেছি সব দান,
কি আছে আর বাকি কি দিব তোমায় ?
থাক না হয় তুমি যোজন অন্তরে, আমি থেকে ঘরে আকুল অন্তরে,
প্রাণভরে যদি পারি কাঁদিবারে, অবশ্য এক দিন মিলিবে তোমারে,
চেয়ে আছি সেই আশালতা ধরে, দেখি কতদূরে নিয়ে যাও আমায়।

একতালা।

তোরা আয়রে হরির ভক্তগণ! আনন্দে করি সংকীর্ত্তন।
তোদের ব্রজধামে লয়ে যেতে, এসেছেন পতিতপাবন
(ওকে যাবি আয় রে!)।
ও ভাই! ভবের মেলায়, ধূলা খেলায়, হারাস্‌নে জীবন রতন
(ওদিন গেল আয়রে, তোদের গণা দিন ফুরায়ে গেল আয়রে)।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে তাপিত জীবন
(হরির নামের গুণে রে)
তোদের কাঙ্গাল হেরি রৈতে নারি এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ
(এই কলিযুগে পাপী তাপী কেউ রবে না রে)।
তোদের সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন, জীব চৈতন্য সনাতন
(হৃদয়-মাঝে হের রে)।

কীর্ত্তন—একতালা।

আয় রে আয়, মিলে সবাই, বাহু তুলে হরি বলি।
এমন সুধামাখা হরিনাম, কেনরে ভাই ভুলে রলি?
হরিনামে বিপদ হরে, বল্‌রে হরেকৃষ্ণ হরে,
যাবিরে তুই ডঙ্কা মেরে, কালের মুখে দিয়ে কালি।
কৃষ্ণচন্দ্র জগৎময়, একা কারো নয় রসময়,
কৃষ্ণ তারি হয়, যে জন ডাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।

সবে গাও মধুর স্বরে, প্রাণ ভরে, আজিরে মধুর হরিনাম;
যে নাম গানে, তাপিত প্রাণে, সুধা সঞ্চারে।
ডাক প্রেমানন্দে, প্রভু শ্রীগোবিন্দে,মাতায়ে প্রেমিক অন্তরে,
যাঁ'রে ডাকিলে মহাপাতকী তরে';
ও সেই পরমার্থ সুধাময় নাম হৃদে ভাব না,
ভবে সে নাম বিনা, কি আছে বল না:
সে যে অমূল্য ধন, তুমি তা' কি জান না,
ত্যজে সাধনা, বিষয়-বাসনা, একবার দয়াল ব'লে ডাক্‌লে নারে?
ওরে মূঢ় মন! দুর্লভ যে নাম, তুমি সে নামে কেন মজ না?
এস ভাই ভগিনীগণে, মিলিয়ে একতানে,
গাই নিরন্তর তাঁহারে, মধুর স্বরে।
দেহ-মাঝে রিপু ছয়, কর তা'রে পরাজয়,
তবে হ'বে তা'য় অধিকারী রে,
ওভাই! সেই নাম-রসে যদি হ'বিরে মগন,
কর সার যুগল চরণ;
দীনবন্ধু ব'লে, সবাই মিলে, কর তাঁ'রে সম্ভাষণ।
এখন আছ স্ব-বশে, কি হ'বেরে শেষে, (কবে শমন ধরিবে রে)
চল দয়াময়ের রাঙ্গা পায়ে মিলাইগে জনমের মতন,
হায়! এত আছি যে অপরাধী, তাঁহার চরণে নিরবধি,
তবু তিনি ত্যজিবেন না কাহারে।
এসে মন! এই ধরাধামে, কি কাজ করিলে?
না ভজি তাঁহার সে যুগল শ্রীচরণে.

ও সেই অনুপম রূপ-মাধুরী দেখিলে না প্রাণ ভরি', রে—
হৃদয়-নিকেতন মাঝারে (কি আছে কপালেরে, কি হইবে শেষেরে)
এবার ভজরে ভাই, সে আনন্দময় নাম,
তরিতে যদি চাও ভব-ঘোরে।

একতালা।

বল হরিবোল, বল হরিবোল, হরিনামে আজ মাতাও সবে।
চল নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে, পায়ে ধরে' নাম বিলা'তে হ'বে
(প্রাণ জ্বলে যে আছে) (ও নাম শুনায়ে প্রাণ শীতল কর)।
[মেল্‌তা] ও কে শুনালে মধুর নাম, জুড়ালে মন প্রাণ,
আজ হৃদয়-বন বৃন্দাবন হ'ল।

বলরে বল, বল হরিবোল, বল বদন ভরে'।
দূরে যা'বে ক্ষুধা, নাম-সুধা পান কররে প্রাণ ভরে'
(এই নাম পান কর—আর গান কররে)।
ভবে ভয় না রবে, হরিনামের গৌরবে,
অনায়াসে যাবে তরে, এই ভবার্ণবে ;
(সে যে) পারের কড়ি চায় না রেভাই, বিনামূলে পার করে
(অধম ডাক্‌লে পার করে, কাঙ্গাল ডাক্‌লে পার করে)।
হরি নিজে কর্ণধার, করেন পাপী তাপী পার,
তিনি প্রেমিক ভিন্ন করেন না পার, যে তাঁহারে প্রেম করে।

তিওট।

ওহে দয়াল হরি! দীনে কৃপা বিতরি,
দাও শ্রীচরণ তরি, ভব-সাগরে।
এ দুস্তার পারাবার, নাহি কূল কিনার,
হেরি তায় আবার তরঙ্গ, হৃদে হয় আতঙ্ক, অবশ অঙ্গ;
এখন রক্ষ হে ত্রিভঙ্গ, দয়া ক'রে।
এসময় কৃপাময়! হও হে সদয়, আমি মরি হে মরি প্রাণে,
পড়েছি ঘোর তুফানে, তোমা বিহনে অধমে কে নিস্তারে?
[লোফা] তুমি কোথায় আছ হে ভব-কর্ণধার হরি!
এখন দেখা দিয়ে প্রাণ, করুণা-নিধান! রাখহে কৃপা করি;
হরি! তোমা বিনা আর, কে করিবে পার, এ দুস্তার ভববারি,
হরি! এ ভব মাঝারে, দীনহীনে তারে, নয়নে না আর হেরি,
অকূল জলধি মাঝে কূল দাও আমারে।
[লোফা] এখন হইয়ে সদয়, ওহে কৃপাময়, এস হে বিপদ কালে,
বারেক ধরিয়ে ক্ষেপণী, শ্রীচরণ-তরণী, ভাসায়ে জলধি-জলে;
(নৈলে ডুবে মরি—পাপ-জলে);
(আমার ধর ধর দীনবন্ধু হে, বৃথা যায় হে জীবন)
(আমার পারে যাওয়া হ'ল না বুঝি হে)
[ছুটো] আমার বড় সাধ আছে মনে, পূজিব তব চরণ হে—
(চরণ ধুয়ে যে দিব হে,—ভক্তি-বারি দিয়ে)
(চরণ সাজায়ে দিব হে,—প্রেম-পুষ্প দিয়ে)
(বড় সাধ,—চন্দন তুলসী দিয়ে)

জ্ঞান-নেত্রে যে দেখিব, (তোমার অভয় যুগল চরণ)

(সাধ পুরাতে হ'বে হে,—ওহে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু)

[তিওট্] 　আমি কেন হেন সাধ করি ?

দেবের দুর্ল্লভ যে চরণ, যোগে পায়না যোগিজন,

বনে মুনিগণ পায় না চরণ ধ্যান করি ;

হয়ে সংসারে স্থিরীভূত, সদা কুকর্ম্মে রত,

হয়ে রিপুর বশীভূত, নিয়ত ফিরি।

[লোফা] এই ভরসা মনে আছে হে, ওহে দয়াময় !

স্বগুণে তরে যে সে ত আপন গুণে,

নির্গুণে তার হে তুমি নিজগুণে,

তুমি হে সম্বল সম্বল-বিহীনের, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,

ওহে দীননাথ, অনাথ-শরণ, পাতকী জনার নরক বারণ,

বিপদ কালেতে শ্রীমধুসূদন, ডাকিলে ঘুচাও ভয় ;

তবে কেন না তরিব ভব-ঘোরে ?

[ওহে দিনত গেল সন্ধ্যা হ'ল—সুর]

তাই থাক্তে সময়, দীন দয়াময়, আর্জি করে' রাখি।

তখন হয় কি না হয়, মনে উদয়, পাছে পড়ি ফাঁকি।

হ'বে শীতল অঙ্গ,　　　ভবের লীলা সাঙ্গ,

(আমার এই ধূলি-খেলা সাঙ্গ হ'বে)

(যে দিন ধূলায় অঙ্গ ধূসর হ'বে)

যেদিন পিঞ্জর ফেলে, যা'বে চলে, আমার পরাণ-পাখী।

যেদিন এই রসনা, আমার বশ হ'বে না,
(তোমার মধুর নাম বলা ফুরাইবে)
সেই শেষের দিনে, মনে প্রাণে, যেন একবার ডাকি।
যে দিন শমন এসে, আমায় ধরবে কেশে,
(যে দিন দশেন্দ্রিয় অবশ হ'বে হে)
সেদিন তোমার চরণ পায় দরশন আমার অন্তর আঁখি।
ফকির কেঁদে ভাবে সেদিন দিন ফুরা'বে,
(বলি দীননাথ! দীনের দিন মনে রেখো হে)
দিও চরণেতে স্থান, সজ্ঞান অজ্ঞান, যে ভাবেতে থাকি।

বৃথা অবসান, মন দিনমান, তোল বয়ান, ডাক হরি ব'লে।
নামে পাষাণ গলে, অনায়াসে শীলে ভাসে সলিলে ;
তাতে রসনা রসাইলে মোক্ষ ফল ফলে।
হরি দীননাথ, অনাথের নাথ, যিনি জগন্নাথ,—
যেতে ভবসাগর পার, হরি মাত্র মাঝি তার,
চরণ-তরণী সার, কাণ্ডারী আপনি শ্রীনাথ ;
একবার নাচ দেখি মাতোয়ারা ওরে মন-ভৃঙ্গ,
ছাড় রস-রঙ্গ, অসৎ সঙ্গ, সফল কর অঙ্গ ;
(ও হরিবোল বলেরে, হরি হরিবোল বলে রে)
যত্নে মিলে রতন, ভক্তিতে নারায়ণ পরেন বন্ধন,
বাঁধ জোড়েতে রাঙ্গা চরণ মহীতলে।

কাবোদ—ঝাঁপতাল।

সবে মিলি একই প্রাণে হরি বলে' ডাক্‌রে ভাই।
হরি কেমন করে, থাকে দূরে, দেখ্‌ব রে আজ দেখ্‌ব তাই।
তোরা ডাকিস্ যদি তাঁরে ডাকার মতন, ডাকিস যদি—
(আজি শত হৃদয় মিলাইয়ে) (সবে সমপ্রাণে সমতানে)
(শত হৃদয়ের আকর্ষণে) (আজি পরাণের ব্যাকুলতায়)
তবে হবেনারে বনে রোদন (বিফল হবেনারে, বৃথা হবেনারে) ;
হরি সহজে কি কারো বিনয় মানে, সহজে কি—
(কারো স্তবস্তুতি নাত শোনে) (কারো কাছে এসে দেখা দেয়)
(দেখা দিয়ে ছিল প্রহ্লাদেরে) (হরি দুঃখীর কথায় কর্ণ দেয়)
(হরি দীনদুঃখীরে দয়া করে) (হরি পাপীর পানে ফিরে চায়)
যার বল থাকে সে টেনে আনে (যার হৃদয়ের, যার পরাণের)।
সবে ডাক্‌রে তোরা মজে' নাম-রসে, ডাক্‌রে তোরা—
(হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে')　　(হরেরাম হরেরাম বলে')
(সবে হৃদয় ভরে, বদন ভরে) (কাতর হিয়ার রোদনের বলে)
(পাপীর রোদন বিনে নাহি বল) (পাপীর অস্ত্র বটে নয়নের জল)
হরি দেখা দিবে সেধে এসে (মনোমোহন বেশে) (মধুর হেসে হেসে)।
বটে হরিনামটি হরি ধরিবার ফাঁদ, হরিনামটি—
(হরি বেঁধে রাখ্‌বার কঠিন নিগড়)(হরি বশ করিবার মোহমন্ত্র)
(হরি ভুলাইবার মহৌষধি)　　(হরির মন হরিবার মহামায়া)
(হরির মন তোষিবার প্রেম-উপহার)
তাহে দিবে ধরা ব্রজের সে চাঁদ,
(হরিনামের গুণে) (আজ তোদের হাতে)।

মনোহরসাই—খয়রা।

দুঃখ কইতে নারি, সইতে নারি, রইতে নারি ঘরে।
তুমি দেওনা দেখা, দিয়ে গা ঢাকা, সরিয়ে থাক হে দূরে।
যত পুত্র পরিজন, কামিনী কাঞ্চন, কিছুই দোষের নয়,
যদি সকলের মাঝে, নিরখি তোমাকে, সকলই মঙ্গলময়;
দারাপুত্র সেজে, আছ ভব মাঝে (জীবে পায়না দেখা মায়ায় ম'জে)
হরি! তোমার এ চাতুরী বুঝে, কে আছে সংসারে?
ভবে কেহ না আসে, কেহনা থাকে, কেহ নাহি যায় মরে',
সব তোমারই মায়া, তোমারই কায়া, তুমি হে জগত জুড়ে;
হ'লে দেহভঙ্গ, হয় খেলা সাঙ্গ (হরি! এইটি তোমার লীলারঙ্গ)
জীবের তাই উঠে দুঃখের তরঙ্গ ধৈরয ধরিতে নারে।
যদি খেলিবার লাগি, এসে থাক তুমি, খেলাও ভবে ভাল করে,
তব খেলার যোগ্য মোরে, মনে না করিলে, তেমন করে লহ গড়ে;
শুধু দেহ দিয়ে, রাখ ভুলাইয়ে, (তুমি দেহী থাক লুকাইয়ে)
এরি সারা জীবন খেলে, বুড়ী না ছুঁইলে, সে খেলায় সকলে হারে।
তোমার মায়া আবরণ, করিয়ে মোচন, আসিয়ে দাঁড়াও কাছে,
যেন ভুবন ভরিয়ে, তোমাকে হেরিয়ে, নয়ন উঠেছে নেচে;
তোমার হরিনামের তরিখানা (যাতে দুঃখীতাপীর নাই যেতে মানা)
নিয়ে এস কূলে, হরি হরি বলে' চলে যাই ওপারে।
বড় নাম শুনেছি 'দীন-দয়াল বলে; তোমার নাম শুনেছি
থাকে বা না থাকে কড়ি, যদি বলে হরি হরি, তুমি করে থাক পার,
ডাকে কিবা না ডাকে, তবু পার কর তাকে,

নেয়েগিরি ব্যবসায় তোমার ;
(নইলে কলঙ্ক র'বে— নইলে নামে কলঙ্ক র'বে,
যদি নামের দোহাই দিলে না তরাবে, কলঙ্ক র'বে)
অনুরক্ত ভক্ত যারা, ভক্তি-জোড়ে তরে তা'রা,
তোমার কিবা পৌরুষ বল তায়,
অভক্তে তরালে পরে, 'দয়াল' বলে বলি তারে,
নৈলে নামের মহিমা যায়,
(বড় দায় ঠেকেছহে, নামের গৌরব রাখ্‌তে গিয়ে দায় ঠেকেছহে)
যদি, নামের গৌরব রাখ্‌তে যাবে, দায় ঠেকে তরাতে হবে,
নইলে আর কেউ নাম লবে না হরি,
দুঃখী তাপী পার করিতে, বসে আছ ভবের ঘাটে,
নিয়ে তোমার হরিনামের তরি ; সেই হরি নামের তরি খানা,
নিয়ে এস কূলে, হরি বলে, চলে যাই ওপারে।

আমার এই করো শ্রীহরি ! তোমার নাম নিয়ে দেই গড়াগড়ি।
পদে রাখ কিম্বা ঠেলে ফেলহে, (ঐ চরণ) প্রেমফুলে পূজা করি
(পূজা হয় কি না হয় তুমি জান)।
(আমি) বিরলে বসিয়ে, তব নাম নিয়ে, দিবানিশি শুধু কাঁদি,
(যেন) কাঁদিতে কাঁদিতে, হেরি হৃদয়েতে, ঐরূপ মুদে আঁখি ;
(যেন দেখ্‌তে পাই হে) (সে সময় দেখা দিও হে) (মোহন বেশে)
মরে যাই, ক্ষতি নাই, যেন ভুলি না তোমায়,

অসময়, রসময়! তুমি হয়ো না নিদয়;
আমার কর্ম্ম দোষে জন্ম যদি হয় (জনম নিতে হয় হে)
(আমার এ জনমে শেষ না হ'য়ে।
ঐ নাম ফোটে কিনা ফোটে রসনায়, যেন বদনে বলে হরি
(আমায় এই করো হে দয়াল হরি!)।

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাক্‌রে রসনা।
যাঁ'রে ডাক্‌লে অঙ্গ শীতল হবেরে, যা'বে রে-যম-যন্ত্রণা।
ওরে মন পাপী! শুন সমাচার,—
দয়াল নামটি কর সার, যদি যা'বে ভব-পার;
দেখ মিছা কাজে মত্ত হয়ে, সে নাম ভুলে থেকোনা।
ওরে ডাক্‌বে তাঁ'রে অনিবার,—
তিনি দয়ার অবতার, তিনি ভবের কর্ণধার;
ওমন! ভক্তিভাবে ডাক্‌লে পরে, শমন ভয় আর রবে না।
আপন আপন কারে রে বল?—
এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল;
ও ভাই মোহমায়ায় মুগ্ধ হয়েরে, মিছে খেলা আর খেলো না।
ওরে শাসন এসে বাঁধ্‌বেরে যখন,
কোথায় রবে ঘর দরজা, কোথায় রবে ধন;
তখন বন্ধুজনায় বিদায় দিবে রে, সাথের সাথী কেউ হবে না।

বেহাগ—একতালা।

হরি! তোমার লাগিয়ে পাগল হইনু;

(তবু) লাজ ভয় কেন যায় না?

ভেবেছিনু কত কহিব শুনিব, দেখে কোন কথা মনে হয় না।
জানি আমি তুমি পরাণের পরাণ, তুমি আমার সব জপ তপ ধ্যান,
তব পদ ভিন্ন অন্য নাহি স্থান, তবু অভিমান যায় না!
তুমি চাও আমায় টেনে নিতে বুকে, হৃদয়ে সে বল দিলে কৈ আমাকে,
চরণ ছুঁইতে যার ভয়ে চিত কাঁপে, সে যে আর তোমাকে পায় না।
দেখো যেন আমার হেন দশা দেখে, ঠেলিয়া ফেলিয়া যেওনা বিপাকে,
গতি মতি-হীনে মনে যেন থ কে, (দয়াল) নামে যেন দাগ রয়না।
যেমন হ'লে তুমি আপন হও, দয়া করে' আমায় তেমন করে লও,
তোমার মতন সরল স্বভাব আমায় দাও, (মনের) মলিনতা যেন রয় না।
যেমন করে চাও তেমন ক'রে হরি, তোমায় যেন সুখে ভজিবারে পারি,
নাম নিয়ে যেন যাই গড়াগড়ি, (তোমার) প্রেমে যেন বিমুখ হই না।
আমার জা তকুল মান যত লাজ ভয়, এই নেও তোমায় দিলাম দয়াময়,
দেহ মন প্রাণ লও সমুদয়, (আমার) কিছুই যেন আর রয়না।

[উপজ] সব নিয়ে যাও হরি,— ধর ধর নেও,

ধর নেও সব নিয়ে যাও হরি, আজ দিতে এসেছি দিয়ে যাব,
সব নিয়ে যাও হরি, আমি এসব দিয়ে কি করিব,
কেবল তোমায় নিয়ে সুখে র'ব, (সব নিয়ে যাও হরি)
আমি তোমাকে লইয়ে, ভিখারী হইয়ে, মাগিয়ে খাইব পথে;
লোকে দেয় দিবে কালি, কলঙ্কের ডালি, সাধিয়ে লইব মাথে।

চৌতাল।

শুন মন আমার রে, রসনাতে জপ হরিনাম।
হরিনামামৃত অবিরত, পান করিও সতত,
জয়ী হবে রবিসুত, জিনিবে সংগ্রাম।
হরি পরব্রহ্ম, ব্রহ্মার ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সনাতন,
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র করেন যোগ সাধন;
হরি বিশ্বরূপী সর্ব্ব মূলাধার হরি ভিন্ন অন্য কে আছে আর,
হরি তন্ত্র, হরি মন্ত্র, হরি সারাৎসার;
জপে হোমে যজ্ঞে হরি, সকল দেবের সাধন হরি,
তাই তো বলি, বল হরি, পূরবে মনস্কাম।
যে জন মৃত্যুকালে হরি বলে, সেই পুণ্যবান্,
ঐহিকের সুখ, অন্তে যায় বৈকুণ্ঠ ধাম;
শূকর মৃত্যুকালে শুনে হরিনাম, শমনধাম যেতে হ'ল না সে ধাম,
নামের জোরে, ডঙ্কা মেরে, যায় বৈকুণ্ঠ ধাম;
ত্যজিয়ে শূকর মূর্ত্তি, ধরি চতুর্ভুজাকৃতি,
হরি করলেন হরি-প্রাপ্তি, প্রাপ্ত গোলোক-ধাম।
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি, নবঘন শ্যাম,
হরি দর্পহারী দারিদ্র্য-ভঞ্জন;
অনাথের নাথ, সে দীননাথ
যে ভজেছে, সে পেয়েছে, ও যুগল চরণ;
তা'র কি শমনের ভয় আছে, শমন-সংগ্রামে জয়ী হয়েছে,
ভব-পারের পথ করেছে, পা'বে মোক্ষ-ধাম।

হরি পরমাত্ম, পরম তত্ত্ব, পরম পদার্থ,
ভক্ত ভিন্ন কেবা জানে মাহাত্ম্য;
বলি বিভীষণ ভীষ্ম কপিল অর্জ্জুন,
অম্বরীষ নারদাদি বাউল সনাতন;
এরা কিঞ্চিৎ জানেন মাহাত্ম্য, পরম ভক্ত জেনে ভগবান হে,
বলির দ্বারে দ্বারী হয়ে করেন দাসত্ব;
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর হরি, গোলোকবিহারী (অবোধ মনরে !)
ঐ গোকুলে গোলোকচন্দ্র, গোবর্দ্ধনধারী;
হরিতে যা'র রতিমতি, হরিতে যা'র দৃঢ় ভক্তি,
হরি করেন হরিপ্রাপ্তি, বৈকুণ্ঠেতে ধাম।
নাচ মন ! হরি বলে', দু'বাহু উর্দ্ধে তুলে বিহ্বলে,
নাচ মন হরি বলে', নাচ মন দু'বাহু তুলে;
কলির কলুষ-ব্যাধি, হরিনাম মহৌষধি,
পান কর নিবরধি সকলে;
এই হরিনামের তরে, সদাশিব শ্মশানে ফেরে,
মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুজয়ী নাম-সাধন বলে হে;
এই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর সকলে,
ভাই বন্ধু দারা সুত সকলে মিলে;
কর হরিনাম সার, এ সংসার সকলি অসার, রে!
ভেবে দেখ ত্রিসংসারে কেহ নাহি কা'র;
এ দেহ পতন হ'বে, তখন সব কোথায় রবে,
কেবল মাত্র সঙ্গে যা'বে শ্রীহরির নাম।

মুখে দীনবন্ধু হরির নাম তুই ভুলিস না রে—
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি, ওরে রসনারে।
(রসনা—রসনা—ওরে রসনা রে !)
নাম ব্রহ্মা জপে ব্রহ্মজ্ঞানে, যোগী জপে যোগ-সাধনে,
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি রসনা রে !
এ নাম শিব জপেছে পঞ্চ মুখে, নারদ বীণা-রবে,
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি রসনা রে !
নামে শমন দমন, রোগ নিবারণ,
যম-ভয় আর রবে না রে (এমন মধুর নাম)
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল, কে আনিল পাপীর তরে,
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি, ওরে রসনা রে !

একতালা—লোফা।

হরিনাম বল বল আমার মন-রসনা !
মন-রসনা, নামে রস না, সুধামাখা নাম বল না !
ঐহিক-রসে, মায়ার বশে, ভুলো না রে মন,
দিন ফুরা'লে কোন্ দিনেতে আসিবে শমন (ওকি করবি তখন)।
সংসারে আসিয়ে রে মন, বিষয়-কাজে থাক,
দিনান্তে একান্তে একবার প্রাণকান্তে ডাক (পদে ভক্তি রাখ)।
হরিনাম ল'য়ে প্রহ্লাদ মৃত্যুকে জয় করে,
হরিনামে জগাই মাধাই অজামিল তরে (তাইতো বলি তোরে)।
বিরিঞ্চি বাসব ভব যাঁ'রে না পায় ধ্যানে,

সেই হরি আসিবেন ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে (নাচিবেন সংকীর্ত্তনে)।
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্তেরি প্রাণধন,
ভক্তজনে তরাইতে করেন নাম বিতরণ (ভেবে দেখনারে মন)।
যে নামে কলুষ নাশে অলস করো না,
দিবা নিশি হরি হরি হরি বল না (কর কাল যাপনা)।
ভীমরতি হবে যখন, জ্ঞান যা'বে হ'রে,
রসনা অবশ হ'বে মহাব্যাধি ঘেরে (বল্‌তে দিবে না রে)।
আভরণ সব কেড়ে ল'য়ে, ভগ্ন বসন দিবে,
সংসার-বাসনা তখন কোথায় তোমার র'বে (কে আর সঙ্গে যা'বে)
ভাই বন্ধু ফেলে দিবে তুলসীর তলে
দীনবন্ধু হরি আসি করিবেন কোলে।
ভবনদী পার হ'তে মন! চাই না ধন কড়ি,
হরি হরি হরি ব'লে দাও না গড়াগড়ি (হ'ব ভবে পারি)।
দ্বিজ বৈকুণ্ঠের এই বাসনা, মন-রসনার হয়,
হরিভক্তের হরি তুমি দিও পদাশ্রয়।

বদন ভরে' হরি হরিবোল।
ভবে সব অনিত্য, সত্য সত্য হরির সুধা পান কেবল,
শেষের পথে সঙ্গে যেতে হরিনাম মাত্র সম্বল ;
সব মায়ার কারসাজি, ভায়া বাবাজি, ছায়া বাজি, ভূয়া গোল

কি ফল দেহ ধারণে, কি ফল দেহ ধারণে,
ধারণ যে নাহি করে নিখিল জগ-কারণে।
বৃথা নয়ন যথা ময়ূর পুচ্ছ পরি অভিমত,
মনোমোহন-রূপ সুধাপানে যেই বঞ্চিত।
ক্রীড়নক মৃগমূর্দ্ধা সম শির কিরীট-মণ্ডিত,
ভবতারণ-চরণে, যেই নাহি হয় লুণ্ঠিত।
আবর্জ্জনা কুণ্ড সম শ্রবণ গহ্বর,
নাহি বহে যাহে, নাম-অমিয় নিকর।
ভেক জিহ্বাসম মরণ ডাকি আনে,
ধিক রসনা, বিরত হরিনাম গুণ গানে।

মনোহরসাই—লোফা।

আমার কি হইবে ?
শুধু মুখের হরি নামে—কি হইবে ?
আমার প্রাণে তো ও নাম ফোটেনা—কি হইবে ?
শুধু নামের কোলাহলে—কি হইবে ?
আমার হিয়ায় তো ওনাম শুনিনে—কি হইবে ?
নামে মন ডুবিল না—কি হইবে ?
আমার হৃদয় তো ও নামে গলে না—কি হইবে ?
নামে মজে' না ডাকিলে—কি হইবে ?

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত,
সেরূপ আলোকে, বিজলী চমকে, পুলকে শিহরে জীবন।
হৃদি-কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন;
চিদানন্দ রসে, ভক্তি-যোগাবেশে হওরে চির মগন।

একতালা - লোফা।

মনের আনন্দে রে হরি হরি বল।
হরি হরিবোল বল, হরি হরিবোল!
সাধের জনম বয়ে যায় রে; এমন দিন আর হ'বে না রে;
মিছে মায়ায় ভুলো না রে; (শিয়রে শমন বসে')
মিছে দেহের গুমর ছাড় রে;
হরি হরিবোল বল, হরি হরিবোল (একবার বল বল রে)।
ভাই রে! ভ্রমেতে ভুলিয়ে, কুপথে চলিছ সন্ধান না পাইয়ে,
যখন আসিবে শমন, করিবে বন্ধন, সকলি র'বে পড়িয়ে—
(সঙ্গে কিছু যাবে না রে) (এত যে যতনের বৈভব)।
ভাই রে! এ ছার বৈভব পড়ে রবে সব কিছু না যাইবে সাথে রে;
আর সোণাতে রূপাতে জড়িত হইলে, যম কি ছাড়িবে তারে রে?
(তারে যম ছাড়বে না রে) (করে বন্ধন ক'রে ল'য়ে যা'বে)।

হরি ব'লে দেবগণে না'চে।
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার ভকত-সমাজে,
দু'নয়নে প্রেমধারা অপরূপ সাজে।
ঋষিগণ সবে নাচে আনন্দ বদনে,
বাল্মীকি বশিষ্ঠ নাচে মুদিত নয়নে।
ঈশা নাচে, মুশা নাচে, দু'বাহু তুলিয়ে (প্রেমে পাগল হয়েরে)
দেবর্ষি-নারদ নাচে বীণা বাজাইয়ে।
নাচেন প্রাচীন সাধু দাউদ ভূপতি,
তার সঙ্গে জনক যুধিষ্ঠির মহামতি।
মহাযোগী মহাদেব নাচেন আনন্দে, (প্রেমে পাগল হ'য়েরে)
তার সঙ্গীগন নাচে, লয়ে শিষ্যবৃন্দে।
বালক প্রহ্লাদ নাচে, নাচে নিত্যানন্দ, (হরিবোল বলেয়ে)
তার মাঝে নৃত্য করে যত ভক্তবৃন্দ।
ধ্রুব নাচে, শুক নাচে, নাচে হরিদাস,
তার মাঝে মাঝে নাচে, যত ব্রহ্মদাস।
শঙ্কর বাসুদেব নাচে, রাম শাক্যমুনি, (সাঙ্গোপাঙ্গ লয়েয়ে)
যোগী ভক্ত বৈরাগী প্রেমিক কর্ম্মী জ্ঞানী।
নাচে রূপ সনাতন অদ্বৈত মুকুন্দ (কেউ বাকী রৈল নারে)
তার সঙ্গে শ্রীনিবাস মুরারি রামানন্দ।
পাপী নাচে, সাধু নাচে, নাচে দুঃখী ধনী,
নারীগণ মধুস্বরে করে জয়ধ্বনি।
জাতি কুল অভিমান সব পরিহরি,

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে নাচে কোলাকুলি করি।
আপনার প্রেমে হরি হইয়ে পাগল,
(হরি আপনি মুখে হরি হরি বলে)
ভক্ত সঙ্গে নাচে আর বলে হরিবোল।
চারি দিকে দেবগণ—মাঝেতে শ্রীহরি,
সবে মিলে নাচে গলা ধরাধরি করি
(কিবা শোভা আহা মরি রে!)।
ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করে ভকত-বৎসল,
পদভরে স্বর্গ মর্ত্ত্য করে টলমল।
সকলের সঙ্গে নাচে বিধি বাদিগণ,
দেশ-কালের ব্যবধান করিয়ে খণ্ডন (হরি-পদতলেরে)
জলে নাচে মৎস্যগণ, আকাশে বিহঙ্গ,
তরুরাজি বায়ু ভরে করে কত রঙ্গ!
নদী নাচে, সিন্ধু নাচে, তুলিয়ে তরঙ্গ,
তার মাঝে করেন হরি লীলারস-রঙ্গ।
প্রেমদাস সবাকার চরণে পড়িয়ে,
হরি বলে নাচে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে।

কীর্ত্তনের সুর।

হরিনাম-সুধাসিন্ধু-নীরে ;
ভাসিয়ে দে দেহ-তরী হরি বলে' রে।
ও তায় যাবার সময় কত রত্ন কুড়াইবি রে।
ও তায় কূলে পড়ে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম রে।

ও ভাই ! সে জলধি নিরবধি সুখময় রে।
ও তায় ব্রহ্মা আদি দেবগণে সুখে বিহরে।
নব হুল্লোড় বলে ভাই ! চল সত্বরে।
(ও তোর) ভক্তি-কুম্ভ লয়ে' চল সুধা আনি রে।

হরেনাম কলৌ—কলিতে অন্য গতি নাই ভাই।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ;
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—
(হরিনাম বিনে আর গতি নাই রে) (ভব-পারে যেতে)।
সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজন,
(ওরে) কলি যুগে কেবল মাত্র নাম-সংকীর্ত্তন।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে,
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে।

কীর্ত্তন—একতালা।

দিন গেল দীনবন্ধু বলে ডাকরে রসনা !
যদি পেয়েছ মানব জনম হেলাতে হারা'ও না।
মিছে কাল করো না গত, সন্নিকটে কালাগত, হওরে জাগ্রত ;
ওরে নামামৃত অবিরত, পান বিনা ত্রাণ পাবি না।
ভাই বন্ধু সুত দারা, সকল সুখের সুখী তারা, না দেখ্‌লে সারা ;
যেদিন হবিরে তুই ভবছাড়া, সঙ্গেতে কেউ যাবে না।

ওরে বল্‌রে আমার মন একবার হরিবোল।
এ নাম বল্‌বি মুখে থাক্‌বি সুখে—বল হরিবোল।

নামে সকল দুঃখ দূরে যায়— " "
এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে " "
এ নাম শিব জপেছে পঞ্চ মুখে " "
এ নাম নারদ জপে বীণা-যন্ত্রে " "
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল " "
নামে ধ্রুব ধ্রুব-লোকে গেল " "
নামে প্রহ্লাদের বিপদ গেল " "
নামে জগাই মাধাই উদ্ধারিল " "
এ নাম যতই বল ততই ভাল " "
নামে তাপিত প্রাণ শীতল হয় " "
এমন মধুর নাম আর কোথায় পাবি " "
এ নাম মধু হ'তেও সুমধুর " "
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে " "
নামে প্রেমানন্দ উদয় হবে " "
এনাম কোথা ছিল কে আনিল " "
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল " "
এ নাম জীবের ভাগ্যে ভবে এল " "
আজ কাল বলে' দিনত গেল " "
তোর বৃথা জনম বয়ে গেল " "
দিনান্তে নিশান্তে একবার " "

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

মিশ্র বিভাস—খং।

তুমি স্বয়ম্ভু সুন্দর, ভূমা ভয়ঙ্কর, ওঁ পরাৎপর নমস্তে!
তুমি ত্রিলোক-কারণ, ত্রিলোক-পালন, ত্রিলোক-তারণ নমস্তে!
তুমি কালাকাল গতি, চরাচর স্থিতি, সত্যশুদ্ধমতি নমস্তে!
তুমি করুণা-নিদান, মঙ্গল-বিধান, পূর্ণ প্রেমজ্ঞান নমস্তে!

পরজ—আড়া।

দীন-দয়াময়! দীন জনে দেখা দাও।
করুণা-ভিখারী আমি, করুণা-কটাক্ষে চাও।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
আপনার ছিল যারা, চিনিতে না পারে তারা,
বিরূপ বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়ে আতঙ্কে সরা;
ওহে আত্ম হ'তে আত্ম, সব মিথ্যা তুমি সত্য,
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব শোধন করিয়া লও।

সুরনর-নন্দিত, ত্রিভুবন-বন্দিত, রূপরস-রঞ্জিত, জয় জয় হরি !
ফণধর-শয়ন, জলধর-বরণ, হলধর-শরণ, কৃষ্ণ কংসারি ।
পাপি-বিনাশনে, সাধু পরিত্রাণে, ধরম স্থাপনে, ভবে অবতরি',
শুনাইলে তত্ত্ব, দেখাইলে বর্ত্ম, প্রচারিলে সত্য, কত লীলা করি' ;
উদ্ধারিতে জীবে, কৃষ্ণরূপে ভবে, অবতীর্ণ ভবে পূর্ণরূপ ধরি,
যমুনার তীরে, প্রেম-ভক্তি-নীরে, ভাসা'লে সুধীরে জীব ভব-তরী ।

কেদারা—চৌতাল ।

ওহে জগজন-পাতা, শোকতাপ-শান্তিদাতা,
কৃপানেত্রে চাহ পিতা, ভক্তজন প্রতি ।
দীনবন্ধু ! দীনজনে, দাও এ শকতি মনে,
আমরণ ও চরণে, থাকে যেন মতি ।
তোমার ইচ্ছার বলে, চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্বলে,
শত শত গ্রহ চক্রে ঘোরে অনুক্ষণ ;—
মহাঘোর শূন্যময়, আছিল এ লোকত্রয়,
তোমারি কটাক্ষে সব হইল সৃজন—
স্নেহ প্রেম দয়া দিয়ে, রেখেছ ভুবন ছেয়ে,
তুমিই করুণারূপ ব্যাপ্ত চরাচর,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, ধ্যায়ি তোমা নিরন্তর,
জীবন ত্যজিতে পারি দেহ এই বর ।

কানাড়ি খাম্বাজ—একতালা।

অনাথ-নাথ হে ভয়-দুঃখহারি !
ধন্য ধন্য হে করুণা তোমারি !
সুখে দুঃখে প্রভু তব প্রসাদ নেহারি,
পুণ্য পাপে তব মঙ্গলধারি ;
মোহ জ্ঞানে তব প্রভাব প্রসারি,
নিখিল বিশ্ব দৃশ্য প্রেম মহিমারি,
জয় জয় হোক তোমারি !

—•—

গোপাল গোবিন্দ হরি গোপকুল-রঞ্জন।
যশোদা-দুলাল, রাখাল-ভূপাল, ভানুসুত-ভয়-ভঞ্জন।
পীতবসন-ভূষিত অঙ্গ, বংশীধারী দেহত্রিভঙ্গ,
শিরে শিখিপুচ্ছে কত না রঙ্গ, নয়নে নীল অঞ্জন।
নীল অঙ্গে নীলিমাজড়িত, বিধিবিষ্ণুভোলা ভাবে বিগলিত,
অভয় চরণে ভকত পালিত, ভবস্থার-ভীতিভঞ্জন।

বল বল হরি বল।
নামই সম্বল রে, জীবের ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফল।
নামের তুলনা নাহিরে ভুবনে, পঞ্চমুখে গান মেতে পঞ্চাননে,
পরম যতনে নামামৃত পানে, নাচে ভোলা লয়ে ভূত সকল।
এ নামের গুণে রিপু পলায় দূরে, শমন সঘনে ধায় নিজপুরে,
তাই চল চলে বলে হরি বলে, মানব জনম করিতে সফল।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে !
জয় জয় জগবন্ধু করুণাসিন্ধু বংসারে !
এস অগতির গতি, ত্রিভুবন পতি,
গতিবিহীন জনে তার ওগহে তুস্তারে।
এস দুষ্টজন-দর্পহারী, পরব্রহ্ম বংশীধারী,
করুণা করি এস, শমন-শাসন-সংহারে !
এস দীন-দুঃখ নাশিতে, ত্রাসিতে তুষিতে,
ভকত-বৎসল হ'র নিজগুণ বিস্তারে।

আড়াঠেকা।

বহু রূপ ধরেছ বলে স্বরূপ তোমার চিন্‌তে নারি।
স্বরূপ তোমার কিরূপ, আমায় চিনাবে দেও দয়াল হরি !
আমি অন্ধ, হাতে ধরে, পথ দেখায়ে দেও আমারে,
ভজনের বল দেও অন্তরে, ডাকিতে যেমন পারি।
কি ভাবেতে ডাক্‌লে পরে, দীনহীন কাঙ্গালের ঘরে,
আস্‌তে পার দয়া করে, সেভাব শেখাও কৃপা করি।
হরি ! তোমার কাছে যেতে, যারা বাধা দেয় সে পথে,
রক্ষা কর তাদের হাতে তোমার যুগলচরণ ধরি।
আমারে কর তোমার, চাহিনা যে কিছু আর,
শ্রীচরণে দিয়ে ভার, ভবসিন্ধু দেই পাড়ি।
সহজ সরল প্রাণে, বসে থাকি তব ধ্যানে,
দয়া কর দীনহীনে, দয়াময় নাম তোমারি।

এস সেইরূপে দয়াময়!

যুগে যুগে হরি, যেই রূপ ধরি, অখিলে দিয়াছ অমৃত অভয়।

এস দুর্জ্জন-দল শাসিতে, এস কলি-কলুষ বিনাশিতে,

ধুয়ে মুছে যাক্ সব সন্তাপ, তব প্রেম করুণা-বারিতে;

তোমার আশায় যাপি নিশিদিন, হবে কবে প্রভু তব শুভোদয়।

তুমি আসিবে বলিয়ে তোমার আশায়, যাপি নিশিদিন ওহে লীলাময়;

চিত্ত-বিনোদন আর কত দিন, যোগনিদ্রা-বশে রবে ভাবে লীন,

জাগ প্রভু, কর সাধুজন ত্রাণ, নাহলে কে আর নাশিবে ভয়।

সংসারে পরমারাধ্য সেই সে একজনা।

(ও সে) নিরাকার সচ্চিদানন্দ

তারে কেউ চেনে, কেউ চেনে না।

(তারে) বৈষ্ণবে কয় বিষ্ণু হরি,

শৈবে কয় শিব জটাধারী, শাক্তে শঙ্করী;—

সে কি পুরুষ-নারী চিন্‌তে নারি, যুক্তি শাস্ত্রে মেলে না।

(তার) চরণ নাই সে চল্‌তে দক্ষ,

নয়ন নাই সে করে লক্ষ্য, স্থূলাদি সূক্ষ্ম;—

(আবার) বদন নাই সে বলে বাক্য, অলক্ষ্য তার নিশানা॥

(তার) ধাম জানি না, নামটী গুরু,

ও সে ভক্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু, অতি সুচারু;—

তাঁরে হেলে' যে জন চলে, (তার) অকূলে কূল মেলে না।

এস ভগবান, এস ভগবান, এস ভগবান,
নব ঘন শ্যামল সাজে।
আজি রেখেছি আসন পাতিয়া, এস সুন্দর সৌম্য মূরতি ধরিয়া,
এ শুভ লগনে হইবে আরতি, আমার উৎসব কাজে।
সন্ধ্যা বাজনা উঠেছে বাজিয়া, সকলে দুয়ারে এসেছে সাজিয়া,
এসগো বাঁশরী বাজাইয়া, আমার মন্দির মাঝে।
গাইছে সকলে মঙ্গল গান, বাহিরে উঠেছে বাঁশরীর তান,
গভীর স্বননে সকল পরাণে, উঠুক বেজে বেজে।
এস শকতি রূপে ভগবান, এস আশিস্ রূপে ভগবান,
সত্য হউক আমার প্রাণ, তোমার সকল শুভ কাজে।

রাম-কৃষ্ণ শ্যাম-শ্যামা শিবে ভেদ ভেবোনা আমার মন!
নাম রূপের গেলাপে ঢাকা আছেন সেই এক নিরঞ্জন।
ভেদ ভেবোনা, নাম ছেড়োনা, সুখ পাবে না তায় কখন,
বহুতে এক দেখ্‌লে তবে পাবিরে সেই সুখাধন।
চিনির ছাঁচে উট হাতি ঘোড়া পুতুল পাল্কী রথ হয় যেমন,
যার যেমন মন, লয় সে তেমন, এক চিনিতেই সব গঠন।
অস্থি মাংস মেদ শোণিতে সবার শরীর হয় সৃজন,
এক আত্মারাম বিহরেন তায়, কে হিন্দু আর কে যবন।
সাধ যদি তোর থাকে রে মন, পেতে সত্য সনাতন,
ভাসিয়ে দেনা দ্বেষাদ্বেষি পড়না চোকে প্রেমাঞ্জন (জ্ঞানাঞ্জন)।

তোমা নারায়ণ, সবি সমর্পণ,
করে' আমি খালাস ভব-সংসারে।
শুধু আমি হৃদে, দু'টি আঁখি মুদে,
দেখ্‌বো প্রাণভরে' সদা তোমারে।
তুমি যা করা'বে, আমি তা করিব,
(তোমার) নামের নিশান তুলে বসে' রব ;
আমিত্ব ঘুচায়ে, তোম'তে মিশিয়ে,
ডুবে'রব তব প্রেম-পাথারে।

বেহাগ—আড়া।

হরি! আমার এই করিলে?
অপার সংসার-জলে ধরিয়ে ডুবালে,
আশা ছিল মনে মনে, তব নাম সংকীর্ত্তনে,
দিন কাটাব এ জীবনে, সে আশা যায় বিফলে।
তুমি হে জগতপতি, তব নামে নাই মতি,
কি দোষে হেন দুর্ম্মতি আমাকে দিলে?
পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুকর্ম্ম কি দুষ্কর্ম্ম,
সকলি তোমার কর্ম্ম, মিছে দোষী আমায় বলে।
সংসারে অশান্তি দিয়ে, বিষয়-দড়া তায় জড়ায়ে,
রেখেছ আমায় বান্ধিয়ে, কঠিন শৃঙ্খলে।
দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর, তব নামে নাই অবসর,
তয়ে রাজমোহন কাতর, তাই স্থান দাও অভয় চরণ-তলে।

আমায় লও লও তুলে, ও পদ-কমলে,
আমি দীন বলে পায় ঠেলোনা।
আমি অভাজন ভকতিবিহীন, তোমার সাধন ভজন জানিনা।
কত আন আলাপনে, বিষয় পরশনে
আমার হৃদয়ের ময়লা গেলনা;
কত নাম করি, গুণ গান করি, আমার অনুরাগ প্রাণে এলনা।

ঝাঁপতাল।

আমার হৃদয় ছেড়ে আর যেওনা হে দয়াল হরি!
হৃদে থাক, হৃদে জাগ, হৃদে মাখ প্রেম তোমারি।
হৃদয়ের দেবতা তুমি, অনুগত সেবক আমি,
শিখায়ে দেও সেবাব্রত, শ্রীপদে মিনতি করি।
বসে আছি হাল ছাড়িয়ে, অকূলে তরি ভাসা'য়ে,
মনের মতন সাধন দিয়ে, মনমোহনের মন লও কাড়ি।

হরি হরি বলে, কবে যাব চলে,
ছাড়ি এই ভব, তাই ভাবি মনে।
এ ভবের জ্বালা, করে ঝালাপালা,
বেড়ে গেল বেলা জীবন-গগণে।
থাকিবনা আর এছার ভবে, এ ভবে কে সুখী হ'য়েছে কবে,
যেখানে প্রাণের শান্তি হবে, চল মন! সেথা ত্বরিত গমনে।

হরিনাম দিবানিশি সুখে ভাসি' গাওরে ;
প্রেমে মজিয়ে—চলে' যাও রে।
নামে মজে', নাম ভজে,' নামে তুলে' পাল,
খুলে' তরী, দাওনা পাড়ী, জোরে ধরে' হা'ল ;
কাল-ঝঞ্ঝা-বায়—হেলে' ধাওরে।
নাম-সুধা ভব-ক্ষুধা নাশে দুর্নিবার,
সুখ-রসে, দুখ নাশে, কাটে ভব- ভার,
নাম-সাধা-প্রাণ—গড়ে' নাওরে।

হরি হরি হরি বলে, গাহ সবে কুতূহলে,
ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন।
অমিয় মধুর নাম, গাও সাধে অবিরাম,
পলাইবে রবির নন্দন। ২
দারা, সুত, ধন, জন, যা-কিছু বল আপন,
এ সকলি মায়ার স্বপন—
নয়ন মুদিলে আর, কেহ নাহি হবে কার,
সঙ্গে কিছু যাবে না তখন। ২
এই যে সাধের দেহ, কত যত্ন অহরহ,
জান কিছু তার পরিণাম,—
শ্বাস বন্ধ হবে যবে, আত্মীয় স্বজন সবে,
পুড়ে কর্‌বে জন্মে সমাপন। ২

বেলাত ফুরিয়ে গেল,　　খেলাধূলা সাঙ্গ হল,
(হয়) সম্মুখেতে আঁধার ভীষণ,—
তাতে পুনঃ এল ঝড়,　　লাগিবে বিষম ডর,
মোহ ঘোর ভাঙ্গিবে কখন। ২

বাল্যকালই হরিনামের অধিকারের মূল।
মনে বয়না (তখন) বিষয়-বেড়া, (জড়ে) বুদ্ধি থাকে স্থূল।
যুবাবৃদ্ধের চিন্তা নানা, (তাদের) শীঘ্র যায় না (সৎ) পথে আনা,
মনে রয় বিষয়ের টানা, তাদের স্ব স্বরূপ হয় ভুল।
কচি মন কোমল সহজে,　সরল মন সহজে মজে,
বালক প্রাণের ব্যাকুল ডাকে, ব্রজের কালবধূ হয় আকুল।
ছেলেকালে ভজলে হরি,　কৃপা করেন বংশীধারী,
আহা! সে কেমন সুখে তা, (ফোটে যেন) চারাগাছে ফুল।

মুলতান—একতালা।

বল হরিবোল, হরি হরিবোল, হরিনাম ভিন্ন সবি গণ্ডগোল।
হরিনাম ভিন্ন, কলি কালে অন্য, গতি নাই নাই ইহা শাস্ত্রবোল।
মথি সর্ব্বশাস্ত্র পুরাণাদি সিন্ধু, তাহাতে উদিল হরিনাম-ইন্দু,
দেহ মন প্রাণে পশি সুধাবিন্দু, সুশীতল করে নামের হিল্লোল।
চিত্তদর্পণের ইহাই মার্জ্জন, ভব-দাবানল হয় নির্ব্বাপন,
মঙ্গল-চন্দ্রিকা করে বিতরণ, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ইহাই মূল;
আনন্দ-সমুদ্র করয়ে বর্দ্ধন, প্রতিপদ পূর্ণ সুধা আস্বাদন,
প্রেমানন্দে প্রাণ করে নিমগন, জয় জয় হরিনামের কল্লোল॥

যদি রূপ খানিকে লুকিয়ে রেখে, অরূপ হ'য়ে থাক্‌বে হরি!
তবে, চোখের মাঝে রূপের নেশা, প্রাণের 'পরে এমন তৃষা,
কেন জাগালে হে বংশীধারী!
রূপের তরে আজ মন মজেছে, আর কি হরি রইতে পারি?
ডুব দিব আজ রূপসাগরে, প্রাণভরে পান কর্‌ব ওরে,
বিশ্বে যত আছে রূপের বারি।
আজি, রূপের মাঝে দিও গো ধরা, ওগো আমার অরূপধারি!
যেরূপে, মন মেতে যায় ভালবেসে, আজ সেইরূপেতে
আমি মোহের ধার আর কি ধারি?

———

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

তোর দিন গেল বিফলে।
ডাক করযোড়ে, প্রাণভরে তারে, হরেকৃষ্ণ হরি বলে'।
সাধনের ধন মানব জনম, ভেসে যায় ভব-জলে,
হরি ব্রহ্ম সনাতন, পাতকনাশন, ডাক তারে কুতূহলে।
অহরহ দেহ হ'তেছে বিনাশ, নিশ্বাসের কি আর আছেরে বিশ্বাস,
রলি কি আশ্বাসে, ডাক পীতবাসে, এই বেলা হৃদয় খুলে;
আজ কিম্বা কাল না হয় দু'দিন পরে প্রাণ-পাখী যাবে চলে,
শমন ধরিয়াছে কেশে, তবু কি সাহসে, পীতবাসে রলি ভুলে?
(হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল)।

———

নমস্তে পতিতজন-ভয়হারি !

নমঃ নারায়ণ ব্রহ্মসনাতন,

জয় জয় কেশব জয় দানবারি।

যুগে যুগে হরি, অবনীতে অবতরি,

ভকত-মানস-সাধ পূরাও মুরারি।

অকৃতি অধমে নাথ ! দেহ পদতরি ;

যম-যাতনা আর সহিবারে নারি।

হে দেব দয়িত জগন্নাথ !

জগতের প্রতি কর শুভ দৃষ্টিপাত।

অনন্ত কল্যাণ গুণময় তুমি সকরুণ

বিশ্ব ভরি' হ'ক তব কৃপা-রশ্মিপাত।

নিজগুণে জীবগণে কর আত্মসাৎ।

ভৈরো।

কমলাসনে কমলা-সনে কমলাপতি বিহর।

করুণা করি করুণাময় ! করুণা-কণা বিতর।

পীতাম্বর পীতাম্বরে, মোহন মুরলী অধরে ধরে',

পাতকী তরাতে পতিতপাবন পাতকী হৃদয়ে বিচর।

কলুষ ভরা কলুষ অন্তর, কলুষনাশন হরহরি হর,

পঙ্কিল পরাণে প্রেম-সুধা দানে হ'য়োনা প্রভু বিস্মর।

কীর্ত্তনভাঙ্গা।

কোমল মধুর হরি তব প্রেম-ধার,
পিয়াও পিয়াও হরি প্রেমের আঁধার !
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরি, তোমার মাধুরী হেরি,
(আমি যেথাসেথা ফিরি, তোমার মাধুরী ছড়ান আছে)
বিফল নয়ন ধরি প্রেমের পাথার !
কাঁদিয়ে আকুল হই, সিন্ধুনীরে তরী কই,
প্রেমার্ণব মাঝে গিয়ে অতলে ডুবিয়া রই ;
এস হরি দয়া করি (কোথায় আছ হে)
(ওহে তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে)
মুছহে নয়নের বারি, এনে দাও পারের তরী, জলধি মাঝার ;
অতলের তলে ডুবি প্রেম পারাবার !

প্রভাতে যারে নন্দে পাখী, কেমনে বল তারে ডাকি,
কোন্ ভরসায় তাঁরে মাগি ?
কুসুম ল'য়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যাঁরে করেছি বরণ,
এ কণ্টক বনে কি করি চয়ন, কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী,
কণ্টক দিব চরণে যবে, কুসুম মুদিবে আঁখি ;
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে করিলে কাঙ্গাল,
বল হে হরি ! আর কত কাল, সুদিনের লাগি রহিব জাগি ?

প্রভাত হইল, পৃথিবী জাগিল, বিহগ গাইল জয় নারায়ণ।
ফুলকুল হাসি, দশন বিকাশি, সমীরে সঁপিলে সুবাস রতন।
পুলকে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে পৃথিবীর তম নাশিতে নাশিতে,
প্রেম প্রকাশিতে, জীব আশ্বাসিতে, উদিলেন ভানু পূর্ণ পুরাতন॥

ভজন— ঢেপ্‌কা।

ওগো তোমারেই প্রাণের মাঝে পূজিব।
শয়নে স্বপনে, সজনে নির্জ্জনে, তোমারি আশায় থাকিব।
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কাননে ভবনে, যথায় থাকি প্রভু গো;
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, তোমারি লাগিয়ে, নিশিদিন তোমায় ডাকিব।
হাটে মাঠে ঘাটে, সুখেতে শঙ্কটে, তোমারি নাম গাইব;
হ'লে পথহারা, দিবে তুমি সাড়া, তোমা পানে ধাইব।
তোমারি জগতে, পরাণ জুড়া'তে, তোমারি শরণ লইব;
তুমি দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু, তোমাকেই সদা চাহিব॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

হরি! বিরাজ মম অন্তরে। চাহি নিরন্তর হেরিবারে।
শয়নে স্বপনে র'ব, সদা তব ধ্যান ক'রে,
আমি কাটাব দিবা যামিনী, আনন্দে স্মরি তোমারে।
তুমি মম হর্ত্তা কর্ত্তা, তাই জানাই তব গোচরে,
দেখো অন্তিমে যেন প্রভু, থেকো মম হৃদি' পরে।

ভৈরবী।

চরণ ধরিতে দিও গো আমারে নিও না নিও না সরায়ে।
জীবন-মরণ সুখ-দুঃখ দিয়ে, বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার, বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেথে নিও হার, ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।
চির পিপাসিত কামনা বেদনা, বাঁচাও তাহারে মারিয়া,
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমার কাছেতে হারিয়া;
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে, পারিনা ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিও গো আমারে, বরণের মালা পরায়ে।

ঝিঁঝিট—একতালা।

মধুর স্বনে, বাঁশরীর গানে, কে যেন ডাকিয়ে যায় গো;
জগতের লোক, ভুলি তাপ শোক, দেখিতে তাঁহারে ধায় গো।
শুনে আশাবাণী শুভ সমাচার, ঘুচিল জীবের মোহ হাহাকার,
নিজ মাথে যত পাপীদের ভার, সে কেন সাধিয়া বয় গো।
কে গো তুমি বসে হৃদয় মাঝারে, কি বলিয়ে বল ডাকিব তোমারে,
তুমি, পুরুষ কি মেয়ে খুঁজিতে গিয়ে, বিরিঞ্চি হল তন্ময় গো।
কেউ বলে তুমি ভাস্কর সবিতা, কেউ বলে গণপতি সিদ্ধিদাতা,
কেউ বলে ঈশ ভোলা মহেশ গিরিশ মৃত্যুঞ্জয় গো।
কেউ বলে তুমি জগৎ-মাতা, কেউ বলে হরি অধম-ত্রাতা,
এ যে, বিষম ফাঁকি বুঝিব বা কি, কিরণ ভেবে না পায় গো।

মিশ্র জৌনপুরী ।

প্রভু, দাঁড়াও তোমায় দেখি ।
নিয়ে সকল দাবী-দাওয়া, তোমায় আমায় হয়নি চাওয়া,
আজকে যখন চোখ তুলেছি দূরে পালাবে কি ?
ওগো দুই চোখে মোর কুলায় না যে তোমার রূপের আলো,
লক্ষ কোটি নয়ন দিলে হ'তো যে মোর ভালো ;
নোঙোর ছেড়া মত্ত হিয়া, চলেছে মোর পথ ভুলিয়া,
থামুক সে মোর যাত্রা আজি চরণ তলে ঠেকি' ।

—•—

ভীমপলশ্রী ।

দেহি শ্রীচরণ, জুড়াক এজীবন, আর এ যন্ত্রণা সহে না ।
বারে বারে হরি, সহিতে না পারি, জননী-জঠর-যন্ত্রণা ।
এই অধমের প্রতি, ওহে যদুপতি, করহে কিঞ্চিৎ করুণা ।

—•—

সিন্ধু—ঠুংরী ।

হৃদয়-বেদনা সহিতে পারিনা, কোথা প্রভু তুমি হে !
তুমি ছাড়া প্রভু, শান্তি নাহি কভু, দাও শান্তি প্রাণে হে ।
আপন ভাবনা ভাবিতে পারি না, লও মম ভার হে ;
আঁখির উপরে, দাঁড়াও এসে ধীরে, দেখে প্রাণ জুড়াই হে ।
শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, সঙ্গী হ'য়ে থেকো হে ;
তুমি বিনে আর, কে লইবে ভার, দুর্ব্বহ জীবন হে ।

———

ভীম পলাশী—যৎ।

আমি কি উঠিতে পারি ?
তুমি না তুলিলে হাত ধরিয়ে আমারি।
সদা নীচগামী, স্বতঃ সিন্ধুবারি,—
ভানুর কিরণে সেও গগনবিহারী ;
তুলে ধর—তুলে ধর বাহু প্রসারি'।
আমি তব লাগি চেয়ে পথ পানে,
নিশিনিশি জাগি আকুল পরাণে,
শুধু তব নাথ ! দরশ-ভিখারী।
যদি আস কভু ত্বরা চলি' যাও,
দীন বলি' তবু ফিরে নাহি চাও ;
এত কি কঠিন হৃদয় তোমারি !

ভজন।

হৃদি-বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে বিহর হৃদয়-শ্যাম !
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভিত ত্রিভঙ্গ ঠাম।
সপ্তদল কমল গন্ধে, পদারবিন্দে পরাণ বন্দে,
ছন্দে ছন্দে ধমনী রক্তে প্রবাহ মন্ত্রে তোল নাম।
রক্ত কমল দো নয়ন কাঁদে,
অরূপ রূপের রূপবান শ্যাম নয়নে নয়ন ওই বাঁধে ;
ইন্দ্রিয় পাঁচ দীপ শিখা তুলে, আরতি করে রূপের দেউলে,
শঙ্খ ঘণ্টা মন-কল্লোলে, নাদ পূরিত আত্ম ধাম।

কীর্ত্তন।

হৃদয় সরসী নীরে কর কেলি মাধব !
মম মন-পদ্মে দেব ! রাখ পাদ-পদ্ম তব।
চরণ পরশে হোক্ মুকুলিত কমল কলি,—
পাষাণ পরাণ মম প্রেম-রসে যাক্ গলি ;
পীতাম্বর ! পীতবাসে, উদয় হও হে হৃদাকাশে,
জ্ঞান-আঁখি দিয়ে দেখি মূর্ত্তি তব অভিনব।

দাদ্‌রা।

হরি হে ! আপনি নাচ আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে।
মানুষ তো সাক্ষী গোপাল, মিছে 'আমি আমার' বলে।
ছায়া-বাজীর পুতুল যেমন, জীবের জীবন তেমন,
দেবতা হ'তে পারে যদি তোমার ঐ পথে চলে।
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মারথে তুমি রথী,
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে।
সর্ব্ব মূলধার তুমি,   প্রাণের প্রাণ হৃদয়-স্বামী,
পাপীকে সাধু কর তুমি নিজ পুণ্য-বলে।

কোঈ পূজো নাহি হরি বিন।
দুখ হর কর জিন টারে দূর দুর্দ্দিন।
দীননকী দেখ রেখ রাখে—
পল ময় করত সব কাম কঠিন।

বাউলের সুর।

তুমি দুখের বেশে এলে ব'লে ভয় করি কি হরি!
দাও ব্যথা যতই, তোমায় ততই, নিবিড় করে ধরি।
আমি শূন্য করে তোমায় খুঁজি, দুঃখ নেব বক্ষে তুলি,
আমি করবো দুঃখের অবসান আজ সকল দুঃখ বরি।
কত সে মন কত কিছুই, হরণ ক'রে ফেলি নিতুই,
এক মন-ই তো দুঃখ দেবে তারে নাহি ডরি।
তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল, ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর সকল শূন্য করি'।

শ্রীহরি-চরণ শরণ লইয়ে, বদন ভরিয়ে বল হরি হরি।
কেটে যায় দিন, তনু হয় ক্ষীণ, চল ভাই প্রভুর চরণ ধরি।
(ওরে) কেন বৃথা মায়া-মোহ-ঘোরে, বিশ্বে অন্ধ সম বেড়াস্ ঘুরে,
ও ভাই সব যাবি যদি হরিপুরে, চল্‌রে হরির চরণ স্মরি।

ভৈরবী—তেতালা।

মন হরি সুমরণসেঁ। লাগরে অরে অউর বাতনসো ভাগরে।
মানুষ জন্ম বৃথাকোঁ খোরৈ জন্মতাত জৈসে ফাগরে।
ইয়া সংসার রৈণ্কি সপনা সোটৈ কহা অব জাগরে।
বিষয় বাসনা স্বাদ জগত্কে সব জিয়তেতু ত্যাজরে।
বিষ্ণুদাস সুখো যোঁ চাহে হরিচরণ ন চিত্ত পাগরে।

আমার হরিবোল বলা হ'ল না।
(আমি) মুখে বলি হরি মনে অন্য করি,
(তাই) প্রেমবারি চক্ষে এল না।
যখন মনে করি, সকল পাশরি,
ধ্যানযোগে করি ধারণা ;—
(আমার) দশ ছয় বোল, তারা বাদী হ'ল,
নানারূপে করে ছলনা।
গোবিন্দ বলিয়ে, দু'বাহু তুলিয়ে
মনপ্রাণ কেন নাচে না ;—
(শুনি) ডাকার মত করে', একবার ডাক্‌লে পরে,
দুঃখ পরিতাপ আর থাকে না।
এমন সুযোগ, আর কোন যুগে,
হয় নাই আর হবে না ;—
ব্রত উপবাস, না চাহে সন্ন্যাস,
(শুধু) নামাভাসে পূরে কামনা।
শুনেছি পুরাণে, সাধু-গুরু-স্থানে,
হরিনামের নাই তুলনা ;—
জন্ম-জন্মান্তরের, সর্ব্বপাপ হরে,
ডাকার মত ডাকে যে জনা।—
"পাগলের" মন, না হ'ল আপন,
গুরুজনের বচন মানে না ;—
(আমি) যখনে যা করি, যাত্রাকালে হরি,
আর যেন তোমায় ভুলি না।

বেহাগ খাম্বাজ।

কবে দেখিয়া তোমারে নয়ন ভরিয়া প্রাণের আশা মিটাব।
কবে তোমারি নামেতে মিশিয়া গলিয়া আকুল হইয়া যাইব।
কবে আসিবে সেদিন জানিনা, তুমি পূরাবে হে আমার কামনা,
ওহে অন্তর্য্যামী, বল দেখি তুমি, কি বলে তোমারে ডাকিব।
কি বলে ডাকিলে দাও তুমি সাড়া কেমনে তোমারে পাইব ;
কবে আমার যা কিছু সকলি বিলায়ে তোমারি চরণে লুটাব :

ঝিঁঝিট মিশ্র।

যতদিন যায়, তত কাজ বাড়ে, অবসর কৈ মিলিল না।
বসে' নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে, ক'র্‌ব হরির চিন্তে,
এমন দিন আমার আসিল না।
ধূলাখেলায় গেল বাল্য-জীবন, বৃথা রঙ্গরসে গেলরে যৌবন,
জরাব্যাধি আসি ধরিল এখন, না হ'ল আমার হরি উপাসনা।
যদি জপে বসি নানা চিন্তা আসে, যত প্রয়োজন সেই অবকাশে
নিত্য এ নিগ্রহ ভুঞ্জি গৃহবাসে. বিড়ম্বনা হেতু এসব কামনা।
পিতৃমাতৃ ঋণ নারিনু শোধিতে, নারিনু তাদের চরণ সেবিতে,
এখন, হয় সদা চিন্তে, শমন আসি অন্তে,
দিবে বুঝি আমায় অশেষ যন্ত্রণা।
জেনেশুনে তবু স্নেহে বদ্ধ আছি, সঙ্গে যা যাবেনা তাই রাখি ঢাকি
ভুলেও তাঁরে না ডাকি, যদি ডেকে ল'ন পাতকী,
তবে ঘুচে আমার ভবে আনাগোনা।

বাগেশ্রী—একতালা।

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি বৃথা বিশ্বময় খুজে' বেড়াই ;
যারা বলে সত্য দেখেছে তোমারে, আমি কই নাহি দেখিতে পাই।
সিংহশিশু করে মেষরক্ত পান, বলী বলহীনে করে অপমান,
তুমি সর্ব্বশক্তি তুমি ন্যায়বান, দূরে কি বসিয়া দেখিছ তাই ?
ধনীর আস্পর্দ্ধা কপটের জয়, ধর্ম্মের পতন তবে কেন হয়,
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়, এ নিয়ম তরে তবে কে দায়ী ?
তার চেয়ে বলি শোকদুঃখ জরা, পীড়ন পেষণ, অবিচার ভরা,
আপনি চলেছে অরাজক ধরা, এ রাজ্যের রাজা কেহ ত নাই।

আয় সবে মিলি,　　দু'টি বাহু তুলি,
নেচে নেচে গাই হরি-গুণ গান।
নাম বিনা ভাই,　　আর কিছু নাই,
হরিও হয় না, হরিনামের সমান।
হরিনামের গুণ বর্ণনাতীত,　বীণা-যন্ত্রে নারদ গায় অবিরত,
ত্যজি সোনার কাশী, হয়ে শ্মশানবাসী, পঞ্চমুখে গান গায় পঞ্চানন।
ডাকার মত যে জন হরি বলে ডাকে,
সে জন ত কখন পড়েনা বিপাকে,
ভক্ত-সখা হরি রক্ষা করেন তা'কে,
অন্তিমে গোলকে দেন তারে স্থান।

টোড়ি ভৈরব—আড়াঠেকা।

জেনে ও জানিনে, বুঝে ও বুঝিনে, তবু কেন তোমায় চাই।
কোথা তুমি থাক, কেন মোরে ডাক, কেন তব পানে ধাই।
কোন্ পরাণের টানে, কোন্ বাঁশীর তানে,
কোন্ মধুর গানে, তোমা পানে ছুটে যাই।
তোমার দুয়ারে কেন থাকি পড়ে, কেন তব নাম নিরজনে গাই।
জানি না কি জান, প্রাণ ধরে টান, কেন তব স্পর্শ সদা পেতে চাই।
ডুবিব তব প্রেমে, চলে যাব তব ধামে,
তব নামে তব ধ্যানে, প্রাণে তৃপ্তি পাই।

সাহানা—খেমটা।

হরি বলে' ডাকরে ওমন! ভক্তিভরে মধুর স্বরে।
ডাক্‌লে হরি দিবেন দেখ', বড় দয়াল ভক্তের তরে।
শিশু বৎস হাম্বা করে, ডাক্‌লে মা থাক্‌লে দূরে,
ছুটে আসে অমনি করে, বৎসের ডাকে দুগ্ধ ঝরে।
তেমনি হরি ভক্তের ডাকে, রৈতে নারে আর পলকে,
ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমালোক প্রকাশে হাসির অন্তরে।
এক প্রাণে জগৎপ্রাণ, বাঁধা আছে এমনি সন্ধান,
আকুল হ'লে ভক্তপ্রাণ, সে তান বাজে তাঁর ভিতরে।
সে তানে পড়িলে টান, প্রাণেতে মিশে যায় প্রাণ,
ভক্ত হয়ে যায় ভগবান, জগৎ কেবা এরূপ ধরে।

হলে আত্ম সম্প্রদান, করেন হরি আত্মদান,
দূরে যায় তার মান অভিমান, এক আত্মাকে ভেদ করে।
সেরূপে স্বরূপ মিশে, দিবানিশি খেলায় হেসে,
আলোকে আঁধার নাশে, হৃদে ভাসে হরে হরে।
মনমোহন বড় বোকা, গেল না তার মনের ধোকা,
সোজা পথে হ'ল ঠেকা, একা সে যাইতে নারে।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

কর নাম সার;
হরিনাম-মালা গলে পর কণ্ঠহার।
নাম-রসে ডুবে থাক, আর কভু উঠ নাক'
নিরঞ্জনে চেয়ে দেখ যাবে হাহাকার।
ভেসে যাও সে হিল্লোলে, ঘুমে থাক তাঁরই কোলে,
গগন ভেদিয়া কর নামের হুঙ্কার।
বলে পাগল কিরণ, কেন চোখে দুঃস্বপন,
সঁপে দাও তনুমন ঘুচিবে বিকার।

গাওরে গাও হরি নাম।
গাও সবে মিলে, প্রেমের হিল্লোলে, গাওরে অবিরাম।
তবে পুরিবে কামনা, ঘুচিবে যাতনা, হরিনামে পাবে মোক্ষধাম।
ওরে হরি হরি বল, কর হরিনাম সম্বল,
হরি সুখ, হরি শান্তি, হরি প্রাণারাম।

এসেছ একলা, যাবেত একলা, সাথের সাথী কিছু হবে না।
চোখ্ মুদিলে সবি আঁধার, কে করে কার ঠিকানা!
কোথায় ছিলে, কোথায় এলে, কোথায় যাবে জান না;
তুমি যে কাহার, কেবা তোমার, মিছে "আমার" ভাবনা।
ধন-দৌলতে, মান-দাপটে, শেষের দিনে স্মর না;
এমনি ভাবে, দিন কি যাবে, যমে যে ভাই! ছাড়্বে না।
করম্ কর, ধরম্ কর, ত্যজে সব কামনা;
সতত বন্দন, কর নন্দনন্দন, দুঃখ ভবে র'বে না।

টোড়ি ভৈরবী—আড়খেম্টা।

এমন কল কি কোথায় পাবি?
কলের তত্ত্ব পেলে পাগল হ'বি।
কোথায় অনল, কোথায় জল, (এর) কোথায় আছে বায়ুস্থল,
কোথায় আকাশ আছে প্রবল, কোথায় আছে কলের চাবি?
কল চালাচ্ছে কোথায় বসে, যোগী পায় না যোগে বসে,
কিসে কল যায় আবার এসে, অবশ্যম্ভাবী;—
কলে হচ্ছে কত কল, এ আজ্‌গুবি কল,
কলে পড়ে' কল খাচ্ছে খাবি।
যদি এবার বাঁচ্বি কলে, তত্ত্ব নে তুই হরি বলে,'
তত্ত্বাতীত আছেন কলে, তাঁর হাতে চাবি;—
ও সে এমনি কারিগর ভূচর খেচর, জলচর সব ভাবের ভাবী।

খাম্বাজ—খং।

ক্ষতি কি তোর সর্ব্বনাশে, তোর পুঁজি থাকবে শ্রীহরি।
(ওরে) সে থাকিলে সব থাকিবে, অভাবে ফক্কিকারী।
সপিলে সর্ব্বস্ব তাঁরে, সে কি রে ছাড়িতে পারে,
তুমি চাও তাঁহারি হ'তে, সে তো রে তোমারি।
নাহিক আর অন্য মতি, সদা ভাবি' সে মুরতি,
যার ঘুচেছে সকল গতি, তার গতি শ্রীহরি।

মেঘমল্লার—মধ্যমান।

মনরে! মানসে কর মানস সাধন।
সাধিলে পূরিবে সাধ পাবি সাধনের ধন।
আছে ভবে যত কর্ম্ম, সুকর্ম্ম কি দুষ্কর্ম্ম,
ত্যজিয়ে ঐ কর্ম্মাকর্ম্ম ভাব জনার্দ্দন।
ত্যজরে মন তর্জ্জন গর্জ্জন, আর আগমন,
বিসর্জ্জনে করিয়ে দুর্জ্জন, বর্জ্জন কর দেহ মার্জ্জন।
ভাবরে সচ্চিদানন্দ, দূর কররে নিরানন্দ,
ঐ আনন্দে মহানন্দ, বলে রাজমোহন।

সাহানা।

দুঃখ দেছ যদি তাহে নাহি ক্ষতি সহিবারে দেহ শকতি।
তোমারি দান এ কায়া যদি, চাহিনা লভিতে মুকতি।
তোমারি করুণা নিখিল জগতে, কোন্ পথে কে পারে বলিতে,
দুঃখ সুখ নাথ! মিলিত তোমাতে, তোমারি কঠিন মুরতি।

[অসমীয়া অর্থাৎ আসাম প্রদেশীয় ভাষা]

জয় জয় যাদব, জলনিধি যাদব ধাতা

শ্রুতি মাত্রাখিল ত্রাতা ;

স্মরণে করয় সিদ্ধি দীন দয়ানিধি

ভকতি মুকতি পদ দাতা।

জগজন জীবন অজন জনার্দ্দন

দনুজ-দমন দুঃখহারী :

মহাদানন্দ কন্দ পরমানন্দ

নন্দনন্দন বনচারী।

জগত বিন্দু বিধু মাধব মধুরিপু

মধুর মুরুতি মুরনাশী ;

কেশব চরণ সরোরুহ কিঙ্কর

শঙ্কর এহু অভিলাষী।

ছায়ানট।

অগতির গতি হরি! গতি মোর কি হব?

দারুণ শমনে টানিছে সঘনে চেতনা কনিও পথব!

পুণ্যর পুতুলি পাপত মজি, শেষের সমল নেচালো ভজি ;

সিপারেদি শুনি মুরলি আজি, উধাতুরে খোজ উধাব।

শত বাসনাই ঝিকিমিকি করি, নয়নের মণি নিলে চুর করি,

নমন্মো তোমাকে নিয়া ধরি ধরি, নইলে ঘুরিয়ে ঘুরাব।